সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী— ৩

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল

শ্রীকৃষ্ণদাস-বিরচিত

[লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে মুদ্রিত]

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩

মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৲। শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১।০। সাধারণ পক্ষে ১॥০

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল

নম বন্দ গণপতি * সর্ব্বাঙ্গে[১] জার স্থিতি
বিঘ্ন বিনাশ[২] মহাশয়।
তনু খর্ব্ব লম্বোদর[৩] হেমরুচি জিনি কর[৪]
সম দয়া[৫] সদয়া হৃদয় ॥

---

* প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে একাধিক গণপতির পরিচয় পাওয়া যায়। গণ অর্থে কোনও সম্প্রদায় বা অনুচর, তাহার পতি অর্থাৎ নায়ক যিনি, তিনিই গণপতি। এই অর্থে বেদে ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে গণপতি বলা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালায় যিনি গণপতি, তিনি হইতেছেন—বিঘ্নেশ গণপতি; গণ অর্থাৎ যে সকল ভূত প্রেত কেবল মানুষের কার্য্যে বিঘ্ন করিয়া বেড়ায়, ইনি তাহাদের অধিপতি। এই হেতু বিঘ্ন এড়াইবার জন্য সকল কাজের প্রথমেই গণপতির বন্দনা বা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানারূপ মত দেখা যায়। মানব গৃহ্যসূত্রে চারি জন বিনায়কের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা মানুষের অনিষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপর (মানব গৃহ্যসূত্র, ২ পু, ১৪)। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—রুদ্র এবং ব্রহ্মা, মানুষের কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য বিনায়ককে

১। কোনও মূল যজ্ঞের অঙ্গরূপে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে অঙ্গযাগ বলে। সেইরূপ কোনও মূল পূজার অঙ্গরূপে যে সকল পূজা-অর্চ্চনা হয়, তাহাকেও অঙ্গপূজা বলা যাইতে পারে। এইরূপে যাগ-যজ্ঞ ও পূজা-অর্চ্চনা অর্থে 'অঙ্গ' শব্দের প্রচলন হওয়া অসম্ভব নহে। সর্ব্বাঙ্গে—সর্ব্ববিধ যাগ-যজ্ঞ ও পূজা-অর্চ্চনায়।

২। বিনাশ—বিনাশ(হ), বিনাশ কর।

৩। পুথিতে—'তনু লম্ব খর্ব্বোদর'।

৪। কর—কিরণ, আভা।

৫। সম দয়া—দয়ার সমান। [গণপতির] হৃদয় [যেন মূর্ত্তিমতী] দয়ার ন্যায় সদয়।

শোভা করে করিমুণ্ড ঈষত চলয়ে শুণ্ড
তাহে শোভে ই তিন লোচন।
পরিধান বাবাম্বর[1] করিদন্ত মনোহর
জয় দেব মুষিক-বাহন॥
সহায়[2] কর মোর কাজে যশ কর মহী মাঝে
সিদ্ধ কর মনের বাসনা।
গ্রন্থ পূর্ণ কর মোর শরণ লইনু তোর
জগমাঝে রাখহ ঘোষণা॥

গণাধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। লিঙ্গপুরাণ বলেন,—অসুরদিগের কার্য্যের বিঘ্নের জন্য মহাদেব গণপতির সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মবৈবর্তের মতে—শ্রীকৃষ্ণ গণেশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিবপুরাণে—ভগবতী মৃত্তিকা দ্বারা একটি পুতুল তৈরী করেন, তাহাই পরে গণেশ হয়। বরাহপুরাণে-গণেশের জন্ম মহাদেবের হাস্য হইতে। বামনপুরাণে—পার্ব্বতীর গায়ের মাটি হইতে গণেশের জন্ম হয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে—মহাদেবের বরে পার্ব্বতীর আঁচল হইতে গণেশের উৎপত্তি। তন্ত্রের মতে—শিব ও পার্ব্বতী হিমালয়ে এক সময়ে হাতীর রূপ ধরিয়া বিহার করিয়াছিলেন; তাহাতেই গণেশের উৎপত্তি। এইরূপ আরও অনেক মত আছে। গণপতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন বহু মত, তাঁহার হাতীর মুখ হওয়া সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা মত আছে। রাঘব ভট্টের মতে গণপতি পঞ্চাশ জন।—পঞ্চাশদ্‌গণপা ইমে। কিন্তু অভিধানকারগণের মতে এইগুলি কেবল গণেশের নামভেদ মাত্র। গণপতিতত্ত্ব গ্রন্থে গণেশকে ব্রহ্মের সমান আসন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মনু গণেশকে শূদ্রের দেবতা এবং তাঁহার উপাসক ব্রাহ্মণদের দ্বিজাধম এবং অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়াছেন (মনু—৩।১৬৪।১৬৭)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় "গাণপত্য" একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন,—হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন গণপতির গুণ ও মহিমা একত্র সমাবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান গণপতির উদ্ভব হইয়াছে।

১। পুথিতে—'বাগাম্বর'। ব্যাঘ্রচর্ম্মের কাপড়।
২। সহায়—সহায়তা বা সাহায্য।

সম্পাদকের কথা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গল অতি অপূর্ব। মালাধর বসু ও মাধব আচার্য্য প্রভৃতি কবিগণ কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। কাশীরামদাসের অগ্রজ কৃষ্ণদাসের "কৃষ্ণবিলাস" নামে একখানি কৃষ্ণমঙ্গল আছে। বিপ্র পরশুরামের একখানি আছে। ভাগবতাচার্য্যের "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণ অনুবাদ। তাই ইহাকে এই শ্রেণীর কৃষ্ণমঙ্গল নামে আখ্যাত করা ঠিক না হইলেও ইহাও একপ্রকার কৃষ্ণমঙ্গল। ইহা ছাড়া ভাগবতের ছোটখাট কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পালা এবং তাহার রচয়িতা অনেক আছেন। সম্পূর্ণ কৃষ্ণমঙ্গল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিন চারিখানির অধিক মুদ্রিত হয় নাই।

আমাদের বর্ত্তমান কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস। ইনি চৈতন্যদেবের অনুচর, কৃষ্ণমঙ্গলের বিখ্যাত রচয়িতা মাধব আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং তাঁহার সমসাময়িক, সুতরাং চৈতন্যদেবের জীবিতকালে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। মাধব আচার্য্যের সহিত ইঁহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ইনি নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

আচার্য্য গোসাঞিের স্থানে করি ভৃত্যকার্য্য।
দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য ॥
না পড়িল না শুনিল হিয়া পরকাশ।
বুঝিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণদাস ॥—৩৮৫ পৃঃ।

কবির মাতার নাম পদ্মাবতী এবং পিতা যাদবানন্দ। বসতিগ্রামের নাম না থাকিলেও গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাস করিতেন বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার বন্দনান্তে কৃষ্ণদাস, মাধব আচার্য্যের বন্দনা করিয়া, তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গল সম্বন্ধে এই কয়টি জ্ঞাতব্য কথার উল্লেখ করিয়াছেন,—

পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞি।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে যাই ॥
লিখিতে না পাই মন সদাই তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ ॥

আচার্য্য দেখিয়া গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাইয়া গান শুনি অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥—ঙপুঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণমঙ্গলখানি মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল-রচনার পরে তাহার আদর্শে বিরচিত এবং মাধবাচার্য্য নিজে এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া, ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি লেখা-পড়া কিছুমাত্র না জানিলেও স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া মাধব আচার্য্য নিজেই তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, একমাত্র চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থেই যেমন কবির নিজের ভাষা পাওয়া যায় নাই, আলোচ্য কাব্যখানি প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইলেও ইহাতে তেমনি কবির নিজের ভাষা রক্ষিত হয় নাই। পরন্তু মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল হইতে কচিৎ কোনও অংশ যে ইহাতে প্রবেশ লাভ করে নাই, ইহাও বলা যায় না। কবি নিতান্ত কৃতজ্ঞ—বিশেষতঃ মাধব আচার্য্যের ভয়ে ভীতও বটে। তাই তিনি কোন কোন ভণিতায় এবং গ্রন্থমধ্যে এক কাব্যের নাম "কৃষ্ণমঙ্গল" বলিয়া উল্লেখ করিলেও অধিকাংশ ভণিতায়ই "মাধবচরিত্রগান গায় কৃষ্ণদাস" বলিয়া এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মাধব এবং মাধব আচার্য্য, উভয়কেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার কোন কোন ভণিতায় "মাধব-রচিত, কৃষ্ণের চরিত, কহত্ত কিষণদাস॥ মাধব-রচিত, কৃষ্ণের চরিত, কৃষ্ণদাস রস গায়।" এইরূপ ভণিতা প্রদান করিয়া মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলকেই প্রাধান্য দানপূর্ব্বক নিজে মাত্র গায়কের স্থানে সমাসীন হইয়াছেন। বস্তুতঃ মাধবাচার্য্যের সহিত কবির যে সম্বন্ধ, তাহাতে কৃষ্ণদাসের পক্ষে তাঁহার নিকট এইরূপ অবনতি স্বীকারই স্বাভাবিক।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস এই কাব্যখানি প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা অবিকল অনুবাদ নহে—ভাবানুবাদ। ভাগবতের অতিরিক্ত কোন কোন বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেমন—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের আত্ম-পরিচয় যেমন তাঁহাদের নিজ নিজ দৈন্যের কুজ্ঝটিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে, পত্তাওনা করেন নাই বলিয়া

আমাদের কবি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও সেইরূপ দৈন্যপ্রসূত কি না, বলিতে পারি না। তবে যথার্থই যদি তিনি নিরক্ষর হন, তবে তাঁহার এই কাব্যখানি যে প্রাচীন বাঙ্গালার একটি গৌরবের সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাহা না হইলেও অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলের তুলনায় এই কাব্যখানি যে, কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ভগবান্ চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমের যে অলৌকিক বন্যা বহাইয়াছিলেন, তাহার কতিপয় তরঙ্গে বঙ্গভাষা সজীব ও পুষ্ট হইয়াছিল। কবি কৃষ্ণদাস এই কাব্যখানি রচনা করিয়া যে প্রাচীন বঙ্গভাষাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন, ইহার মূলেও যে সেই তরঙ্গের অভিঘাত বিদ্যমান, তাহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কৃষ্ণদাস-বিরচিত কৃষ্ণমঙ্গলের একখানি অসম্পূর্ণ পুথি পূর্ব্ব হইতেই ছিল। ইহার সংখ্যা—৭৯৮। পত্র—২,৪ ৩৭। তৎপরে বিগত ১৩২৭ সালে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ রায় মহাশয় কোনও নমঃশূদ্রের গৃহ হইতে ইহার অপর একখানি সম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে উপহার দেন। এই পুথিখানি যদিও পত্রাংশে সম্পূর্ণ (পত্র—১-১০৭। লিপিকাল ১২০৬ সাল), কিন্তু লিপিকরের অনবধানতায় মূল হইতে কিছু কিছু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত পুথিকে আদর্শ করিয়া এবং প্রথম পুথির যতটুকু আছে, তাহার সহিত পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। পুথির বানানে যাহা স্পষ্টতঃ লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, তাহা শোধন করিয়াছি; যাহা প্রাচীন বানান ও উচ্চারণের অনুরূপ এবং ভাষাতত্ত্ব আলোচনার দিক্ হইতে প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই—যথাযথ মুদ্রিত হইয়াছে। যদিও পুথিখানিতে কবির সময়ের ভাষা পাওয়া যায় না, তথাপি ভাষাতত্ত্বান্বেষীর নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই;—শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের রাঢ়ের ভাষার নমুনা ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, লালগোলার দানবীর মহারাজা রাও শ্রীযুক্ত [illegible] নারায়ণ রায় সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। তিনি সকলেরই সাধুবাদের পাত্র।

চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৩। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

অপ্রচলিত

শব্দার্থ-সূচি

বন্দ দেবী হরগৌরী দোহার পদ শিরে ধরি
তুমি মোরে হও[1] বরদাতা।
ইথে[2] নাহি দেহ বাদ পুরাহ মনের সাদ
কহি জেন হরিগুণকথা॥
বন্দ দেবী সরস্বতী জিহবায়ে করহ স্থিতি
কটাক্ষে করহ অবধান।
বসিয়া আমার কণ্ঠে কেলি কর মোর তুণ্ডে
তুমি মোরে হঞা[3] কৃপাবান॥
নীল পটাম্বর সাজে রতন-কিঙ্কিণী বাজে
কনক রুচির মনোহারী।
মুখশশী শোভে ভাল কণ্ঠে দোলে বনমাল
সুললিত বীণাযন্ত্রধারী॥
নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র মুই জেন বীণাযন্ত্র
না[হি] বাজে নাহি করে ধ্বনি।
আপনে যন্ত্রিক হঞা গাও বীণা বাজাইঞা
জগমন জগতজননী॥
আর জত দেবী দেবা শিরে ধরি করি সেবা
[বিঘ্ন কেহ না করহ ইথি।]*
মোরে অনুগ্রহ কর বিবাদ নাহিক কর
জেন পূর্ণ হয় এহি পুথি॥

১। পুথিতে—হয়।

২। ইথে—ইহাতে।

৩। ‘হও’ ২য় পুথি।

* এই পঙ্‌ক্তি ২য় পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। আদর্শ পুথির পাঠ—বিঘ্ন নাশ করহ ইথি।

এ বড় ভরসা করি দয়ার ঠাকুর হরি
দয়া কর উত্তম অধমে।
ইথে নাহি অধিকার[১] সকল তোমার ভার
জত লেখি মনের ভরমে॥
উর উর[২] ভগবান শুনহ আপন গান
আসনে[৩] করহ অধিষ্ঠান।
তাল যন্ত্র প্রীতিধ্বনি[৪] ভাল মন্দ নাহি জানি
দুষ্টমতি বড়ই অজ্ঞান॥
আমি অতি হীন অজ্ঞ[৫] না হই তোমার যোগ্য[৬]
কৃপা করি পূরাইবে আশ।
অসত অবোধ আমি ভকতবৎসল তুমি
মাধবচরিত কৃষ্ণদাস॥ ৵ ॥

পয়ার ॥[৭]

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোলোক-ঈশ্বর।
জয় জয় রোহিণীকুমার হলধর॥
জয় জয় ব্রজবাসী জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় বংশীবট গিরি গোবর্দ্ধন॥

১। এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে আমার কোনও অধিকার নাই।

২। উর—আবির্ভূত হও।

৩। 'আসরে' ২য় পুথি।

৪। প্রীতি বিধানের জন্য (প্রায়ই) হরিনামের উচ্চ ধ্বনি।

৫। 'ভাগ্য'—২য় পুথি।

৬। তোমার যোগ্য অর্থাৎ তোমার লীলা গান করিবার যোগ্য নই।

৭। এই স্থলে ২য় পুথিতে এই পঙ্‌ক্তিটি অধিক আছে,—
ভকতবৎসল হরি তারো মোরে কৃপা করি॥ ধ্রু॥

জয় জয় নন্দগোপ জয় যশোমতী।
জার স্তন পান কৈলে[১] অখিলের পতি ॥
জয় রাধা ঠাকুরাণী ললিতা বিশাখা[২]।
জয় জয় শ্রীদাম[৩] সুদাম আদি সখা ॥
একে একে ব্রজবাসীর নাম লইব কত।
একত্র বন্দিব মাথে ব্রজবাসী জত ॥
রোহিণী দৈবকী বন্দ বসু[৪] গুণধাম।
জার ঘরে জনমিল[৫] কৃষ্ণ বলরাম ॥
প্রধান মহিষী বন্দ দেবী[৬] রুক্মিণী।
দ্বারকা নগরে বন্দ অসংখ্য রমণী ॥
পরাসর মুনি বন্দ সত্যবতী মাতা।
জার পুত্র বেদব্যাস শুকদেব-পিতা ॥
নবদ্বীপচন্দ্র বন্দ নিতাই চৈতন্য।
কৃতপাপী তরাইতে আর কেহ[৭] অন্য ॥
অদ্বৈত স্বরূপ বন্দ রায় রামানন্দ।
রূপ সনাতন বন্দ করিয়া আনন্দ ॥
বৃন্দাবনদাস বন্দ হইঞা সম্মত।
জাহার রচিত[৮] গীত চৈতন্য-ভাগবত ॥
মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
জাহার রচিত[৯] গীত শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল[১০] ॥

১। ২য় পুথিতে—'কৈলা'। ২। মূলে 'বিসথা।' ৩। মূলে 'ছিদাম'। ৪। বসু—বসুদেব। ৫। 'জন্ম নিলা' ২য় পুথি। ৬। 'দেবী জে' ২য় পুথি। ৭। 'কেবা' ২য় পুথি। কৃতপাপ অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিকে তরাইতে অন্য আর কে আছে?

৮-৯। মূলে 'চরিত'।

১০। মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি, "বৈষ্ণব-বন্দনা"র রচয়িতা দৈবকীনন্দন

পুর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞি[১]।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে জাই॥
লিখিতে না পাই মন[২] সদাই তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্য দেখিয়া গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাইয়া গান শুনি অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥
তাল যন্ত্র ধরে জেবা জন গান করে।
তাহার চরণ বন্দি সভার ভিতরে॥
মহান্ত বন্দিব জেই মহান্তের গণ[৩]।
একত্র বন্দিব সব বৈষ্ণব চরণ॥
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুর বন্দিব চরণ।
মাতাপিতা বন্দি আমি করিঞা যতন॥

দাসও ঠিক এইরূপ দুই পঙ্‌ক্তিতে মাধবাচার্য্যের বন্দনা করিয়াছেন। "বৈষ্ণব-বন্দনা" দ্রষ্টব্য।

১। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-প্রণেতা মাধব আচার্য্য।

২। 'পাই মন' স্থলে 'পারি মনে' ২য় পুথি।

৩। মূল পুথিতে এইরূপ বিকৃত পাঠ আছে,—

"মোহাভব বন্দিব জেই উপমাহন্তের গন"।

২য় পুথিতে,—

"বন্দো মহাপুরুষ জত আর সিদ্ধগণ।"

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে,—

"মহান্ত বন্দিব আর মহান্তের জন।
এক ঠাই বন্দিঞা গাব সভার চরণ॥"

—সা-প, ২২১ নং পুথি, ২ পত্র।

দিক্‌পাল বন্দ আর জত নবগ্রহ।
অনুগ্রহ করি ভিন্ন না করিহ কেহ' ॥
অন্য অন্য যুগে আছে ভজনের ক্রম।
কলিযুগে আছে মাত্র নাম-সংকীর্ত্তন ॥
তুচ্ছ তুচ্ছ জাতি করে কৃষ্ণগুণগান।
গঙ্গাজলে তীর্থস্থানে হইঞা অধিষ্ঠান ॥
হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি জত দূরে জায়।
পাপ তাপ রোগ শোক শুনিঞা পালায় ॥
শুন রে ভকত ইহা করিয়া বিশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

কহ কহ সূত লোমহর্ষণ-নন্দন[২]।
পুছিতে লাগিলা শৌনকাদি[৩] মুনিগণ ॥
সূত কহে কিবা জানি নামের মহিমা।
অনন্ত অনন্ত মুখে দিতে নারে সীমা ॥
[কিছু মাত্র কহি আমি দিগ্‌দরশন।
জে কহান তাহা কহি শুন দিয়া মন ॥][৪]

১। অনুগ্রহ করিয়া কেহ ভিন্ন ভাব অর্থাৎ বিঘ্ন করিও না।

২। পুথিতে পঙ্‌ক্তিটি এইরূপ বিকৃতভাবে লেখা আছে,—
"কহ কহ সুত হল মৎসের নন্দন।"

৩। পুথিতে 'সনক'। সনক—ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং বিষ্ণুর পারিষদ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা শৌনক আদি ঋষিগণ। শৌনক ঋষি একজন কুলপতি অর্থাৎ দশ হাজার মুনিকে [illegible] ... [illegible] 'শৌনক' স্থানে 'সনক' লেখা হইয়াছে।

... পাঠ গৃহীত হইল। আদর্শ পুথির পাঠ এইরূপ,—
... [illegible]দরশন।

কহিতে কৃষ্ণের কথা প্রেমে পুলকিত।
ধর্ম্মশীলে পাণ্ডুবংশে রাজা পরীক্ষিত॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা শমীকের স্থানে।
মুনি ধ্যান করে তার না পাল্যা সম্মানে[১]॥
কোপে মৃত সর্প লৈঞা ধনুকের হুলে।
তুলিঞা দিলেন রাজা শমীকের গলে॥
সর্প দিঞা পরীক্ষিত গেলা তথা হইতে।
এথা শৃঙ্গী[২] মুনি খেলে বালক সহিতে॥
খেলিতে খেলিতে জত শিশুগণ বোলে।
মৃত সর্প দেখ গিয়া শমীকের গলে॥
আসিঞা দেখিল মুনি গলে মৃত সাপ।
কোপ করি শৃঙ্গী মুনি দিল ব্রহ্মশাপ॥
কান্দিতে কান্দিতে শৃঙ্গী বোলেন মনোদুখে।
সপ্ত দিন বহি তাখে[৩] দংশিবে তক্ষকে॥
এত শুনি শমীকের ধ্যানভঙ্গ হইল।
শিষ্য দিঞা পরীক্ষিতে শাপ জানাইল॥
শিষ্য বোলে রাজা তুমি কর অবধান।
ব্রহ্মশাপ হইল রাজা হও সাবধান॥
সপ্ত দিন বহি দেহ হবে ভস্মরাশি।
তখনি বসিলা রাজা গঙ্গাতীরে আসি॥

১। 'তার' স্থলে 'রাজা' ২য় পুথি। মুনি ধ্যানে পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকটে কোনরূপ সম্মান পাইলে-
শমীকের পক্ষে

হরিপদ পাব কত দিনে রে ভাই ॥

তিলেকে ছাড়িল রাজা রাজ্যপদ ধাম।
গলায়ে তুলিয়া লইল তুলসীর দাম[১] ॥
গঙ্গার মৃত্তিকা রাজা লেপে সর্ব্বগায়।
পাত্র মিত্র লইঞা রাজা চিন্তেন উপায় ॥
তারা বোলে ব্রহ্মশাপে জদি হবে পার।
লুটাইঞা দেহ রাজা আপন ভাণ্ডার ॥
হেট মাথে[২] রহে রাজা কিছুই না বোলে।
ব্যাসসুত শুকদেব আইলা হেন কালে ॥
মুনি দেখি গলে বস্ত্র করি জোড় হাত।
চরণে পড়িলা রাজা হইঞা প্রণিপাত ॥
রাজা কহে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
কেমনে পাইব পদ কমললোচন[৩] ॥
সপ্ত দিন বহি মোর নাহিক প্রমাই[৪]।
কেমনে নিস্তার পাব কহত গোসাঞি ॥

১। দাম—মালা।

২। প্রা° "হেট্‌ঠ" অধঃ। মাথা নীচু করিয়া।

৩। কমললোচন (শ্রীকৃষ্ণের) পদ কি করিয়া পাইব? ইহার পর নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি ২য় পুথিতে অধিক আছে,—

মুনিপদ ধরি রাজা করয়ে স্তবন
মাধবচরিত গান যাদবনন্দন ॥ * ॥
আমি পাব হে গোবিন্দপদ ॥
পাব কি সাধনে হে ॥ ধ্রু ॥

৪। পরমায়ু। সং আয়ুঃ, প্রা° আউ—আই। পরম্—দ্রুত উচ্চারণে র-এর অকার লোপে পর্‌মাই—প্রমাই। ২য় পুথিতে 'নাহি পরমাই'।

মুনি বোলে কিছু চিন্তা না করিহ তুমি।
শুনাঞা কৃষ্ণের কথা উদ্ধারিব আমি॥
কৃষ্ণের চরিত্র গান শুন কোনরূপে।
কি করিতে পারে তার কোটি ব্রহ্মশাপে।
মুনি বোলে রাজা তুমি কর অবধান।
শুনাব কৃষ্ণের কথা অমৃত সমান॥
[কৃষ্ণকথা কহে মুনি ব্যাসের নন্দন।
চারি দিগে ঘেরিয়া বসিলা মুনিগণ[১] ॥]
প্রথম স্কন্ধের কথা কহে মহামুনি।
আনন্দে ভাসিল রাজা কৃষ্ণকথা শুনি॥
দ্বিতীয় তৃতীয় স্কন্ধ কহে তপোধন।
চতুর্থ পঞ্চম কথা করিলা শ্রবণ॥
[প্রায়-উপবেশে বসি রাজা পরীক্ষিত।
ষষ্ঠ স্কন্ধেতে শুনে কৃষ্ণের চরিত[২] ॥]
সপ্তম অষ্টম কথা কহে—পরীক্ষিতে।
নবমে শুনিলা রাজা শ্রীরামচরিত॥
দশম স্কন্ধের কথা শুনহ রাজন।
জেমতে হইল রাম কৃষ্ণের জনম॥
অধর্ম্মে ব্যাপিত হইল এ মহীমণ্ডল।
সহিতে না পারে মহী জান রসাতল॥
গাভীরূপে চলিলা আপনে বসুমতী।
করিলা বিনয় আসি জথা প্রজাপতি[৩] ॥

১। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শ পুথিতে এই দুই পঙ্ক্তির অভাব আছে।

৩। প্রজাপতি—ব্রহ্মা।

পৃথিবী বোল্লিল[১] শুন মিনতি আমার।
সহিতে না পারি আমি অধর্ম্মের ভার॥
দুস্খিত[২] হইলা শুনি পৃথিবীর বচনে।
খিরদে[৩] আইলা ব্রহ্মা লইঞা দেবগণে॥
সবে মেলি নারায়ণে করিলা স্তবনে।
হেন কালে দৈববাণী উঠিল গগনে॥
অনাহারে ব্রহ্মা কেনে স্তব কর তুমি।
দুষ্ট হেতু পৃথিবীতে জনমিব আমি॥
যদুকুলে জনম লভিব মধুপুরে।
বিহার করিব আমি[৪] গোকুল নগরে॥
জায় জায়[৫] দেবগণ হইঞা সাবধানে।
পৃথিবীতে জনম লভগা[৬] স্থানে স্থানে॥
দেবকন্যা মুনিকন্যা রাজকন্যাগণে।
কেহ রাজঘরে জন্ম কেহ বৃন্দাবনে॥
পৃথিবী জাইতে আজ্ঞা পড়িল ঘোষণা।
স্থানে স্থানে জনম লভিল কত জনা॥
আছিল গন্ধর্ব্ব ধরা দ্রোণ মহামতি।
গোকুলে হইল নন্দ ধরা যশোমতি[৭]॥

১। প্রা° বোল্ল ধাতু কথনে।

২। দুস্খিত—দুঃখিত। প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই এই পদ সিদ্ধ হয়। 'দুর্নিরাবির্বহিঃপ্রাদুশ্চতুরাং ষঃ কখপফে।'—সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ, সন্ধিপাদ, ১৭৯ সূত্র। দুষ্‌খং, পক্ষে দুঃখং। ৩। ক্ষীরসমুদ্রে।

৪। 'আসি' ২য় পুথি। ৫। জায় জায়—যাও যাও। জাহ—জাঅ—জায়।

৬। 'গা' পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক।

৭। গন্ধর্ব্ব দ্রোণ এবং তাঁহার পত্নী ধরা, গোকুলে নন্দ ও যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মূল ভাগবতে কিন্তু দ্রোণকে "বসূনাং প্রবরঃ" বলা হইয়াছে।—১০ম স্কন্ধ, ৮ম অ°।

[কৃষ্ণের ভকত জেবা জেবা জন ছিল ।[১]]
উপানন্দ আদি করি জনম লভিল ॥
পৃশ্নি সুতপা তারা ছিল দুই জন ।
বসুদেব দৈবকী হইঞা লভিল জনম[২] ॥
স্থানে স্থানে জনমিল জত রাজাগণ ।
মাধব-চরিত গান যাদবনন্দন ॥ ⁕ ॥

ভোজবংশে জনমিলা দৈবকী জননী ।
রূপে গুণে শীলে দেবী রাজার ভগিনী ॥
যদুবংশে বসুদেব অতি গুণবান ।
বস্ত্র অলঙ্কারে পিতা তারে দিলা দান ॥
দাস দাসী দিলা কত ঘোড়া রথ রথী ।
আপনে চলিলা কংস হইয়া সারথি ॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত রাজার আগমনে[৩] ।
হেন কালে দৈববাণী উঠিল গগনে ॥
শুনহ[৪] অবোধ কংস বচন আমার ।
ইহার অষ্টম গর্ভে তোমার হন্তার ॥
এত শুনি গেলা রাজা দৈবকী কাটিতে ।
হেন কালে[৫] বসুদেব ধরে তার হাতে ॥

১। মূলে ২য় পুথির পাঠ গৃহীত হইল। আদর্শের পাঠ,—"কৃষ্ণের ভৃত্য জত জন ছিল।"

২। প্রজাপতি সুতপা এবং তাঁহার পত্নী পৃশ্নি—বসুদেব ও দৈবকী হইয়া জন্মিলেন। ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩য় অ°।

৩। 'রাজার আগমনে' স্থলে 'না হয়ে গণনে'—২য় পুথি।

৪। 'শুন রে'—২য় পুথি।

৫। 'তাহা দেখি'—২য় পুথি।

না কাটিহ রাজা তুমি আমার বচনে।
স্ত্রীহত্যা সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে ॥
আমা হইতে জত পুত্র হইবে ইহার।
হবা মাত্র আনি দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এতেক শুনিঞা রাজা সম্বরিলা ক্রোধ।
ঘরেতে চলিলা রাজা মানিঞা প্রবোধ ॥
ঘরেতে আইল বসুদেব মহামতি।
কত দিন বহি তার হইল সন্ততি ॥
কুবে[রে]র পুত্র তারা ছয় ভাই ছিল।
ব্রহ্মশাপে আসি তারা জনম লভিল ॥
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল জাঞা[১]।
সত্য হেতু বসুদেব না করিল মায়া ॥
আঙলে ঝাঙলে[২] পুত্র কোলেতে করিঞা।
কংসের নিকটে আইলা সত্যের লাগিঞা ॥
শিশু দেখি কংস রাজা সমীহ পাইলা।
পুত্র লঞা জাহ ঘরে ডাকিয়া কহিলা ॥
অষ্টমে হন্তার পুত্র কহে দৈববাণী।
পুত্র লাগি ঘরে কত কান্দিছে ভগিনী ॥
প্রত্যয় না জায় বসু রাজার বচনে।
ঘরে লঞা আইলা হর্ষ-বিষাদিত মনে[৩] ॥

১। জাঞা—জায়া, স্ত্রী। বসুদেবের জায়া—দৈবকী।

২। আঙল—আমল, আঙোল, গর্ভাশয়; জরায়ুর মধ্যবর্ত্তী পাতলা আবরণ। ইহার দ্বারা গর্ভস্থ শিশু আবৃত থাকে এবং প্রসবের সময় ইহা সন্তানের সহিত বাহির হইয়া আইসে।—অমরকোষ, মনুষ্যবর্গ, ৩৮ শ্লোকের ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি টীকা দ্রষ্টব্য। আঙলে ঝাঙলে—জরায়ুর পাতলা আবরণ ও ক্লেদাদির সহিত।

৩। 'হর্ষ-বিষাদিত মনে' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—'পুত্র রাজার বচনে'।

না জানি কখন রাজা কিবা করে জানি।
কংসের নিকটে এথা আইলা মহামুনি[১] ॥
নারদ দেখিঞা রাজা [কৈল] অভ্যুত্থান।
মুনি বোলে রাজা তোমার নাহি কিছু জ্ঞান ॥
পূর্ব্বে শুনিঞাছ তুমি দেবের বচন।
দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কংসের নিধন ॥
রাজা কহে এহিত অষ্টম গর্ভ নহে।
আগে পাছে অঙ্ক করি বুঝাইঞা কহে[২] ॥
নারদ-বচনে রাজার উড়িল জীবন।
ধাইঞা চলিলা রাজা না পরে বসন ॥
[~~দৈবকীর কোলে হৈতে লইয়া শিশুরে।~~
আছাড়িয়া মারে তারে শিলার উপরে ॥]*
এহি মতে একে একে ছয়টি কুমার।
শিলায়ে বধিলা শিশু কংস দুরাচার ॥
কে কহিতে পারে সে দেবীর দুস্খ জত।
পুত্রশোকে[৩] কান্দে দেবী হইঞা ভূমিগত ॥

১। নারদ।

২। নারদ আগে পাছে অঙ্কপাত করিয়া কংসকে বুঝাইয়া দেন যে, দেবতাদের ছলনা তুমি বুঝিতেছ না। দৈবকীর প্রত্যেক গর্ভই অষ্টম গর্ভ হইতে পারে। এরূপ বুঝিতে হইলে সময়ের অগ্রপশ্চাৎ হিসাবে ১ম, ২য় গণনা করিলে চলিবে না। সাকল্যে মোট আটটি বিন্দু বৃত্তাকারে স্থাপন করিয়া সংখ্যাবাচক হিসাবে গণনা করিলে যে কোন বিন্দু অষ্টম হইতে পারে। দ্বিজ মাধবের ভাগবতসারে,—

"কেন না বধিলে পুত্র বসুর প্রথম।
পনের পুরণ ন্যায় সবাই অষ্টম ॥"—পুথি।"

* ২য় পুথির পাঠ মূলে গৃহীত হইল।

৩। মূলে—'সোগে'। প্রা॰ 'সোগ'।

উদরে ধরিল পুত্র না করিলাঙ কোলে।
না জানি কতেক দুস্থ লিখিল কপালে ॥
পুত্রের কারণে মোর নিগড়-বন্ধন।
মনে মনে সঙরে দেবী প্রভু নারায়ণ ॥
পুত্রশোকে[১] বসুদেব সদাই কাতর।
অন্তর দুস্থিত হরি চিন্তে নিরন্তর ॥
কি করিব কোথা জাব ভাবে মনে মনে।
সদা চিন্তা করে থাকি নিগড়-বন্ধনে ॥
ধর্ম্ম হিংসে কংস রাজা অতি দুরাচার।
দান ব্রত যজ্ঞ হোম নাহি দেবতার ॥
[সাধুকে নিন্দিয়া করে দুষ্ট পুরস্কার[২]।]
মায়ার অধর্ম্মে জত ব্যাপিত সংসার ॥
ব্রাহ্মণে ছাড়িল ধর্ম্ম বেদ অধ্যয়ন[৩]।
দুষ্টভয়ে তপস্যা ছাড়িল মুনিগণ ॥
ঐছন দেখিঞা ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে।
মহীতে প্রভুর গতি হইবে কেমনে ॥
বলরাম-জন্ম এবে কহিব বিদিত।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

এক অংশে ধরে মহী সরিষা প্রমাণ[৪]।
হেন প্রভু বসুদেবে হইল অধিষ্ঠান ॥

১। মূলে—'সোগে'।

২। মূলে ২য় পুথির পাঠ গৃহীত হইল। আদর্শ পুথির পাঠ,—
"সাধুকে হিংসা করে দুষ্টে পুরে সমস্কার।"

৩। 'অধ্যয়ন' ২য় পুথির পাঠ। মূল পুথিতে—'আচরণ'।

৪। যিনি এক অংশে এই (বিস্তৃত) মহীকে সর্ষপের মত ধারণ করেন।

বসুদেব সমান নাহি দেখি পুণ্যবন্ত।
দুস্থ দেখি প্রকাশিল আপনে অনন্ত ॥
ধরিল দৈবকী মাতা আপন জঠরে।
সদাই বিষাদ দোঁহে চিন্তিত অন্তরে ॥
দেখিঞা গর্ভের তেজ ভাবে দুই জন।
গর্ভে আসি জনমিল কোন মহাজন ॥
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়ে মাসে।
জঠরে অনন্ত বাড়ে দিবসে দিবসে ॥
এথা ব্রহ্মা যুকতি করে লৈঞা দেবগণ।
ভবে কার ঘরে জন্ম লবেন নারায়ণ ॥
বলরাম জদি রাজা কংসেকে বধিবে।
হরি আগমন তবে কেমনে হইবে ॥
কাত্যায়নী মহামায়া দেবী ভগবতী।
দৈবকী-উদরে রাম অনন্ত মুরুতি ॥
আপনে ঠাকুর আজ্ঞা করিঞাছে পূর্ব্বে।
রামে নৈঞা থুব[১] গিঞা রোহিণীর গর্ভে
ব্রহ্মার বচন শুনি দেবী ভগবতী।
রামের নিকটে আসি করে বহু স্তুতি ॥
দেবী কহে শুন প্রভু অনন্ত শকতি।
আপন ইৎসায়ে[২] তুমি চল শীঘ্রগতি ॥

তুলনীয়—"পঞ্চাশ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার। যার এক ফণায় রহে সর্ষপ আকার ॥"—চৈঃ চঃ, আদিখণ্ড।

১। থুব—থুব্—থুঅ—থুও—থোও। রাখিয়া দাও। ২য় পুথিতে —'রাখ'।

২। ইৎসায়ে—ইচ্ছায়। চৈ° চ°এ—'প্রভুর ইৎসা হইল জাইতে বৃন্দাবন।' —মধ্য, ১৬ পঃ, পুথি।

প্রভুর হইয়াছে আজ্ঞা আদেশিল মোরে।
তোমা নৈঞা থুব আমি রোহিণীর উদরে॥
এত বলি রামেক[১] নৈঞা রোহিণীর স্থানে।
মায়াতে রাখিল দেবী কেহো নাহি জানে॥
এথাতে মথুরাপুরে কংস অনুচরে।
গর্ভপাত হইল বৈলা অনুমান করে॥
ধাইঞা গিঞা কহে তারা কংসের সাক্ষাতে[২]।
দেখিল তোমার ভগ্নীর গর্ভ হইল পাতে॥
বিদ্যমানে দেখিয়াছি নঞানে গোচরে।
কন্যা পুত্র কিছু তার না জন্মে উদরে॥
মাস[৩] না হইল গর্ভ না হয় পাকল[৪]।
অকালে হইল পাত স্রবে রক্ত জল॥
রাজা বোলে ভাল হইল পাত হইঞা গেল।
তাহার বধের পাপ আমি এড়াইল॥
এথাতে নন্দের ঘরে রোহিণী আছিল।
শুভ ক্ষণে শুভ লগ্নে পুত্র প্রসবিল[৫]॥
দেখি আনন্দিত হইলা নন্দ যশোমতী।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র বদনের জুতি[৬]॥
রজত-পর্ব্বত[৭] জিনি সুললিত তনু।
সুদীর্ঘ লোচন শোভে ভুরু কামধনু॥

১। রামেক—রামকে। লোচনের চৈ° ম°এ—'সেহি সে সাধু হীনেক ত্রাণ করে।'—পুথি। ২। আদর্শ পুথিতে—'গোচরে'।
৩। মাস—মাঁস, মাংস। ৪। পাকল—পক্ক। গর্ভ পরিপক্ক হয় নাই (এবং তাহাতে কোনরূপ) মাংসও হয় নাই।
৫। ২য় পুথিতে অতঃপর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি অধিক আছে ;—
স্বর্গে থাকি দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
৬। জ্যোতিঃ। পা° 'জুতি'।
৭। 'পর্ব্বত' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শ পুথিতে—'কাঞ্চন'।

দেখিয়া রোহিণী দেবী পায় বড় সুখ।
জনম সাফল করে দেখি চান্দমুখ ॥
শুন রে ভকত জন করিবে বিশ্বাস।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥*॥

[বসুদেব পুণ্যবান্ কৃপা কৈল ভগবান্ ॥ ধ্রু ॥[১]]

বসুদেব দৈবকী কান্দে মধুরা[২] নগরে।
ক্ষীরোদে থাকিয়া প্রভু জানিলা অন্তরে ॥
ভকত-সদয় প্রভু অখিলের প্রাণ।
বসুর উপরে দৃষ্টি হইল অধিষ্ঠান ॥
শুদ্ধরূপে বসুদেব আনন্দিত মতি।
ধরিল দৈবকী মাতা ধবল[৩] শকতি ॥

১। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। মথুরার প্রাচীন নাম মধুরা।

৩। বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত এবং ভাগবতের (২।৭।২৬) মতে নারায়ণের শুক্ল এবং কৃষ্ণবর্ণ দুইগাছি কেশ, রোহিণী ও দেবকীতে সমাবিষ্ট হয়; তন্মধ্যে ধবল কেশ অবলম্বন করিয়া বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন। "দৈবকী ধবল শক্তি ধারণ করিলেন" এই কথার সহিত উক্ত উপাখ্যানের সামঞ্জস্য হইতেছে না। কেন না, ধবল কেশ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ ধর্ম্মপূজা। এই ধর্ম্ম-ঠাকুরের আসন, বসন, সিংহাসন—সকলই ধবল; সেই সঙ্গে তিনিও ধবল। ধর্ম্ম-ঠাকুরই নিরঞ্জন বা ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মস্থানীয় দেবমাত্রেই ধবল, এই সংস্কার হিন্দুদের মধ্যেও গাঢ়তর হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। তাঁর শক্তি কাজেই ধবল—এইরূপ সংস্কার হইতেই বোধ হয় "ধবল শকতি" কথা লিখিত হইয়া থাকিবে।

বাড়িতে লাগিল গর্ভ অতি মনোহর।
আপনার গর্ভ দেখি আপনে কাতর ॥
মোর গর্ভে বাঢ়ে[১] জেন দ্বিতীয়ার শশী।
না জানি মোর গর্ভে জনমিল কেবা আসি ॥
বসুদেব বোলে দেবি শুনহ বচন।
এহি গর্ভে জনমিবে[২] কোন মহাজন ॥
[অষ্টমে সন্ততি এহি শুন নিবেদন।
কি জানি ললাটে মোর আছয়ে লিখন ॥
দৈবকী বোলেন তবে উপায় করি কি।
গর্ভ হেতু দুই জন কদাচিত জি ॥][৩]
গর্ভ বাঢ়ে দিনে দিনে জেন ষোল কলা।
[নাশয়ে তিমিরপুঞ্জ ঘর করে আলা ॥][৪]
দেবী কয় মহাশয় যে ভাবিলা তুমি।
না বাচিব গর্ভ হেতু ভাবিঞাছি আমি ॥
নিরন্তর দেখি আমি শয়ন স্বপনে।
আসিঞা করএ স্তব জত দেবগণে ॥
চার মুখ[৫] পঞ্চ মুখ আদি জত দেবে।
সুগন্ধি চন্দন দিঞা পূজা করে সভে ॥
গর্ভ প্রদক্ষিণ করে সহস্রলোচন।
সনকাদি[৬] মুনি মোরে করয়ে স্তবন ॥

১। বাঢ়ে—প্রা° বড্ঢএ ; বড্ঢ ধাতু বর্দ্ধনে। বাড়ে।
২। 'জনমিবে' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—'জনমিল'।
৩। বন্ধনীমধ্যস্থ পাঠ ২য় পুথি হইতে গৃহীত হইল।
৪। বন্ধনীমধ্যস্থ পাঠ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।
৫। আদর্শে—'মুক'।
৬। সনক—ব্রহ্মার মানস পুত্র ও বিষ্ণুর পারিষদ।

বসুদেব বোলে ইহা না কহিয় আনে[১] ।
নিশাচরগণ তারা কেহ পাছে শুনে ॥
এক দিন আছে দেবী করিঞা শয়ন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করিছে স্তবন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
সত্ত্ব রজ গুণ তুমি তুমি মহীধর ॥
অনাদি পুরুষ তুমি জগত-কারণ ।
তোমার ইৎসায়ে হয় প্রলয় সৃজন ॥
তব নাম-গুণ প্রভু কে জানে মহিমা।
অনন্ত অনন্ত মুখে দিতে নারে সীমা ॥
নম বন্দ গণপতি অখিলের সার।
অবতরি খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার ॥
গর্ভ প্রদক্ষিণ করে বোলে দেবগণ।
শুন শুন দৈবকি মাতা করি নিবেদন ॥
কংস হেতু ভয় কিছু নাহিক তোমার।
কি করিতে পারে সেই পাপ দুরাচার ॥
স্তব করি দেবগণ হইলা বিদায়।
সকল দেখিল মাতা থাকিয়া নিদ্রায় ॥
বসুদেবে ডাকিঞা কহএ হেন[২] বাণী।
কি দেখিল কি শুনিল মনে অনুমানি ॥
বসুদেব বোলে দুস্থ না ভাবিয় আর।
না জানি দেবতা [এই] কোন অবতার ॥
এথা কংস রাজা দেখিঞা নঞানে।
দৈবকীর রূপ দেখি ভাবে মনে মনে ॥

১। আনে—অন্যকে।
২। 'হেন' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে 'প্রতি'।

কোটি চন্দ্র জিনি শোভা দেখিঞা তাহার।
দেখিঞা অষ্টম গর্ভ লাগে চমৎকার॥
অখন দৈবকী জদি করিব সংঘার১।
স্ত্রীহত্যা ভগ্নীহত্যা পাপ হইবে আমার॥
হবা মাত্র দুষ্ট মোর কি করিতে পারে।
শিশুকালে আছাড়িয়া মারিব তাহারে॥
এতেক ভাবিয়া রাজা গেলা নিজ ঘরে।
সাবধান করিলা জতেক নিশাচরে॥
পুনরপি বন্ধন করিয়া দোহাকারে।
বড় বড় বীর আনি রাখিল দুয়ারে॥
এহি মত কারাগারে কত দিন গেল২।
দশ দিন দশ মাস গর্ভ পূর্ণ হইল॥
দিন গণি দুই জনা করএ ভাবনা।
হেনই সময় উঠে প্রসব-বেদনা॥
ভাদ্র মাসে রোহিণী অষ্টমী শুভ তিথি।
আপনাকে ধন্য মানে দেবী বসুমতী॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গগনমণ্ডলে৩।
শুভ আগমন প্রভু কৈলে সেই কালে॥

১। সঙ্ঘার—সংহার। প্রাকৃতে 'হ' স্থানে 'ঘ' হইয়া থাকে।

২। 'গেল' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—'ছিল'।

৩। আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থান দেখিয়া পর্য্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারে। কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে রাত্রি ষোল দণ্ডের পর চন্দ্রের উদয় হয়। সুতরাং ঐ সময়ে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে, ইহা জানিতে পারা যায়; তাই কবি "গগনমণ্ডলে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি" এইরূপ বলিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের ভাগবতসারে,—"তৃতীয় প্রহর বেলা যখন আকাশে।
হেন কালে মধুপুরী মিলিলা শ্রীনিবাসে॥"—পুথি।

আকাশে থাকিয়া দেব করে জয় জয়।
প্রসব প্রকাশ হইল হেনই সময়॥
উদয় হইল জেন শশী ষোল কলা।
তিমির করয়ে নাশ ঘর করে আলা॥
শুন রে ভকত লোক হইঞা একচিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥*॥

অবতীর্ণ হইলা হরি চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি ধরি
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গধারী[১]।
কিরীট কুণ্ডল[২] সাজে বিরাজিত মণিরাজে[৩]
অপরূপ জগমনোহারী॥
পরিধান পীত বাস তিমির করয়ে নাশ
চরণে নূপুর[৪] ভাল সাজে।
তনু নব জলধর নখমণি বিধুবর
দেখি চান্দ লুকাইল লাজে॥
বৈজয়ন্তী মালা গলে মকর কুণ্ডল দোলে
মণিময় রতন[৫] ভূষণ।
নাসা জিনি খগপতি দশন মুকুতা-জুতি
অলিযুত[৬] সুদীর্ঘ লোচন॥

১। শারঙ্গ—শার্ঙ্গ, বিষ্ণুর ধনু। ২য় পুথিতে 'সারঙ্গ' শব্দ নাই।

২। 'কুণ্ডল' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে 'ভূষণ'।

৩। মণিরাজ—কৌস্তুভ। ৪। মূলে 'নপুর'।

৫। 'রতন' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে 'অভরণ'।

৬। পদ্ম অর্থাৎ পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত লোচন বুঝাইতে কবি 'অলিযুত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুকে পদ্ম মনে করিয়া, তাহাতে তারকারূপ অলি সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহাই 'অলিযুত' শব্দের তাৎপর্য্য।

ঈষত মধুর হাসি জেন সুধা পড়ে খসি
ঘন-মুক[1] সদাই চপলে।
সিংহগ্রীব[2] গজস্কন্ধ অঙ্গে শোভে পদ্মগন্ধ
মলয়জে ভূষিত কপালে॥
রাঙ্গা পদ করতল জেন পাকা বিম্বফল
সুরঙ্গ অধর মনোহর।
রূপে গুণে অদভুত ভীষ্মের স্বরূপ সুত[3]
সরোরুহ-বদন সুন্দর॥
কান্দিছে দৈবকী মা মাথায়ে মারিছে ঘা
নিরখিয়া এ চান্দবদন।
দুরন্ত কংসের ডরে ভাণ্ডাইতে আইলা মোরে
তোরে দেখি পুরুষ-রতন॥

১। ঘন-মুক—ঘনমুক্ত, মেঘমুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্য যেন মেঘমুক্ত চপলার ন্যায়। স° মুক্ত। পৈশাচী প্রা° মুক্‌ক। ২য় পুথির পাঠ—'মনরম সদাই চঞ্চলে।'

২। 'গ্রীব' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—'ত্রৈরি'।

৩। শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপমিত করিবার তেমন কোন সার্থকতা দেখা যায় না এবং সার্থকতা থাকিলেও মানুষের সহিত ভগবানের উপমা অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কবি ভুলে এইরূপ একটা উক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস হইতেছে না। সেই জন্য মনে হয়, "শান্তনুপুত্র ভীষ্ম" অর্থে কবি এখানে 'ভীষ্ম' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। 'ভীষ্ম'রত্ন নামে এক প্রকার শ্বেত প্রস্তরজাতীয় রত্ন আছে; হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। গরুড়পুরাণে ইহার অসংখ্য গুণের উল্লেখ আছে। এই রত্ন অর্থেই কবি এখানে 'ভীষ্ম' শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। নন্দসুত কৃষ্ণ, রূপে এবং গুণে ভীষ্মরত্নের ন্যায় অদ্ভুত, এরূপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তবে অসঙ্গতি যে একেবারেই নাই, তাহাও নহে। ভীষ্মরত্ন শ্বেতবর্ণ; তাহার সহিত কৃষ্ণের রূপগত উপমা সঙ্গত হইতে পারে না।

এত রূপে এত গুণে আমার উদরে কেনে
কেনে আইলে অভাগিনীর উদরে।
জদি রাখি অন্ধকারে আঁধারে মাণিক জলে
লুকাঞা রাখিব কার ঘরে॥
ছয় পুত্র হইঞাছিল কংস রাজা বধ কৈল
বধিলেক শিলায়ে আছাড়ি।
উদরে ধরিলাম মাত্র কোলে না করিলাম পুত্র
আমি বড় অভাগিনী নারী॥
জাগিঞা উঠিবে চরে বার্ত্তা পাবে কংসাসুরে
কাড়িঞা লইয়া জাবে তোরে।
অখনি লইয়া জাবে তোর মায়ের কি হইবে
বধিবেক শিলার উপরে॥
কান্দিয়া দৈবকী কয় শুন অহে মহাশয়[১]
নিবেদিয়ে তোমার গোচরে।
কোলে লইয়া পুত্রধন মাগি খাব দুই জন
নগরে নগরে ঘরে ঘরে॥
চল পলাইঞা জাই জে দেশে[২] বসতি নাই
গলাতে বান্ধিয়া পুত্রধন।
অনেক পুণ্যের ফলে হেন পুত্র পাইলু কোলে
পুত্র নহে পুরুষরতন॥

১। দৈবকী বসুদেবকে বলিতেছেন।

২। মূলে—"এ দেশে", ২য় পুথিতে 'জে দেশে'। কোনও লিপিকর বোধ হয়, 'জে' স্থানে 'যে' লিখিয়াছিলেন। পরে অপর কোনও লিপিকর হয় ত 'য'এর নীচে একটি বিন্দু দিয়া থাকিবেন। তাহাই পরে সংশোধিত (?) হইয়া আদর্শ পুথিতে 'এ' লিখিত হইয়াছে।

তবে বসু মহামতি দেখিয়া গোলোকপতি
করজোড়ে করএ স্তবন।
বামন কেশব হরি দুষ্টের নিধনকারী
তুমি প্রভু দেব নারায়ণ ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি হর তুমি দেব পুরন্দর
ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশ পবন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এ মহী আকাশ তুমি
নদ নদী জীবের জীবন ॥
নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি
রামরূপে রাবণ বিনাশ।
কেবা তোমার পিতা মাতা তুমি জগতের পিতা
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥*॥

[ওরে ত্রিজগত মাঝে বসুদেব ভাগ্যবান্ রে ভাই ॥ ধ্রু[১] ॥]

বসুদেব কৈল জদি এতেক স্তবন।
হাসিঞা কহিল প্রভু দেব নারায়ণ ॥
পূর্ব্বের কথা কিছু নাহি পড়ে মনে।
সারল্য মূলেতে[২] সেবা কৈলে দুই জনে ॥
অনাহারে তপ[৩] কৈলা হাজার বৎসর।
তুষ্ট হইঞা তব স্থানে দিতে আইলাম বর ॥
মাঙ্গিলা সে বর তুমি পুত্রের কারণ।
তোমার সমান এক হোউক[৪] নন্দন ॥

১। বন্ধনীমধ্যস্থ ধুআ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। 'সাবর্ণিক মন্বন্তরে' ২য় পুথি।
৩। ২য় পুথি ; অদর্শে—'স্তব'।
৪। হোউক—প্রা° 'হোউ'। হউক।

তথাস্তু বলিএগ্রা আমি কৈলাঙ বরদান।
ভাবিএগ্রা দেখিলাম নাহি আমার সমান॥
ভাবিলাম ব্রহ্মাণ্ড ভরি নাহি মোর সম[১]।
সেই হেতু তোমার গর্ভে লভিলাম জনম॥
জখন আছিলা তুমি সত্যবতী নাম।
তখন তোমার পুত্র আমি ভগবান্[২]॥
দেওতি[৩] বলিএগ্রা নাম আছিল জথন।
কপিল[৪] নামেতে আমি তোমার নন্দন॥

১। 'মোর সম' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—'আমার সোমান।'

২। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। ইনি নারায়ণের অংশাবতার।

৩। ২য় পুথি। দেবহূতি, কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নী এবং কপিলের জননী। আদর্শে—'বিভূতি'।

৪। পুরাণে একাধিক কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় এক ভ্রাতার নাম ছিল কপিল। চন্দ্রবংশীয় ভরতের পৌত্র, বিতথের পুত্র, আর এক কপিল।—(হরিবংশ) কশ্যপের ঔরসে, দনু ও কদ্রুর গর্ভে যথাক্রমে দানব ও নাগ কপিল জন্মগ্রহণ করেন। স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা কপিলদেব নামে আর এক কপিলের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এক কপিল ছিলেন, তাঁহার শাপে অকালে প্রলয় হইয়াছিল বলিয়া কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কপিল-সম্প্রদায় বা কপিল-নামধারী সাধুগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। ইহা ছাড়া সাংখ্যাচার্য্য কপিল অতি প্রাচীন ঋষি; গীতায় "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "ঋষিং প্রসূতং কপিলং" বাক্যে বোধ হয়, ইহাঁকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইনি কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র এবং বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত। ভাগবতের মতে ইনি বিন্দু সরোবরে অবস্থান করিয়া, স্বীয় মাতা দেবহূতিকে জ্ঞানভক্তি উপদেশ করিয়াছিলেন।—(৩য় স্কন্ধ)। কপিলের কোপে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল—কাহারও কাহারও মতে আবার সেই কপিল স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কবি তাঁহার গ্রন্থে বিষ্ণুর অবতার কপিলের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

জখন আছিলা মাতা কৌশলা জননী।
তখন তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি[১] ॥
অখন দৈবকী নাম হইঞাছে তোমার।
তেঞি কারাগারে জন্ম হইঞাছে আমার ॥
আমা লইঞা রাখ গিঞা গোকুল নগরে।
এক কন্যা জনমিল যশোদার উদরে ॥
কন্যাকে আনহ আমা রাখিয়া গোকুলে।
কংসকে ভাণ্ডাহ তুমি আমার বদলে ॥
কংস হেতু ভয় কিছু না ভাবিহ তুমি।
গোকুলে কথক দিন বিহারিব আমি ॥
চিন্তা না করিহ কিছু[২] না করিহ শোক।
এত বলি হইলা প্রভু সহজ বালক ॥
দেখিঞা শুনিয়া বসু ভাবে মনে মনে।
যমুনাতে পার হইঞা জাইব কেমনে ॥
গোকুল মগরে আমি কিমতে জাইব।
লোহার বন্ধন আমি কিমতে ছাড়াব ॥
কান্দিতে কান্দিতে বসু পুত্র কোলে নিল।
লোহার বন্ধন সব খসিয়া পড়িল ॥
খসিল জিঞ্জির[৩] খিল লোহার কপাট।
কংসের তরাসে আগে নাহি দেখে বাট[৪] ॥
দুয়ারে প্রহরী তারা হরির মায়াএ[৫]।
পড়িঞা রহিল তারা অচেষ্ট[৬] নিদ্রায় ॥

১। "রাম রঘুমণি" ২য় পুথি। ২। "কিছু" ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—কেহো। ৩। জিঞ্জির—ফা° জন্জীর। শৃঙ্খল, শিকল। ৪। বাট—প্রা° 'বট্ট'। বর্ত্ম, পথ। ৫। প্রাকৃতে 'এ' তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। ৬। 'অচেষ্ট' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—'জথেষ্ট'।

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে প্রভুর শরীরে।
বাসুকি ধরিল ছত্র কৃষ্ণের উপরে ॥
যমুনার কূলে আসি ভাবে মনে মনে।
যমুনাতে পার আমি হইব কেমনে ॥
কেমনে জাইব আমি গোকুল নগরে।
ফিরিয়া জাইতে নারি দুষ্ট জনার ডরে ॥
এ কূল ও কূল দেখি দু কূল পাথার।
শিশু লইঞা কেমনে হইব আমি পার ॥
শিশু কোলে লইঞা চিন্তিত মহামতি।
শিবারূপে পার হয় দেবী ভগবতী ॥
মেঘ আৎসাদিত[১] নিশি ঘোর অন্ধকার।
চলিলেন বসুদেব শিবা অনুসার ॥
কথ দূর জাঞা জলে পড়ে ভগবান্।
পুত্র না দেখিঞা বসুর উড়িল পরাণ ॥
বসুকে ব্যাকুল দেখি ভকতবৎসলে।
পুনরপি উঠিলেন জনকের কোলে ॥
নন্দের মন্দিরে আইলা পুত্র লৈঞা কোলে।
প্রবেশ করিলা আসি ভিতর মহলে ॥
আসিয়া দেখিল কন্যা যশোদার স্থানে।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা কিছুই না জানে[২] ॥

১। আচ্ছাদিত। পুরাণ পুথির অধিকাংশ স্থলেই 'চ্ছ' অক্ষর বিযুক্ত করিয়া 'ৎস' দ্বারা লিখিতে দেখা যায়।

২। 'জানে' ক্রিয়ার কর্ত্তা হইবেন—যশোদা। প্রসবের অব্যবহিত পরে তিনি যোগমায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন। কাজেই তাঁহার কন্যা হইল, কি পুত্র হইল, কিছুই জানিতে পারেন নাই।

আপনার পুত্র থুইলা যশোদার স্থানে।
লইলা কিঞ্চিত স্বর্ণ মাণিক্য বদলে[১] ॥
কন্যা লইঞা পার হইঞা আইলা নিজ ঘরে।
নিদ্রায়ে পড়িয়া আছে জত নিশাচরে ॥
আসিতে লাগিল খিল লাগিল দুয়ার।
লোহার বন্ধন পুন হইল তাহার ॥
উঞা চুঞা করি কন্যা কান্দিতে লাগিল।
নিদ্রাভঙ্গ নিশাচর জাগিয়া উঠিল ॥
নিশাচরে কংসাসুরে কহিলা তখনি।
প্রসব হইল রাজা তোমার ভগিনী ॥
শুনিঞা ধাইয়া আইল ঘন বহে শ্বাস।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥*॥

ধুপ[২] ॥

ওরে দাদা না মারিহ এহি কন্যাখানি[৩] ॥
রাজাকে দেখিয়া কান্দে রাজার ভগিনী।
ব্যাধ-ভয়ে কাপে জেন কম্পিত হরিণী ॥
কন্যা কোলে করি মাতা ফিরিঞা বসিলা।
জোড়হাত করি কিছু কহিতে লাগিলা ॥

১। বসুদেব কৃষ্ণকে থুইয়া, মাণিক্যের বদলে অল্প একটু স্বর্ণের ন্যায় কন্যাটীকে লইয়া আসিলেন।

২। ধুপ—ধ্রুবপদ, গানের ধুআ।

৩। আদর অর্থে 'পোখানি', 'কন্যাখানি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট আছে। লোচনের চৈতন্য-মঙ্গলে—'আমারে না খাইলে কেন জিত বধুখানি ॥'

আছিল অষ্টমে পুত্র জনমিবে মোর।
কন্যাখানি হইঞা দাদা কি করিবে তোর॥
বামা জাতি হইঞা এহি বুদ্ধি[1] নাহি জানে।
ভিক্ষা দেহ কন্যাখানি মাগি তোর স্থানে॥
কন্যা বলি ভয় জদি থাকে তোর চিত্তে।
কন্যা বিভা দিব তোর পুত্রের সহিতে॥
ঠেলিয়া ফেলিয়া তারে লইলা কন্যাখানি।
চোর জেন নাহি শুনে ধরম-কাহিনী॥
চরণ ধরিল কন্যা মারিবার আশে।
হাত পিছলিঞা মাতা উঠিলা আকাশে॥
গগনে উঠিয়া মাতা হইলা দশভুজা[2]।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তারা আসি করে পূজা॥
দশ অস্ত্র ধরে মাতা অভয়া মঙ্গলা।
তরাসে রাজার জেন মুখে উঠে ধূলা॥
দেবী বোলে শুন অরে পাপ দুষ্টাশয়।
তোরে জে মারিবে সে জন্মিল কোথায়॥
এত বলি গেলা মাতা আপনার স্থানে।
তরাসে আইলা ভগ্নীপতি বিদ্যমানে॥
শুনহ ভগিনি তুমি ভগিনীর পতি।
আমি কি করিব সব দেবতার গতি॥
দেবতা কহিবে মিথ্যা ইহা কেবা জানে।
জন্মিল আমার বইরি[3] আর কোন স্থানে॥

১। ছল, প্রবঞ্চনা বা চক্রান্ত অর্থে এখানে বুদ্ধি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। ২য় পুথিতে 'অষ্টভুজা'। ভাগবতে 'সায়ুধাষ্টমহাভুজা'।

৩। বৈরী—শত্রু।

বিনে অপরাধে আমি ভাগিনা বধিল।
ভাগিনা বধের পাপ আমাকে হইল॥
অন্য অন্য জন করে ভাগিনা পালনে।
পিতৃলোক তুষ্ট হয় শুনাছি পুরাণে॥
ভাগিনা বধিলাম আমি অজ্ঞান বালকে।
এহি পাপে কত দিন থাকিব নরকে॥
এত বলি দোঁহার বন্দিল চরণ।
সেই দিন হইল তার[1] বন্ধন বিমোচন॥
এথা নন্দালয় প্রভু যশোদার স্থানে।
প্রসব-বেদনা[2] রাণী কিছুই না জানে॥
নন্দের মন্দিরে হরি করিলা প্রকাশ।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

[নন্দঘোষ ভাগ্যবান্ জার পুত্র ভগবান্ হে॥ ধ্রু॰ ॥]

চেতন পাইঞা রাণী কোলে দেখে পুত্রখানি
আনন্দ-সাগর মাঝে ভাসে।
দেখিল বালক তনু নীল সে কমল জনু[4]
তিমিরে তিমিরপুঞ্জ[5] নাশে॥

১। তার—বসুদেব ও দেবকীর।

২। 'বেদনায়' হইবে। প্রসব-বেদনায় [অজ্ঞান হইয়া] রাণী যশোমতী কৃষ্ণের আগমনের বিষয় কিছুই জানিলেন না।

৩। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

৪। জনু—যেন।

৫। ২য় পুথির পাঠ গৃহীত হইল। আদর্শে—"তিমির অন্ধকার"।

জিনি আতা[১] উৎপল শোভে কর পদতল
উদিত কমল[২] মুখচান্দে ।
হেরিঞা বালক পানে ধারা বহে দু নয়ানে
কি জানি কি লাগি প্রাণ কান্দে ॥
ও চান্দ-বদন দেখি পালটিতে নারি আঁখি
নিরখি ধৈরজ নাহি মানে ।
তোমরা দেখহ আসি উদয় হৈয়্যাছে[৩] শশী
নন্দকে ডাকএ হাত সানে ॥
জনম সাফল কর বালক দেখহ তোর
নিরমল বদন-কমল ।
জিনি পাকা বিম্বফল আখি কর পদতল
আঁধারে করিছে ঝলমল ॥
জিনিঞা বান্ধুলি ফুল অধরের দুটি কুল
রহে জেন অন্তরে লাগিঞা ।
রসে ঢর ঢর আখি তারক ভ্রমর পাখি[৪]
প্রাণ হরি লইল চাহিঞা ॥
তড়িত বিজুরি[৫] কিবা নব মেঘে জেন শোভা
ভুরুযুগ কামের কামান ।
জিনি ইন্দ্রনীলমণি মাজিঞাছে মুখখানি
বিরলে করিল নিরমান ॥

১। আতা—রাতা, রক্ত। আতা উৎপল—রক্তপদ্ম। ২য় পুথিতে—"রাতা"।

২। "কমল" ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে "করিলা"।

৩। 'হৈয়াছে' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে "কৈরাছে"।

৪। চক্ষুর তারা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ২য় পুথিতে "পাখি" স্থলে "দেখি"। ৫। প্রা॰ 'বিজ্জুলী'। বিদ্যুৎ।

নন্দগৃহে কলরব শুনিঞা ধাইল সব
গোপিনী অমনি আইল তারা।
জেমনি ধাইঞা আইল মুখ পানে চাঞা রৈল
আনন্দে বহিছে প্রেমধারা ॥
সভে বোলে ধন্য ধন্য তোমা বিনে নাহি অন্য
কোন দেব আরাধিয়াছিলা।
সেহি ত দেবের বরে হেন শিশু দিল তোরে
শেষ কালে নঞানে দেখিলা ॥
অনাহারে তপ করি পূজ্যাছিলা হর গৌরী
তেঞি পুত্র পাইঞাছ তুমি।
কৃষ্ণদাস করে আশ হঙ[১] জেন তার দাস
মরি জেন লইঞা নিছনি ॥ * ॥

ললিত ত্রিপদী।

গোপ গোপী জত হইঞা অনুমত
অমনি আইলা সভে ধাইঞা।
শুনি যশোদার হইঞাছে কুমার
চল চল দেখি জাঞা ॥
সকলে আসিঞা বালক দেখিঞা
আনন্দে হইলা ভোর।
আতা উৎপল[২] শ্রীমুখ-মণ্ডল
নঞানে লাগল মোর ॥

১। প্রা° 'হোম'। ম স্থানে ঙ—হোঙ, হঙ। হই।

২। রক্তোৎপলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের তুলনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে কি? জন্মিবামাত্র যে সকল বালকের গায়ের রং লাল হয়, তাহারা পরে কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে।

জতেক বৃদ্ধানি সঙ্গে বিলাসিনী
দেখিতে আইলা ছলে।
দূর্ব্বা ধান্য করে দিল প্রভুর শিরে
হও চিরঞ্জীব বোলে ॥
নন্দের মন্দিরে দধি ভারে ভারে
সকল গোয়ালা আনি।
আসিয়া প্রাঙ্গণে আপনার মনে
নাচয়ে ঢালিয়া পানি ॥
কেহ কেহ ধায়া মাদল[১] বাজায়া
কেহো কেহো হরষিত।
কেহো কারো কাছে বাহু ধরি নাচে
কেহ গায় রসগীত ॥
নন্দ-কর ধরি নাচত আহিরি
আনন্দে মগন হইঞা।
দধির কাদায় গড়াগড়ি জায়
নারিকেল তাল[২] লইঞা ॥
জতেক গোপিনী আলিপিআ চুনি[৩]
কেহ কারু দেয় অঙ্গে।
বাহু ধরাধরি জতেক সুন্দরী
নাচত গায়ত রঙ্গে ॥

১। প্রা° মদ্দল। দেশীনামমালায় অর্থ—মুরজ। অমরে 'মর্দ্দল'—বাদ্য-বিশেষ। আজকাল সাঁওতালদের মধ্যে ইহার বেশী প্রচলন দেখা যায়। এই পঙ্‌ক্তি ২য় পুথি হইতে গৃহীত। মূলে—"কেহো মাদল বাজাঞা", ইহাতে ছন্দ থাকে না।

২। ২য় পুথিতে—"ফল"।

৩। চুন আলেপন করিয়া। ২য় পুথি—"আনি পেক (পাঁক) চুনী।"

বালক দেখিতে আইসে দূরে হইতে
অমনি ধাইঞা জায়।
মধুর[১] রচিত কৃষ্ণের চরিত
কৃষ্ণদাস রস গায় ॥ * ॥

পয়ার খর্ব্ব ছন্দ।

আইজ বড় আনন্দ গোকুলে ॥ ধ্রু ॥[২]

তবে নন্দ আনন্দিত লঞা গোপগণে।
দশ হাজার গাভী দান করিলা ব্রাহ্মণে ॥
ভট্ট দৈবজ্ঞ আদি আর বন্দিগণে।[৩]
রত্ন অলঙ্কার দিল পুত্রের কল্যাণে ॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন বিলাইলা বৃন্দে।
হাটে বাটে ফিরে লোক পরম আনন্দে ॥
প্রভু অধিষ্ঠান হইল গোকুল নগরে।
নৃত্য গীত মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
উপানন্দে ডাকিয়া কহে নন্দ মহাশয়।
রাজা সম্ভাষণে চল জদি মনে লয় ॥
শেষ কালে পুত্রধন জনমিল মোর[৪]।
দধি দুগ্ধ দিব আর বৎসরের কর ॥
এত বলি সঙ্গে করি লইঞা গোপগণে।
শকটে চড়িঞা গেলা রাজা সম্ভাষণে ॥

১। "মধুর" ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—"মাধব।"

২। এই পঙ্ক্তি ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৩। এই পঙ্ক্তি ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শে—"ভট্টক দৈবক আদি বিবিধ বিধানে।"

৪। আদর্শে—'নিত্য'।

এথা কংস অনুমানি লইয়া পাত্রগণে।
জুকতি করে সভাসনে বিরসবদনে॥
কি করিব কি হইবে কি করি উপায়।
মৃত্যু হেতু দুষ্ট মোর জন্মিল কোথায়॥
পাত্রগণ বোলে রাজা না ভাবিয় শোক।
জন্মিল দুষ্ট কোথা হইয়া বালক॥
দশ পাঁচ দিনের শিশু জত হইয়া থাকে।
পূতনা[১] পাঠাঞা রাজা বধহ তাহাকে॥
এহি মত পাত্রগণে করিয়া মন্ত্রণা।
ডাকিয়া আনিল রাজা রাক্ষসী পূতনা॥
রাজা বোলে শুন শুন পূতনা ভগিনি।
আরতি জোগাওঁ[২] আজ্ঞা পালহ আপনি॥
বিষস্তন করি তুমি ফির দেশে দেশে।
বধহ সকল শিশু মোহিনীর বেশে[৩]॥
দশ পাঁচ দিনের শিশু জত হইয়া থাকে।
আমার বচনে তুমি বধহ তাহাকে॥
পূতনাকে বিদায় করিলা কংসাসুরে।
প্রথমে রাক্ষসী গেলা গোকুল নগরে॥
মায়াতে যুবতী হইয়া ছাড়ে নিজ বেশ।
বাঁধিল বিচিত্র বেণী আচড়িয়া কেশ॥
পরিধান নীলাম্বরি বিচিত্র কাঁচলি।
হাসিতে দশনে জেমত পড়িছে বিজুরি॥

১। পূতনা, বকাসুরের ভগিনী, বালকঘাতিনী রাক্ষসী।

২। আরতি—আর্ত্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন; এথানে আদেশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। জোগাওঁ—জোগাইলাম। আরতি জোগাওঁ—আদেশ করিলাম।

৩। এই পঙক্তি ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অলকা তিলকা দিলা ললাটে সিন্দুর।
চরণে নূপুর দিল কটিতে ঘুঙ্গুর ॥
কেশরী জিনিঞা তার শোভে মাজাখানি।
ষোড়শ যুবতী জেন হইল মোহিনী ॥
কালকূট বিষ দিল স্তনের উপর।
মায়া করি ফিরে সেহি[১] নগরে নগর ॥
কৃষ্ণদাসের মন সদাই চঞ্চল।
মাধব-চরিত গান শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥ * ॥

ত্রিপদী।

চলিল পূতনা কি দিব তুলনা[২]
মায়া করি ধীরে ধীরে।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
শিশু উকটিঞা[৩] ফিরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নন্দের বাড়ীতে
আপনে আইলা রামা।
করে অনুমান[৪] লক্ষ্মীর সমান
রূপের নাহিক সীমা ॥
মনে অনুমানি যশোদা রোহিণী
বসিতে আসন দিল।
বন্দিয়া চরণ করে নিবেদন
জত কথা মনে ছিল ॥

১। 'সেহি' ২য় পুথি। আদর্শে 'জেন'।
২। ২য় পুথিতে—"শিশুর ঘাতনা।" ৩। উকটিঞা—অন্বেষণ করিয়া।
৪। যশোদা ও রোহিণী অনুমান করিলেন।

তকতপোসে[১] বসি মায়াতে রাক্ষসী
হাসিঞা হাসিঞা বোলে।
শুন শুন সই তোর পুত্র কৈ
আনি দেহ মোর কোলে॥
কহএ যশোদা শুন্যাছ জে[২] কথা
মিছামিছি কহে সভে।
এত ভাগ্য[৩] হবে পুত্র জনমিবে
সে দিন হইবে কবে॥
ঘরে থাকি হরি জানিলা সকলি
মাএর মিছাই বাণী।
রিপু জানাইতে[৪] লাগিলা কান্দিতে
লজ্জিত হইলা রাণী॥
শুনিঞা রোদন পূতনা তখন
কহিতে লাগিলা তারে।
শুন শুন আর তনয়া তোমার
লুকাঞা রাখ্যাছ ঘরে॥
যশোদা সুন্দরী হরি কোলে করি
দিলা পূতনার কোলে।
জেন পূর্ণ শশী দেখিঞা রাক্ষসী
নঞান ভরিল জলে॥

১। ২য় পুথি—"আসনেত"।

২। ২য় পুথিতে "যা"।

৩। "ভাগ্য"—২য় পুথি। মূলে "দিন"।

৪। রিপু অর্থাৎ শত্রুকে—পূতনাকে জানাইবার জন্য।

শুন যশোমতি তুমি ভাগ্যবতী
হেন মনে অনুমানি।
জেমনি শুনিল তেমনি দেখিল
এ চান্দ-বদনখানি॥)
এতেক বলিঞা হরি কোলে লৈঞা
পূতনা মনের সুখে।
হেরিঞা বদন দেই বিষস্তন
হরি নাহি করে মুখে॥
তবে পুন পুন মুখে দেই স্তন
করিয়া আপন কোলে।
তবে ভগবান্ দিলা এক টান
মরি মরি ঘন বোলে॥
মরমে বেথা পাই ডাকে পরিত্রাহি
শিশু আসি নেহ তোর।
বড়ই বিষম জেন কাল যম
পরান লইল মোর॥
করে আস্ফালন আছাড়ে চরণ
তভু নাহি ছাড়ে হরি।
ছাড় ছাড় করে তভু নাহি ছাড়ে
পড়ে নিজ রূপ ধরি॥
বড় বড় ঘর জত তরুবর
ভাঙ্গিল তাহার ভরে।
অতি ভয়ঙ্কর শরীর তাহার
দশ ক্রোশ লইয়া পড়ে॥

উরুযুগ তাল[১] জেমত জাঙ্গাল[২]
দশন ঈষের[৩] প্রায়।
শুষ্ক সরোবর দেখিঞে উদর[৪]
হৃদয়ে যাদব রায়॥
দেখিঞা রাক্ষসী জত ব্রজবাসী
ধাইয়া আইল তারা।
কান্দে নন্দরাণা লোটায়া ধরণী
বালক হইনু হারা॥
দেখে জদুবর হিয়ার উপর
বিহারয়ে নিজ সুখে।
পুত্র পুত্র বলি কোলে নিল তুলি
চুম্ব দিল চান্দ মুখে॥
জত ব্রজবাসী ঘরে নৈঞা আসি
কান্দিতে কান্দিতে বোলে।
রাক্ষসীর হাতে বাচিল তাহাতে
রাণীর পুণ্যের ফলে॥

১। পুথিতে 'ডাল' পাঠ আছে। ইহা লিপিকরের ভ্রম।

২। জাঙ্গাল—উচ্চ আলি বা পথ। উরুযুগল তাল বৃক্ষ এবং রাস্তার মত বিশাল।

৩। ঈষা—লাঙ্গলের দণ্ড। কৃত্তিবাসী যজ্ঞরক্ষার পালায়—"লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি"।—পুথি।

৪। বিশালতা বুঝাইবার জন্য রাক্ষসের উদরের সহিত সরোবর বা সাগর উপমিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসী যজ্ঞরক্ষার পালায়—"উদরে ভঙ্গ হইল জেন সুখুনা সাগর।"—পুথি।

গোমূত্র গোময় দিল শ্যাম-গায়
স্নান করাইল জলে।
গোপুৎস[1] গোধূলি দিল শিরে তুলি
লইঞা বৈসাইল[2] কোলে ॥
জত দেবগণ করে আরাধন
রক্ষা বান্ধে স্থানে স্থানে।
শিরে চক্রপাণি রাখিব আপনি
শিশু রাখুক ভগবানে ॥
কণ্ঠে গদাধর হৃদয়ে ঈশ্বর
নাভিতে রাখিয়ে হরি।
সর্ব্বত্র রাখুক দেব চতুর্ম্মুখ
পৃষ্ঠে রাখুক ত্রিপুরারি ॥
বামন কেশব নৃসিংহ মাধব
রাখহ[3] গোলোকপতি।
ঘাটে হাটে বাটে[4] বিষম সঙ্কটে
তুমি রাখ ভগবতি ॥
দেব নারায়ণ রাখহ নন্দন
নম নম শ্রীনিবাস।
শিশু মোর কোলে রাখহ কুশলে[5]
কহত কিসনদাস[6] ॥ * ॥

১। গোপুচ্ছ।

২। সং উপবিশ। প্রাং উবইস—বইস। বাং ধাতু বইস। ২য় পুথিতে—"বসিলা"।

৩। 'রাখহ' ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—"রাখ রাখ"।

৪। সং বর্ত্ম, প্রাং বট্‌ট। পথ।

৫। "গোকুলে"—২য় পুথি।

৬। "কিসন" ২য় পুথি। আদর্শে "কৃষ্ণ"।

পয়ার[১]।

এথা নন্দ আনন্দিত ভেটে নৃপবর।
দধি দুগ্ধ দিল আর বৎসরের কর॥
বৎসরের রাজকর করি দিল লেখা।
বসুদেব সঙ্গে জাইতে পথে হইল দেখা॥
বন্ধু বলি দুই জন করেন সম্ভাষণ।
দোহে দোহা করিলেন প্রেম আলিঙ্গন॥
বসুদেব বোলেন সখা তুমি ভাগ্যবান্।
শেষ কালে জনমিল তোমার[২] সন্তান॥
এত শুনি নন্দ কহে জোড় করি কর।
শেষ কালে পুত্র হইল তোমার নফর॥
অষ্টমে হইবে পুত্র দেবে কহে বাণী।
জনমিল দৈবকীর উদরে কন্যাখানি॥
পাপ কংসাসুর কৈল মারিবার আশে।
অষ্টভুজা হইঞা তিনি উঠিল[৩] আকাশে॥
বসুদেব বোলে শীঘ্র ঘরে জায়[৪] তুমি।
গোকুলে আপদ্ বড় গণিঞাছি আমি॥
বসুদেব-বাক্যে নন্দের[৫] উড়িল পরান।
গোকুল নগরে নন্দ করিলা পয়ান॥

১। ২য় পুথিতে ইহার পর নিম্নলিখিত দুই পঙ্‌ক্তি অধিক আছে,—
"রাজা কহে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
তবে কি করিল রাজা রাজসম্ভাষণ॥"

২। "জনমিল তোমার" ২য় পুথি। আদর্শে—"শুনিঞাছি হইয়াছে"।

৩। "তেহো উড়িল" ২য় পুথি।

৪। প্রা° জাহ, জাঅ, জায়। যাও।

৫। ২য় পুথি। আদর্শে—"বসুর বচনে তার"।

পুরে আসি জিজ্ঞাসা করিলা নন্দ ঘোষ।
শিশু বধিবারে আইল দারুণ রাক্ষস ॥
মায়া করি কোলেতে লইল পুত্রখানি।
আপনার পাপে সেই মরিল আপনি ॥
উপানন্দ বোলে শুন আমার বচন।
রাক্ষসীর অঙ্গখান করহ ছেদন[১] ॥
এক এক[২] করিঞা তাহে ভেজাও[৩] আগুনি[৩]।
নড়িল[৪] গোআলা[৫] সব এত কথা শুনি ॥
পূতনার অঙ্গ কাটি একত্র করিঞা।
তৃণ কাষ্ঠ আনি আগুনি দিল লাগাইঞা ॥
পূতনার অঙ্গ পোড়ে পরশি আনলে।
অগনির শিখা উঠে গগনমণ্ডলে ॥
আগর চন্দন জিনি[৬] নিকলিল গন্ধ।
দেখিয়া শুনিঞা সব গোপ হইল ধন্ধ ॥
রাজা পরীক্ষিৎ বোলে কহ মহামুনি।
সেই পাইল কোন গতি কহ দেখি শুনি ॥
মুনি বোলেন শুন অভিমন্যুর নন্দন।
মাতৃপদ[৭] দিল তারে প্রভু নারায়ণ ॥

১। "দাহন" ২য় পুথি।

২। "খান খান" ২য় পুথি।

৩। ভেজাও আগুনি—অগ্নি দান করি। বাং ভেজ ধাতু দান বা প্রেরণে। চণ্ডীদাসের পদে,—"আনল ভেজাইয়া ঘরে।" "কানুর চরণে ভেজাতে যতনে।" হিং ভেজনা—প্রেরণ করা। বাঙ্গালায় ধাতুটি হিন্দী হইতে আগত মনে হয়।

৪। নড় বা লড় ধাতুর কম্পন অর্থ হইতে গমন অর্থ আসিয়াছে।

৫। সং গোপাল, প্রাং গোআল।

৬। "জিনি" ২য় পুথি। আদর্শে "কত"।

৭। "মুক্তিপদ" ২য় পুথি।

মৃত্যুকালে নাম নিলে কত পাপী তরে।
মৃত্যুকালে কৃষ্ণ জার বুকের উপরে ॥
মারিতে আইল কৃষ্ণেক[১] দিঞা বিষস্তন।
রিপুভাবে কৃপা তারে কৈল নারায়ণ ॥
সভা হইতে পূতনা রাক্ষসী ভাগ্যবান্।
যশোদার গতি তারে দিল ভগবান্ ॥
এতেক কহিএ শুন সব ভক্তগণ।
স্থানাস্থান ভেদ নাহি বস্তু নিরূপণ ॥
অগ্নি জেন না জানিল[২] পড়াএ সকল।
না জানিঞা খাইলে জেন মরে হলাহল ॥
সর্ব্বত্র সমান ফল দান করি[৩] গাছে।
জেমন পরশমণি লোহা নাহি বাছে ॥
না জানিঞা খাইলে সেহি হয়েত[৪] অমর।
অচিন্ত্য-শকতি কৃষ্ণ সকলের পর ॥
শুনি আনন্দিত হইলা রাজা পরীক্ষিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত ॥*॥

১। ২য় পুথি। আদর্শে "আইলা তারে"।

২। না জানিল—অজ্ঞাত। অগ্নির বিশেষণ। অজ্ঞাত অগ্নি যেমন পোড়াইয়া থাকে!

৩। সং করোতি, প্রাং করই—করি। করে।

৪। "হয়েত" ২য় পুথি। "অমৃত" আদর্শ। কিন্তু এখানে "অমৃত" পাঠ হইলে অর্থ-সঙ্গতি হয়।

[অরে ব্রজবাসীর সুখ জত।
এক মুঁখে কব কত ॥ ধ্রু ॥[১]]
তবে আনন্দিত নন্দ গোপগণ সঙ্গে।
অষ্ট দিনে অষ্ট শস্য[২] বিলাইল রঙ্গে ॥
জগতের পতি কৃষ্ণ বালকের বেশে।
যশোদার কোলে বাঢ়ে দিবসে দিবসে ॥
ধেনু চরাইতে নন্দ না জায় বাথানে[৩]।
নিরবধি থাকে নন্দ যশোদার স্থানে ॥
আনন্দসাগরে সুখে ভাসে দুই জন।
নিরবধি নিরখএ ও চান্দ-বদন ॥
একদিন নন্দপত্নী আনন্দ হিয়ায়।
তৈলকুড়[৪] দিয়া শোয়াইল জদুরায় ॥
বিচিত্র মন্দিরে হরি করাইল শয়ন।
বাহিরে আছেন দেবী লৈঞা গোপীগণ ॥
রোহিণীর সঙ্গে আছে হরিগুণগানে।
মন্দিরে কান্দএ[৫] হরি রাণী[৬] নাহি শুনে ॥

১। বন্দনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

২। অষ্ট শস্য—আট কলাই। প্রধানতঃ বালক-বালিকাদের লইয়া এই উৎসব হইয়া থাকে।

৩। বাথান—গরু চরাইবার মাঠ। সং গবস্থান; গলোপে বস্থান—বথান—বথান—বাথান। গরুর বিচরণক্ষেত্র, মাঠ।

৪। তৈলের সহিত কুড় মিশাইয়া মাখিবার প্রথা পূর্ব্বে ছিল। কুড়ের সং নাম কুষ্ঠ। ইহা কুষ্ঠরোগ, বিসর্প, বিষকণ্ডু, চুলকণা ও দদ্রুনাশক এবং কান্তিজনক।

৫। প্রাকৃতে 'তি' স্থানে 'এ' আদেশ হয়। "ত-ত্তিপোরিদেতৌ।"—প্রা° প্র°। কান্দএ—কান্দে।

৬। ২য় পুথি। আদর্শে "কিছু"।

পুনু পুনু কান্দে হরি মা শুনএ মাএ।
ভাঙ্গিল শকট হরি চরণের ঘাএ ॥ [1]
শকট উপর ছিল দধির পসারি।
ভাঙ্গিল সকল ভাণ্ড জায় গড়াগড়ি ॥
বাহিঞা পড়িছে ধারা দধি দুগ্ধ ঘোলে।
শব্দ শুনি ধাইঞা রাণী পুত্র নিল কোলে ॥
[মনুষ্য নাহিক কাছে নাহি বহে ঝড়।
ভাগ্যে না পড়িল মোর শিশুর উপর ॥
বদন চুম্বন করি পুত্র নিল কোলে। [2]]
বাচিল বালক মাএর[3] কপালের ফলে ॥
নিকটে আছিল বসি জত শিশুগণ।
যশোদা মাএর স্থানে করে নিবেদন ॥
দেখিল শুনিল মাতা আপন নঞানে।
ভাঙ্গিল শকটখান তোমার নন্দনে[4] ॥
প্রত্যয় না জায় রাণী[5] শিশুর বচনে।
দারুণ শকট শিশু ভাঙ্গিবে কেমনে ॥
এহি[6] মত আনন্দে সানন্দে দিন জায়।
গোকুলে গোলোকপতি নন্দের আলয় ॥
এহি মত যশোদার কোলে ভগবান্।
আনন্দে রাণীর কোলে করে স্তন পান ॥

১। প্রাকৃতে 'এ'কার তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন।

২। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শে এই কয় পঙ্‌ক্তি নাই।

৩। সম্বন্ধবাচক প্রাকৃত 'কেরক' শব্দ হইতে ষষ্ঠীর সূচক 'এর' প্রত্যয় আগত হইয়াছে।

৪। 'এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন।—বররুচি, ১১।১০।

৫। ২য় পুথি। আদর্শে—"কেহো"।

৬। অপভ্রংশ প্রাকৃত—এহি, এহী।

কাজরে শোভিত কৈল[১] ও দুটি নঞান।
হাসি উঠাইলেন প্রভু মেলিয়া বদন॥
আখির পালটে রাণী বদন নিরখে।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড রাণী উদরেতে দেখে॥
নদ নদী দেখে রাণী এ মহীমণ্ডল।
নিরখি উদরে রাণী দেখিল সকল॥
রাণী বোলে রোহিণি দেখিয়া জায় তুমি।
শিশুর উদরে কিবা দেখিতেছি আমি॥
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা ভাবিঞাছি অন্তরে
দেখিল গোকুল আর[৩] জাদুর[৪] উদরে॥
হাসিঞা রোহিণী বোলে শুন নন্দরাণি।
হইঞাছে ষষ্ঠীর খেলা মনে অনুমানি॥
পুত্র লাগি মিষ্ট দ্রব্যে পূজ গৃহপাল।
কৃষ্ণদাস বোলে মোর বৃথা গেল কাল॥ *।

[নন্দনন্দন হরি ভজিলে সে পাই॥ ধ্রু[৫] ॥]

এথা বসুদেব পিতা মনে অনুমানি।
ডাকিয়া আনিলা পুরোহিত গর্গ মুনি॥
আমার বচনে জায় গোকুল নগরে।
দুইটি পুত্র আছে নন্দ যশোদার ঘরে॥

১। ২য় পুথি। আদর্শে "মাজিল মুখ"।
২। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—হান্তী, হান্ধী। হাই, জৃম্ভণ।
৩। আর—অপর। অন্য, আর একটি গোকুল।
৪। প্রা° জাদ। আদরে উ। বাপ।
৫। এই ধ্রুনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

শ্রী নামকরণ তুমি কর সাবধানে।
গোপতে করিহ নাম কেহো নাহি জানে॥
এত বলি বিদায় করিলা মহামুনি।
শুনি পুলকিত গর্গ চলিলা আপনি॥
আপনাকে ধন্য মানে গর্গ পুরোহিত।
গোকুল নগরে গেলা হইঞা আনন্দিত॥
দেখি নন্দ যশোমতী আনন্দ হিয়ায়।
বসিতে আসন দিল করিঞা বিনয়॥
চরণ বন্দন কৈল পাদ প্রক্ষালন।
আসনে বসিয়া মুনি কহে বিবরণ॥
মুনি বোলে নন্দ তুমি বড় ভাগ্যবান্।
শেষকালে পাইলা পুত্র অতি গুণবান্॥
এহি জে বালক দেখি যশোদার কোলে।
ইহা হইতে আপদ তরিবা অপহেলে[১]॥
বসুদেব-পুত্র এক আছে তোর ঘরে।
নাম থুইতে বসুদেব পাঠাইল মোরে॥
নন্দ বোলে শুনহ গর্গ মহাশএ।
করহ পুত্রের নাম জদি মনে লয়॥
মুনি বোলে আমি যদুকুলের আচার্য্য।
কভু নাহি করি আমি গোয়ালার কার্য্য॥
দুষ্টমতি কংসাসুর মথুরা নগরে।
শুনিলে পাপিষ্ঠ সেই কি জানি কি করে॥
বসুদেবে তোমাতে নাহিক ভেদাভেদ।
গোপনে রাখিব নাম উচ্চারিঞা বেদ॥

১। অপহেলে—অবহেলে।

আনন্দ পাইল নন্দ মুনির বচনে।
বসিলা লইঞা পুত্র অতিশয় গোপনে॥
আচমন করি কৈল বেদ উচ্চারণ।
আনন্দে বহিছে ধারা হেরিঞা বদন॥
মনে মনে[১] গর্গ মুনি করে অনুমান।
না দেখিল বসুদেব সম ভাগ্যবান্॥
ততোধিক ভাগ্য হয় গোকুলে বসতি।
ততোধিক ভাগ্যবান্[২] নন্দ যশোমতী॥
প্রথমে রাখিলা নাম[৩] রোহিণীনন্দন।
দ্বিতীয় রাখিল[৪] নাম দেব সঙ্কর্ষণ॥
শ্বেতবর্ণ শিশু দেখি বড় বলবান্।
জগতে নাহিক বল ইহার সমান॥
হলধর বলভদ্র পূর্ব্বে ছিল নাম।
সভার প্রধান সেই অগ্রজ বলরাম॥
সহস্র বদনে জদি আপনে অনন্ত।
নীলবর্ণ শিশুর নামের নাহি অন্ত॥
শুক্ল রক্ত পীত এবে বর্ণ হইল শ্যাম।
কৃষ্ণবর্ণ দেখি তেঞি কৃষ্ণ থুইল নাম॥
কোন জনমে ছিল বসুদেবের কুমার।
তেই বাসুদেব নাম হইল ইহার॥
গোপাল গোবিন্দ বনমালী দামোদর।
কেশব মাধব হরি নাম গিরিধর॥

১। ২য় পুথি। আদর্শে "ঘন ঘন"।
২। ২য় পুথি। আদর্শে "ভাগ্য হয়"।
৩। ২য় পুথি। আদর্শে "মুনি"।
৪। ২য় পুথি। আদর্শে "থুইল ইহার"।

এহি সব নাম আগে হইবে ইহার।
ততোধিক ভাগ্য নন্দ তোমার আমার
অহো ভাগ্যবান্ জত ব্রজবাসিগণ।
নিরবধি দেখে তারা কমলচরণ ॥[১]
রাম কৃষ্ণ বলি নন্দ ডাক একবার।
জনম সাফল নন্দ কর আপনার ॥[২]

১। দ্বিতীয় পুথিতে অতঃপর নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি অতিরিক্ত আছে; যথা,—

নন্দ বোলে নিবেদন করি তুয়া পায়।
কি নাম রাখিলা কহো শুনি মহাশয় ॥
রাখিল জতেক নাম কহে মুনিবর।
নন্দ বোলে এহি নাম না হয় উচ্চার ॥
জাতিতে গোয়ালা আমরা সহজ বুদ্ধি হয়।
তেকড় বেকড় নাম মুখে না বাইরায় ॥
নন্দ বোলে নিবেদন করি মহামুনি
আর কিছু রাখ নাম ভাবিয়া আপনি ॥
মুনি বলে থুইলাম রামকৃষ্ণ নাম।
ভুবনবল্লভ এই নাম অনুপাম ॥
নন্দ বোলে বেকাতেড়া কিছু আছে তব।
মুনি বোলে তবে আর কি নাম রাখিব ॥
নন্দ বোলে তব পদে করি নিবেদন।
একেবারে ডাকিলে আইসে দুইজন ॥
মুনি বোলে থুইলাম কানাই বলাই।
নন্দ বোলে ভাল নাম রাখিলা গোসাঞি ॥
মুনি বোলে শুন নন্দ কহি জে বচন।
ইহার নামের অন্ত পায়ে কোন জন ॥

২। দ্বিতীয় পুথিতে ইহার পর নিম্নলিখিত অংশ অতিরিক্ত আছে,—

এতেক শুনিয়া নন্দ আনন্দ অপার।
কানাই বলাই বলি ডাকে বারে বার ॥

এত বলি গর্গ মুনি বিদায় হইলা।
ধন দিতে চাহে নন্দ কিছু না লইলা॥
শুনি আনন্দিত হইলা যশোদা রোহিণী।
নিরখএ চান্দ মুখ দিবস রজনী॥[1]
হরি হরি মুখ ভরি বোল সর্ব্বজন।
মাধব-চরিত গান যাদব-নন্দন॥ ※ ॥

অরে আজি তৃণাবর্ত্ত আইল গোকুল নগরে।
অরে ভাই ভাই॥][2]

পয়ার॥

শুন শুন ভক্তগণ ভাগবততত্ত্ব।
কংস অনুচর সে আইল তৃণাবর্ত্ত॥
গগনমণ্ডলে আসি ঘুরিঞা বেড়ায়।
বাউড়ি[3] হইঞা খোলা পাথর উড়ায়॥
গগনে নাহিক মেঘ হইল অন্ধকার।
দেখিঞা গোকুলবাসী হইল চমৎকার॥

১। ইহার পর ২য় পুথিতে নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি অতিরিক্ত আছে,—

শুনিয়া ধাইয়া আইল ব্রজবাসী জত।
কানাই বলাই বল্যা ডাকে অবিরত॥
আনন্দ হইয়া সবে নাচিয়া বেড়ায়ে।
কৃষ্ণগুণে মগ্ন সবে কৃষ্ণগুন গায়ে॥

২। বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৩। বাউড়ি। গুণরাজের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে—"লেজ ধরি পাকাএ জেন চাক ভাউরি॥ ধরিয়া পাকাএ কৃষ্ণ চাক ভাঁয়রি॥" ময়নামতীতে—"তোহ্মারে নিবারে জম নিত্য বাউর পারে।" চক্রাবর্ত্তে ভ্রমণশীল।

খোলা উড়াইঞা ফিরে গগনমণ্ডলে।
আছিল ঠাকুর এথা[১] যশোদার কোলে ॥
থাকিয়া মায়ের কোলে জানিল অন্তরে।
আমা লইতে আইল পাপ নিশাচরে ॥
থাকিতে থাকিতে প্রভু কোলে হইলা ভারি।
ভোমে[২] নামাইল হরি যশোদা সুন্দরী ॥
কোলে হইতে হরিকে নামাইল ভূমিতলে।
হরি লইঞা উঠে গিয়া গগনমণ্ডলে ॥
আকাশে উঠিঞা মনে ভাবে নিশাচর ॥
জিয়ন্তে লইঞা দিব রাজার গোচর ॥
এথা রাণী পুত্র না দেখিয়া নঞানে।
উকটিয়া[৩] ফিরে রাণী সকল অঙ্গনে ॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণী।
ডুম্বুর[৪] হারাইয়া জেন ফুকরে বাঘিনী ॥
এহিখানে ছিল পুত্র কে নিল হরিঞা।
না জানি বিষম ঝড়ে নিল উড়াইঞা ॥
বৎস হারাইঞা জেন ধেনু কাড়ে রা[৫]।
তেমতি কান্দিয়া বোলে[৬] যশোমতী মা ॥

১। "আছেন শ্রীকৃষ্ণ যথা" ২য় পুথি।

২। ভূমিতে, মাটিতে।

৩। উকটিয়া—অন্বেষণ করিয়া।

৪। ডুম্বুর—শাবক। ২য় পুথিতে "ডুম্বরু"।

৫। রা—সং রাব। মাণিকচন্দ্রের গানে—রাও। রাব, শব্দ। কাড়ে—কর্ষণ করে, টানিয়া আনে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে—সিংহ শার্দ্দূল রা কাড়ে উচ্চস্বরে। রা কাড়ে—শব্দ করে। বৌদ্ধ গানে—ভাঅ কাড়ই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—রাঅ কাঢ়ে।

৬। বোলে—ভ্রমণ করে। বুল ধাতু ভ্রমণে।

হরি কোলে করি দৈত্য আনন্দ অন্তর।
অসুরের গলা ধরি হইলা বিশ্বম্ভর॥
কণ্ঠ ধরি অপহেলে হরি দিল চাপ।
দৈত্য কহে শ্বাস রুদ্ধ ছাড়্যা দে রে বাপ॥
ঘুরিতে লাগিল দৈত্য শূন্যের উপরে।
পড়িল অসুর সেহি বিশ্বম্ভর-ভরে॥
হরি কোলে করি দৈত্য শিলায় পড়িল।
পাইল কৃষ্ণের পদ শ্রম না জানিল[১]॥
ধন্য ধন্য তৃণাবর্ত্ত সাফল জীবন।
মৃত্যুকালে বুকে জার প্রভু নারায়ণ॥
ধাএগা জাইএগা নন্দরাণী কোলে নিল পুত্র।
ঘটভরা ধন জেন পাইল দরিদ্র॥
ধাইএগা আইল জত গোপ গোপীগণ।
সজল জলদ আঁখি চুম্বএ বদন॥
সভে বোলে নন্দরাণি তুমি ভাগ্যবান্।
আপনি মরিল দৈত্য শিশুর কল্যাণ॥
সভে বোলে হিংসিতে আইল নীলমণি।
আপনার পাপে দৈত্য মরিল আপনি॥
গোধূলি গোময় দিএগা করাইল স্নান।
ব্রাহ্মণে করিল দান হরির কল্যাণ॥
হামাকুড়ি হামাকুড়ি ফিরে জদুরায়।
ধূলা মাটি কাদা পানি লাগিএগাছে গায়॥

১। "শ্রম না জানিল" কথার ভাবার্থ বোধ হয়, এইরূপ হইবে, শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে যে শ্রম অর্থাৎ সাধন-ভজন আবশ্যক, তাহা না করিয়া, বিনা শ্রমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হইল।

না মানে আগুন হরি নাহি মানে পানি।
কাটা খোচা নাহি মানে ধাইঞা ধরে ফণী
এহি মত ফিরে হরি অঙ্গনে অঙ্গনে।
আনন্দে ফিরএ মাতা বালকের সনে ॥
বাম উরু ক্ষিতিতলে পাতি রাঙ্গা[১] কর।
বাগা হামাকুড়ি দিঞা জায় জদুবর ॥
নালে[২] ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর[৩] ॥
চান্দমুখে মাণিক সমান দন্ত উঠে।
তোতার বচন জেন আধ আধ ফুটে ॥
নবীন কোকিল জেন ঘন কাড়ে রা।
কণ্ঠের শুনিঞা ধ্বনি[৪] আনন্দিত মা ॥
বাহির করিঞা ফেলে জত দ্রব্য থাকে।
নাসাএ আঙ্গুলি দিঞা রাণী তাহা[৫] দেখে ॥
হাসি ধাই ধাই রাণী হরি নিল কোলে।
কত শত চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
কমলিয়া বৎস সঙ্গে ফিরে জদুরায়।
বৎস তেজি শ্যামঅঙ্গ চাটে তার মাএ ॥
খেনে উঠে খেনে পড়ে ধরিঞা ধরণী।
আহা মরি বলি কোলে করএ জননী ॥

১। ২য় পুথিতে—"সব্যে"।

২। নাল—লাল, লালা।

৩। মূলে ২য় পুথির পাঠ গৃহীত হইল। আদর্শে—"পাকা বিম্বফল শোভে জিনিঞা অধর ॥"

৪। "শুনিঞা ধ্বনি" ২য় পুথির পাঠ। আদর্শে—"গর্জ্জন শুনি"।

৫। "রাণী তাহা" ২য় পুথি। আদর্শে—"ডাড়াইঞা"।

কপট বালক কৃষ্ণ যশোদানন্দন।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ জুড়িলা ক্রন্দন॥
রাণী বোলে নীলমণি না কান্দয় তুমি।
তোমার রোদনে ফাফর হইএগছি রে আমি॥
এহি মত ভক্তগণ শুনহ সকল।
মাধব-চরিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ * ॥

কান্দিয় না বাছা কান্দিয় না।
তোমা ধন বই আর কেহো নাই
আর দুস্ক দিয় না॥ ধুয়া॥
ও চান্দ বদনে কমল লোচনে
কাজরে মাজিল তারা[১]।
ফুলাইলা আখি প্রাণ ফাটে দেখি
বদনে বহিছে ধারা॥
ঘুম নাহি জায় স্তন নাহি খাও
কি জানি হইল তোর।
তোরে লইএগ বড় হইএগছি ফাফর
পরাণ কান্দিছে মোর॥
উদর ভিতর বেথা হইল তোর
কিবা লাগিএগছে ভোক[২]।
ডাকিনী যোগিনী দেখিএগছে জানি
কালমুখ দুষ্ট লোক॥

১। কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ, চক্ষু এবং চক্ষুর তারা কাজলে মার্জ্জিত অর্থাৎ বিলিপ্ত হইয়াছে।

২। ভোক—প্রা° ভুক্‌খা। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—ভোখ। কৃ° রামায়ণে—ভোক। ক্ষুধা, বুভুক্ষা।

চান্দা চান্দা চান্দা ডাকিছে যশোদা
কে পাড়িঞা দিবে তায়।
সোনার জাদুয়া নিদ্রার লাগিঞা
আখটি[১] করিঞাছে মায়॥
হাতেরে চাপুড়ি[২] নিদ্রা জায় হরি
এক বার স্তন খাও।
সোনার পুথলি নিন্দালি ঘুমালি
ঘুম পাড়াইঞা জায়॥
হরি লৈঞা কোলে হিন্দোলায়ে[৩] দোলে
গীত গায় গোপ-নারী।
স্তন করি মুখে রহি রহি চাখে[৪]
সঘনে অঙ্গুলি নাড়ি॥
হরি কোলে করি যশোদা সুন্দরী
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
মাধব বচন করে নিবেদন
কহত কৃষ্ণদাসে॥ * ॥

স্তুন ওহে[৫] নন্দরায়[৬]।
আনন্দ বহিঞা জায়॥

১। আখটি—নির্ব্বন্ধ, আব্দার।

২। হাতেরে—সপ্তম্যর্থে 'রে'; যথা—"যে তিথিরে জে জে দ্রব্য খাইতে নিসেদন॥"—লক্ষীচরিত্র। অর্থ—আমি হাতে চাপড়াই, তুমি নিদ্রা যাও।

৩। হিন্দোলা—শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-দোলা। ৪। প্রাং চকৃথ ধাতু আস্বাদনে।

৫। সং সম্বোধনার্থক 'হে' স্থলে প্রাকৃতে 'ও' হইয়া থাকে। বাঙ্গালা 'ওহে' সম্বোধনে প্রাকৃতের 'ও' ও সংস্কৃতের 'হে' দুই-ই বর্ত্তমান।

৬। প্রাং রাঅ, সং রাজন্। রাজা।

জত মনে সাধ ছিল।
মা বলিঞা পূরাইল ॥
জনমে জনমে কত।
করিল[1] কঠিন ব্রত ॥

নন্দ হে, ধরণী ধরিঞা আমার গোপাল ডাড়াইল।
নন্দের আগিনার মাঝে চান্দ উদয় হইল ॥
যশোমতী পুণ্যবতী কৃষ্ণ করি কোলে।
পুনু পুনু দেই স্তন বদন-কমলে ॥
প্রাতঃকালে করি কোলে লইঞা দিল ননী।
হেন কালে নানা ছলে আইল গোপিনী ॥
সবে বোলে দেয় কোলে জুড়াউক পরাণ।
আঁখি ভরি গোপনারী নিরখে বঞান ॥
ক্ষীর ননী লঞা রাণী আগে আগে জায়।
পাতি কর দামোদর পাছে পাছে ধায় ॥
হাসি হাসি মুখশশী রাণী পানে চায়।
মনসুখে চান্দমুখে শত চুম্ব দেয় ॥
রাণী বোলে তবে তোরে দিব ক্ষীর ননী।
ও চান্দ-বদনে বাছা মা বোল শুনি ॥
কত তপ কৈলাম আমি যুগ যুগান্তরে।
তেঞি তোমা পুত্রধন ধরিলাম উদরে ॥
সরোরুহ বদন-কমলে পরাজিত।
কর-পদ-নখে[2] চান্দ হইঞাছে উদিত ॥
কত কোটি চান্দ শোভে বদন-সরোজে।
গগনের চান্দ লুকাইল তার লাজে[3] ॥

১। করিল—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।
২। "নখে" ২য় পুথি। আদর্শে—"লক্ষ"।
৩। ২য় পুথি। আদর্শে—"তারা লুকাইল লাজে।"

খেনে ধায় রাঙ্গা পায় নবনী লাগিঞা।
ধূলায় ধূসর পড়ে ধরণী ধরিয়া[১] ॥
নন্দকে ডাকএ রাণী আনন্দিত হইঞা ॥
পূরাহ মনের সাধ দেখহ আসিঞা ॥
আধ আধ স্বরে বাণী কোকিলের রা।
ও চান্দ-বদনে হরি মুখে বোলে মা ॥
জনম সাফল হইল মোর এত দিনে।
মা বলিতে শিখিঞাছে ও চান্দ-বদনে ॥
দেখিঞা আমার মনে আনন্দ বাড়িল।
বৎসপুৎস ধরি হরি ধাইতে শিখিল ॥
মনের আনন্দে রাণী পুত্র নিল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
রজতের গুণে[২] রাণী গাথি ইন্দ্রনীলমণি
হার করি পরিঞাছে গলে।
হাসিঞা রোহিণী আনে রাঙ্গা ফুল দিল কানে
শোভা ভেল চাচর কুন্তলে ॥
গুঞ্জরে ভ্রমর সদা ভ্রমি ভ্রমি বোলে[৩]।
খেনে দশ বার উড়ে পড়ে রাঙ্গা ফুলে ॥
তড়িত বিজ্জুরি জেন দশনের জুতি[৪]।
ঝলকে নলকে তার নাসা-গজমতি[৫] ॥

১। ২য় পুথি। আদর্শে—"পড়িঞা"।

২। রূপার সূত্র, তার।

৩। প্রা০ বোলএ—ব্যতিক্রমতে। ঘুরিয়া বেড়ায়।

৪। প্রা০। দ্যুতি, শোভা।

৫। [শ্রীকৃষ্ণের] দশনের জ্যোতি তাঁর নাসার গজমতি নলকে ঝলকিত হইতেছে।

সুদীর্ঘ লোচন তার ভুরু কামধনু।
দলিত অঞ্জন জেন শোভা করে তনু ॥
চলিতে চরণে জেন অরুণ উদয়।
যশোদার কোলে জেন দেখি চান্দময় ॥
বদন ভরিঞা হরি বোল সর্ব্ব জন।
মাধবচরণে গায় যাদব-নন্দন ॥ * ॥

পয়ার।

আর কত দিনে হইল ধাইবার[১] বেলা।
বয়স্য বালক সঙ্গে রঙ্গে করে খেলা ॥
বয়স্যবেষ্টিত অঙ্গ ধূলাএ ধূসর।
সভার সমান বেশ তনু দিগাম্বর ॥
চরণে মগরা খাড়ু[২] কটিতে কিঙ্কিণী।
রতন ভূষণ অঙ্গে বিরাজিত মণি ॥
কপালে বিস্তার দোলে চাচর চিকুর।
কঙ্কণ কেয়ূর হার বাজএ ঘুঙ্ঘুর ॥
দেখি নন্দ আনন্দিত পুত্র নিল কোলে।
বাধা আনি দেহ কৃষ্ণ হাসি হাসি বোলে ॥
নন্দের বচনে কৃষ্ণ বাধা লইঞা মাথে।
আনিঞা দিলেন পিতা নন্দের সাক্ষাতে ॥
নন্দ ঘোষ বোলে ওরে দুলালিঞা হরি।
বসিব অখন ঘরে আনি দেহ পিড়ি ॥

১। দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইবার। ২। মগরা খাড়ু—মকরের মুখ-বিশিষ্ট বাঁকান মল। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'পাএ মগর খাড়ু'। খাড়ু—প্রা° খড়ুঅ। প্রা° মগর (মকর)।

নন্দের সমান কেবা ভাগ্যবান্ আছে।
হাসিঞা গোলোকপতি পিড়ি আনি দিছে ॥
নন্দের ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
পিড়ি বাধা জোগাইছে গোলোকের হরি ॥
হাটে বাটে ফিরি কৃষ্ণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গোকুলে গোপীর ঘরে ননী চুরি করে ॥
একত্র হইঞা জত গোপীগণ বোলে।
সভে চল চান্দ মুখ দেখি এহি ছলে ॥
এত বলি গোপীগণ যশোদার কাছে।
কহিল সকল কৃষ্ণ জত করিঞাছে ॥
শুন শুন যশোদা আমা সভার বচন ॥
নিষেধ না কর তুমি আপন নন্দন ॥
বিষম ছাওয়াল জাদু গোকুল নগরে।
এত অপচয় কৃষ্ণ করে ঘরে ঘরে ॥
ঘর প্রবেশিঞা কারু দধি দুগ্ধ খায়।
লনি না পাইঞা ভাণ্ড ভাঙ্গিঞা ফেলাএ ॥
শয়নে থাকএ শিশু মারিঞা কান্দায়।
কোয়াড়[১] ঘুচায়া[২] কারু বাছুরি পিয়ায়[৩] ॥
এহি মত ধামালি[৪] করএ ঘরে ঘরে।
প্রস্রাব করএ কোন দ্রব্যের উপরে ॥

১। কোয়াড়—প্রাং কবাড়। পূর্ব্ববঙ্গে—কেওয়াড়। কপাট, দরজা।

২। ঘুচায়া। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ঘুচাআঁ'। অপসারিত করিয়া।

৩। দরজা খুলিয়া কাহারও বাছুরকে দুধ খাওয়ায়।

৪। কৃং রামায়ণে 'ঢামালি'; বিদ্যাপতিতে 'ধমারি'; মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণ-মঙ্গলে 'ধামালী'। রঙ্গ, পরিহাস।

চুপে চাপে আসি কারো ঘরে প্রবেশিঞা।
গর্জ্জিয়া বেড়ায় ঘরে কিছু না পাইঞা॥
থাক থাক ইহার উচিত শাস্তি দিব।
অগ্নি দিয়া তো সভার ঘর পোড়াইব॥
রঙ্গ ভঙ্গ করে সেই জাদুয়া ধাউড়[১]।
শিশুর বচনে মনে লাগে বড় ডর॥
রাণী বোলে এত অপচয় জদি করে।
সিকাতে রাখিঞা ভাণ্ড রাখিহ উপরে॥
উকটিঞা জাদু জেন লাগি নাহি পায়।
ফিরিঞা আসিবে জাদু কহিল উপায়॥
রাণীর বচন শুনি কহে গোপীগণ।
বড়ই চতুর রাণি তোমার নন্দন॥
পিড়ির উপরে পিড়ি উদূখল দিয়া।
নবনী খাইঞা হরি আইসে পালাইঞা॥
পাচুনিতে[২] ভাণ্ড ছেদি হেটে[৩] মুখ পাতে।
কিছু খায় কিছু ফেলায় খায়ায় মাকড়ে[৪]॥
অবশেষে ভাণ্ড ভাঙ্গে ঘরের ভিতরে।
[খায় আর বহুবিধ অপচয় করে[৫] ॥]
তোমার গোপাল জেন গোকুলের ষাঁড়।
ভাঙ্গিল পুরাণ মোর কামটের[৬] ভাড়॥

১। ধাউড়—ধাবনশীল; যে খুব দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে। ইহা হইতে অনেক স্থলে চঞ্চল ও দুষ্ট অর্থ আসিয়াছে।

২। প্রা° পাচন, স° প্রাজন। গরু চরাইবার লাঠি।

৩। প্রা° হেট্‌ঠ। অধঃ, নীচ। ৪। প্রা° মক্কড়। মর্কট, বানর।

৫। ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শে এই পঙ্‌ক্তি নাই।

৬। স° কমঠ। পাত্রভেদ। সংসারত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীরা জলপাত্ররূপে

রাণী বোলে গোপীগণ কহিএ তোমারে।
যতন করিঞা ভাণ্ড রাখিহ আন্ধারে[১] ॥
গোপী বোলে কি কহিব ইহার অধিক।
তোমার নন্দন জেন আন্ধারের মাণিক ॥
অন্ধকার ঘরে জবে জাদুয়া প্রবেশে।
অঙ্গের ছটাএ জত অন্ধকার নাশে ॥
নিথি নিথি করে জাদু এত অপচয়।
বালক ধামালি কবে পরে এত সয় ॥
এখানে তোমার কাছে নাহি বোলে কিছু।
না জানি তোমার হরি কিবা করে পিছে ॥
অখন আছএ জাদু সাধুর প্রমাণে[২]।
ভাল মন্দ জেন শিশু কিছুই না জানে ॥
রাণীর নিকটে কহে জত গোপীগণ।
ছল ছল করে আখি বিরস বদন ॥
আখি কচলিঞা বোলে যশোদার ঠাঞি।
মিছামিছি বোলে গোপী আমি জাই নাই ॥
রাণী বোলে মিছামিছি সভে বোলে বাণী।
বড়ই সুবুদ্ধি শিশু তাহা আমি জানি ॥
ও চান্দ-বদন হেরি উপজিল হাস।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

ব্যবহার করেন। বীরভূম-অঞ্চলে ঘৃতাদি-পক্ক মাটির ভাঁড়কে 'কামট ভাঁড়' বলে।

১। ২য় পুথি। আদর্শে "উপরে"।

২। সাধুর ন্যায়।

কর্ণাট রাগ ॥

প্রভাতে উঠিয়া রাণী ঘরে থুঞা নীলমণি
গৃহকর্ম্ম সকলি সমাধি।
আর জত কর্ম্ম ছিল দাসীগণে সমর্পিল
আপনি মন্থন করে দধি ॥
ঘন ঘন দেই টান করে হরি-গুণগান
কঙ্কণ কেয়ূর করে ধ্বনি।
অঙ্গের অভরণ সব তারা করে কলরব
ঘনরা ঘনরা মাত্র শুনি ॥
শুনিঞা যাদব রায় মাএর নিকটে জায়
শুন মাতা করি নিবেদন।
দধির মন্থন থুয়া আমারে কোলেতে লয়া
আমারে করাহ স্তনপান ॥
রাণী বোলে নীলমণি রাঙ্গা করে দিব ননী
এখানে বসিঞা থাক তুমি।
তিলে কর অবসর খাইতে দিব ক্ষীর সর
দধি লইঞা ব্যস্ত বড় আমি ॥
অরুণ উদয় হৈলে নবনী মিশাবে ঘোলে
রাজকর দিতে হইবে দায়।
অখনি আসিবে নন্দ আমারে বলিবে মন্দ
ধামালি ঘুচাহ যদুরায় ॥
শুনিঞা কুপিলা হরি মন্থনের দণ্ড ধরি
ফিরাইতে না পারে যতনে।
আবিস্কার[১] ভাবি রাণী কোলে নিল চক্রপাণি
স্তন দিল ও চান্দবদনে ॥

১। দুই পুথিতেই "আবিস্কার" আছে। আথটি, আব্দার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কাহাক না দেখে কাছে ঘন দুগ্ধ উথলিছে
নন্দরাণী নঞানে দেখিলা।
ভূমে ফেলি নীলমণি অমনি উঠিলা রাণী
দুগ্ধ সম্বরিতে ঝাটে গেলা॥
দুগ্ধে না ভরিল পেট কোপেত বদন হেট
নঞান পূর্ণিত ভেল জলে।
ধরিঞা মন্থনদণ্ড ভাঙ্গিল নবনীভাণ্ড
উঠান ভরিল দধি ঘোলে॥
নিকটে না দেখে মায় চলিলা যাদব রায়
প্রবেশ করিলা আসি ঘরে।
ছেনা ননী সারি সারি সিকার উপর করি
হরি-ভয়ে রাখিয়াছে দূরে॥
পিড়ের উপরে পিড়ি উদূখল উপরি
ডাড়াইলা করিঞা যতন।
পাচুনিতে ভাণ্ড ছেদি উভ[১] ধারে পড়ে দধি
হেটে পাতে ও চান্দ-বদন॥
বদনে নাহিক ধরে মুখ বুক বাঞা পড়ে
নীলগিরি বহিঞা পড়ে ধারা।
ক্ষেণে ক্ষেণে যদু রায় দুয়ারের[২] পানে চায়
না জানি জননী আইসে পারা॥

১। উভ—সত্যনারায়ণের পুথিতে—"পদ উভ করিঞা মাথাএ পথ চলে।" চৈতন্যমঙ্গলে—"আনন্দে নাচয়ে উভ দু বাহু করিঞা॥" উপর, উৰ্দ্ধ। উৰ্দ্ধে ধারাকারে দধি পড়ে।

২। প্রা০ দুআর।

দুগ্ধ সম্বরিঞা রাণী না দেখিঞা নীলমণি
রোহিণীকে লাগিলা কহিতে।
হেন শিশু কার ঘরে এত অপচয় করে
হরি পলাইলা কোন পথে ॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী খালি এবে কেনে পলাইলি
বারেক তোমার লাগ পাব।
মোর মনে উঠে তাপ তুমি সে হইঞাছ বাপ
ইহার উচিত শাস্তি দিব ॥
পদচিহ্ন অনুসারে ধাইঞা আইলা দূরে
মাকে দেখি লুকাইল ডরে।
তোমরা দেখহ আসি ননী খাইঞা জেন শশী
উদয় কৈরাছে জেন ঘরে ॥
কপট বালক হরি জননীকে ভয় করি
লুকাঞা রহিলা জাঞা ঘরে।
মাধব-চরিত গীত কৃষ্ণদাস সুরচিত
বারেক করুণা কর মোরে ॥ * ॥

গৌরী রাগ।

তোমরা দেখহ আসি।
উদয় কৈরাছে শশী ॥
খাইতে দিব ক্ষীর সর।
ধরি দেহ ননী-চোর ॥
গোকুলে গোপাল ষাঁড়।
ভাঙ্গিলে কামটু ভাড় ॥
কার ঘরে এমন ছাইলা।
দধি দুগ্ধ ফেলে ঢাইলা ॥

হেদে রে নবনীচোর।
[জদি লাগ পাই তোর ॥
বান্ধি তোরে উদূখলে।
দিব রে উচিত ফলে ॥
দধি ঘোল ফেলাইয়া।
হরি পলাইল ধাইয়া[১] ॥]

রাণী বোলে হের আসি[২] দেখহ তোমরা।
ভাণ্ড ভাঙ্গি জত কিছু খায় ননীচোরা ॥
নিথি নিথি অপচয় করে জাদু মোর।
হাতে লোতে[৩] ধরি আজি মিলাঅল চোর ॥
পিড়ির উপরে পিড়ি উদূখল তাথে।
পাচুনিতে ভাণ্ড ছেদি হেটে মুখ পাতে ॥
না দেখিল না শুনিল এমন ধাউড়।
ইহার সমান শিশু না দেখি চৌতুর ॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি ক্ষীর সর কেবা খাইএগছে।
আমি না খাইয়াছি মা বলাই খাইয়াছে ॥

১। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শে এই কয় পঙ্‌ক্তি নাই।

২। হের আসি—এখানে আসিয়া। পশ্চিম-রাঢ়ে 'হের' কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে 'এখানে' ও 'এই' অর্থে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

৩। লোত বা নোত—অপহৃত দ্রব্য। হাতে নাতে চোর ধরা—অপহৃত জিনিষ হাতে রহিয়াছে, এমন অবস্থায় চোর ধরা। ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের কথায়—'দৈবে দেখে রাজবলে, কোটাল প্রভাতে চলে, লোত পেয়ে বাঁধে সদাগরে' ॥

ধাউড় গোপাল বলরামে করে ভিন্ন[১]।
তোমার বদনে কেনে নবনীর চিহ্ন॥
ভাঙ্গিলি কামড় ভাড় খাইলি মোর মাথা।
হেদে[২] রে নবনীচোর পালাইবি কোথা॥
হাতে সাট[৩] নন্দরাণী জায় দাবাড়িয়া[৪]।
অখিলের পতি কৃষ্ণ জান পলাইঞা॥
ধরহ বলিঞা রাণী ধরিবারে জায়।
জে[৫] ধরিল ধরণীকে কে ধরিবে তায়॥
ই তিন ভুবনে জারে ভয় দিতে নারে।
সে পহু[৬] পলাঞা জায় জননীর ডরে[৭]॥
হরি আগে আগে জায় রাণী পাছে পাছে।
লম্ফ দিঞা উঠে গিঞা কদম্বের গাছে॥
লাম রে সোনার গোপাল লাম গাছ হইতে।
না মারিব না ধরিব ননী দিব খাইতে॥
দেখ রে জাদুয়া সাট ফেলাইলাম দূরে।
কদম্বের মড়কি ডাল পাছে ভাঙ্গি পড়ে॥

১। ভিন্ন [ভাব] করে, যে যাহা নহে, তাহাকে তাই বলে। বলরাম খায় নাই, অথচ তার উপর দোষ দেয়।

২। সং হে এবং প্রাং দে, উভয় মিলিয়া বাঙ্গালায় 'হেদে' সম্বোধন।

৩। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে—'অন্তরে পোড়য়ে তার বাহির কঠিন। ফেলিল হাথের ছাট প্রেম-পরবিন॥' আদিখণ্ড। সিন্ধী ভাষায় 'লাঠি' অর্থে 'সাট' শব্দ প্রচলিত আছে। এই 'সাট' বা 'ছাট'এর উচ্চারণ-ভেদ বা রূপান্তরে সটি—ছটি—ছড়ি। মাল-সাট, পাখসাট প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। যষ্টি, লাঠি।

৪। প্রাং দব্‌বড় তিরস্করণে। তিরস্কার করিয়া, ধমকাইয়া।

৫। সং যঃ, প্রাং জে। ৬। প্রাং পহু। প্রভু। ৭। প্রাং ডর। সং দর, ভয়।

[না হয় প্রত্যয় মাতা হরি ডাকি বোলে।
জদি দিব্য কর তুমি নামি ভূমিতলে ॥
রাণী বোলে কি দিব্য করিব আমি।
নাম রে গোপাল সেহি দিব্য করি আমি ॥
রাণী বোলে দিব্য কৈলু ঘুচাইনু তাপ।
জদি মারি আইজ হৈতে তুমি মোর বাপ ॥
হরি কয় তাহা নয় শুন গো জননি।
আমি বলি জে সেই দিব্য কর তুমি' ॥]
তবে গাছে হইতে নামি জদি নাহি মার
নন্দ ঘোষ পিতা হয় এহি দিব্য কর ॥
বদনে বসন দিঞা নন্দরাণী হাসে।
দুগ্ধের ছায়াল কৃষ্ণ এত কথা আইসে ॥
[আনন্দে ফিরয়ে হরি ডালের পাতে পাতে।
শরীর কাপয়ে রাণীর থাকিয়া ভূমিতে ॥
রাণী বোলে না মারিব নাম রে গোপাল।
পড়িলে কি জানি হবে কি আছে কপাল ॥ ']
মাএর বচনে জাদু নামে ধীরে ধীরে।
পুনরপি গেলা রাণী জাদু ধরিবারে ॥
শুন রে ভকত জন করিঞা বিশ্বাস।
মাধবচরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

১। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শে এই কয় পঙ্‌ক্তি নাই।

ছিদাম[1] বোলে ফির রে ॥

আমা পানে ফিরা চা।

বহু দূরে আইসে মা ॥

তৃণাঙ্কুর শিলা আছে।

রাঙ্গা পায় বাজে পাছে ॥

শুন রে কানাইঞা ভাই।

আমা কৈরা[2] ভয় নাই ॥

মাএর আগে কি কহিলা।

বুঝি ধৈরা দিতে আইলা ॥

ছিদাম বোলে জাইয় না।

আমি ধৈরা দিব না ॥

ইহা নাকি কোথা হয়।

নফর হইঞা ধৈরা দেয় ॥

[শুন রে শ্রীদাম ভাই।

আমি এথা রবো নাই ॥][3]

ছিদাম বোলে ধীরে জা রে আমার বচনে।

উছট লাগএ পাছে ও রাঙ্গা চরণে ॥

ছিদাম নফর পানে চাও দেখি ফিরা।

নফর হইঞা কি ঠাকুরেক দিব ধৈরা ॥

পূতনার বধের কালে চিনিঞাছি আমি।

কপট বালক ছলে আসিঞাছ তুমি ॥

বালক ভরম করি না চিনিল রাণী।

দেবের দুর্ল্লভ তোর চরণ দুখানি ॥

১। শ্রী—প্রা° সিরী। রী-লোপে সি—ছি। শ্রীদাম, শ্রীকৃষ্ণের সখা।

২। আমা কর্তৃক, আমা দ্বারা। ২য় পুথিতে—"মা বল্যা।"

৩। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

হরি পাছে পাছে রাণী করিলা গমন।
আউলাইল[১] কেশ রাণীর খসিল[২] বসন।
শ্রমজলে তিতিল রাণীর কলেবর।
অবশ্য ধরিবে মোরে জানিল অন্তর ॥
জননীর দুস্ক দেখি প্রভু জদুরায়।
আপনা আপনি হরি ধরা দিল মায় ॥
যশোদার আগে হরি আধ আধ বোলে।
ফুকরি ফুকরি কান্দে নঞান কচলে ॥
রাণী বোলে জত দুস্‌খ দিঞাছ আমারে।
উদূখল দিঞা বাছা বাঁধিব তোমারে ॥
জেন হেন[৩] কর্ম্ম বাছা নাহি কর আর।
এহি মত অপচয় কর গোপিকার ॥
মায়ের বচনে আখি করে ছল ছল।
কৃষ্ণদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল[৪] ॥ * ॥

পদ ॥

কান্দিয়া বোলেন হরি।
বন্ধন সহিতে নারি ॥
দড়িতে বাঁধিবা তুমি।
প্রেমে বান্ধা আছি আমি ॥

১। আউলাইল—মাথায় কেশ বিস্রস্ত হইল, খসিয়া পড়িল। সং আকুল, প্রাং আউল।

২। প্রাং খস ধাতু।—খসিঅলেহনীমগ্গে।—গাং শং। খসিল—স্খলিত হইল।

৩। অপভ্রংশ প্রাং 'হেন্ন' (এবং)—পিঙ্গল। এই প্রকার, এইরূপ।

৪। কৃষ্ণদাস কহে রাণি জীবন সাফল।—২য় পুথি।

ভিক্ষা মাঙ্গি ঘরে ঘরে[১]।
ননীর কোড়ি[২] দিব তোরে ॥
গোকুলেত ভিক্ষা করি।
তোরে দিব ননীর কোড়ি ॥
কার মা এমন আছে।
মা হইঞা বান্ধে গাছে ॥
কুপুত্র অনেক ঠাঞি[৪]।
কুমাতা কোথাএ নাই ॥
ই তিন ভুবন মাঝে।
সকলে আমাকে পূজে ॥
ধ্যান করে মুনিগণ।
নাহি পায় দরশন ॥
পুরুব করিঞা মনে।
ধারা বহে দু নঞানে ॥
[কৃষ্ণদাস কহে রাণি।
বান্ধি রাখ নীলমণি[৫] ॥]

করে ধরি নন্দরাণী আপন মন্দিরে আনি
বান্ধিতে আনিল উদূখল।
ধাঞা আনে দাম দড়ি[৬] বন্ধন করিতে হরি
ভএ আখি করে ছল ছল ॥

১। প্রা° 'ঘর'। গৃহ। ২। প্রা° 'কবড্ড'। স° কপর্দ্দ। চর্য্যাপদে—কবড়ী। কৃষ্ণকীর্ত্তনে,—কৌড়ী, কড়ি। ৩। 'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—ভূমিত, থানত, আগুত প্রভৃতি।

৪। প্রাকৃত পৈঙ্গলে—'ঠাঁই'। স্থলে। ৫। ২য় পুথি হইতে গৃহীত। ৬। দাম অর্থ—গরু বাঁধিবার দড়ি। পুনরায় দড়ি শব্দ লেখায় দ্বিরুক্তি হইয়াছে

ব্রহ্মা শিব পুরন্দর সনকাদি মুনিবর
ধ্যান করি না পায় চরণ।
চিষ্টি স্থিতি যোগাশ্রয় জাহার ইঙ্গিতে হয়
রাণী তারে করএ বন্ধন ॥
শুনি ক্রন্দনের রব ধাইল গোপিনী সব
ধাইএগা আইলা কানাই নিকটে।
জত দড়ি ছিল ঘরে আনিএগা বন্ধন করে
তভু নাহি দু আঙ্গুলি আটে ॥
রাণী ভাবে মনে মনে না জানি কি মন্ত্র জানে
জাদুয়া চতুর-শিরোমণি।
যশোদার হইল ভ্রম মাএর দেখিএগা শ্রম
বান্ধা গেলা আপনা আপনি ॥
কানু বলে আয় ভাই এ সমএ দেখা নাই
আমারে বান্ধিল উদূখলে।
জদি মোর সখা হয় বন্ধন খসাএগা দেয়
মাএরে বলিএগা কোন ছলে ॥
ছিদাম কহএ বাণী শুন ওগ নন্দরাণি
তিলে আধ তোর নাহি দয়া।
এহি ভাএগার বদলে মোরে বান্ধ উদূখলে
বুক ফাটে বদন দেখিএগা ॥
ছিদাম রোদন করে রাণী প্রবেশিলা ঘরে
গোপালে বান্ধিয়া উদূখলে।
কুবেরের পুত্র দুই মুনি-শাপে বৃক্ষ হই
জনমিএগা আছিল গোকুলে[১] ॥

১। নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র নারদের শাপে অর্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৯ম অং।

আছিল নন্দের দ্বারে হরি কৃপা করি তারে
উদূখল লাগে গিঞা গোড়ে[১] ।
মনে জানি ভগবান্ উদূখলে দিল টান
যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গি পড়ে ॥
হরির পরশ পাঞা ব্রহ্মশাপে মুক্ত হইঞা
দিব্য মূর্ত্তি ধরে দুই জন ।
দুটি কর জুড়ি আগে প্রভুরে ভকতি মাগে
কহে জত পূর্ব্ববিবরণ ॥
কামে মত্ত রতিরঙ্গ রমণী করিঞা সঙ্গ
বিহার করিএ দুই জন ।
তবে আর শুন কথা নারদ আইল তথা
শাপ দিল দেখি বিবসন ॥
নিজ মদ অহঙ্কারে না চিনিল দ্বিজবরে
মনে বড় হইল সম্ভ্রম ।
মুনি বোলে দুরাচার এত তোর অহঙ্কার
বৃক্ষ হইঞা লভগা জনম ॥
মুনির দারুণ শাপে অন্তরে পরাণ কাঁপে
পাএ ধরি করিল স্তবন ।
প্রসন্ন হইয়া বাণী কহিলা নারদ মুনি
উদ্ধারিবেন প্রভু নারায়ণ ॥
সফল জনম তোর পরশিবেন দামোদর
পবিত্র হইবে দুই জন ।
শাপ হইতে হইল বর গোকুলে জনম মোর
তেই আমি দেখিনু চরণ ॥

---

১ । গোড়ে—গোড়ায়, মূলদেশে ।

সদয় হইঞা বাণী কহে কিছু চক্রপাণি
মুকত হইলা দুই সহোদর।
সদয় হইলাম আমি সন্তুষ্ট করিলা তুমি
ইংসা ভরি[১] মাগি লেহ বর ॥
দোহে করে প্রণিপাত শুনহ গোকুলনাথ
কৃপা করি করিলা নিস্তার।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু অখিল জীবের গুরু
তুমি হরি জগতের সার ॥
ঐশ্বর্য্যাদি সুখধাম তাহে মোর নাহি কাম
শুন প্রভু অখিলের পতি।
তোমার ভকত সঙ্গে থাকি জেন রসরঙ্গে
তব পদে মাগিএ ভকতি ॥
জে জনা ভকত হয় তার মনে নাহি লয়
বিষয় সুখ ভোগ জত।
জে জন তোমাকে ভজে জগতে তাহাকে পূজে
সে জন মহাভাগবত ॥
এত বলি কর জুড়ি হরি প্রদক্ষিণ করি
বিদায় হইল দুই জন।
বৃক্ষের শবদ শুনি মুরছিত নন্দরাণী
ধাইঞা আইল গোপীগণ ॥
নন্দ আসি সেহি কালে হরিকে করিলা কোলে
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা মুখে।
ভাগ্যে শিশুর প্রাণ রক্ষা কৈল ভগবান্
রাণীকে ভর্ৎসন কৈল দুখে ॥

১। 'করি'—২য় পুথি।

কৃষ্ণ যশোদার স্থানে নাহি জায় অভিমানে
রাণীর ভয়ে হইল সশঙ্কিত।
তৈল কুড় দিঞা গায় স্নান করাইলা মায়
কৃষ্ণদাস মাধব-চরিত ॥ * ॥

তবে রঙ্গে ভঙ্গে বালকের সঙ্গে
ধূলাএ ধূসর হইঞা।
ক্ষেণে মাঠে ঘাটে যমুনা নিকটে
বয়স্য বালক নৈঞা ॥
ছিদাম সুদাম খেলে বলরাম
শিশুগণ সঙ্গে করি।
খেলিতে খেলিতে বালক সহিতে
মৃত্তিকা খাইল হরি ॥
দেখি জত শিশু ডাকি বোলে কিছু
সন্দেহ ভাঙ্গিল[১] মোর।
মাটি কেনে খালি মাএ দিবে গালি
খুদা হইঞাছিল তোর ॥
এতেক বলিঞা চলিলা ধাইঞা
নন্দরাণী যথা ছিল।
শুন শুন মাই তোমার কানাই
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল ॥
একটি কুমার হইঞাছে তোমার
খাইতে নাহি দেয় তুমি।
খুদা হইঞাছিল মৃত্তিকা খাইল
দেখিঞা আইমু আমি ॥

১। 'লাগিল'—২য় পুথি।

বালকের বাণী শুনি নন্দরাণী
ধাইঞা আইল তথা।
ননী ফেলাইলি কেনে[1] মাটি খালি
খাইয়া আমার মাথা॥
বিহানে[2] দিঞাছি ক্ষীর সর চাছি[3]
তাহা ফেলাইলি তুমি।
মরি হিয়া ফাটি কেনে খালি মাটি
এ দুস্কে মরিব আমি॥
কিসের অভাব আছএ আমার
কিবা দিতে আমি নারি।
সভে দেই দোষ গালি দিবে ঘোষ[4]
মাটি খালি কেনে হরি॥
যশোদার বাণী শুনি চক্রপাণি
হাসিঞা কহিলা তারে।
মাটি না খাইল[5] মিছাই কহিল
কেনে দোষ দেয় মোরে॥
সঙ্গের ছাওালে আমারে কহিলে
মাটি খাইল নীলমণি।
শুনি শিশুমুখে আমি মরি দুখে
কোথা ফেলাইলি ননী॥

১। প্রা° 'কিণো' (নিপাতনে সিদ্ধ)—প্রশ্নে।—প্রা° প্র°।

২। প্রা° 'বিহাণ'।—দে° না° মা°। প্রভাত।

৩। প্রা° 'চচ্ছ' ধাতু তক্ষণে। জ্বাল-দেওয়া দুধ ঢালিয়া নিবার পর কড়াইতে যে সারভাগ লাগিয়া থাকে। চাছিয়া নিতে হয় বলিয়া নাম 'চাছি'।

৪। নন্দঘোষ। ৫। উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

সকল ছায়ালে মিছামিছি বোলে
মাটি না খাইঞাছি আমি।
প্রত্যয় না জায় সমুখে ডাড়াও
বদন দেখহ তুমি ॥
দেখ দেখি মা আমি করি হঁা
চাঞা দেখ মুখপানে।
ধরিঞা বদন করি নিরীক্ষণ
বিস্ময় ভাবিল মনে ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর উদর ভিতর
কত শত দেব দেখি।
ই তিন সংসার উদরে তাহার
দেখি ছল ছল আঁখি ॥
বোলে নন্দরাণী বাছা নীলমণি
মুখ মেল আর বার।
তুধের বদনে গিলিলি কেমনে
জগত সংসার ভার ॥
ডাকে নন্দরাণী দেখসা[১] রোহিণি
গোপাল মানুষ নয়।
দেব পূজা করে উদর ভিতরে
দেখিঞা লাগএ ভয় ॥
মাএর অন্তর বুঝি দামোদর
মায়াতে মোহিত কৈলা।
সব বিস্মরিঞা পুত্র কোলে নঞা
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা ॥

১। 'দেখ আসিয়া'র প্রাদেশিক সংক্ষিপ্ত রূপ 'দেখসা'।

করাইএগ স্নান মোছাএগ বঞান
ক্ষীর সর আনি দিল।
পরম আনন্দে লইএগ গোবিন্দে
সকলে ভোজন কৈল॥
কটিতে কিঙ্কিণী নূপুরের ধ্বনি
কঙ্কণ কেয়ূর হার।
নিন্দি ইন্দীবর[১] বদন সুন্দর
কপালে কুন্তল-ভার॥
পীত ধড়া আনি পরাইল রাণী
মলয়জ দিল অঙ্গে।
নন্দের মন্দিরে হরি সুখে ফিরে
বালক করিএগ সঙ্গে॥
বৎসপুৎস ধরি গোলোকের হরি
ফিরএ বালকবেশে।
যাদব-নন্দন করে নিবেদন
মোর কিবা হবে শেষে॥ * ॥

এক দিন গোকুলে আইল ফলহারী[২]।
যতনে আনিল ফল ভরিএগ চুপরি॥
কে লবে কে লবে বলি ফলহারী ডাকে।
শুনিএগ ধাইল নিতে জতেক বালকে॥
জননী নিকটে শিশু চাহি লয়[৩] কড়ি।
কেহো কোছে[৪] নিল কেহো নিল কর ভরি॥

১। নীলপদ্ম। 'ইন্দুবর'—২য় পুথি। ২। ফলহারী- ফলবিক্রয়িণী
৩। 'লএগ জান'—২য় পুথি। ৪। ২য় পুথি। মূলে 'কিছু'।

ফল দেখি ধাঞা গেলা জননীর স্থানে।
সেই কালে রাণী গেলা যমুনার স্নানে॥
মাএ না দেখিঞা হরি চিন্তিতে লাগিলা।
প্রাঙ্গণে সুখায় ধান্য সাক্ষাতে দেখিলা॥
ফলের লাগিঞা ধান্য অঞ্জলি ভরিঞা।
চলিল গোলোকপতি ফলের লাগিঞা॥
তরাসে ত লক্ষ্মী দেবী ভাবিলা অন্তরে।
কতেক দিনের মত বিলাইবে মোরে॥
এতেক চিন্তিয়া ধান্য পড়ে হাতে হৈতে।
শূন্যহাতে ডাড়াইলা তাহার সাক্ষাতে॥
নিরখএ চান্দ মুখ বালকের ভালে।
কল্পতরু ফল মাগে সাকোটের[১] স্থানে॥
জাহারে[২] মাঙ্গএ ফল ভবাদি দেবতা।
মাঙ্গএ বনের ফল হইঞা ফলদাতা॥
ব্রহ্মা আদি দেব জারে ফল বাঞ্ছা করে।
হেনই ঠাকুর ফল মাঙ্গে জোড়করে॥
[ফলহারীর পুণ্য কিছু কহা নাহি জায়ে।
কৃষ্ণদাস বোলে মোর কি হয়ে উপায়ে॥][৩]

ও চান্দ-বদন দেখি।
ছল ছল করে আঁখি॥
কার ঘরের দুলালিঞা।
মরি তোর বালাই লৈঞা॥
কিবা লইঞা জোড় হাতে।
কি ধন আনিয়াছ দিতে॥

১। সাকোট—শাখোট, শ্যাওড়া গাছ। ২। ২য় পুথি। মূলে 'তাহারে'
৩। বন্ধনীমধ্যস্থ পঙ্‌ক্তি ২য় পুথির। মূলে ইহা নাই।

তোমার জননী কে ।
কত তপ কৈল সে ॥
আইস তোরে কোলে করি ।
ফল দিব কর ভরি ॥
[আমারে জদি মা বোল রে ।
এ ফল সকলি দিব তোরে ॥ধ্রু ॥][1]

জোড় করে দাড়াইলা ফলের নিকটে ।
বদরির ফল দিল জত হাতে আটে ॥
ও চান্দ-বদন দেখি ফল-বিক্রয়িণী ।
কর ভরি দিল ফল বদন নিছনি ॥
ভগ্ন বস্ত্রে আৎসাদিল ফলের চুপড়ি ।
চলিতে না চলে পদ শিরে লাগে ভারি ॥
বুঝিঞা তাহার মন ধন আকাঙ্ক্ষিত ।
নামাইঞা দেখে পাত্র কাঞ্চনে পূরিত ॥
কাঞ্চনে দেখিঞা মনে হইল বিস্মিত ।
ধন দিঞা হরি মোরে করিলা বঞ্চিত ॥
এথা নন্দরাণী আসি পুত্র নিল কোলে ।
শত শত চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
কোন দ্রব্য হের জাদু দিতে নারি আমি ।
ফলের লাগিঞা কারে মা বলিলা তুমি ॥
কোলে চড়ি কার জন্ম করিলা সাফল ।
কোন ভাগ্যবতী তোরে দিয়াছে রে ফল ॥
তোমা পুত্র-ধন পাইলাম বহু পুণ্যফলে ।
তোমা পুত্র ভাগ্যবতী সভেমাএ[2] বোলে ॥

১। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথির।

২। এখানে সন্ধি হইয়াছে। সভে+আমাএ—সভেমাএ। লোচনের

তুমি ধন তুমি প্রাণ সরবস্ব হরি।
ও চান্দ-বদন তোর না দেখিলে মরি ॥
অমিঞা অধিক তোর বদনের হাস।
চরণ নিছনি লৈঞা গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

আর কত দিনে এথা নামে উপানন্দ।
সভার অধিক সেই হয় বুদ্ধিমন্ত ॥
নন্দ আদি গোপে তেহোঁ কহে সমাচার।
গোকুলে বসতি নাহি আমা সভাকার ॥
ধন প্রাণ সরবস জাদুয়া জীবন।
গোকুলে আপদ পড়ে না জানি কখন ॥
প্রথমে পূতনা আইল রাক্ষসীর বেশে।
মরিল রাক্ষসী সেই আপনার দোষে ॥
শকট ভাঙ্গিল তৃণাবর্ত্ত উড়াইল।
নন্দ যশোদার পুণ্যে বালক বাচিল ॥
যমল অর্জ্জুন ছিল নন্দের দুয়ারে।
ভাঙ্গিঞা পড়িল তারা শিশুর উপরে ॥
জলে স্থলে সুখময় সুশীতল বটে।
বৃন্দাবন স্থান তায় যমুনা নিকটে ॥
বসতি করিব তথা গোঙাইব কাল।
জল পান করি সুখে চরাইব পাল ॥
নন্দের বচনে তথা সাজিল গোয়াল।
গোকুলের বাস ছাড়ি চালাইল পাল ॥

চৈ° ম°, সূত্রখণ্ডে—"মোরেধিক অধম নাহিক মহিমাঝে। আচলে ধরিয়া কান্দে নানাথটি করে।' এখানে মোরে+অধিক—মোরেধিক। নানা+আখটি—নানাখটি।

রাম কৃষ্ণ কোলে করি যশোদা রোহিণী।
শকটে চাপিঞা চলে জতেক রমণী॥
আনন্দে আইলা নন্দ গোয়ালা[১] সংগতি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হৈঞা করিলা বসতি॥
আনন্দে যশোদা রাণী লইঞা গোপাল।
গোবর্দ্ধন নিকটে বোলে চরাইঞা পাল॥
বৃন্দাবন দেখি কৃষ্ণ মনে আনন্দিত।
খেলায় গোলোকপতি বালক সহিত॥
শ্রীদাম স্থদাম আর শ্রীমধুমঙ্গল।
স্তোককৃষ্ণ ভদ্রসেন ভানু মহাবল॥
কেহ পক্ষিপদচিহ্ন অনুসারে ধায়।
মণ্ডুকের শব্দ শুনি পাছে পাছে ধায়॥
কেহো কারো পিঠে চড়ে কেহো মারে সাট।
কান্দে করি নঞা জায় সঙ্কেতের বাট॥
করএ বৃষের যুদ্ধ দিঞা মাথে মাথে।
কেহো পলাইঞা জায় তালি মারি হাতে॥
এহি মত খেলে হরি ধূলাএ ধূসর।
দেখিঞা যশোদা রাণী চিন্তায় কাতর॥
এমন স্থন্দর গাএ ধূলা মাখা কেনে।
ঘাটে বাটে ফিরে সদা বালকের সনে॥
অভাগী মাএর প্রাণ বিদরিঞা জায়।
অন্ন পানি ত্যাগিঞা সদাই খেলায়॥
এত বলি করে ধরি আনিল গোপাল।
ঘরে আসি জাদুমণি পাতিল জঞ্জাল॥

১। দেশী প্রাং "গোআলা"। দেং নাং মাং

স্নান নাহি করে জাদু কিছু নাহি খায়।
ধরাধরি করি শিরে জল দিল মায়॥
অঙ্গ মোছাইঞা রাণী করায় ভোজন।
কৃষ্ণ কোলে করি সুখে করিলা শয়ন॥
এহি মত আনন্দে সানন্দে দিন জায়।
ব্রজলীলা বিস্তারিঞা কৃষ্ণদাস গায়॥ *

প্রভাতে রমণী জত দেখিবারে উনমত
সভে আইলা নন্দের মন্দিরে।
সভে বলে পুণ্যবতি নাচাও গোলোকপতি
আমরা আইনু দেখিবারে॥
বরজ-রমণী ঘেরি রহল বদন হেরি
পালটিতে[1] না পারে নঞান।
রাণী বোলে নীলমণি কর ভরি দিব ননী
আঙ্গিনাতে নাচ তবে ধন॥
খাইতে দিব সর নাচহ জাদুয়া মোর
জনম সাফল কর মোর।
[এহি দেখ গোপী সব দেখিবারে উৎসব
বাসনা পূরাও সভাকার॥
শুনিয়া মায়ের বাণী জদুরায়ে মনে গুণি
চলিলেন নৃত্য করিতে।
মধ্যেতে গোপাল নাচে রাণী করতালি দিছে
ব্রজাঙ্গনা রহে চারিভিতে॥[2]]

১। প্রা॰ পল্লটট আবর্ত্তনে। ফিরাইতে। ২। বন্ধনীর অন্তর্গত পাঠ দ্বিতীয় পুথির। মূলে ইহা নাই।

প্রাঙ্গণে জাতুয়া নাচে ঘাঙ্গর ঘুঙ্গুরু বাজে
পায়ে বাজে রতন-নূপুর।
চূড়া করে ঝলমল চান্দে রাহু দিছে[১] কোল
মাতঙ্গ-গমন সুমধুর ॥
রাণী বোলে ভালি ভালি সভে দেই করতালি
আনন্দে নাচিঞা বুলে হরি।
জেমন নাচিঞা জায় রাণী পাছে পাছে ধায়
বদন-নিছনি লইঞা মরি ॥
কমল-বরণ জিনি ও রাঙ্গা চরণখানি
পাছে বেথা লাগএ চরণে।
লনিসেচা[৩] তনুখানি আউলায়া পড়এ জানি
ভরসা নাহিক মোর মনে ॥
জে নাচিলা সেই ভাল বদন মলিন হইল
অমিঞা নিকলে জেন ঘাম।
জিনি রামরম্ভা তরু বেথাবে কাকালি উরু
কোলে আসি করহ বিশ্রাম ॥
বাহু পসারিঞা রাণী কোলে নিল নীলমণি
মনে বড় আনন্দ উল্লাস।
আপন মনের সুখে শত চুম্ব দিছে মুখে
নিছনি তাহার কৃষ্ণদাস ॥

১। কৃষ্ণের মাথার উপর চূড়া ঝলমল করিতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন রাহু চন্দ্রকে কোল অর্থাৎ আলিঙ্গন দিয়াছে।

২। উভয় পুথিতেই "কমল বদন"। তাহাতে অর্থ হয় না।

৩। লনিসেচা—লনিতে সিঞ্চিত অর্থাৎ নবনীতের ন্যায় কোমল।

৪। এখানে সন্ধি হইয়াছে—বেথা+হবে—বেথাবে।

প্রভাতে দারুণ বাণী লোকমুখে তাহা শুনি
ছাইলা-ধরা আইস্যাছে গোকুলে।
শুনি যমুনার তীরে শিশু উকটিয়া[1] ফিরে
বলাই লুকাঞা আছে ঘরে॥
শুনিঞা আইস্যাছি আমি এহিখানে খেল তুমি
বাহিরাইলে ধরিঞা লইবে।
না জাও কাহার বাড়ী তোরে পাইলে ব্রজনারা
হার করি গলাএ পরিবে॥
অঞ্জন ভরমে তোরে না জানি নঞানে পরে
ব্রজবধূ সাধ করে মনে।
কমলের দল বলি চরণে দংশিবে অলি
না জানি কি আছে করমে॥
এ ঘর আঙ্গিনা মেলা তাহে বসি কর খেলা
বাজাইতে শিখ সিঙ্গা বেণু।
কনক পাচুনি হাতে খেলাও রামের সাতে
বড় হইলে চরাইও ধেনু॥
[জদি কার বাঁড়ী জাও মায়ের মাথাটি খাও
বারে বারে নিষেধিলাম তোরে।
কৃষ্ণদাস কহে বাণী গোলোকের চূড়ামণি
লুকায়া রাখিবে কোন ঘরে॥][3]
শুনিঞা মাএর বাণী।
হাসি কহে নীলমণি।

১। উকটিয়া—অন্বেষণ করিয়া।
২। প্রা° সিঙ্গ। শৃঙ্গ। বাদ্যবিশেষ।
৩। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথির। মূলে ইহা নাই।

ছিদাম কহিল মোরে।
গোঠে নৈঞা জাব তোরে॥
দাদা বলাইর সনে।
বাছুরি চরাব বনে॥
রাণী বোলে হায় হায়।
গোপাল বনে জাইতে চায়॥
হায় হায় মনু মনু।
কেনে সিঙ্গা বেণুর নাম নিনু॥
কান্দিতে কান্দিতে রাণী বানাইল বেশ।
বাঁধিল বিনোদ চূড়া আচড়িঞা কেশ॥
তাহার উপর দিল মউরের[১] পাখা।
শ্রবণে কুণ্ডল দিল কদম্বকলিকা॥
কটিতে কিঙ্কিণী দিল চরণে নূপুর।
মণিময় আভরণ ঘাগর ঘুঙ্গুর॥
সিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা দিল থরে থরে।
পাভী দোহনের ভাণ্ড দিল বাম করে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিল কপালে তিলক।
হৈ হৈ শব্দ করি ধাইল বালক॥
একত্র বাজিল সিঙ্গা ভেদিল গগনে।
মধ্যে দুই ভাই জায় গজেন্দ্র গমনে॥
সভার সমান বেশ রূপের মাধুরী।
যমুনার তীরে কৃষ্ণ চরান বাছুরি॥
এথা কংস মহারাজা চিন্তিত অন্তরে।
কৃষ্ণের হিংসাতে পাঠাইলা বৎসাসুরে॥

১। প্রাং মউর। ময়ুর।

খেলার আবেশে আছে জতেক রাখালে।
বৎসরূপে বৎসাসুর সামাইল[১] পালে॥
অসুরের মায়া কৃষ্ণ জানিঞা অন্তরে।
ইঙ্গিতে বলরামে কহে আখি ঠারে॥
বাছুর না হয় দাদা এহিত অসুর।
না জানি কখন প্রাণ বধিবে শিশুর॥
এত বলি চুপে চুপে গেলা জদুরায়।
পুৎসের সহিতে তার ধরে ছুইটা পায়॥
পাএ ধরি শূন্য পথে ঘুরাএ ঠাকুর।
পাকের প্রতাপে রক্ত উগারে অসুর॥
কপত[২] বৃক্ষের পর মারিল আছাড়।
বৃক্ষের সহিতে তার চূর্ণ হইল হাড়॥
আবা আবা দিঞা নাচে জত শিশুগণ।
দেখি সুরলোক করে পুষ্প বরিষণ॥
এহি মত বৎসাসুর ছাড়িল পরাণ।
খেলাএ বিভোর কৃষ্ণ বেলা অবসান॥
হৈ হৈ শবদ করি ফিরাএ পাচনি।
আগুসারি লইঞা গেলা যশোদা রোহিণী
ঘরে যাইঞা স্নান করি করিলা ভোজন।
আপন আপন ঘরে গেলা সখাগণ॥
দেখি ব্রজবাসিগণের আনন্দ উল্লাস।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

১। সামাইল—প্রাচীন সাহিত্যে ধাতুটিকে সান্ধা, সাম্বা, সামা, এই ত্রিবিধ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবেশ করিল। ২। ২য় পুথি। আদর্শে কপট। শ্রীমদ্ভাগবতে 'কপিত্থ'—'ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্‌গতজীবিতম্।'

এহি মত ব্রজপুরে নন্দের নন্দন।
বৃন্দাবনে শিশু সঙ্গে চরাএ গোধন॥
প্রত্যহ চরাএ গাভী যমুনার কূলে।
প্রভাতে মেলএ[1] ধেনু আইসে বৈকালে॥
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই চরাএ বাছুরি।
দেখি আনন্দিত সভে রূপের মাধুরী॥
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই বাজাইলা বেণু।
শুনি ঊর্দ্ধপুৎস করি ধায় জত ধেনু॥
তৃণ খাঞা ধেনু বৎস কুতূহলে ফিরে।
জলপান হেতু গেলা যমুনার তীরে॥
কেহো ঝাপ দিয়া পড়ে করি[2] জলকেলি।
জল পান করি[3] সুখে বাজান মুরলি॥
বেণুরব শুনিঞা ধাইঞা আইল বকে[4]।
কৃষ্ণকে গিলিল আসি এড়িঞা বালকে॥
হাহাকার করিতে লাগিলা শিশুগণ।
গিলিল দারুণ বকে সভার জীবন॥
কৃষ্ণ বিনে ব্রজবাসী উদ্ধারিবে কে।
ব্রজের পরাণ কৃষ্ণ উগারিঞা দে॥
মিনতি করিএ বক ধরি পদতলে।
আমা সভাক গিল ভাই কানাঞির বদলে॥
বকের বদন পানে একদিষ্টে চায়।
ছটপট করে শিশু ধূলাএ লোটাএ॥
ভকত ব্যাকুল দেখি প্রভু জদুরায়।
আড় হইঞা লাগে বকাসুরের গলায়॥

১। প্রা° মেল্লই—মুঞ্চতি। মেলএ—ছাড়িয়া দেয়। ২। প্রা° করই করে। ৩। প্রা° করিঅ, করি। করিয়া। ৪। কংসনিযুক্ত বকাসুর।

উগারিতে চাহে পুন উগারিতে নারে।
কূলে পড়ি বকাসুর ছটপট করে॥
দুই করে দুই ওষ্ঠ ধরি জদুরায়।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি চিরে বেনাপত্র প্রায়॥
হিংসিতে আসিঞা বক ছাড়িল পরাণ।
নির্ব্বাণ মুকতি দিলা তারে ভগবান্॥
গগনে থাকিঞা করে পুষ্প বরিষণ।
কৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ দিল আলিঙ্গন॥
বেলা অবসান কালে জতেক রাখাল।
হৈ হৈ শবদ করি চালাইল পাল॥
গোধূলি-ধূসর অঙ্গে অতি মনোহর।
সমান বঞেস বেশ দেখিতে সুন্দর॥
সিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কনক-পাচুনি।
নবগুঞ্জা শিখিপুৎস চূড়ার টালনি॥
জার যেই নিজ ঘরে করিলা গমন।
সেই কালে আইলা ঘরে জত গোপগণ॥
আসিঞা গোয়াল রাম কৃষ্ণ নিল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন-কমলে॥
পঞ্চামৃত অন্ন বেঞ্জন করএ ভোজন।
কৃষ্ণদাস করে আশ পাদ-সম্বাহন॥

আর এক দিন শুন অপরূপ কথা
কংস অনুচর বৃষাসুর আইল তথা॥
বৃষের আকার ধরি সামাইল পালে।
মায়াতে ফিরএ দুষ্ট বালক নিহালে[১]।

১। প্রাঃ নিহাল ধাতু দর্শনে। সং নিভালনং—দর্শনং।

শৃঙ্গ পাতি রাম কৃষ্ণ মারিবার তরে।
কোপে আসি কৃষ্ণ তার দুই শৃঙ্গ ধরে॥
শৃঙ্গ ধরি ঠেলাঠেলি করে জন্তুবরে।
চোপা[১] ধরিঞা ফেলে ভূমির উপরে॥
টানাটানি করি ফিরে জতেক বালকে।
বদনে শোণিত উঠে ঝলকে ঝলকে॥
ছাড়িল পরাণ দুষ্ট হরি পরশনে।
পুষ্পবৃষ্টি করে আর জত দেবগণে॥
আনন্দে নাচএ কানু দিঞা করতালি।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই করে কোলাকুলি॥
এহি মতে রঙ্গে ঢঙ্গে চরাঞা পাল।
ঘরেতে আইল সুখে জতেক রাখাল॥
ত্বরিতে আনিল সভে করিঞা মঙ্গল।
মাধব-চরিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ * ॥

রাত্রি প্রভাত কালে নন্দের নন্দন।
সখাগণ সঙ্গে করি মেলিল গোধন॥
সে দিন রহিল ঘরে জ্যেষ্ঠ বলরাম।
বৎস হাকাইঞা যায় শ্রীদাম সুদাম॥
বিচিত্র করিঞা বেশ বানাইল রাণী।
জতনে আনিঞা দিল ক্ষীর সর ননী॥
অন্ন বেঞ্জন কেহো নিল থরে থরে।
সিকাতে করিঞা ভাণ্ড স্কন্ধের উপরে॥
হৈ হৈ শবদ করি চালাইল ধেনু।
গগনে ভেদএ জবে পূরে সিঙ্গা বেণু॥

১। ২য় পুথি। মূলে—ছাতুয়াল।

এহি মত রঙ্গে ঢঙ্গে চলিলা ঠাকুর।
পূতনা-সমন্দ[১] নাম আইল অঘাসুর॥
গোরজে মণ্ডিত তনু নব জলধর।
শ্রীদামের অঙ্গে কৃষ্ণ অরোপিঞা কর॥
কংস অনুচর সে সর্পের আকার।
দশন বদন তার অতি ভয়ঙ্কর॥
আকাশে পাতালে ওষ্ঠ মেলিঞা বদন।
পথ অনুসারে সামাইলা শিশুগণ॥
পথ না দেখিঞা তারা হইলা চিন্তিত।
হরি লাগি মুখ নাহি করএ মুদিত॥
করতালি দিঞা প্রবেশিলা জদুরায়।
আড় হইঞা লাগে অঘাসুরের গলাএ॥
বাড়িল অধিক তেজ কোটি সূর্য্য জ্বলে।
আনচান করে দুষ্ট কৃষ্ণ করি গলে॥
উগারিতে নারে পুন উদরে না জায়।
ছটপট করে তার পরাণ বাহিরাএ॥
উদরে জাইঞা কৃষ্ণ বাড়াএ শরীর।
মস্তক ফাটিল তার হইঞা চৌচির॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটি তেজ চলিল তখনে।
আসিঞা প্রণাম হইলা প্রভুর চরণে॥
অঘাসুরের মুক্তিপদ দেখি দেবগণ।
ধন্য ধন্য করি করে পুষ্প বরিষণ॥
শিশু হিংসিবারে আইলা অঘাসুর।
তারে মুক্তিপদ দিলা দয়ার ঠাকুর॥

১। 'সোদর' হইবে।— ভাগবত, ১০।১২।১৪।

অমৃত-নএগানে জীয়াইলা জদুবীর।
সেহি রন্ধ্র দিএগা পুন হইলা বাহির॥
সভে বোলে তোমা হইতে পাইল পরিত্রাণ
আপনি মরিল দুষ্ট ছাড়িএগা পরাণ॥
এত বলি সভে মেলি করিলা গমন।
যমুনার তীরে আসি চরাএ গোধন॥
রামচাকি ডাড়াগুলি সবে করি হাতে।
খেলাএ গোলোকপতি বালক সহিতে॥
খেলারসে বেলা হইল তৃতীয় প্রহর।
শ্রমজলে তিতিল সভার কলেবর॥
তৃণ খাএগা ধেনু বৎস করে জল পান।
ভোজন করিব সভে এহি দিব্য স্থান॥
বৃন্দাবন স্থান তাহে অতি সুশোভিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥ * ॥

সকল রাখালে বোলে নিবেদিএ পদতলে
প্রাণধন জীবন কানাই।
সময় হইল আসি ভোজন করহ বসি
এখানে রাখিএগা সব গাই[১]॥
সিঙ্গা ভরি আনি জল করিলা উত্তম স্থল
সুখোদিত হরিষ অন্তরে।
আনি পলাসের পাত উভারে[২] বেঞ্জন ভাত
সভাই বসিলা থরে থরে॥

১। প্রা॰ গাঈ। গাভী।
২। বা॰ উভার ধাতু—নামান, ঢালা। হি॰ উভারনা। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে—খণ্ড মুগের সুপ উভারে ডাবরে। উভারে—ঢালে, নামায়।

কেহো নিল হাতে করি কেহো নিল ভাণ্ড ভরি
কেহো নিল ধড়ার আঞ্চলে।
ধৌউত করিঞা শিলা কেহো কেহো বসি গেলা
কেহো বৈসে কিসলয় দলে॥
চন্দ্রের মণ্ডলী করি মধ্যে বৈসাইল হরি
ভোজন করএ বড় সুখে।
দিঞাছে জিহ্বার আগে খাইতে বড় মিঠা লাগে
মুখে হইতে দিল চান্দ-মুখে॥
প্রিয় কানাইর কাছে খাইতে খাইতে নাচে
কেহো জায় যমুনার তীরে।
কেহো করতালি দিঞা নাচে চান্দমুখ চাঞা
আনন্দে মগন হইঞা ফিরে॥
অঘাসুরের মুকতি দেখি ব্রহ্মা প্রজাপতি
বিস্ময় ভাবিলা মনে মনে।
ঈশ্বর হইঞা কেনে গোয়ালা বালক সনে
এক ঠাঞি কবিবে ভোজনে॥
এতেক[১] করিঞা মনে হরি নিল বৎসগণে
অবিলম্বে রাখিল লুকাঞা।
সুবল বোলেন ভাই বৎস এথা দেখি নাই
কোন বনে গেল কেবা লৈঞা॥
চরণ ধরিঞা বলি এ বার তোমার পালি[২]
বৎস সব ফিরাহ প্রাণ-কানু।
সুবল-বচন শুনি হাতে করি ক্ষীর ননী
আপনে ফিরাইতে গেলা ধেনু॥

১। প্রাং এত্তিক। এতাবান্। ইহা। ২। প্রাং পালী। পালা। মৌলিক অর্থ—দিক্।

আসিতে ঠাকুর পুন হরিল বালকগণ
কানাই ফিরএ উকটিএগ।
উকটিএগ বনে বনে না পাইএগ বৎসগণে
কান্দে শিশু পশু হারাইএগ॥
ব্রহ্মা করিএগছে চুরি সকল জানিল হরি
আসিএগছে পরীক্ষা কারণ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে আপনার অঙ্গ হইতে
শিশু পশু করিলা সৃজন॥
জাহার জেমন বর্ণ কিছু মাত্র নহে ভিন্ন
বয়স আদি জাহার জেমন।
জে গাভীর জেমন বৎস খুর শৃঙ্গ নাসা পুৎস
সিতি চিত[1] বদন নএগন॥
জাহার জেমন বেশ চাচর চিকুর কেশ[2]
চূড়া গুঞ্জা জাহার জেমন।
বদন নএগন নাসা জাহার জেমন ভাষা
বেণু বাশী অঙ্গের অভরণ॥
সেই মত করি রব চলিলা রাখাল সব
জননী আসিএগ করে কোলে।
বাড়িল অনেক স্নেহ বদন চুম্বিল কেহ
অভিষেক নএগনের জলে॥
আসি জত ব্রজনারী কোলের বালক ছাড়ি
প্রবীণ বালকে দিছে স্তন।
পরশিতে হরষিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
শত শত করিলা চুম্বন॥

১। সিতি--শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ। চিত—প্রা° চিত্ত। চিত্র। বিচিত্র রং।
২। যাহার বা চাচর (কুঞ্চিত) চিকুর এবং যাহার বা সাধারণ কেশ,

কমলিঞা বৎসগণ[১] ছাড়ি পিয়াইছে স্তন
হরি পাইঞা আনন্দিত তারা।
প্রেমে ঘন অঙ্গ চাটে তেই দুগ্ধ ঝুরে বাটে
আনন্দে বহিছে প্রেমধারা ॥
ধেনু বৎস আচরণে দেখিঞা আনন্দ মনে
গোপগণে হইল বিস্মিত।
সভা মধ্যে উপানন্দ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমন্ত
কৃষ্ণদাস মাধব-চরিত ॥ * ॥

হরি মায়া অনুসারে ব্রহ্মার মন হরে ॥ ধ্রু

বৎসর পূরিতে ছিল দিন দুই চারি।
পর্ব্বত নিকটে কৃষ্ণ চরান বাছুরি ॥
উপরে চরাএ গাভী জতেক রাখাল।
নিকটে থাকিঞা কৃষ্ণ বাজায় বিশাল ॥
বিশাল বেণুর রব শুনিঞা শ্রবণে।
হাম্বা রবে ডাকে গাভী হাক নাহি মানে।
জত জত নিবারণ করে গোপগণ।
পর্ব্বত হইতে পড়ে পিয়াইতে স্তন ॥
নিবারিতে না পাইঞা মনে পায় দুস্থ।
সকল পাসরে তারা দেখে চান্দ-মুখ ॥
আপন আপন পুত্র চিনি নিল কোলে।
অভিষেক কৈল দুটি নঞানের জলে ॥

এই দুই অর্থে চিকুর ও কেশ শব্দ একার্থক হইলেও দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

১। কমলিঞা বৎস—ছোট বাছুর। ছোট বাছুর ছাড়িয়া, বড় বাছুরকে দুধ খাওয়ায়।

বড় বড় বৎসগণে স্নেহে অঙ্গ চাটে।
প্রেমভরে আঁখি ঝুরে দুগ্ধ স্রবে বাটে॥
মনের আনন্দে গাভী পিয়াইছে স্তন।
গাভীর চরিত্র দেখি হাসে গোপগণ॥
গাভীর চরিত্র দেখি রোহিণীনন্দন।
বড় বড় বৎস পিয়ে না দেখি কখন॥
অন্তরে জানিল রাম বিধি আচরণ।
হরিঞা লইল ব্রহ্মা শিশু পশুগণ॥
কৃষ্ণ পশু শিশু হইলা নাহি জানে কেহো।
তেঞি সে পিয়ায় স্তন গাভী করে স্নেহ॥
অন্তরে জানিল রাম কৃষ্ণ আচরণ।
ঘরে ঘরে আইলা সব লইঞা গোধন॥
আর দিন বৎসগণ চরান আপনে।
দেখিতে আইলা ব্রহ্মা হংসবাহনে॥
সেই মত বৎসগণ সেই মত শিশু।
তেমতি খেলায় সভে ভেদ নাহি কিছু॥
তেমতি দেখিঞা ব্রহ্মা শিশু পশুগণ।
মোহ পাইঞা পুন তথা করিলা গমন॥
কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা না চিনে আপনা।
বুঝিতে না পারে দেব করে আনাগোনা॥
পুনরপি আসি ব্রহ্মা দেখিল তখন।
একই স্বরূপ মাত্র মুরলীবদন॥
শিশু পশু না দেখিল দেখে অপরূপ।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ হইলা চতুর্ভুজ॥
এক হস্তে ননী প্রভু আর হস্তে খায়।
আর দুটি হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥

দেখিঞা ব্রহ্মার মনে বিস্ময় হইল।
দণ্ডবত করি দেব চরণে পড়িল॥
স্তব করে ব্রহ্মা দেব জুড়ি চারি হাত।
অনাদি পুরুষ তুমি প্রভু জগন্নাথ॥
এ মহী আকাশ তুমি জীবের জীবন।
তুমি আদি অন্ত প্রভু তুমি নারায়ণ॥
তব নাভিপদ্ম হইতে আমার জনম।
মহিমা না জানি মোর মনে হইল ভ্রম॥
তোমার নন্দন আমি সৃজনে বিধাতা।
বালকের অপরাধ নাহি লয় পিতা॥
কৃষ্ণ কহে কারে তুমি করহ স্তবন।
গোধন চরাই আমি গোপের নন্দন॥
কার নাভিপদ্মে হইল তোমার জনম।
জার হৃদি বৈসে জেই সেই নারায়ণ॥
ব্রহ্মা কহে তা হইতে মূল হও তুমি।
ব্রহ্মাণ্ড বা ধরি জাতে জগতের স্বামী॥
কৃষ্ণ কহে সেই হয় কারণাব্ধিশায়ী।
বৈকুণ্ঠাদি ধাম জার ক্ষীরোদাব্ধিশায়ী॥
হিরণ্যগর্ভোদকশায়ী তোমার জনক।
গোধন চরাই আমি গোপের বালক॥
কাহা আমি গোপজাতি থাকি বৃন্দাবনে।
বাছুরি চরাই আমি বালকের সনে॥
ব্রহ্মা কহে ফির তুমি বালকের রূপে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে তব লোমকূপে॥
এত বলি আনি দিল বৎস শিশুগণ।
প্রদক্ষিণ করি গেলা আপনার স্থান॥

সম্বিৎ পাইঞা শিশু ডাকে ঘনে ঘন।
নবনী মাখন আসি করহ ভোজন॥
জাবত গিয়াছ তুমি ফিরাইতে গাই।
তাবত বসিঞা আছি কিছু খাই নাই॥
ভোজন করিলা সুখে শিশুগণ সনে।
ঘরেরে চলিলা কৃষ্ণ বেলা অবসানে॥
কহিলা গোঠের কথা মা বাপের ঠাঞি।
অঘাসুর বধ কৈল জীবন কানাঞি॥
শুনিঞা বিস্ময় লাগে জত গোপগণে।
বৎসরের কথা শিশু আজি কহে কেনে॥
আর বৎসর অঘাসুর হইঞাছে বিনাশ।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

প্রভাতে উঠিঞা গোধন লইঞা
চলিলা জাদব রায়।
ব্রজ-শিশু মাঝে নীলমণি সাজে
আগে আগে ধেনু জায়॥
সুরঙ্গ অধরে ঘন বেণু পুরে
আবা আবা দেই রব।
ছাড়ি গৃহকাজ গুরু-ভয় লাজ
গোপিনী ধাইল সব॥
হইঞা সারি সারি জত ব্রজনারী
হেরিঞা রহল দিঠে।
চিত্রের পুথলি বাটে উঠে ধূলি
প্রবেশ করিলা গোঠে॥

বালকের সঙ্গে খেলে নানা রঙ্গে
প্রভু যমুনাক তীরে।
বংশীবট তটে কদম্ব নিকটে
রাম সঙ্গে জদুবীরে ॥
খেলাএ বিভোর রাম দামোদর
ক্ষুধাএ আকুল হইঞা।
হেনঞি সময় জত শিশু কয়
ভাইঞার বদন চাঞা ॥
শুন শুন রাম কর অবধান
জদি তোর মনে লয়।
নিকটেতে তাল পাকিঞাছে ভাল
ভোজন করিতে হয় ॥
অতি সুমধুর আছয়ে প্রচুর
হাড়িঞা হাড়িঞা তাল।
তাহার রক্ষক আছএ ধেনুক
বড় দুরাচার কাল ॥
এতেক উত্তর শুনি হলধর
ডাকিঞা কহিল তারে।
চল চল ভাই সভে মেলি জাই
সেই তাল খাইবারে ॥
ধরাধর-ভরে[১] টলমল করে
মহী কাঁপে থরে থরে।
রতন-কুণ্ডল করে ঝল-মল
মুনি জিনি কলেবরে ॥

১। 'ধরাধর' শব্দের অর্থ পর্ব্বত ও বিষ্ণু। কিন্তু কবি এই অর্থে এখানে 'ধরাধর' শব্দের ব্যবহার করেন নাই। ধরাকে ধারণ করিয়া আছেন—শেষ বা অনন্ত। বলরাম তাঁহারই অবতার বলিয়া তিনি ধরাধর নামে অভিহিত হইয়া ছেন।
২। মুনি—মুনিপুষ্প, বকফুল। বলরামের কলেবর বকপুষ্প অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ।

আগে বলরাম পাছে ঘনশ্যাম
সভে আনন্দিত মনে।
মধুপানে মাতি বালক সঙ্গতি
প্রবেশিল তালবনে॥
গাছে গাছে নাড়ে পাকা তাল পড়ে
মহাকলরব ধ্বনি।
গর্দ্দভ আকার অতি দুরাচার
ধেনুক আইলা শুনি॥
আসি জোড় পায় মারিবারে চায়
ধরাধর হলধরে।
অবিলম্বে রাম পদ দুইখান
ধরিঞা ফেলিল দূরে॥
ধেনুকের ভরে ভাঙ্গে তরুবরে
দেখিঞা বালক জত।
জতেক রাখাল লইঞা দিব্য তাল
ভুঞ্জিলা মনের মত॥
খাইতে খাইতে লাগিলা নাচিতে
রামকৃষ্ণ-গুণ গায়।
ধেনুক বধিঞা বাছুরি লইঞা
আপন মন্দিরে জায়॥
দেখিঞা জননী করিলা নিছনি
কোলে নিল শ্রীনিবাস।
মাধব-চরণে করি নিবেদনে
বিরচিল কৃষ্ণদাস॥ * ॥

তবে আর দিন হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি
বিপিনেরে করিলা গমন।
প্রভু যমুনার তীরে বাছুরি চরাঞা ফিরে
ঘরেত রাখিঞা বলরাম॥
নিদাঘ সময় ভাল তৃণ খাঞা বনে পাল
ভ্রমি বোলে বালক সহিতে।
পিয়াসে আকুল হইঞা ধেনু বৎসগণ লৈঞা
কালিদহে ভেল উপনীত॥
পিপাসা নাহিক সহে ধাইঞা আসি কালিদহে
বিষজল করিলা ভক্ষণ।
উঠিঞা জাইতে নারে ঘুরিঞা ঘুরিঞা পড়ে
শিশু পশু তেজিল জীবন॥
হরি কিছু পাছে থাকি মৃত শিশু পশু দেখি
মনে মনে করে অনুমানে।
দয়ার ঠাকুর হরি জীব সঞ্চারিত করি
জিঞাইল অমৃত নঞানে॥
ই পাপ কালির বাস থাকিলে হইবে নাশ
প্রাণিবধ হবে জলপানে।
বৃন্দাবন সুখময় ঘুচাব দুষ্টের ভয়
কালিকে পাঠাব অন্য স্থানে॥
এতেক চিন্তিয়া হরি পরিলা বসন সারি
তরুপরে দিলা এক লাফ।
দুষ্ট নিবারণকারী বাহু ঘন স্ফুট করি
কালিদহে প্রভু দিলা ঝাঁপ॥

পড়িলা বিষের ভরে অতল পরশ করে
জল উঠে দ্বাদশ যোজনে।
অগ্নি উঠে বিষকণা ষাটি সহস্রেক ফণা
প্রভু পৈলা নাগের বন্ধনে॥
এথা শিশু পশু জত আর্ত্তনাদে ভূমিগত
মৃত তুল্য হইঞা সকলে।
তৃণমুখে বৎসগণ হ্রদে করি নিরীক্ষণ
ধারা বহে নঞানের জলে॥
কেহো কারু গলা ধরি ভূমে জায় গড়াগড়ি
খেনে খেনে হয় মুরছিত।
মাধব-চরিত গান ভকত জনের প্রাণ
কান্দে কৃষ্ণদাসের সহিত॥ *॥

এথাতে বরজপুরে গোআলা সকল।
বসতি নৈঞা[১] ঘরে পড়ে অমঙ্গল[২]॥
গগনে উড়িল ধূলা ঝঞ্জরা বাতাস।
দিবসে হইল ঘোর[৩] সঘনে হুতাশ॥
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
দেখিঞা চিন্তিত হইলা গোপগোপীগণ॥

১। বসতি নৈঞা—বসতিস্থান জুড়িয়া।

২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণপতিখণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অমঙ্গলসূচক চিহ্নসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অন্য নানাবিধ অমঙ্গলের মধ্যে এই সকলও দেখা যায়,—"ঝঞ্ঝাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাত্যাঞ্চ বৃক্ষপাতনং।......বায়সং গন্ধকং তথা।......উল্কাপাতং ধূমকেতুং ভূকম্পং......।

৩। ঘোর—অন্ধকার।

গোআলার বাম অঙ্গ করএ স্পন্দন।
নাচএ দক্ষিণ অঙ্গ ভাবে গোপীগণ[১] ॥
কাখে হইতে পূর্ণ কুম্ভ পড়িল খসিঞা।
উপরে উড়িঞা কাক ফিরএ ডাকিঞা ॥
আপনা আপনি কারু চক্ষে বহে পানি।
এতেক চিন্তিয়া কান্দে নন্দের গৃহিণী ॥
বলবন্ত অতিশয় জ্যেষ্ঠ বলরাম।
তোমা ছাড়ি গেল আজ নবঘনশ্যাম ॥
কংস অনুচর ফিরে যমুনা নিকটে।
না জানি গোপাল কোথা পড়িল সংকটে ॥
গোপ গোপীগণ আর চলহ বলাই।
জেখানে গিয়াছে জাদু চরাইতে গাই ॥
পথ অনুসারে জত গোপ গোপীগণ।
কান্দিতে কান্দিতে সব করিল গমন ॥
পদচিহ্ন অনুসারে জত ব্রজবাসী।
কালিদহের কূলে সভে উত্তরিল আসি ॥
দেখিল বালক সব পড়িছে[২] ধূলায়।
তৃণমুখে গাভীগণ একদৃষ্টে চায় ॥
সম্বিৎ নাহিক কেহো ছটপট করে।
পশিল দারুণ শেল সভার অন্তরে ॥

১। মৎস্যপুরাণে অঙ্গস্পন্দনের শুভাশুভ ফল কথিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, পুরুষের বাম এবং স্ত্রীলোকের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হওয়া অশুভের লক্ষণ।—"অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রস্ফুরণং ভবেৎ। অপ্রশস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ ॥......বিপর্য্যয়েণ বিহিতং সর্ব্বং স্ত্রীণাং বিপর্য্যয়ং ॥"
—২১৫ অধ্যায়।

২। পড়ি+আছে—পড়িছে।

নলিনীর বন জেন উড়াইল ঝড়ে।
কাটিল[১] কদলী জেন আছাড়িঞা পড়ে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ-কমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ * ॥

বড়ারি রাগ ॥

মাএর শবদ পাইঞা রাখাল আইল ধাইঞা
কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহে।
সভার আঁখির তারা এইখানে হইঞাছি হারা
কানাই ডুবিল কালিদহে ॥
রাখালের রাজা হরি কর গিআছে ছাড়ি
প্রাণধন জীবন কানাই।
না জানি কি অপরাধে ডুবিল কালির হ্রদে
রাখালের আর কেহো নাই ॥
মনে বড় শেল রৈল ভাল মন্দ না কহিল
না জানি ডুবিল কোন তাপে।
নবনী ভক্ষণকালে বান্ধ্যাছিলা উদুখলে
তেঞি বিষজলে দিল ঝাঁপ ॥
সিঙ্গা বেণু কূলে পড়ি ভূমে জায় গড়াগড়ি
বেত্র বাধা কনক-পাচুনি।
বরজে কানাইর সঙ্গে আর না খেলিব রঙ্গে
না শুনিব মুরলীর ধ্বনি ॥
শূন্য হইল বৃন্দাবন আর গিরি গোবর্দ্ধন
শূন্য হইল ব্রজবাসিগণ।
মাধব-চরণ-রেণু আর না মাখিব তনু
বিরচিল যাদব-নন্দন ॥ * ॥

১। কাটিল কদলী—কর্ত্তিত কদলী।

রাণী বোলে আহা মরি। কোনখানে ডুবিল হরি ॥
সেখাইএঃ দেয় তুমি। সেইখানে মরিব আমি ॥
পাপ কালিদহতীরে। উনমত্ত পাগলি ফিরে ॥
খেনে উঠে খেনে ধায়। জলে প্রবেশিতে জায় ॥
কান্দিয়া মরিছি আমি। মা বলিএঃ ডাক তুমি ॥
জলে হইতে তোল গা। ঐখানে থাকি বোল মা ॥
রাণী হইল অচেতন। কান্দে ব্রজবাসিগণ ॥
তিতিল হিয়ার বাস। কহত কিসনদাস ॥ *

শ্রীরাগ ॥

সহচরী-মুখ হেরি কান্দএ কিশোরী গোরী
ধরণীরে মাগএ বিদায়।
অনেক যতনে বিধি মিলাঅল গুণনিধি
প্রিয়া বিনু সকল আঁধার ॥
সহচরীগণে বোলে নাগর মজিল জলে
কি কাজে রাখব পাপ তনু।
মোর প্রিয়-সখী হয় তাহাতে ফেলাএঃ দেয়
জেখানে ডুবিল প্রাণকানু ॥
সে হেন বংশীর ধ্বনি আর না শুনিব বাণী
না হেরিব কমল-বএান।
এ দুটি নএান ভরি আর না দেখিব হরি
কেনে আছে এ ছার জীবন ॥
ননীর পুথলি রাই ধরণীতলে লোটাই
জোরেই কোরেই মুরছায়।
না মানে প্রবোধ এভো তনু ক্ষীণ প্রাণ-শোকে
কালিন্দীতে ঝাঁপ দিতে চায় ॥

পড়ি কালিদহ-তটে মাধব বৈল্যা কান্দ্যা উঠে
ক্ষেণে করে কানুর বিৎসেক।
বৃন্দাবন সুখধাম অখনি উঠিবে শ্যাম
কৃষ্ণদাস করিলা নিষেধ ॥*॥

কান্দে নন্দ নিরানন্দ জত ব্রজবাসী।
কার বোলে বিষজলে প্রবেশিলা আসি ॥
পিতা বলি মুখ তুলি ডাক এক বার।
তোমা বিনে বৃন্দাবন হৈল অন্ধকার ॥
কোন কালে উদূখলে বান্ধ্যাছিল তোরে।
জলে থাকি প্রাণ রাখ দেখা দেহ মোরে ॥
তোমা বিনে এত দিনে মরিব সর্ব্বথা।
নহে বাপ ঘুচা তাপ মোরে কহ কথা ॥
রাণী বোলে কালিদহে মজিল কানাই।
মা বলিতে ত্রিজগতে আর কেহো নাই ॥
ফাটে বুক তোর মুখ না দেখিয়ে মরি।
না দেখিব না শুনিব বচন-মাধুরি ॥
তোর শোকে হানে বুকে [illegible] জত।
তোল গা বোল মা জননের মত ॥
দুলালিয়া মা বলিয়া আইস মোর কোলে।
নহে বাপ দিব ঝাঁপ এহি বিষ-জলে ॥
ক্ষীর চাছি আনিয়াছি কে খাইবে আর।
পড়িয়াছে মোর পাছে সঙ্গতি তোমার ॥
উনমত্ত গোপী জত তোমা না দেখিএগ।
মরে রাণী অনাথিনী বুক বিদরিএগ ॥

সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুম্ব।
আইজ হইতে শূন্য হইল কালিন্দী কদম্ব॥
ও চান্দ-বদনের বাণী অমিঞার ধার।
শুনিতে জুড়ায় হিয়া বচন তোমার॥
প্রথমে পূতনা আইল করি বিষস্তন।
তাহাতে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
শকট ভাঙ্গিঞা জবে পৈড়্যাছিল গায়।
বাচিল তোমার প্রাণ হরির কৃপায়॥
ভাঙ্গিল যমল তরু পড়িল উপর।
তাহাতে করিলা রক্ষা ভবানী শঙ্কর॥
বারে বারে রক্ষা পাইলে দেব অনুগ্রহে।
এইবার ঠেকিলা বাছা পাপ কালিদহে॥
উপরে না উড়ে পক্ষী প্রাণী নাহি আইসে।
বিষজলে ঝাঁপ দিলা কেমন সাহসে॥
বিষের জ্বালাতে জবে প্রাণ হইল হত।
অভাগিনী মা বলিয়া কান্দিয়াছ কত॥
ননীর পুথলি তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
পরশে আউলায়া গেল বিষের জ্বালাএ॥
আর না উঠিবা বাছা না খাইবা ননী।
আর না বাচিবে বাছা তোমার জননী॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে না চরাবা ধেনু।
গড়াগড়ি জায় কূলে তোর সিঙ্গা বেণু॥
এতেক বিলাপ করি দড়াইল চিত্তে।
নিশ্চএ চলিলা সবে জলে ঝাঁপ দিতে॥
কৃষ্ণের মহিমা মাত্র জানে বলরাম।
নিবারিলা বলরাম হও সাবধান॥

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল

রামঅঙ্গ কৃষ্ণঅঙ্গ নাহি কিছু ভেদ।
ধরিঞা রাখিল রাম করিঞা নিষেধ॥
না মরিহ গোপ গোপি শুনহ বচন।
অখনি দেখিতে পাবে ও চান্দবদন॥
সরূপে আমার কথা জদি মিথ্যা হয়।
তবে সে করিহ মনে জার জেবা লয়॥
সভাকে নিষেধ করি দেব বলরাম।
ভাই ভাই করিঞা সিঙ্গাতে দিল সান॥
আয় রে কানাইঞা ভাই গা তোল গা তোল।
গা তোল জীবন কানু। চাঞা রৈল জত ধেনু॥
জলে আছ কিবা সুখে। রাখাল মরে তোমার শোকে॥
ঐখান হইতে তোল গা। কান্দ্যা মরে তোর মা॥
শুনিয়া সিঙ্গার ধ্বনি কমললোচন। কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

তিলেক আছিলা কৃষ্ণ নাগের বন্ধনে।
বলাইর সিঙ্গার ধ্বনি শুনিলা শ্রবণে॥
ঠেলিয়া উঠিলা কৃষ্ণ নাগের বন্ধন।
হরিমুখ নিরখএ জত আত্মগণ॥
কৃষ্ণের বদন দেখি জত গোপ গোপী।
জেন মৃত দেহে প্রাণ পাল্যা পুনরপি॥
পুনরপি বিশ্বম্ভররূপে জদুরায়।
ত্রিভঙ্গে নাচেন কৃষ্ণ কালির মাথাএ॥
চরণের ঘাএ ফণা ভাঙ্গিল সকল।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠএ গরল॥
সহস্র ফণার পর ফিরে জদুবীর।
ফাটিল কালির ফণা বহিছে রুধির॥

অখন তখন হইল কালির জীবন।
ধাইঞা আইল দেখি নাগপত্নীগণ ॥
স্বামীর মরণ দেখি করএ রোদন।
কৃষ্ণের চরণে তারা করএ স্তবন ॥
নমো নমো বন্দ প্রভু অখিলের পতি।
তব নামে ক্ষয় হয় সভার দুর্গতি ॥
পৃথিবী আইলা প্রভু বিহার কারণ।
দুষ্টের করিতে নাশ সৃষ্টির পালন ॥
পূর্ব্বে খল জাতি করি অরিআছ সৃষ্টি।
সৃজন করিঞা কালি কেনে কর নষ্ট ॥
আপনে করিলা কালি নাগের নিগ্রহ।
নিগ্রহের ছলে তারে কৈলা অনুগ্রহ ॥
ভবাদি বিরিঞ্চি পদ ধ্যানে নাহি পায়।
সে হেন অভয় পদ কালির মাথায় ॥
লক্ষ্মী চরণ সেবে না জানে মহিমা।
অনন্ত না পায় অন্ত দিতে নারে সীমা ॥
কালির সমান ভক্ত নাহি দেখি কভু।
অনায়াসে জাহাকে করুণা কৈল প্রভু ॥
ক্ষেমহ কালির দোষ প্রভু ভগবান্।
কৃপা করি মো সভাকে দেহ পতি দান ॥
এতেক স্তবন কৈলা নাগের কামিনী।
হাসিয়া কহেন প্রভু দেব চক্রপাণি ॥
শুন শুন নাগপত্নি বচন আমার।
রম্য[১] দ্বীপেত জাহ নৈঞা পরিবার ॥

১। 'রমণক' দ্বীপ। ভাগবতের মতে এই দ্বীপে বহু নাগ বাস করিত এবং কালিয় নাগও পূর্ব্বে এই দ্বীপের অধিবাসী ছিল। "নাগালয়ং রমণকং।"—ভাগবত ১০।১৭।১।

হ্রদ ছাড়ি জাহ আপন পূর্ব্বস্থান।
করিব ইহার জল অমৃত সমান॥
কালি কহে নিবেদন করি শ্রীচরণে।
গরুড়ের ভএ তথা জাইব কেমনে॥
প্রভু কহে পদচিহ্ন তোমার মাথায়।
না হিংসিবে পক্ষিরাজ কহিল তোমায়॥
প্রভুর গলায় আনি দিল মণিহার।
সসৈন্যে চলিলা কালি লইঞা পরিবার॥
বিদায় হইঞা গেলা আপনার স্থান।
সেই হইতে জল হইল অমৃত সমান॥
নাগপত্নীগণে দয়া করিঞা প্রচুর।
অবিলম্বে জলে হইতে উঠিলা ঠাকুর॥
দেখি ব্রজবাসিগণ আনন্দিত হিয়া।
পাইল অমূল্য ধন কৃষ্ণকে দেখিঞা॥
ভাই ভাই করি কোলে নিল বলরাম।
কান্দিয়া ধরিল গলে শ্রীদাম সুদাম॥
দেখি নন্দ যশোমতী কৃষ্ণ নিল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে॥
হারাইলে পায় জেন অমূল্য রতন।
তেমতি পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দিবস হইল অস্ত রাত্রি উপস্থিত।
বঞ্চিলা রজনী তথা বান্ধব সহিত॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি জখন হইল।
অকস্মাৎ দাবাগ্নিতে সভাকে বেড়িল॥
দেখি ত্রাসিত হইলা গোপগোপীগণ।
শরণ লইল আসি হরির চরণ॥

হরি কহে চিন্তা নাহি দেখি দাবানল।
তিলেক নঞান মুদি থাকহ সকল॥
কৃষ্ণের বচনে সবে মুদিলা নঞান।
অঞ্জলি ভরিঞা দাবানল কৈলা পান॥
নিমিখে নাশিলা প্রভু পাপ দাবানল।
দেখি আনন্দিত হইলা গোআলা সকল॥
প্রভাতে উঠিঞা ব্রজে জত বন্ধুগণ।
জার জেই নিজ ঘরে করিলা গমন॥
বদন ভরিঞা হরি বোল সর্ব্বজন।
মাধব-চরিত্র গান যাদবনন্দন॥*॥

রাজা বোলে সন্দেহ হইল বড় মনে।
রম্য দ্বীপ ছাড়ি কালি আইল কি কারণে॥
মুনি কহে কালিনাগ গরুড়ের ভএ।
লুকাইঞা রহিল আসি এহি কালিদহে॥
রমণ্য দ্বীপের মাঝে জত নাগগণ।
আনন্দে করএ বাস লইঞা পরিজন॥
এক দিন সেহি দ্বীপে বিনতাকুমার[১]।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা করিতে আহার॥
ভএ সর্পগণ তার লইল শরণ।
কাতর হইঞা সভে করে নিবেদন॥
রক্ষা কর পক্ষিরাজ না কর বিক্রম।
একটি করিঞা সর্প করিল নিয়ম॥

১। বিনতাকুমার—গরুড়।

বৎসর পুরিলে আসি তুমি দিয় দেখা।
বৎসরের সর্প দিব করি লেখা জোখা॥
এত শুনি পক্ষিরাজ গেলা নিজ স্থানে।
ভক্ষণ করিলা কালি লইঞা প্রতি দিনে[১]।
বৎসর পুরিলে আসি বিনতানন্দন।
আনহ নিয়ম সর্প করিব ভক্ষণ॥
সর্পগণ বোলে পক্ষি নিবেদন করি।
লইল তোমার অংশ কালি অধিকারী॥
এতেক শুনিল জদি নাগের বচন।
কালিতে গরুড়ে যুদ্ধ বাজিল তখন॥
গরুড়ের পরাক্রম কালি নাহি সহে।
পলাইঞা রহে আসি এহি কালিদহে॥
রাজা কহে তার পরে করি নিবেদন।
এথা নাহি আইল কেন বিনতানন্দন॥
মুনি কহে কালিদহে নাহিক প্রতাপ।
গত মাত্র মরে পক্ষী আছে ব্রহ্মশাপ॥
পূর্ব্বে এহি হ্রদে এক মুনি করে ধ্যান।
সৌভরি তাহার নাম মরীচিনন্দন॥
সৌভরি করএ ধ্যান চক্ষু নাহি মেলে।
আহার করিতে পক্ষী আইসে সেই কালে॥
শাবক লইঞা মৎস্য পক্ষীর তরাসে।
শরণ লইল আসি সৌভরির পাশে॥
মুনি বোলে এহি মৎস্য না খাইহ তুমি।
মৎস্য খাইলে তোরে ব্রহ্মশাপ দিব আমি॥

১। কালিয় নাগ, গরুড়ের আহার্য্য অপহরণ করিয়া প্রতিদিন খাইতে লাগিল।

না শুনি মুনির বাক্য করিলা ভক্ষণ।
ব্যাকুল হইঞা ফিরে শাবকের গণ॥
শাবক ব্যাকুল দেখি মনে হইল তাপ।
কোপ করি পক্ষিরাজেক দিল ব্রহ্মশাপ॥
অহঙ্কার কর বলি কৃষ্ণের বাহন।
এথা জদি আইস তবে অবশ্য মরণ॥
গরুড়েক ব্রহ্মশাপ দিল ব্রহ্মঋষি।
কালি মাত্র জানে তেই লুকাইল আসি॥
রাজা বোলে শুন মুনি নিবেদিএ চরণে।
বিষের জ্বালাএ তরু বাচিল কেমনে॥
মুনি কহে শুন রাজা পূর্ব্ববিবরণ।
জে কালে করিলা কৃষ্ণ সমুদ্রমন্থন॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে আরোপিল গিরি সে মন্দার।
বাসুকি তাহার রজ্জু মন্থন প্রকার॥
দেবতা অসুর মেলি করএ মন্থন।
প্রথমে উঠিল তাহে অনেক রতন॥
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আদি উঠে ঐরাবত।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা উঠে মোহিত জগত॥
উঠিল সমুদ্র হইতে কালকূট বিষ।
নীলকণ্ঠ নাম হইল খাইঞা মহেশ॥
অমৃত-কলস লইঞা উঠে ধন্বন্তরি।
মোহিনীর বেশে দেবে ভুঞ্জাইলা হরি॥
শেষ পাত্র দিলা হরি গরুড়ের তরে।
ভুঞ্জিলা আসিঞা পক্ষী সেই তরুবরে॥

অমৃত পরশ পাঞা তাহে তরুবর।
সেই হইতে এহি বৃক্ষ হইল অমর॥[১]
অষ্টমে কহিল কথা করিঞা বিস্তার।
কথার প্রসঙ্গে কথা কহি পুনর্ব্বার॥
পরীক্ষিত বোলে আমার শুদ্ধ হইল চিত।
বিরচিল কৃষ্ণদাস মাধব-চরিত॥ * ॥

আর দিন শিশুগণ চালাইল ধেনু।
উচ্চস্বরে বেণু পুরে মাঝে রাম কানু॥
শুনি রব ধাইঞা সব আইল গোপিনী।
একদৃষ্টে চায় পৃষ্ঠে জেন চাতকিনী॥
হাম্বা রবে আগে সভে ধাইল গোধন।
শিশু সঙ্গে রস রঙ্গে প্রবেশিল বন॥
বিপিন কদম্ব তরু যমুনার তটে।
নিভৃত শীতল ছাঞা শোভা করে বটে॥
বিচিত্র বনের শোভা দেখিল তথাই।
খেলাএ বালক সঙ্গে বাথাইঞা[২] গাই॥
শিশু সঙ্গে রঙ্গে ঢঙ্গে ফিরএ ঠাকুর।
আইলা রাখাল-বেশে প্রলম্ব অসুর॥

১। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে ৭ম, ৮ম, ৯ম, এই তিন অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়া, দেবতাদের অমৃত ভোজনের উপাখ্যান আছে কিন্তু যমুনাতীরেব কদম্ববৃক্ষে বসিয়া গরুড়ের অমৃত পান এবং সেই জন্য উ[illegible] বৃক্ষের অমরত্ব, এই কথা উক্ত উপাখ্যানে নাই।

২। বাথাইঞা—গোচারণক্ষেত্রে গরু ছাড়িয়া দিয়া। 'বাথান' শব্দের টী[illegible] দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৫।

কংস অনুচর সেই মহাবলবান।
হিংসিতে আইল দুষ্ট কৃষ্ণ বলরাম॥
মায়া করি বোলে দুষ্ট কি খেলা খেলাবা।
বালকের সঙ্গে খেলে দিঞা আবা আবা॥
রাঙ্গা ধূলা মাখে গায় ধড়া পরে আঁটি।
বয়সে সমান খেড়ু লেহ বাটি বাটি॥
গোবিন্দের সনে খেড়ু হইলা শ্রীদাম।
প্রলম্ব অসুর সনে মত্ত বলরাম॥
সমান সমান খেড়ু বাটিল সকল।
স্তোককৃষ্ণ ভদ্রসেন শ্রীমধুমঙ্গল॥
প্রচণ্ড প্রতাপ শিশু সভাকার আগে।
পড়িল প্রলম্ব বীর সঙ্কর্ষণ ভাগে॥
খেলাএ হারিল কৃষ্ণ জিনিল শ্রীদাম।
প্রলম্ব হারিল আগে জিনে বলরাম॥
অসুরের কান্ধে বলরাম দিল ভর।
ঐরাবত-পৃষ্ঠে জেন শোভে পুরন্দর॥
ইঙ্গিত করিঞা কিছু কহিলা ঠাকুর।
রাখাল না হয় এহি প্রলম্ব অসুর॥
কান্ধে করি লইঞা জায় সংকেত এড়ায়।[১]
দারুণ মুষ্টিক তার মারিল মাথায়॥
মস্তক ফাটিল তার হইঞা চউচির।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠএ রুধির॥
পরাণ ছাড়িল দুষ্ট পড়িল ধূলায়।
আনন্দে দেবতা সব দেয় জয় জয়॥

১। সংকেত এড়ায়—সঙ্কেত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবার কথা, সেই স্থান এড়ায়—ছাড়াইয়া যায়।

অন্তরীক্ষে থাকি নাচে জত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দেখিঞা রাখাল সব আনন্দ হিয়ায়।
রাম জয় রাম জয় করি নাচিঞা বেড়ায় ॥
কেহো কেহো আসি নিল চরণের ধূলি।
ভাই ভাই বলিঞা কেহো করে কোলাকুলি
এহি মত প্রলম্বেরে করিল সংঘার।[১]
অঙ্গ দোলাইঞা জায় রোহিণীকুমার ॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র শ্রীমুখমণ্ডল।
শ্রবণে ঢুলিত ভাল মকর কুণ্ডল ॥
মধুপানে বলরাম অঙ্গ নাহি ধরে।
টলমল করে পৃথিবী চরণের ভরে ॥
ধেন্নু নঞা পুন গৃহে করিলা গমন।
মাধব-চরণে গায় যাদব-নন্দন ॥ * ॥

ষড় ঋতু মূর্ত্তিমন্ত বসন্ত সময়।
বনজন্তু ব্রজবাসী আনন্দিতময় ॥
ফলে ফুলে শোভা করে লতা তরুগণ।
ফুটিল মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন ॥
কদম্ব চম্পক আদি ফুটে শেফালিকা।
জাতী যূথী বাসক সব টগর মল্লিকা ॥
গন্ধে আমোদিত পুষ্প অতি মনোহর।
প্রতি ফুলে মধু পানে ফিরে মধুকর ॥
মোউর করএ নৃত্য মেঘের গর্জ্জনে।
নানা বর্ণে পক্ষিগণ শোভে বৃন্দাবনে ॥

১। সংঘার—সংহার। তু°—প্রা° 'সিজ্ঘ'। সিংহ।

স্থানে স্থানে শোভা করে তুলসী চন্দনে।
বৃক্ষমূলে বান্ধা তাহে অতি সুশোভনে॥
কোকিল করএ নাদ বসি বৃক্ষডালে।
নিরবধি পশু পক্ষী বদন নিহালে॥
আইল নিষ্ঠুর বড় সময় নিদাঘ।
সদা আনচান করে জত গোপভাগ॥
প্রফুল্লিত তরুগণ ভরিল প্রলম্বে।[১]
সদা আনচান করে ছাএগ্রা অনুভবে॥[২]
দারুণ রবির তাপে সদাই বিকল।
পবন গমনে ছাএগ্রা দেখি সুশীতল॥[৩]
উনাইএগ্রা[৪] পড়ে অঙ্গ সদাই পিয়াসা।
ছুটিল রবির তাপ আইল বরষা॥
ঘন ঘন জলধর করে বরিষণ।
অযাচকে দান জেন করে ধনী জন॥
পুরিএগ্রা উঠিল নদ নদী সরোবর।
কৃপণের ধন জেন হইল বিস্তর॥
কৃষাণে বাঁধএ আলি গৃহস্থের খেতে।
কামী জন ফিরে জেন অকামীর সাতে॥
স্থানে স্থানে পথ ঘাট তৃণে আৎসাদিত।
জেন ধনহীন ফিরে কুলীন পণ্ডিত॥
ঘন ঘন মেঘমালা করে বরিষণ।
জেন অধনীরে দান করে ধনী জন॥

১। প্রলম্বে—শাখা-প্রশাখায়।

২। ছাএগ্রা—ছায়া। অনুভবে—অনুভব করিবার নিমিত্ত।

৩। বায়ু গমনাগমনের জন্য ছায়া সুশীতল বোধ হয়, নতুবা ছায়াতেও গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, ইহাই ভাবার্থ।

৪। উনাইএগ্রা—উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া—গলিয়া অঙ্গ হইতে জল পড়ে। প্রা° উণ্হাঅ। উষ্ণীকৃত।

শিশির সময়[১] ভেল সঞ্চারিল রোষে।[২]
পতিকে ছাড়িল জেন ব্যভিচারি-দোষে॥
ধৈরজ না মানে কেহো মুরলীর স্বরে।
শুনি কুমারিকাগণ আপনা পাসরে॥
দেখ দেখ আরে সখি কর অবধান।
কত সুধা দিঞা করে মুরলীতে গান॥
শুষ্ক কাষ্ঠ অঙ্কুরিত পবন স্থগিত।
যমুনা উজান বহে পাষাণ গলিত॥
পশু পক্ষী স্থির নহে মুরলীর গানে।
কেমনে ধৈরজ মানে যুবতীর প্রাণে॥
না জানি কত তপ কৈরাছিল বাঁশী।
তেই সুধা পান করে অধরেত বসি॥
অযোগ্য করএ পান জদি নাহি পায়।
যন্ত্রণা করএ বংশী ডাকিঞা জাগায়॥
জানাইঞা করে পান ডাকি ডাকি কহে।
যুবতী গোপীর প্রাণে এত নাকি সহে॥
না হয় উত্তম তরু তরলার[৩] আগা।
ধন লএ ডাকি কএ প্রাণে দিঞা দাগা॥
বেণু শুনি বনচারী অঙ্গ নাহি ধরে।
পুষ্প দিঞা লতা তরু কৃষ্ণ পূজা করে॥

১। শিশির সময়—শীতকাল। লিপিকরের অনবধানতায় শরৎ এবং হেমন্তের বর্ণনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। রোষ—রুক্ষতা। শীতকালের গুণ। ভাবপ্রকাশে,—"শিশিরঃ শীতলোঽতীব রুক্ষো বাতাগ্নিবর্দ্ধনঃ।"

৩। তরলা—তল্লা, হাল্‌কা বাঁশ।

স্থাবর জঙ্গম আদি প্রাণী মাত্র জত।
শুনি গীত মুরছিত নাম লব কত ॥
শুকান কাষ্ঠের বাঁশী গোপিকার বৈরী
গৃহকার্য্যে দেই বাদ মন করে চুরি ॥
খাইতে শুইতে কার মন নহে স্থির।
নিশ্চয় করিল বাঁশী কুলের বাহির ॥
কহ দেখি প্রাণসখি কি করি উপায়।
নাম করি ডাকে বাঁশী নাহি করে ভয়
ইহার উপায় মোরে কহিবে তোমরা
নাহি দেখি[১] অবলার ধন মনোচোরা ॥
চল চল আরে গোপকুমারিকাগণ।
পতি অভিলাষে কর চণ্ডিকা সেবন ॥
পূজএ কুমারী কাত্যায়নীর চরণ।
মাধব-চরণে গায় যাদব-নন্দন ॥ * ॥

প্রথম অগ্রায়ন[২] মাসে ঋতু পুণ্যবন্ত
দশ দিক্ প্রকাশিত আইল হেমন্ত ॥
বালির প্রতিমা করি কুমারিকাগণ।
কৃষ্ণ পতি আশে করে চণ্ডিকা সেবন ॥
ধূপ দীপ ঘৃত দধি আম্র চিনি কলা।
সুগন্ধি চন্দন চোয়া দিব্য পুষ্পমালা ॥
গলাএ বসন দিঞা হইঞা কৃতাঞ্জলি।
দেবীপদে পুষ্প দেই অঞ্জলি অঞ্জলি ॥

১। [এমন আর] দেখি নাই।

২। অগ্রায়ন—অগ্রহায়ণ। প্রাচীন কালের বৎসরের প্রথম মাস। অমরের টীকায় ভরত বলেন,—হায়নস্য বর্ষস্য অগ্রঃ অগ্রহায়ণঃ।

কাত্যায়নি মহামায়া নমো নারায়ণি।
অপর্ণা পার্ব্বতি জয়া ভৈরবি ভবানি॥
শিবানি রুদ্রাণি ভীমা তারা ভগবতি।
[নন্দসুত সভাকার করি দেহ পতি॥]
ভদ্রকালি কপালিনি দেবি মহেশ্বরি।
জয়ন্তি মঙ্গলা কালি অভয়া শংকরি॥
চণ্ডা মুণ্ডা উগ্রচণ্ডা শ্মশানবাসিনি।
দশভুজা ক্ষমা উমা নগেন্দ্রনন্দিনি॥
শিবানি রুদ্রাণি ভীমা তারা ভগবতি।
নন্দসুত সভাকার করি দেহ পতি॥
প্রণাম করিঞা বোলে জুড়ি দুটি কর।
শ্রীকৃষ্ণ হোউক পতি এহি মাগি বর॥
এত বলি পূজা সাঙ্গ করি কন্যাগণ।
বালির প্রতিমা জলে দিলা বিসর্জ্জন॥
যমুনার কূলে সভে রাখিঞা বসন।
বিবসনে জলক্রীড়া করে কন্যাগণ॥
জলকেলি করে গোপী হাস্যরসরঙ্গে।
কেহো জল ফেলাইঞা দেয় কার অঙ্গে॥
আপন আপন রসে আনন্দে বিভোর।
হরিল গোপীর বস্ত্র রসিক নাগর॥
পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র বান্ধি ডালে ডালে।
নিবিড় পল্লব ঢাকি বদন নিহালে॥
শীতেতে আকুল হইঞা জত কন্যাগণ।
দৃষ্টি করি দেখে কূলে নাহিক বসন॥
আপন আপন বস্ত্র না দেখিঞা কূলে।
চিন্তাএ বিভোল গোপী চউদিগে নিহালে॥

নিথি নিথি সভে মেলি খেলি এহি জলে।
চোর ধাউড় নাহি ছিল কোন কালে॥
এখানে পাইলাম ফল চণ্ডিকা সেবনে।
দিগম্বরী হইঞা ঘরে জাইব কেমনে॥
বহুক্ষণ হইল সখি লাগে বড় শীত।
বিরচিল কৃষ্ণদাস মাধব-চরিত॥ * ॥

দীর্ঘ॥

চণ্ডিকা-ব্রতের ফলে কারু বস্ত্র নাহি কূলে
আজি বড় দেখি বিপরীত।
কোথাএ আছিল চোর হরিল বসন মোর
শীতে প্রাণ বাচে কদাচিত॥
নিথি নিথি সভে মেলি সুখে করি জলকেলি
চোর নাহি ছিল ব্রজমাঝে।
শীতেতে কাঁপএ বুক কেমনে দেখাব মুখ
মন্দিরে জাইব কোন লাজে॥
এতেক ভাবিঞা মনে কান্দে জত কন্যাগণে
হায় হায় কে নিল অম্বর।
মাধব লজ্জার লাগি সে চোর বধের ভাগী
শীতে কাঁপে সভার অন্তর॥
✓ হরি থাকি বৃক্ষডালে হাসি হাসি ডাকি বোলে
না কান্দিয় শুন কন্যাগণ।
কেনে দুঃখ পায় জলে আসিঞা তরুর তলে
চিনি নেহ আপন বসন॥

অন্তরে আনন্দ সুখ　　লাজে হইলা অধোমুখ
জলে অঙ্গ লুকাইল আসি।
চণ্ডিকা-ব্রতের ফলে　　মাণিক পাইনু ছলে
ঠারাঠারি কহে হাসি হাসি ॥
আনন্দ সভার মনে　　শ্যামচান্দ দরশনে
পুলকে বহিছে প্রেমধারা।
আনন্দে হইঞা ভোর　　এ বড় চতুর চোর
সাবধানে কহিবে তোমরা ॥
জদি কহ প্রিয়ভাষা　　ঘুচাব বস্ত্রের আশা
মরণ গণহ আপনার।
তর্জ্জন গর্জ্জন কর　　সভাই মিলিঞা ধর
বুঝিঞা করহ প্রতিকার ॥
পবনে জাহার গতি　　লাগাল পাইবা কতি
কেমনে উঠিবে বিবসনে।
সে বড় বিষম চোর　　রাজাকে না করে ডর
শঙ্কামাত্র নাহি ত্রিভুবনে ॥
কাঁপে অঙ্গ সভাকার　　লাজে কি করিব আর
কহে কিছু করি পরিহার।
এ তোর উচিত নহে　　শুনহ করুণাময়
বস্ত্র আনি দেহ সভাকার ॥
ছাড় কানু পরিহাস　　শীঘ্র আনি দেহ বাস
শীতে অঙ্গ করে থর থর।
বিলম্ব হইঞাছে বহু　　না জানি দেখএ কেহু
তুমি বড় সুজন চতুর ॥

জদি নাহি দেহ বস্ত্র ঘোষণা রহিবে মাত্র
শাস্তি পাবে ইহার উচিত।

গলাএ বসন দিএগ রাজদ্বারে জাব নৈএগ
করাইব তোমার বিহিত॥

নহে বস্ত্র দেয় মোরে শুনহ লম্পট চোর
চাহ জদি আপন কল্যাণ।

ধরাব চুরির ফল টুটাব তোমার বল
উচিত করিব অপমান॥

বন্ধ্য হয়ে নন্দ ঘোষ তোমার না লব দোষ
তেঞি তোর এতেক বড়াই।

সাক্ষী হও সখা ভাই আমাদের দোষ নাই
উঠ সভে মথুরাকে জাই॥

গোপিকা দেখায় ভয় ডাকিএগ নাগর কয়
কহ জাএগ রাজার গোচরে।

সহজে অবোধ সে ইহাতে ডরাবে কে
সভে জায় মানা কেবা করে॥

রাজার বড়াই কর উঠিতে নাহিক পার
কেমনে জাইব দরবার।

বুঝিলাম কার্য্যের গতি এথা আসি শীঘ্রগতি
চিনি নেহ বস্ত্র আপনার॥

কৃষ্ণের বচন শুনি হেটমুখে কয় বাণী
শুন হরি তুমি দয়াময়।

নারীর যৌবন ধন জেন দরিদ্রের ধন
পুরুষেরে দেখাইতে নহে॥

জদি অঙ্গ দেখ বলে খিয়াতি রহিবে কুলে
ঘোষণা রহিবে মহীমাঝে :
গোপিকার অঙ্গ দেখি জদি তুমি হয় সুখী
আমরা মরিব সেই লাজে ॥
জা বল তাই করি অঙ্গ দেখাইতে নারি
তোরে আর নিবেদিব কত ।
বস্ত্র দেহ এথা আসি হইব তোমার দাসী
বিকাইনু জনমের মত ॥
শুন কন্যাগণ সভে জদি মোর দাসী হবে
বস্ত্র লেহ সকলে আসিঞা ।
জদি নাহি আইস তুমি নিশ্চয় কহিল আমি
খান খান করিব চিরিঞা ॥
নিশ্চয় করিঞা মনে লজ্জা তেজি কন্যাগণে
ডাড়াইলা হইঞা দিগম্বর ।
লাজে ঝাঁপি পয়োধরে যোনি আৎসাদিত করে
আসি মাঙ্গে দেহত অম্বর ॥
বিবসনে জলে ঝাঁপ করিলা বিষম পাপ
জলে আছে বরুণ দেবতা ।
উর্দ্ধ করে আগে ধর ভানুরে প্রণাম কর
তবে পাপ ঘুচিবে সর্ব্বথা ॥
কন্যাগণ করজোড়ে সমুখে প্রণাম করে
ভূমিগত হইঞা প্রণিপাত ।
দেখিঞা অস্ফুট যোনি তুষ্ট হইলা গুণমণি
প্রণামে খিল জগন্নাথ ॥

কৌতুকে রসিকরাজ ঘুচাইল কন্যার লাজ
ফেলি দিল সভাব বসন।
আপন আপন বাস দেখিঞা সভার হাস
অম্বর পরিলা কন্যাগণ ॥
গলাএ বসন দিঞা হরি আগে ডাড়াইলা
করজোড়ে করে নিবেদন।
ছাড়ি নিজ পরিবার তোমাকে করিনু সার
পাই জেন ও রাঙ্গা চরণ ॥
তোমার চরণ বই মো সভার কেহ নাই
কুল শীল সমর্পিল তোরে।
আর কার নাহি দায় বিকাইনু রাঙ্গা পায়
কদাচিত না ছাড়িয় মোরে ॥
তোমা পতি আশা করি সেবি কাত্যায়নী গৌরী
তোমার চরণ অভিলাষে।
হইবে শরদ শশী তথাই মিলিবে আসি
নিবেদন করে কৃষ্ণদাসে ॥ * ॥

এতেক স্তবন কৈলা জত কন্যাগণ।
শুনিঞা তুষ্ট হইলা মুরলীবদন ॥
শুন শুন কুমারিকা বচন আমার।
হইল কামনা সিদ্ধি তোমা সভাকার ॥
আইজ হইতে তোমরা হইলা মোর দাসী
হইল তোমার পতি কহে হাসি হাসি ॥
হইবে কার্ত্তিক মাসে শরদযামিনী।
বিহারিব বৃন্দাবনে লইঞা রমণী ॥

চণ্ডিকাব্রতের ফল হইল বিদিত।
ভুঞ্জিব পরম রতি সভার সহিত॥
আমার লাগিঞা জত করিঞাছ আশ।
তোমা সভা লইঞা সুখে করিব মহারাস॥
বহুক্ষণ হইল সভে আসিঞাছ জলে।
জ্ঞাতি গোত্র ভাই বন্ধু না জানি কি বোলে॥
জায় জায় গোপীগণ ঘর আপনার।
পুরাব মনের সাধ তোমা সভাকার॥
ফিরিঞা জাইতে নারে জত কন্যাগণ।
অনিমিখে দেখে তারা ও চান্দ-বদন॥
জাইতে না সরে মন নাহি চলে পাও।
চিত্রের পুথলি জেন মুখে নাহি রাও॥
কহিতে করএ সাধ বাক্য নাহি সরে।
বিরস বদনে গেলা আপনার ঘরে॥
গৃহকর্ম্ম করিবারে কারু নাহি মন।
নিরবধি ধিঞাইছে ও চান্দবদন॥
একত্র হইঞা মনে করিঞা অবধি।
কৃষ্ণের চরিত্র গুণ গায় নিরবধি॥
সদাই বহিছে প্রেম[১] নঞান যুগলে।
কৃষ্ণকথা বিনে গোপী অন্য নাহি জানে॥
কৃষ্ণের মাধুরি গুণ জাগিছে হিয়ায়।
নিরবধি সেই রূপ জাগিছে হিয়ায়॥
এই মতে গোপীগণ বিদায় করিঞা।
শীতল ভাণ্ডীরতলে মিলিলা আসিঞা॥

---

১ প্রেম অর্থাৎ প্রেমজল।

সখাগণ সনে কৃষ্ণ ফিরে কুতূহলে।
যমুনার তীরে কভু বংশীবটতলে ॥
চঞ্চল বাছুরি সনে ফিরে ধাই ধাই।
বৈসএ তরুর তলে ফিরাইঞা গাই ॥
শ্রমজলে তিতিয়াছে কৃষ্ণ বলরাম।
পল্লবে বাতাস করে শ্রীদাম সুদাম ॥
শুন রে ভকত জন হইঞা একচিত ॥
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত ॥ * ॥

এহি মতে আনন্দে সানন্দে রাম হরি।
সদাই বিপিনে ফিরে গোচারণ করি ॥
ক্ষুধায় আকুল গেলা যমুনার কূলে।
পুনরপি আসি ছাঞা দেখে সুশীতলে ॥
ঠাই ঠাই বসি গেলা জতেক বালক।
নিবেদিল কৃষ্ণ স্থানে লাগিএগাছে ভোক ॥
হেরিতে তোমার মুখ জেন লাগে সুধা।
চলিতে না চলে পদ লাগিঞাছে ক্ষুধা ॥
জপিঞা তোমার নাম সঙ্কট এড়াই।
অনেক গুণের নিধি তোমরা দুটি ভাই ॥
মানুষ না হও দোহে ভগবান্ পূর্ণ।
বাচাও রাখালগণে খায়াইঞা অর্ণ (ন্ন) ॥
প্রভাতে উঠিল মাত্র ক্ষীর সর দধি।
ভোজন করিব এথা কৃপা কর জদি ॥
এথাতে নাহিক মা আমা সভাকার।
ছটপট করে তনু ক্ষুধাতে আমার ॥
কি করিব মাতা পিতা কিবা বন্ধুগণ।
সভার দুর্ল্লভ তোর ও রাঙ্গা-চরণ ॥

কটিতে না রয় ধড়া উঠিতে না পারি।
ফিরাইতে নারি তোর চঞ্চল বাছুরি॥
এতেক কহিল জদি শ্রীদাম সুদাম।
হাসিঞা কহেন কিছু কৃষ্ণ বলরাম॥
জায় জায় সখাগণ মথুরা নগরে।
তথাই করএ যজ্ঞ জত দ্বিজবরে॥
মোর নাম করি অর্ণ আনহ মাগিঞা।
আনন্দে ভুঞ্জিব অর্ণ এথাতে বসিঞা॥
এতেক কহিল জদি রাম দামোদর।
নাচিঞা বেড়ায় শিশু হরিষ অন্তর॥
ঠাকুর পাইয়াছে ভাল বাঞ্ছাকল্পতরু।
পুরাইল অভিমত রাখালের গুরু॥
এত বলি মথুরাতে করিলা গমন।
জেখানে করএ যজ্ঞ জত মুনিগণ॥
নিবেদন করে আসি করিঞা প্রণাম।
অর্ণ মাগিতে পাঠাইল কৃষ্ণ বলরাম॥
আগে আসি পুন পুন বোলে করপুটে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আইল নিকটে॥
ক্ষুধাএ আকুল বনে আছে দুটি ভাই।
অর্ণ লাগি পাঠাইল তোমা সভার ঠাঞি॥
দিবা কি না দিবা অর্ণ কহ দেখি মুনি।
পাঠাইঞা দিল সে যজ্ঞের নাম শুনি॥
এতেক কহিল জদি গোপের নন্দন।
ভাল মন্দ এক মুনি না কহে বচন॥
চিন্তিঞা চৈতন্যচান্দের চরণকমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ * ॥

হরি করি অল্প জ্ঞানে শুনিঞা না শুন কেনে
ভাল মন্দ না কহিলা এক।
বেদে গায় জার নাম সেই কৃষ্ণ বলরাম
অহঙ্কারে দেখ্যা নাহি দেখ॥
রাখাল ভরম করি চিনিতে নারিলা হরি
দয়ার সাগর গুণমণি।
জারে নিথি ধ্যান কর তারে চিনিবারে নার
দেবের দেবতা-শিরোমণি॥
নারদে বাজাঞা বীণা জে পদে নাহি পাইল সীমা
অনন্ত গুণ অনন্ত মহিমা।
সনকাদি মুনিগণ ধ্যান করে জে চরণ
নামের গুণের নাহিক সীমা॥
জার পদরেণু লাগি শঙ্কর হইঞাছে যোগী
বেদমাতা বৈষ্ণবী ভবানী।
জার পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গা আইল অবনীতে
মুকতিপদ ত্রিপথগামিনী॥
সেহি ত গোপের বালা বৃন্দাবনে করে খেলা
অর্ণ লাগি পাঠাইল সে।
জার নামে নিবেদন অর্ণ মাগে সেই জন
ভক্তি বিনে তারে চিনে কে॥
ভক্তি বিনু কেহো তারে চিনিতে নাহিক পারে
যোগশাস্ত্র বেদ অগোচর।
ব্রহ্মা দেব পুরন্দর কৃষ্ণপ্রেম অগোচর
কহি কিছো মরা[১] দ্বিজবর॥

১। মরা—মোরা, আমরা।

পড়িঞা শুনিঞা অঙ্গ১ বৃথাই করিছ ভঙ্গ
হরিতে ভকতি নাই কার (রু)।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেহো না শুনিলা কানে
না চিনিলা জগতের গুরু ॥
এতেক কহিলা শিশু তভু না কহিলা কিছু
মনে বড় হইল তরাস।
অভিপ্রায় বুঝি তারা অমনি চলিল ফিরা
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

ভাবিতে গণিতে পুন জত শিশুগণ।
আইলা কৃষ্ণের স্থানে বিরসবদন ॥
হরির নিকটে আসি করে নিবেদন।
দেখিলাম করএ যজ্ঞ যত দ্বিজগণ ॥
দিব কি না দিব অর্ণ না কহিলা কথা।
তাহার নিকটে ভাই পঠাইলা বৃথা ॥
কৃষ্ণ বোলে পথশ্রমে পাইলা বড় দুখ।
বিশেষে দারুণ ক্ষুদা শুকাইছে মুখ ॥
পুনরপি জাইতে হইল মোর কথা শুনি।
রন্ধন করএ জথা মুনির রমণী ॥
শিশু কহে না জাইব কর অবধান।
তথা গেইলে সভাকার বধিবে পরাণ ॥
পুনরপি কহেন কৃষ্ণ শুন প্রিয়সখা।
আমার বচনে মাত্র সভে দেয় দেখা ॥
তোমাকে দেখিঞা তারা হইবে প্রসর্ণ (ন্ন)।
যথোচিত পাবে ভাই চতুর্ব্বিধ অর্ণ (ন্ন) ॥

১। অঙ্গ—যজ্ঞ। ১ম পৃঃ অঙ্গ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

এতেক কহিলা জদি রাম দামোদর।
চলিলা রাখাল সব চিন্তিত অন্তর॥
গোপতু দুয়ার দিঞা জতেক রাখালে।
চুপে চুপে প্রবেশিলা রন্ধনের স্থানে॥
উকি দিঞা চায় সভে পাইঞা তরাস।
না করিহ ভয় শিশু কহে কৃষ্ণদাস॥ * ॥

দীর্ঘ ছন্দ॥

অর্ন মাগি দুই জনে পঠাইল শিশুগণে
তবে অর্ন নাহি দিল মুনি।
শুনিঞা এ সব কথা সভার অন্তরে বেথা
শুনি কান্দে মুনির রমণী॥
কার লাগি যজ্ঞ করে মিছা যোগশাস্ত্র পড়ে
বুদ্ধি মাত্র নাহি মুনিগণে।
জারে করে গোপ জ্ঞান সেহি পূর্ণ ভগবান
বিহার করএ বৃন্দাবনে॥
হরিতে বিমুখ জে মিছা শাস্ত্র পড়ে সে
জার নাহি হরিতে ভকতি।
না হয় কৃষ্ণের দাস তার সঙ্গে সর্ব্বনাশ
বৃথা থাকি মুনির সঙ্গতি॥
চল সভে মেলি জাই জথা আছে দুটি ভাই
দেখি জাইঞা ও রাঙ্গা চরণ।
অর্ন নেয় থালে করি বেঞ্জন কটরা[১] পুরি
কৃষ্ণচন্দ্রেক করাহ ভোজন॥

১। কটরা—বাটি।

এতেক বলিঞা তারা নঞানে বহিছে ধারা
বসন ভিজিল আঁখির জলে।
হেন কালে শিশুগণ আসি দিল দরশন
সভে দেখি আইস আইস বোলে॥
কর জুড়ি শিশুগণ আসি করে নিবেদন
ভূমে পড়ি করিলা প্রণাম।
তোমা সভাকার ঠাঞি অর্ণ মাগে দুই ভাই
পঠাইল কৃষ্ণ বলরাম॥
শুনি বালকের মুখে ভাসিল আনন্দ সুখে
অর্ণ বেঞ্জন সাজাইঞা।
কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে চলিলা রাখাল সঙ্গে
লাজ ভয় সকলি ছাড়িয়া॥
জায় কৃষ্ণ অনুরাগে রাখালেরে করি আগে
ডাড়াইঞা দেখে মুনিগণে।
হইঞা তারা সারি সারি চলিলা দ্বিজের নারী
নদী জেন সমুদ্র মিলনে॥
এক মুনি কোপ করি আপন রমণী ধরি
দ্বার দিঞা জতনে রাখিলা।
মনে করি অনুমান জপিঞা কৃষ্ণের নাম
ধ্যান করি তনু ত্যাগিলা॥
আসিঞা সভার আগে হরিকে ভকতি মাগে
মুনিপত্নী দেখি আচম্বিত।
পতি রহাইল জাকে সে আসি পাইল আগে
অপরূপ হরির চরিত॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামে ডাড়াইঞা রামের বামে
স্থরঙ্গ অধরে বেণু পুরে।
দলিত অঞ্জন জিনি মোহনিঞা তনুখানি
চূড়াএ মউর-পুৎস উড়ে॥
লবঙ্গ বকুল মালে চূড়াটি বান্ধিঞা ভালে
চন্দন-তিলক বিরাজিত।
মণিময় কুণ্ডল অঙ্গে করে ঝলমল
বনমালা শোভএ লম্বিত॥
পীত ধড়া পরি গলে পবন গমনে দোলে
কনক-নূপুর ভাল সাজে।
নটবর-বেশে কানু করে শোভে সিঙ্গা বেণু
গোদোহন-ভাণ্ড বিরাজে॥
কমলের দল ধরি কৌতুকে ফিরেন হরি
সহচরী কহিল হাসিঞা।
আনহ মৃণাল-পাত উভার বেঞ্জন ভাত
খুরি বাটি দেহ আজাড়িয়া॥
এ ঘোর গহন বনে তোমরা আইসাছ কেনে
যজ্ঞ করে জত মুনিবর।
পতিসেবা গৃহকর্ম্ম এই সে যুবতীর কর্ম্ম
ঝাটে করি জাহ নিজ ঘর॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী মুনিপত্নীগণ শুনি
নখে করে পৃথিবী লিখন।
নএানে অঞ্জন গলে অম্বর তিতিল জলে
অধোমুখে করে নিবেদন॥

শুনহ মুরলীধর তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর
দয়া না ছাড়িহ নারীগণে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দয়াহীন পরবশ পরাধীন
স্থান দেহ ও রাঙ্গা চরণে॥
সব ছাড়ি আইনু ধাঞা রাখ পদে চাঞা দিঞা
তুমি বড় দয়ার ঠাকুর।
সভে বড় অভিলাষ আইনু তোমার পাশ
না কহিয় বচন নিষ্ঠুর॥
অবলা অবোধ জাতি তোমা বিনু নাহি গতি
ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
তাহে অতি বামাবুদ্ধি তুমি সে গুণের নিধি
ব্রহ্মপদ চরণ দুখানি॥
এতেক স্তবন করি ও চান্দ-বদন হেরি
বামাগণ ছাড়িল নিশ্বাস।
নঞানের জলে পথ না দেখে রমণী জত
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥ * ॥

শুনহ রমণি জত আমার বচন।
না বুঝিঞা দুস্থ সভে ভাব কি কারণ॥
ছাড়িব তোমাকে ইহা বোলে কোন জন
মিথ্যা অপবাদ কর শুন বামাগণ॥
অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ হিত।
হিতের কারণে বুলি বুঝ বিপরীত॥
আমার সঙ্কেত জদি থাক নিরান্তর।
না থাকে আমার প্রীতি অধিক আদর॥

দূরে থাকি জেই মোরে করএ স্তবন।
আপনার দেহ প্রাণ করি সমর্পণ॥
আমি সে তাহার হই সে হয় আমার।
নিরবধি থাকি আমি অন্তরে তাহার॥
মোর রূপ গুণ জেই জন করে ধ্যান।
সে জন আমার হয় আমি তার প্রাণ॥
গাভীগণ ফিরে জেন বৎস কাছে কাছে।
তেমতি ফিরিএ আমি ভকতের পাছে॥
জায় জায় মুনিপত্নি আপনার ঘরে।
ভাবিহ আমার রূপ বসি নিরন্তরে॥
কায় মন চিত্ত তিন একত্র করিবে।
নএান মুদিলে মাত্র আমাকে দেখিবে॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ দিলেন বিদায়।
শুকাইল আশা-নদী গ্রীষ্মের বাএ[১]॥
অবশ হইল অঙ্গ পদ নাহি চলে।
দেখিতে না পায় পথ নএানের জলে॥
বিচ্ছেদে রমণী গেলা ঘর আপনার।
দেখিঞা রমণীগণে করএ বিচার॥
শৌচ আচমন কুল নাহিক জাহার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ধ্যান পূজা বেদে অধিকার॥
যজ্ঞ হোম তপস্যা নাহিক নারীগণে।
হরিতে ভকতি তার জন্মিল কেমনে॥
ভবাদি দেবতা জার পদ অভিলাষে।
নারী হইঞা হেন পদ পাইল অনায়াসে॥

১। বাএ—বাতাসে।

✓জগতদুল্লভ কৃষ্ণ চিদানন্দময় ।
দান ব্রত ক্রিয়া কর্ম্ম তার সম নয় ॥
কি করএ বেদশাস্ত্র আচার বিচারে ।
ভক্তি বিনু সেই কৃষ্ণ চিনিতে না পারে ॥
বহু শাস্ত্র পড়ে জদি বহু ধরে ভক্তি ।
তাহার নাহিক জন্মে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি ॥
আগড়া[১] ঘাতনে জেন টুটে সব বল ।
বৃথা পরিশ্রম মাত্র বিফল সকল ॥
এবে সে জানিলাম মাত্র ভক্তি বড় ধন ।
ভক্তিতে পাইল নারী অভয় চরণ ॥
বৃথা পরিশ্রম করি বৃথা করি যজ্ঞ ।
রমণী সমান কারু না হইল ভাগ্য ॥
জানিল কারণ কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ।
হেন জনে অপহেলে নাহি দিল অর্ণ (ন্ন) ॥
বৃথা মদে বৃন্দাবনে জাইতে না পারি ।
তাহাতে দুরন্ত বড় কংস অধিকারী ॥
এত বলি রমণীকে করএ স্তবন ।
নারী হইতে পবিত্র হইল মুনিগণ ॥
এথা যমুনার কূলে ভাই দুই জন ।
ভোজন করিল সুখে লইঞা সখাগণ ॥
কেহো কারু মুখে দেয় কেহো বসি খায় ।
খাইতে খাইতে কোন শিশু নাচিঞা বেড়ায় ॥
এহি মতে ভোজন করএ বড় সুখে ।
মিঠা পাইলে আইঠ দেয় গোবিন্দের মুখে ॥

১। আগড়া—আগড়। কপাট বন্ধ করিবার লম্বা দণ্ড। অর্গল

ভোজন করিঞা সভে কৈল জলপান।
হৈ হৈ শবদে শিশু করিলা পয়ান॥
আনন্দে বালকগণ ধেনু বৎস লৈঞা।
ঘরেরে চলিলা সভে বেণু বাজাইঞা॥
আনন্দে বরজবাসী বারাইলা১ শুনি।
নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জা লইঞা বারাইল রাণী॥
আপন আপন ঘরে করিলা গমন।
মাধব-চরিত গান যাদব-নন্দন॥*॥

ভক্তগণ দিঞা মন করহ শ্রবণ।
দানকেলি সভে মেলি করে গোপীগণ॥
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ-মতে॥
রাম হরি সঙ্গে করি জত শিশুগণ।
বেণুরব করি সব প্রবেশিল বন॥
পথে জাইতে দূরে হইতে দেখে গোপীগণ।
না দেখিঞা ফাটে হিয়া সুবদনীবদন॥
হরি-লোভে জায় সভে মথুরার বিকে২।
গুরুজন পরিজন ভুষিঞা সভাকে॥
ঘৃত আদি ছেনা দধি সভে লৈঞা জায়।
ঐ ছলে তরুর মূলে দেখিব কানাই॥
এত বলি সভে মেলি করিলা সুবেশ।
মণিজাদে৩ খোঁপা বাঁধে আচড়িঞা কেশ॥

১। বারাইল—বাহির আইল, বাহিরাইল, বাইরাইল, বারাইল। অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য বাহির হইল। ২। বিকে—বিক্রয়ের স্থানে, বিক্রয়ের নিমিত্ত। ৩। মণি-জাদ—মণি-খচিত জাদ।

ফুল গাঁথি দিল তথি কবরী বেড়িয়া।
তাহে অলি করে কেলি পড়িছে ঘুরিঞা॥
নাসাগতি গজমতি শ্রবণে কুণ্ডল।
মৃদু হাসি মুখশশী করে ঝলমল॥
ইন্দু মাঝে[১] ভাল সাজে কজ্জলের রেখা।
মেঘ আড়ে বিধুবরে আধ দিছে দেখা॥
মণিহার ভুজে তাড়[২] অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
কমলিনী সুবলিনী মন লয় চুরি॥
কটি বেড়ি নীল শাড়ী চরণে নূপুর।
জিনি মতি দন্তপাঁতি কপালে সিন্দূর॥
কুচকুম্ভ করিকুম্ভ কনক-কলিকা।
সখী সঙ্গে রস রঙ্গে চলিলা রাধিকা॥
চন্দ্রাবলী মঞ্জুলালী ললিতা বিশাখা।
কুন্দলতা আসি তথা আগে দিল দেখা॥
ইন্দুমুখী বিন্দুমুখী মাধবী কমলা।
সুদেবী রঙ্গদেবী সুচিত্রা সুশীলা॥
হেমা ক্ষেমা যূথী শ্যামা রঞ্জনা খঞ্জনা।
রূপমুঞ্জি রসপুঞ্জি রঙ্গ সুলোচনা॥
অনসূয়া হরিপ্রিয়া তুলসী মল্লিকা।
তারা উমা সত্যভামা সুবর্ণকলিকা॥
পাকা চুলে নানা ফুলে বাঁধিল কবরী।
দোবসন[৩] পীন স্তন বাঁধে উচ্চ করি॥
হাতে নড়ি জায় বুড়ী[৪] যুবতীর আগে।
গজপতি জিনি গতি চলে মহাবেগে॥

১। ইন্দুমাঝে—মুখরূপ চন্দ্রের মধ্যে অর্থাৎ ললাটে। ২। তাড়—তাড়-বালা। সং তাটঙ্ক। ৩। দোবসন—দুইখানি বসনে। ৪। বুড়ী—বড়াই বুড়ী।

আইস পথে মোর সাথে হেট করি মাথা।
কারু সনে কোন জনে না কহিহ কথা॥
তো সভাকে জদি দেখে আসি নন্দলাল।
পথে পাঞা সভা নৈঞা পড়িবে জঞ্জাল॥
রাধা বোলে তরুতলে কিবা দেখি সখি।
হাতে বাঁশী মুখে হাসি রাঙ্গা দুটি আঁখি॥
নিপতটে মেঘ বটে নামিয়াছে জেন।
বরিষণে গোপীগণে ভাসাইবে হেন॥
হেনকালে তরুমূলে থাকিঞা কানাই।
দেখি নারী ডাকে হরি বলিঞা বড়াই॥
ফিরা চাও কোথা জায় খঞ্জনের গতি।
দেখি পথে কিবা তাথে শুন ল যুবতি॥
আমি দানী এথা আনি নাম্বাও পসরা।
দেখ ইহা দান দিঞা জাও ল তোমরা॥
এথা থাকি সুধামুখা কহে ধীরে ধীরে।
আগে জাও কথা কও ডরাইছ কারে॥
যশোদার সুকুমার মোরা রাজার ঝি।
বেলা হইল সভে চল উহাকে ডর কি॥
পথ ঘিরি রহে হরি জাইব কেমনে।
কৃষ্ণদাস করে আশ মাধব-চরণে॥ * ॥

তবে গোপী পুনরপি
চলিলা ধাইঞা।
বারে বারে ডাকে মোরে
কিসের লাগিঞা॥
হরি কয় মিছা নয়
দান দিতে হবে।
রাধা বোলে তরুতলে
দানী হইলা কবে॥
এহি পথে নিথি জাইতে
না দেখিল দানী।
দেয় সাখি আন দেখি
কংস পরআনি[১]॥
দর্প করি কহে গুরি
শুন নন্দলাল।
ভাল চাও জাইতে দেয়
এড়াও জঞ্জাল॥
দান সাধি চাও জদি
আপন কল্যাণ।
নহে তাথে ভাল মতে
সাধাইব দান॥
মথুরাএ কংসরায়
রাজদণ্ডধারী।
তোর দোষে নন্দ ঘোষে
মজাইবে গাভী॥

দূরে রহ না ছুইহ
না কহিয় বাত।
বুঝি কাজ তোর লাজ
সামালিহ হাত॥
পরনারী পাঞা হরি
হয় সাবধান।
দই বই কিছু নাই
কত পাবে দান॥
খর্ব্ব হইঞা আইস ধাইঞা
চান্দে দিতে হাত।
অবিরত ফির জত
রাখালের সাথ॥
মোর কাছে সাধ আছে
বসিতে তোমার।
শূলপাণি কাত্যায়নী
পূজা কর তার॥
ব্রহ্মা আদি পূজ জদি
হাজার বৎসর।
কদাচিতে পরশিতে
না পাবে নাগর॥
কাল হইঞা আইস ধাইঞা
পরশিতে অঙ্গ।
দূরে থাক কথা রাখ
ছাড় রঙ্গ ঢঙ্গ॥

১। ফা°—পরওআনাহ্। পরয়ানা, লিখিত আদেশ।

ঘরে ঘরে চুরি করে
জেবা শিশুকালে।
লাজে মরি মাএ ধরি
বাঁধে উদূখলে॥
ননীচোর যোগ্য মোর
বটে নাকি সে।
বৎসাসুরে বধ করে
তারে ছুএ কে॥
এত শুনি কহে বাণী
রসিঞা নাগর;
শুন রাই মোর ঠাই
ইহার উত্তর॥
কাল বলি সভে মিলি
মোরে নিন্দা কর।
ছাড় বেশ কাল কেশ
জাদ কেনে পর॥
দেহ দান রাখ মান
না করিহ হট।
থাক পথে ফিরা জাইতে
পাবে দুই বট[1]॥
ষোল পণ আগে গণ
দধিভাণ্ড প্রতি।
মণে দুনা সর্ব্বজনা
দেয় ল যুবতি॥

নাসা প্রতি গজমতি
মণিময় হার।
মুখ-সুধা আগে দিবা
লেখা করি তার॥
হিয়া মাঝে লক্ষ সাজে
সপ্ত রাজার ধন।
লক্ষ বান[2] দেয় দান
রাখ মোর মন॥
আর জত অভিমত
দানের অধিক।
ভাঙ্গি ফের যৌবনের
মাঙ্গল মুঠেক॥
রাধে বোলে কোন কালে
ইহা নাহি শুনি।
যৌবনের চাও ফের
দান চায় দানী॥
ঢিটপনা[3] কোন জনা
এত কহে মোরে।
সভে ধরি একা হরি
বান্ধ দুটি করে॥
রাধামুখে শুনি সুখে
উপজিল হাস।
চল রাই ঝাটে জাই
কহে কৃষ্ণদাস॥ ✱॥

১। বট—কপর্দ্দ, কড়ি। ২। লক্ষবান—লাখবান (স্বর্ণ)। এক লক্ষ বার পোড়াইয়া যে সোনার বিশুদ্ধিতা এবং ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হইয়াছে। ৩। ঢিটপনা—ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা।

শুন রাধে রসবতি আমি সে গোলোকপতি
আমারে নাহিক চিন তুমি।
ধ্যানে না পায় মুনি তোমার লাগিঞা দানী
তোমা সুখে সুখী বড় আমি॥
আমারে না পায় ধ্যানে তপ করে মুনিগণে
ব্রহ্মা আদি দেবের অগোচর।
জত কটু কহ তুমি বেদস্তুতি করি মানি
শরণ লঞাছি রাধে তোর॥
শুন নিবেদন গুরি আইনু গোলোক ছাড়ি
তোমা লাগি সিরজিল দান।
সভে করে মোর ধ্যান আমি জপি তোমার নাম
কেনে নাহি কর অবধান॥
রামরূপে অবতরি দুষ্ট নিবারণ করি
সমুদ্র বান্ধিল অপহেলে।
জলনিধি হইঞা পার লঙ্কা কৈল ছারখার
রাবণ বধিল বাহুবলে॥
থাকিঞা বড়াইর পাশে মুচকি মুচকি হাসে
ঠারে ঠুরে কহে গোপীগণ।
নাগরে নাগরী কয় ইহা নাকি মনে লয়
রামরূপ হইলা কেমনে॥
গোলোকের পতি কেনে বাছুরি চরাবে বনে
এমতি ফিরিবে কেনে সে।
গোকুলের ঘরে ঘরে সে কি ননী চুরি করে
তাহাকে দেখিতে পায় কে॥

তুমি কর রঙ্গ ঢঙ্গ পরশিতে চাহ অঙ্গ

খেনে কহ আমি ভগবান।

মিছাই তোমার বোলে তাথে কি রমণী ভুলে

ঘরে জায় রাখি নিজ মান ॥

তুমি রাম হও জদি বাঁধহ মানুষনদী[১]

এ গাছ পাথর তাহে দিঞা।

পূর্ব্বলীলা মনে করি সাগর বাঁধিল হরি

থরে থরে দিল বসইাঞা ॥

হাসে জত ব্রজবালা জলেত ভাসিল শিলা

পাথরে সাগর গেল বান্ধা।

সভে বোলে ভাল ভাল সাগর বান্ধিল লাল[২]

মুচকি মুচকি হাসে রাধা ॥

সাগর হইল বন্ধ ঘুচিল দোহার দ্বন্দ্ব

ডাড়াইলা নাগরের পাশে।

আর জত ব্রজগোপী বদনে বসন ঝাঁপি

দোহার চরিত্র দেখি হাসে ॥

দোহে দোহার মুখ হেরি রসবতী বেরি বেরি

নিরখএ ও চান্দ-বদন।

মাধব-চরিত গীত সখীগণ আনন্দিত

বিরচিল যাদবনন্দন ॥ * ॥

১। মানুষনদী—মানস নদী? তু°—বৃন্দাবনে "মানস-গঙ্গা"। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের শেষখণ্ডে সেতুবন্ধ-সরোবরের উল্লেখ আছে। উহার বিবরণ এই,—শ্রীকৃষ্ণ একদিন শ্রীরাধার নিকট নিজেকে রঘুনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। রাধা বলেন—রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। তুমি যদি পাথর ভাসাইয়া, এই সরোবরের উপর সেতু বাঁধিতে পার, তবে জানিব যে, তুমি রামচন্দ্রই বটে। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন।—"গাছ পাথরে সরোবর গেল বান্ধা। ভাল ভাল বোলে গোপী মুচুকি হাসে রাধা ॥ রাধিকার বচনে সরোবরে হইল সেতু। সেতুবন্ধ সরোবর কহিল এই হেতু ॥" ২। 'কানাইলাল' অর্থে 'লাল' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

তবে সেই গোপীগণ করিঞা চাতুরি।
নিকটে শ্যামের বাঁশী রাধা কৈল চুরি॥
বড়াইর নিকটে বংশী রাখিল লুকাঞা।
ফিরএ গোকুলচান্দ বংশী উকটিঞা॥
কোথা গেল কেবা নিল বংশী মোর ধন।
এখানে আছিল বাঁশী নিল কোন জন॥
ব্যস্ত হইঞা ফিরে কৃষ্ণ হারাঞা মুরলী।
বদনে বসন দিঞা হাসে চন্দ্রাবলী॥
হাসিতে লাগিল আর জত সখীগণ।
বাঁশী হারাইঞা কৃষ্ণ বিরসবদন॥
লুকাইঞা রাখে বংশী ঝাঁপিয়া আঁচলে।
পবনহিল্লোলে বাঁশী রাধা রাধা বোলে॥
কৃষ্ণ বোলে গোপীগণ কারু দোষ নাই।
মুরলী করিল চুরি রঙ্গিয়া বড়াই॥
গলাএ বসন দিঞা আনিল বড়াই।
নিষেধ করিল তারে রসবতী রাই॥
কেবা সে লইল বাঁশী কারে ধর চোর
বৃদ্ধ লোক দেখি কানাঞি দয়া নাহি তোর
এতেক বলিঞা আর জত ব্রজনারী।
বড়াই করিঞা পাছে সভে রহে ঘেরি॥
কেহো বস্ত্র ধরে কেহো ধরে দুটি কর।
থাকিঞা গোপীর মাঝে হইলা ফাফর॥
বুঝিঞা কার্য্যের গতি করিঞা চাতুরি।
উঠিঞা চলিলা কৃষ্ণ লইঞা মুরলি॥
ধর ধর করি গোপী জায় ধরিবারে।
আসিঞা বসিলা কৃষ্ণ যমুনার তীরে॥

বিচিত্র গঠনে নৌকা নিরমাণ করি।
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ হইঞা কাণ্ডারি ॥
এথাতে নাগরী জত কৃষ্ণ না দেখিঞা।
চলিলা সুন্দরীগণ পসার লইঞা ॥
দধির পসার গোপী চাপাইঞা শিরে।
কৃষ্ণরসরঙ্গে রাধে জায় ধীরে ধীরে ॥
দানছলে কৃষ্ণ জত করিলা কৌতুক।
কহিতে কৃষ্ণের কথা লাগে বড় সুখ ॥
আবেশে গোপীর অঙ্গ না জায় ধরণে।
কত ক্ষণে চান্দমুখ দেখিব নঞানে ॥
ক্ষেণে দ্রুত জায় গোপী ক্ষেণে জায় মন্দ।
ক্ষেণে মাতঙ্গের গতি হইঞা আনন্দ ॥
ক্ষেণেক কাঁপএ অঙ্গ প্রেমের তরঙ্গে।
উথলে রসের নদী রসবতী সঙ্গে ॥
বড়াই করিঞা আগে জায় ধীরে ধীরে।
আসিঞা মিলিলা গোপী যমুনার তীরে ॥
তরঙ্গ দেখিঞা সভে ভাবে মনে মনে।
যমুনাতে পার মাত্র হইব কেমনে ॥
ঢেউ দেখি ব্রজগোপী হইলা চমকিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত ॥ * ॥

তথা ছাড়ি আগে হরি নন্দসুত অদ্ভুত
প্রভু যমুনায়। সিরজিল নাএ[১] ॥

১। নাএ—নাঅ, না, নৌকা। প্রাকৃতে 'এ'কার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন হইলেও

মণিময় শোভে নাএ[১] তনু কাল করে আল
দেখি কেরয়াল[২]। বদনের চান্দে।
নাএ জত শোভে কত রূপ দেখি ঝুরে আঁখি
হিঙ্গুল হরিতাল[৩] ॥ প্রাণ কেনে কান্দে ॥
রহি রহি নৌকা বাহি আরে সখি ডাক দেখি
ফিরে নরহরি। দিবে পার করি।
জেন শশী আছে বসি অনুমানি মনে জানি
নবীন কাণ্ডারি ॥ নবীন কাণ্ডারি ॥
তবে রাই মুখ চাই সভে মিলি বাহু তুলি
সঙ্গে সখীগণ। ডাকে নাঞা হে।
হাসি হাসি কূলে আসি বেলা হৈল বিকি গেল[৬]
করে নিরীক্ষণ ॥ পার করিঞা দেয় ॥
ঢেউ দেখি জত সখী নৌকাখানি কূলে আনি
ভাবে মনে মনে। লাগাও সকালে।
যমুনাতে পার হইঞা লেখা করি দিব কড়ি
জাইব কেমনে ॥ আসিবার কালে ॥
হেন কালে দেখে জলে জা চাইবে তাই পাইবে
জত গোপ-মাঞা[৪]। পার কর সুখে।
আচম্বিতে কূলে হইতে আনিঞাছি ক্ষীর চাচি
দেখা দিল নাঞা[৫] ॥ দেয় চান্দ মুখে ॥

প্রাচীন বাঙ্গালায় বিভক্তিনির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সিরজিল নাএ—নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন। ১। নাএ—নৌকায়। ২। কেরয়াল—প্রাণ কড়ুআল। নৌকার দাঁড় বা বৈঠা। ৩। নৌকায় হিঙ্গুল ও হরিতাল শোভিত হইতেছে। অর্থাৎ হিঙ্গুল ও হরিতাল দ্বারা নৌকাখানি রং করা হইয়াছে। ৪। গোপমাঞা—গোপমাইয়া, গোপী। ৫। নাঞা—নাইয়া, মাঝি। ৬। বিকি গেল—বিক্রয়ের সময় চলিয়া গেল।

এত শুনি কহে বাণী
কানাঞা চৌতুর।
আন আগে খাইতে লাগে
কেমন মধুর॥
গোপী জত কহে কত
করি পরিহাস।
দিন গেল বেলা হৈল
ঝাটে কর পার॥
এত শুনি নৌকাখানি
কূলে লাগাইলা।
অনুমত গোপী জত
আসিঞা চাপিলা॥
নাএ আসি সভে বসি
পসরা রাখিঞা।
দেখি নাঞা রইল চাঞা
নিমিখ তেজিয়া॥
কেরোআল বাহে নাল[1]
মাঝে গেল না।
দিল খেয়া[2] আসি দেয়া[3]
উঠাইল বা[4]॥

দেখি ঢেউ স্থির কেউ
নাহি বাঁধি থাকে।
টলমল উঠে জল
ঝলকে ঝলকে॥
ত্রাসে কত কান্দে জত
গোআলার ঝি।
অনুমানি নাহি জানি
ভাগ্যে আছে কি॥
নাএ চড়ি গোপ-নারী
করএ ভর্ৎসনা।
খাইঞা লাজ হেন কাজ
করে কোন জনা॥
কাজ নাই জাব নাই
গোপীগণ বোলে।
দয়া করি গোপ-নারী
রাখহ গোকুলে॥
শুন গোপি পুনরপি
আমার বচন।
কৃষ্ণদাস করে আশ
মাধব-চরণ ॥*॥

১। নাল—লাল, কানাইলাল, শ্রীকৃষ্ণ। ২। খেয়া—পাড়ি, নদী পার হওয়ার উদ্দেশে যাত্রা। ৩। দেয়া—প্রাঃ দেঅ। দেবতা। প্রাচীন বাঙ্গালায় "মেঘ" অর্থে "দেয়া" শব্দ প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু এখানে পবনদেব মনে হইতেছে। ৪। বা—প্রাঃ বাঅ। বাত, বায়ু।

শুন গোপীগণ আমার বচন
এত হবে কেবা জানে।
দেয়া লাগাইবে ঝড় উঠাইবে
তবে খেয়া দিব কেনে ॥
নাএ নিথি নিথি চড়াইঞা হাতী
নিমিখে করিএ পার।
মনে অনুমানি নব নৌকাখানি
না সহে যৌবনভার ॥
নারীর যৌবন কে জানে এমন
নাহি দেখি কোন কালে।
দিঞা বহু ধন করিলাম গঠন
নাখানি মজালু হেলে ॥
দৈব লাগে আসি হাতে হইতে বাঁশী
ভাসি গেল কেরআল।
শুভ ক্ষণে তরা[১] ভরিঞাছ ভরা
তাহে দেয়া হৈল কাল ॥
এতেক বচন শুনি গোপীগণ
নাগরে মিনতি করে।
মণিহার নেয় পার করি দেয়
সদয় হইঞা মোরে ॥
শুন নরহরি নবীন কাণ্ডারি
অবলা জাইবে বিকে।
বেচিব গা[২] দধি প্রাণ থাকে জদি
খোয়াইলু মিছা পাকে ॥

১। তরা—তোরা, তোমরা। ২। গা—গ্যা, গিয়া। পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক

কর অবধান দেহ প্রাণদান
অবলা অবোধ জাতি।
মধ্য জলে আনি ডুবাইলা তরণী
না জানি কি হবে গতি ॥
কহে হাসি হাসি শুন ল রূপসি
আমি সে নবীন নাঞা।
জদি পার হবে নৌকা সেচ সভে
তোমরা গোপের মাঞা ॥
দধি দুগ্ধ ঘোলে সব ফেল জলে
ঘুচুক নৌকার ভার।
বস্ত্র অভরণ ফেল গোপীগণ
জদি সুখে হবে পার ॥
ঘুরিছে তরণী কাঁপিছে গোপিনী
তরাসে হালিছে গা[1]।
কান্দে গোপনারী রক্ষা কর হরি
অগাধে ডুবিল না ॥
ত্রাসে গোপীগণ ফেলিলা বসন
দধি দুগ্ধ ফেলে জলে।
হইঞা বিবসনা জতেক অঙ্গনা
বসিলা নাঞার কোলে ॥
হাসি হাসি রায়[2] নাখানি দোলায়
গোপী বোলে হরি মরি।
তবে শ্রীনিবাস করিলা আশ্বাস
বদন চুম্বন করি ॥

১। হালিছে গা—গাত্র কম্পিত হইতেছে। ২। রায়—শ্রীকৃষ্ণ।

ভয় পাঞা গুরি নাঞার কণ্ঠে ধরি
বিনয়-বচনে বোলে।
রাধা কোলে করি ঝাঁপ দিলা হরি
তপন-তনয়া-জলে ॥
পদ্ম শতদলে জেন ভাসে জলে
জতেক নাগরীগণ।
তারা-মাঝে মণি কোলে নিল ধনী
শোভা করে দুই জন ॥
বস্ত্র অভরণ জাহার জেমন
কূলের উপরে দেখে।
হইঞা সারি সারি জতেক নাগরী
পরিলা আপন সুখে ॥
দধির পসার অমনি সভার
দধি দুগ্ধ আছে ভরা।
কৃষ্ণদাসে কয় জদি মনে লয়
বিকেরে চলিল তারা ॥ * ॥

আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড।
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড ॥
হরিবংশে লিখিঞাছে[১] করিঞা বিস্তার।
এবে গোপীগণ হইলা যমুনাতে পার ॥
গোপীগণ বোলে ওহে শুন নন্দলাল।
কোথা গেল নৌকাখানি কোথা কেরআল ॥
জাইতে অপমান কৈলা বসি দানছলে।
জাইত নাশ কৈলা কৃষ্ণ যমুনার জলে ॥

১। প্রচলিত হরিবংশে নৌকাখণ্ড প্রভৃতি দেখা যায় না।

এত বিড়ম্বন তুমি কৈলা গোপিকার।
অখন চলহ বিকে কান্ধে করি ভার॥
গোপীর বচনে কৃষ্ণ কান্ধে ভার করি।
বাহু নাড়া দিঞা জত চলিলা সুন্দরী॥
বিচিত্র বাহুক[১] তাহে রঙ্গিলের শিখা।
কৃষ্ণ-কান্ধে দিঞা ভার চলিলা রাধিকা॥
বদনমণ্ডলে ঘর্ম্ম পড়ে চোয়াইঞা।
বিদরে রাধার প্রাণ বদন চাহিঞা॥
বদন মোছাএ রাই আপনার বাসে।
বদনে বসন দিঞা গোপীগণ হাসে॥
কার বিকি কার কিনি কার বেচা দধি।
আছিল মনের সাধ মিলাঅল বিধি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল ভাসাইঞা জলে।
আপন আপন ঘরে গেলা কুতূহলে॥
গোপীগণ গেলা ঘর কৃষ্ণ গেলা গোঠে।
আসিঞা কৃষ্ণের সখা মিলিলা নিকটে॥
কৃষ্ণ পাইঞা হরষিত জত ব্রজবালা।
ঘরেরে চলিলা সভে নিবারিঞা খেলা॥
সঘনে পূরিত বেণু ধেনু করে রব।
পুনরপি ধাইঞা আইল গোপী সব॥
আগাইঞা আনিল ব্রজবাসী ভাগ্যবন্ত।
ভক্ত বিনু ইহার নাহি পায় অন্ত॥
শ্রদ্ধা করি ইহা জেই শুনে একচিত্তে।
রবিসুত-দূতে তারে নারে পরশিতে॥

১। বাহুক—বাঁক। ভার-বাঁশ।

কিবা পুরুষ আর কিবা যতি সতি।
কৃষ্ণ-গুণ-গানে জার নাহিক ভকতি ॥
কুলীন সন্ন্যাসী দ্বিজ ধনিন পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-গানে জে জনা বঞ্চিত ॥
জানিয় দুষ্ট সেই সেই সে অধম।
জগতের মধ্যে পাপী নাহি তার সম ॥
হেলাএ শ্রদ্ধাএ জেবা কৃষ্ণকথা শুনে।
রাত্রি দিবা মগ্ন থাকে কৃষ্ণকথা-গুণে ॥
সে জন জিনিল ভাই এ তিন সংসার।
সংসার-ভুজঙ্গ-ভয় কি করিবে তার ॥
দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বহু ভাগ্যে পায়।
মরিঞা না মরে জেবা কৃষ্ণগুণ গায় ॥
মৃত খ্যাতি হয় তার দেহমাত্র-দোষে।
দেহ ছাড়ি কৃষ্ণভক্ত জায় স্বর্গলোকে ॥
শ্রদ্ধা করি কহে জদি কৃষ্ণকথা কেহ।
মুক্ত হইঞা স্বর্গে জায় পাইঞা দিব্য দেহ।
জেবা পড়ে জেবা শুনে দড়াইঞা চিতে।
সে জন তরিঞা গেল কহে ভাগবতে ॥
শুনিলেও পবিত্র হয় কৃষ্ণের চরিত।
অধম জনার মনে না হয় প্রতীত ॥
শুন রে ভকত জন করিঞা বিশ্বাস।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥*॥

আর এক দিন শুন অপরূপ কথা।
বিহারএ নন্দসুত দেবের দেবতা ॥

ধন্য ধন্য ব্রজবাসী যশোমতী নন্দ।
পাইঞা অখিলপতি সদাই আনন্দ॥
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ ডাকি গোপগণে।
সুরপতি পূজিব করহ আয়োজনে॥
নন্দের আজ্ঞাএ গোপ আনন্দ অন্তরে।
আরম্ভিল নৃত্য গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥
নন্দের মন্দিরে [কত] বাজিছে বাজনা।
প্রসন্ন বদনে ফিরে জত ব্রজবালা॥
কেহো নাচে কেহো গায় গোয়ালা সকল।
লগুড় ফিরাএ কেহো বাজায় মাদল॥
আইসে জায় গোপগণ হইঞা আনন্দিত।
করিল পূজার দ্রব্য কুলপুরোহিত॥
হরষিত গোপগণ নন্দের আনন্দ।
জিজ্ঞাসা করিল তারে আপনে গোবিন্দ॥
শুন শুন নন্দ পিতা বচন আমার।
আজি কেনে দেখি বড় আনন্দ সভার॥
কাহাকে পূজিবা সভে কহ মহাশএ।
তাহাকে পূজিলে মাত্র কোন কার্য্য হয়॥
নন্দ কহে পূজা করি দেব সুরপতি।
তাহাকে পূজিলে সুখে করএ বসতি॥
আছএ নিয়ম পূজা বৎসরে বৎসর।
সেই সে করএ পূজা প্রতি ঘরে ঘর॥
পূজা পাইলে সুরপতি করে বরিষণ।
তৃণ খাইঞা সুখে ফিরে জতেক গোধন॥
গোধনের সুখে জত গোপের আনন্দ।
তেঞি সুরপতি পূজা শুনহ গোবিন্দ॥

তৃণ খাঞা সুখে ধেনু যমুনার কূলে।
ইন্দ্রের প্রসাদে ফিরে কল্যাণে কুশলে॥
নন্দের বচন শুনি হাসিলা কানাঞি।
অবোধ গোআলা জাতি বুদ্ধি মাত্র নাঞি॥
সমএ বরিষে মেঘ অসময় নয়।
কি করিতে পারে ইন্দ্র হইঞা সদয়॥
পরম কারণ হরি সভার পূজিত।
করহ কর্ম্মের পূজা জে হয় উচিত॥
কর্ম্মগুণে ভাল হয় কর্ম্মগুণে মন্দ।
কর্ম্মগুণে উপভোগ মিলায় আনন্দ॥
ঈশ্বরের কাহোকেহ নাহি ভেদ ভিন্ন।
জতেক দেখহ পিতা কর্ম্মের অধীন॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হইঞা করে গতাগতি।
মায়াতে না হয় রতি ঈশ্বরের প্রতি॥
ঈশ্বর পরম শ্রেষ্ঠ সভাকার কর্ত্তা।
অতএব সভে কর ঈশ্বরের চিন্তা॥
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ মহাশয়।
কহিতে লাগিলা কিছু করিঞা বিনয়॥
নন্দ কহে উপনন্দ শুনহ বচন।
কি কহে আমার পুত্র তাহে দেহ মন॥
গোকুলে বসতি করি গোঙাইলু কাল।
না শুনি কখন হেন কহিল গোপাল॥
উপনন্দ কহে নন্দ তুমি ভাগ্যবান।
জে কহে তোমার পুত্র সেই সে প্রমাণ॥
নন্দ কহে হেন বাক্য কভু নাহি শুনি।
পালিব তোমার বাক্য জেই কহ তুমি॥

দয়া করি মোরে বুঝাইলে তত্ত্বজ্ঞান।
কাহাকে পূজিলে হবে গোপের কল্যাণ॥
কৃষ্ণ কহে সুখে জদি রাখিবে গোধন।
আমার বচনে পূজ গিরি গোবর্দ্ধন॥
সাক্ষাতে আসিঞা গিরি ভোজন করিবে।
জে বর মাগিবে সভে সেই বর পাবে॥
সন্তুষ্ট হইঞা বোলে জত গোপভাগে।
গোবর্দ্ধন পূজিতে কতেক দ্রব্য লাগে॥
কৃষ্ণ কহে গোপগণ শুন মোর বোল।
ইন্দ্র পূজার দ্রব্য লাগিবে সকল॥
গিরির উদর দেখি বড়ই ডাঙ্গর।
সদয় হইঞা দ্রব্য খাইবে বিস্তর॥
দ্রব্য দিতে ভয় না করিহ গোপগণ।
তবে সে করিবে দয়া গিরি গোবর্দ্ধন॥
পূজার বিধান গোপ শুন দিঞা মন।
মাধব-চরিত গায় যাদবনন্দন॥*॥

শুন গোপভাগে জত দ্রব্য লাগে
আনি কর পরিপূর্ণ।
আনিঞা ব্রাহ্মণ করহ রন্ধন
সুবাসিত শালি অর্ণ॥
সূপ আদি শাক আনি কর পাক
অমৃত তাহে মধু দিঞা।
মানকচু বড়া রান্ধহ লাফড়া
ছেনা কলা মিশাইঞা॥

লকুচের[১] মুণ্ড তাহে দিঞা শুণ্ঠি[২]
তেজপত্র দারুচিনি।
মরিচের ঝাল দিঞা বহু জাল
শীতল করহ আনি॥
মান চাকি চাকি ভাজিবে বার্ত্তাকি
কলা মূলা জত আছে।
শুন মোর বোল মধুর অম্বল
দধি দুগ্ধ আদি পাছে॥
রাঁধ বহু ক্ষীর জাতে তুষ্ট গিরি
এলাচি কর্পূর দিঞা।
খোয়া দুগ্ধ করি রাখ সারি সারি
চিনি কলা মিশাইঞা॥
কৃষ্ণের বচন শুনি গোপগণ
রন্ধন করিল কত।
ক্ষীরাদি শর্করা লাড়ু মনোহরা
হরি অভিমত জত॥
শকটে করিঞা হরষিত হইঞা
জতেক গোপের বালা।
কেহো ভারে ভারে গিরির উপরে
আনি রাখে চিনি কলা॥
নানা বাদ্য বাজে কেহো কেহো নাচে
কেহো কেহো গায় গীত।
আপনে গোবিন্দ দেখিঞা আনন্দ
পূজা করে পুরোহিত॥

১। লকুচ—ডাহুয়া। মুণ্ড—তাহার ফল। ২। শুঁট। শুণ্ঠি।

একরূপে হরি মূর্ত্তিভেদ করি
ভোজন করএ সুখে।
আসি জদুরায় মিষ্ট দ্রব্য খায়
ডাড়াইঞা গোপ দেখে॥
গোপ-মাঝে থাকি কহে ডাকি ডাকি
সভে বড় ভাগ্যবান্।
গোপে কৃপা পূর্ণ আসি খাএ অর্ণ(ন্ন)
গিরি হইঞা মূর্ত্তিমান্॥
নন্দ উপনন্দ দেখিঞা আনন্দ
স্তব করে জুড়ি কর।
গোপগণ বোলে কল্যাণে কুশলে
রাখ এবে গিরিবর॥
ইন্দ্র আরাধন ছাড়িঞা অখন
শরণ লইলু তোর।
বৎসরে বৎসরে পূজিব তোমারে
শুন শুন গিরিবর॥
শুনি গিরিরূপে ডাকি কহে গোপে
সভে জায় নিজ ঘরে।
চিন্তা না করিবে কুশলে থাকিবে
আমি দিল এহি বর॥
পূজা সাঙ্গ করি গেলা ঘরাঘরি
গোপ হরষিত মতি।
ইন্দ্রের পূজন করিলা হেলন
শুনি রোষে সুরপতি॥

মানুষ হইঞা দেবতা লঙ্ঘিয়া
পূজে গোবর্দ্ধন গিরি।
গোয়ালা সকলে নিব রসাতলে
তবে ইন্দ্র নাম ধরি॥
রাখালের বোলে মোর পূজা হেলে
করিঞা অল্প জ্ঞান।
তার প্রতিকার করিব সংঘার
গোপের বধিব প্রাণ॥
কোপে পুরন্দর কম্পিত অধর
ঘন ঘন বহে শ্বাস।
এত অহংকার না করিহ আর
কহএ কৃষ্ণদাস॥*॥

কাল্যা মেঘে কৈল অন্ধকার।
কানাই বেড়িয়া কান্দে জতেক রাখাল॥

তবে ইন্দ্র সুরপতি কুপিত অন্তরে।
সাজিতে করিল আজ্ঞা জত সহচরে॥
সহিতে না পারে তাপ সহস্রলোচন।
খসাইঞা দিল উনপঞ্চাশ পবন॥
রাখালের বোলে গোপ আমারে লঙ্ঘিল।
চারি মেঘ বলি ইন্দ্র সঘনে হাঁকিল॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত মেঘ দ্রোণার[১] পুষ্কর।
সাজিঞা আইল তারা পরিঞা অম্বর॥

১। এখানে সন্ধি হইয়াছে। দ্রোণ+আর=দ্রোণার

ইন্দ্র কহে মেঘগণ কর অবধান।
গোকুলে গোয়ালা কৈল এত অপমান ॥
রাখালের বোলে জত গোআলা বর্ব্বর।
লঙ্ঘিয়া আমার পূজা পূজে গিরিবর ॥
জেমন আমার পূজা করিলা হিলন।
না রাখিব গোপ প্রাণিমাত্র একজন ॥
মুষলের ধারে জাঞা কর বরিষণ।
না রহে গোকুলে জেন প্রাণী একজন ॥
পবনে ডাকিঞা কহে দেব সুরপতি।
গোকুল নগরে সভে জাও শীঘ্রগতি ॥
আপন শকতি করি বাও গিঞা ঝড়।
না রহে গোকুলে জেন এ গাছ পাথর ॥
পশ্চাতে আসিএ আমি ঐরাবতপৃষ্ঠে।
কেহো নাহি রহে জেন তো সভার দিষ্টে ॥
বিদায় করিলা মেঘ এতেক বলিঞা।
আইলা গগন-পথে ধূলা উড়াইঞা ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করিঞা মেঘমালা।
শুনিঞা মেঘের ডাক চমকিত গোআলা ॥
লঙ্ঘিল ইন্দ্রের পূজা ছায়ালের বোলে।
না জানি গোপের আজি কি আছে কপালে ॥
মেঘ দেখি গোপ গোপীর লাগিল চমৎকার।
দিবসে হইল আজি ঘোর অন্ধকার ॥
কোলের মানুষ কেহো দেখিতে না পায়।
তরাসে গোয়ালা জত করে হায় হায় ॥
জেখানে গোলোকপতি করে গোচারণ।
ব্যস্ত হইঞা গোপ গোপী করিলা গমন ॥

ভয় পাইঞা গোপ গোপী কানাঞিরে বেড়িঞা।
কান্দএ আভীরসুত বদন চাহিঞা॥
উপনন্দ বোলে বাপু শুন রে কানাঞি।
রুষিঞাছেন সুরপতি আর রক্ষা নাই॥
তোমার বচনে পূজিল গিরিবর।
সেই হেতু রুষিঞাছে দেব পুরন্দর॥
এতেক শুনিঞা কহে দেবের দেবতা।
না করিহ ভয় কেহো শুন মোর কথা॥
সভারে রাখিবে গিরি নিবেদিল পিতা।
ঝড় বৃষ্টি করি কেহো না করিহ চিন্তা॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র আইলা পশ্চাতে।
গোকুল উপরে করে ঘন বজ্রাঘাতে॥
মুষলের ধারে করে ঘন বরিষণ।
প্রচণ্ড প্রতাপে ঝড় বাহিছে পবন॥
ইন্দ্রের চরিত্র দেখি ইঙ্গিতে তখন।
উপাড়িলা গিরিবর চল্লিশ যোজন॥
গিরি উপাড়িঞা কৃষ্ণ ধরিলা উপরে।
কমল ছিড়িঞা জেন নিল করিবরে॥
বামকর-কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তাহে দিঞা।
গোকুল রাখিল কৃষ্ণ গিরিকে ধরিঞা॥
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিঞা ধরে গোবর্দ্ধন।
দেখিঞা আনন্দে নাচে জত গোপগণ॥
পর্ব্বতের তলে আর জতেক গোয়াল।
কৃষ্ণের প্রসাদে ফিরে চরাইঞা পাল॥
গিরিকে পূজিল ইন্দ্রে করিঞা লঙ্ঘন।
রাখিল গোয়ালাগণে গিরি গোবর্দ্ধন॥

দেখি নন্দ যশোমতী কান্দিয়া বিহ্বল
যাদবনন্দন গায় শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥*॥

ধৈর ধৈর রাম ধৈর রে ॥

সাত বৎসরের হরি। একালা ধৈরাছে গিরি ॥
ঐ মনে ভয় আছে। গিরি ভাঙ্গিয়া পড়ে পাছে ॥
তোমরা বাছার সখা। সিঙ্গা বেণু দে রে ঠেকা ॥

মেঘের শবদ শুনি জত গোপ গোপী।
তরাসে কাঁপএ অঙ্গ কান্দে পুনরপি ॥
জখন ইন্দ্রের পূজা কানাইঞা ভাঙ্গিল।
তখনি জানিল এবে গোকুল মজিল ॥
রাণী কহে শুন শুন জত গোপভাগে।
দড় করি ধর গিরি মোর দিব্য লাগে ॥
সাত পাঁচ নাই মোর একলা কানাঞি।
মা বলিতে ত্রিজগতে আর কেহো নাই ॥
সভার পরাণ কৃষ্ণ নঞানের তারা।
আঁখিহীন হইলে জেন জিয়ন্তেই মরা ॥
দুধের ছায়াল কৃষ্ণ একা গিরি ধরে।
ভাঙ্গিঞা পড়এ পাছে বাছার উপরে ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি প্রিয় জত সখা।
সিঙ্গা বেণু একত্র করিঞা দেয় ঠেকা ॥
আমার কপালে দুস্খ না জানি কি আছে।
গোকুল আকুল মাত্র হয় জানি পাছে ॥
অভরণ বসন জাহাকে লাগে ভারি।
দেখ রে গোয়ালা একা ধরিঞাছে গিরি ॥

বুদ্ধিমন্ত অতিশয় অগ্রজ বলাই ।
তোমা বিনু বাছার দোসর কেহো নাই ॥
আমার বচন কেহো না করিহ আন ।
সকলে ধরহ গিরি হইঞা সাবধান ॥
মিনতি করিএ রাম বলিএ সভারে ।
জেন নাহি পড়ে গিরি সভার উপরে ॥
ভয় না করিহ কিছু আপন মরণ ।
সভার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ গোপেন্দ্রনন্দন ॥
এতেক শুনিঞা কিছু কহে চক্রপাণি ।
চিন্তা না করিয় মাতা শুন মোর বাণী ॥
না পড়িবে গিরিবর না করিয় ভয় ।
কি করিবে সুরপতি তুমি জারে সহায় ॥
তোমার পুণ্যের ফলে বসতি গোকুলে ।
না মরিবে গোপ গোপী থাকিবে কুশলে ॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ প্রবোধে সভাকে ।
হুড় হুড় দুড় দুড় করি মেঘমালা ডাকে ॥
ঐরাবত-পৃষ্ঠে চড়ি সহস্রলোচন ।
চারি মেঘ লইঞা ইন্দ্র করে বরিষণ ॥
বরিষণ করে সাত রাত্রি সাত দিন ।
নারিল করিতে এক কেশের বিঘিন ॥
অনেক প্রতাপ আসি কৈল ইন্দ্ররাজ ।
দেখিঞা শুনিঞা মনে পাইল বড় লাজ ॥
নিবারিঞা মেঘ ঊনপঞ্চাশ পবন ।
লজ্জাএ চলিলা ঘর সহস্রলোচন ॥
ঘুচিল দারুণ মেঘ রবির কিরণ ।
প্রকাশিত চারি দিক্ দেখি গোপগণ ॥

কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় করে এহি ধ্বনি।
পূর্ব্ব দিগে উদয় করিল দিনমণি॥
বাহির হইল গোপ ধেনু বৎস জত।
যশোদা নন্দের সুখ কে কহিবে কত॥
সভার আনন্দ দেখি ঠাকুর আপনে।
রাখিল জেমন গিরি আছিল জেখানে॥
বাম পদ আরোপিঞা দিল এক চাপ।
জেমন আছিল গিরি লাগে কাপে কাপ॥
গোপ গোপী আনন্দিত হইলা বাহির।
পাইল জেমন জার আছিল মন্দির॥
দেখিঞা শুনিঞা বিস্ময় হইল সভার।
মনুষ্য না হয় এহি নন্দের কুমার॥
চল্লিশ যোজন গিরি মাথাএ তুলিল।
গোপ গোপী ধেনু বৎস সভাকে রাখিল॥
উপনন্দ কহে নন্দ শুন মোর বাণী।
পুরুষরতন কৃষ্ণ এহি অনুমানি॥
কত পুণ্য করিছিলা যুগ যুগান্তরে।
কৃষ্ণ হেন পুত্র তেঞি পাইলা সাদরে॥
কোন্ দেব আরাধনা কৈর্য্যাছিলা নন্দ।
সেই পুণ্যে পুত্রধন পাইয়াছ গোবিন্দ॥
আমরাহ ভাগ্যবান্ জতেক গোয়াল।
বন্ধু বলি স্নেহমাত্র করএ গোপাল॥
সভা হইতে নন্দরাণী বড় ভাগ্যবান।
আপনে গোবিন্দ জার স্তন কৈলা পান॥
কৃষ্ণের বদন হেরি গোপ আনন্দিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥*॥

অমরা নগরে ইন্দ্র করে অনুমান।
মানুষ না হয় এহি নন্দের সন্তান ॥
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত জেই বাম করে ধরে।
তাহাকে মনুষ্য জ্ঞান কোন জনা করে ॥
সপ্ত দিন সপ্ত রাত্রি কৈল বরিষণ।
না লঙ্ঘিল এক কেশ মাত্র গোয়ালা গোধন ॥
মানুষ হইঞা করে দেবের হেলন।
মানুষ না হয় এহি গোপেন্দ্রনন্দন ॥
তাহার সহিত আমি করিল বিবাদ।
শিষ্য হইঞা গুরুস্থানে কৈল অপরাধ ॥
আমার উপরে কৃষ্ণ করিঞাছে রোষ।
কেমনে খণ্ডিবে মোর এহি গুরু দোষ ॥
অপরাধ লাগি মোর ডরে কাপে হিয়া।
কেমনে তুষিব তারে কোন্ ধন দিঞা ॥
জার ভুরুভঙ্গে হয় সৃজন পালন।
এ কন বিচিত্র হয় দেবের হেলন ॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত হয় জার লোমকূপে।
সে পহু বিহরে আসি ব্রজে গোপরূপে ॥
সুরপতি বলি আমি করি অহঙ্কার।
কত সুরপতি আছে চরণে তাহার ॥
মদ অভিমান করি কে পারে জানিতে।
কপটে বিহরে কৃষ্ণ গোয়ালা সহিতে ॥
নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি।
কৃষ্ণ দরশনে জাব বৃন্দাবনভূমি ॥
সাক্ষাতে দেখিব কৃষ্ণ আপন নঞানে।
অপরাধ খণ্ডাইব তাহার চরণে ॥

কৃতার্থ হইব আমি দেখি শ্যামতনু ।
এত বলি সঙ্গে করি লইল কামধেনু ॥
জেখানে গোলোকপতি করে গোচারণ ।
সেখানে আইল ত্বরা সহস্রলোচন ॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি করএ স্তবন ।
শুনিঞা [না] শুনে কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ॥
সুরপতি কহে মোরে হইঞা প্রসন্ন ।
ভালই করিলা কৃষ্ণ মোর দর্প চূর্ণ ॥
পুনু পুনু করে স্তব হইঞা প্রণিপাত ।
বারেক করুণা কর ত্রিজগতের নাথ ॥

স্তব ॥

নমো দেব সনাতন দর্পচুর ।
জগতকারণ তারণ পাপহর ॥
দলিতাঞ্জন নীল কমলদল ।
তাহে চন্দন চান্দ জিনি কপোল ॥
নব গোপকুমারি-নিচোলহর ।
হরি গোকুলরক্ষণ গিরিধর ॥
তাহে পীত পহিরণ কটিদেশ ।
কুরু মুনিমোহন ধর বেশ ॥
নাসা খগপতি তথি মতি দোল ।
মকরাকৃত কুণ্ডল গণ্ডহি লোল ॥
বনমালা বিরাজিত রতনহার ।
জিনি সরোরুহ বদনমণ্ডল ॥
ভজ নন্দকি নন্দন দেবসুত ।
জগ মোহিত মহিমা অদভুত ॥

কত দেবতা-দুর্ল্লভ পদযুগ।
পদ ধ্যান করে কত মুনিগণ॥
তব করুণা কারণ তারণ কর।
ভয়ভঞ্জনকারণ নাম ধর॥
গোপবালক সঙ্গে যমুনাতট।
প্রভু শীতল পবন বংশীবট॥
এহি জগতমোহন বংশীধর।
শুনি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোহর॥
পদে দেব পুরন্দর স্তব কিয়।
কৃষ্ণদাস-বিরচিত অভিষেক॥

শচীপতি প্রণতি করিল বহুতর।
না চাহে ইন্দ্রের পানে খেলাএ বিভোর॥
ধরিল উপরে মণিছত্র পরতেক।
সুরভির দুগ্ধে কৃষ্ণেক কৈল অভিষেক॥
সেই দিন হইতে পূর্ণ লক্ষ্মী কৈল দৃষ্টি।
বৃন্দাবনে কামধেনু-দুগ্ধে কৈল বৃষ্টি॥
দুগ্ধ-সুধা-সিঞ্চিত হইঞা তরুকুল।
বৃন্দাবনে বার মাস ধরে ফল ফুল॥
বৃক্ষমূলে শোভা করে রজত কাঞ্চন।
বিহারের স্থান মাত্র দেখি বৃন্দাবন॥
শচীপতি ইন্দ্র আসি কৃষ্ণ করে পূজা।
সেই দিন হইতে কৃষ্ণ ব্রজে হইলা রাজা॥
বস্ত্র অভরণ আর জত ইতি হয়।
বৃন্দা স্থানে সমর্পণ করিঞা বিনয়॥

জখন করিবে ইৎসা অনাদি পুরুষ।
সেই দ্রব্য দিঞা তুমি করিবে সন্তোষ॥
এত বলি প্রণাম করিঞা পুরন্দর।
বিদায় হইঞা গেলা অমরানগর॥
এথা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে কুতূহলে।
বংশীবট-তলে কভু যমুনার কূলে॥
এহিমত লীলা করে জগতঈশ্বর।
সেই হইতে নাম কৃষ্ণ ধরে গিরিধর॥
কৃষ্ণের চরিত্র আর জত ইতি হয়।
অনন্ত বর্ণিতে নারে কার সাধ্য নয়॥
কিন্তু কিছু কহি মাত্র দিগ্‌দরশন।
না বুঝে পাষণ্ড লোক বুঝে ভক্তগণ॥
শ্রদ্ধা করি জেই ইহা করএ শ্রবণ।
আপদ শংকট তার না থাকে কখন॥
গোবর্দ্ধন ধরি জেন গোপ কৈলা রক্ষা।
তেমতি রাখেন তারে না করি উপেক্ষা॥
ব্যাসসুত শুকদেব রাজা পরিক্ষিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥ * ॥

আর এক কথা শুন ভক্ত উত্তম।
আছিল দানবসুত নাম তার ব্যোম॥
ময় দানবের পুত্র ব্যোম নাম ধরে।
কৌতুকে ভ্রমণ করে বনের ভিতরে॥
শিশু সঙ্গে জডুবীর খেলাএ বিভোর।
মায়াতে করিল চুরি পাপ নিশাচর॥

লুকাইঞা রাখে লইঞা পর্ব্বতের ঝোরে।
না দেখিঞা শিশুগণ চিন্তিত অন্তরে॥
না দেখিঞা শিশুগণ উকটিয়া ফিরে।
কভু ভাণ্ডিতলে জায় কভু যমুনার তীরে॥
বলরামে জিজ্ঞাসা করিল নবঘনশ্যাম।
এহিখানে ছিল সখা শ্রীদাম সুদাম॥
দুই দিগে দুই ভাই করএ ভ্রমণ।
কপট-বালক কৃষ্ণ করএ রোদন॥
উকটিঞা ফিরে সে শ্রীদাম আদি সখা।
হেনকালে ব্যোম সঙ্গে পথে হইল দেখা॥
হরি দেখিয়া ব্যোম চিন্তিল উপায়।
মোহিত করিতে চায় দানব-মায়ায়॥
কিঞ্চিত মায়াতে জার মোহিত সংসারে।
দানব-মায়াতে তার কি করিতে পারে॥
হরি ধরিবারে ত্বরাএ আইল অসুর।
লম্ফ দিঞা তার চুলে ধরিলা ঠাকুর॥
পড়িল দানব ভূমে কেশ আকর্ষণে।
ছাড়িল পরান দৈত্য প্রভুর চাপনে॥
উদ্ধারিল শিশুগণ ব্যোমকে মারিঞা।
ঘুচিল দানবী মায়া কৃষ্ণকে দেখিঞা॥
ঝোরে হইতে উঠিঞা জতেক শিশুগণ।
সম্ভ্রমে আসিঞা বন্দে রামের চরণ॥
সভা সনে আলিঙ্গন কৈলা কুতূহলে।
ধেনু লইঞা উত্তরিলা যমুনার কূলে॥
বাথাইল ধেনু বৎস গ্রামের নিকটে।
জলকেলি করে কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে॥

তথাই করএ স্নান ব্রজবধূ মিলি।
বালক সহিতে কৃষ্ণ করে জলকেলি॥
কেহো বাহুস্ফুট করি ঝাঁপ দিঞা পড়ে।
হাততালি দিঞা কেহো যমুনা সাতরে॥
কেহো জল ফেলাইঞা দেয় কার অঙ্গে।
ডুবকি ডুবকি ফিরে রসের তরঙ্গে॥
গোপী টানিঞা নিঞা কেহো ফেলে জলে।
হাগড়ার বিচি কেহো দেয় কারু চুলে॥
ডুব দিঞা ধরে কেহো যুবতীর পায়।
তরাস পাইঞা কেহো উঠিঞা পলায়॥
উপরে উঠিয়া বোলে জতেক গোপিনি।
অন্তরে আনন্দ বড় কহে কটুবাণী॥
শুনহ কানাই তোর এত গৌরব কেনে।
ধামালি করিঞা বোল যুবতীর সনে॥
ব্রজপতিসুত বলি অভিমান কর।
ডুব দিয়া যুবতীর পদে আসি ধর॥
নাগর হইয়া তুমি হেন কর কাজ।
চরণ পরশ করি নাহি বাস লাজ॥
পরিধান পীত ধটি গলে গুঞ্জাহার।
তাহাতে গৌরব বড় হইঞাছে তোমার॥
পরিয়া বনের ফুল এতেক বড়াই।
তোমার সমান বুঝি রূপ কারু নাই॥
মেঘের বরণ অঙ্গ তাহে গৌরব এত।
সোনার বরণ হইলে আর হইত কত॥
হাসিঞা কহেন শুন গোআলার ঝি।
আমি জদি কাল [তাহে] তোমার জায় কি॥

গুণ জদি নাহি তার রূপে কিবা করে।
স্বর্ণবর্ণ শোণ ফুল কেহো নাহি পরে॥
কতেক আছএ রূপ কেতকির ফুলে।
সাধ করি দেবতা গন্ধর্ব্ব পরে চুলে॥
গোপীগণ বোলে গুণ কি আছে তোমার।
সে কেনে করিবে চুরি গুণ থাকে জার॥
গোপিকা জানএ মাত্র গুণ জত আছে।
তেঞি উদূখল দিঞা বান্ধ্যাছিল গাছে॥
এতেক বচন জদি গোপীগণ বোলে।
বাহিরে লজ্জিত কৃষ্ণ হরিষ অন্তরে॥
গোপীর ভৎসনে লজ্জা পাইল ঠাকুর।
হেন কালে আচম্বিতে দেখে শঙ্খচূড়॥
হিংসিতে আইল দুষ্ট মেষরূপ ধরি[১]।
চলিঞা তাহার পাছে জান কোপ করি॥
দেখিতে দেখিতে হইল বিকৃতি আকার।
অসুর দেখিয়া ভয় হইল সভাকার॥
পলাইঞা জায় দুষ্ট হরি সে পশ্চাত।
কোপ করি শঙ্খচূড়ে করে করাঘাত॥
ছিড়িল তাহার মুণ্ড হরি করাঘাতে।
পর্ব্বতের প্রায় হইঞা পড়িল ভূমিতে॥
ভূমিতে পড়িল জেন প্রকাণ্ড শরীর।
উভ ধারে কণ্ঠ হইতে পড়িছে রুধির॥
আকাশে থাকিঞা দেখে জত দেবগণ।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥

১। মূল ভাগবতে শঙ্খচূড় কুবেরের অনুচর বলিয়া কথিত হইয়াছে।—১০।৩৪। ইহার মেষরূপ ধারণের কথা মূলে নাই।

দেখিঞা পাইল ভয় জত গোপী মিলি।
নাচএ বালকগণ দিয়া করতালি ॥
ডাকিয়া কহিল শিশুগণ জত গোপে।
আমা সভাক বধিতে আইল মেঘরূপে ॥
তাহাকে দেখিঞা কোপ করিলা ঠাকুর।
অবিলম্বে করাঘাতে বধিলা অসুর ॥
শিশুর বচন শুনি গোয়ালা সকলে।
বদন চুম্বন করি কৃষ্ণ নিল কোলে ॥
কোলে করি ঘরে নিঞা করিলা গমন।
রাম কৃষ্ণে করাইলা মিষ্টার্ণ ভোজন ॥
শুনি নন্দ যশোদার মনে আনন্দিত।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

কৃষ্ণের চরিত শুনি পরিক্ষিত
ভাসিল আনন্দ সুখে।
হরি-গুণ জত হইঞাছে নির্গত
সুধা-সিন্ধু তুয়া মুখে ॥
কহ কহ মুনি কৃষ্ণ-কথা শুনি
এহি নিবেদিএ তোরে।
তুয়া মুখোদিত অমিয়া-সিঞ্চিত
ঐছন লাগএ মোরে ॥
গোপ গোপীগণে আসি বৃন্দাবনে
জনম লভিল সেহ।
কোন পুণ্যবলে আসিঞা গোকুলে
ধরিল স্থাবর দেহ ॥

সভে দেখি ধন্য কৈল কত পুণ্য
ছাড়ি দারা সুত মোহ।
ব্রজবাসী জত পুণ্য কৈল কত
বিবরিঞা মোরে কহ॥
এত বাণী শুনি কহে মহামুনি
শুন শুন রাজন্ তুমি।
জতেক মহিমা দিতে নারি সীমা
তাহা কি কহব আমি॥
পুণ্য রাশি রাশি কৈল ব্রজবাসী
না জানি করিল কত।
সেই পুণ্যফলে জনমি গোকুলে
পাইল মনের মত॥
কোন যুগান্তরে লতা তরুবরে
তপ কৈল উপবাসী।
স্থাবর জঙ্গম লইল জনম
বৃন্দাবন মাঝে আসি॥
বৃন্দাবন ধাম তার শুন নাম
দ্বাদশ বনের কথা।
তাল ভাণ্ডি বন খদির-কানন
কাম্য নিধুবন তথা॥
মধু সে সুষম কোকিল পঞ্চম
নিরবধি গায় গীত।
কদম্ব-সমীরে নিকুঞ্জ-কুটীরে
ষড় ঋতু প্রকাশিত॥

বহুল বিপিনে যমুনা-পুলিনে
বিহার করএ হরি।
জগতের নাথ বালকের সাথ
খেলায় গোপ-বেশ ধরি॥
বড় ভাগ্যবন্তী নন্দ যশোমন্তী
উপনন্দ আদি গোপে।
জার স্তন পান করে ভগবান্
আপনে বালকরূপে॥
স্বর্গের সুরভি রূপ ধরে গাভী
আসিঞা গোকুলপুরে।
বৃন্দাবনে জত পূরে অভিমত
হরি মনে জত করে॥
সভা হইতে ভাগ্য ব্রজবধূ যোগ্য
তুলনা নাহিক জার।
প্রেমের আলয় গোপীগণ হয়
ভাবিঞা করিনু সার॥
শুনহ রাজন ইহার কারণ
কৃষ্ণ বিনে নাহি কেহো।
দূর কর শোক চিন্ত পরলোক
পাইঞা দুর্লভ দেহ॥
সেই জন ধন্য কৃষ্ণ বিনে অন্য
বাসনা ছাড়এ জে।
রবিসুত তারে কি করিতে পারে
জিনিঞা চলিল সে॥

মায়ার সংসার অলঙ্ঘ্য পাথার
রবিসুত বসি কোরে।
নাম ভেলা করি সেই জাবে তরি
নিশ্চয় কহিল তোরে॥
কৃষ্ণের ভকতি অচিন্ত্য শকতি
জে জন পাইল সন্ধি।
ব্রজ অনুসার হইঞাছে জাহার
সেই কৃষ্ণ কৈল বন্দী॥
শুন মহারাজ লাগে বড় লাজ
কহিতে বাসএ ভয়।
করি অনুভব দেবতা-দুর্ল্লভ
হরি বড় দয়াময়॥
নানা বেশ ধরি বধিবারে হরি
মায়াতে আসিঞাছিল।
হইঞা কৃপাবান্ দেব ভগবান্
নির্ব্বাণ মুকতি দিল॥
দুষ্টমতি জত পাইল উচ্চ পদ
ব্রজবাসী তাহে জিনি।
ব্রজবাসি-সখ্য নাহি তার যোগ্য
বুঝিঞা হইলা ঋণী॥
দেবের দেবতা ভাবিঞা সমতা
কেবা জানে ত্রিজগতে।
লজ্জাএ আপনি হইলা তার ঋণী
ইহা কহে ভাগবতে॥

অভিমন্যু-সুত শুন অদভুত
কৃষ্ণের মহিমা জত ।
কে আছে জগতে সমর্থ বর্ণিতে
কে জানে মহিমা কত ॥
শুন মহামতি কৃষ্ণের ভকতি
জে বা ভাসে রস-রঙ্গে ।
চৌতুর জে হয় কৃষ্ণকথা কয়
রসিক জনের সঙ্গে ॥
সেহি ভাগ্যবান করে গুণ গান
তাহার তুলনা অন্য ।
নরের উত্তম সেই মহাজন
তাহার জনম ধন্য ॥
জেই জন ইহা শুনে মন দিএঞা
মজাইএঞা আপন চিত ।
কহে কৃষ্ণদাস চরণের আশ
মাধব-চরিত-[গীত] ॥ * ॥

রাজা কহে কহ কহ কহ মহামুনি ।
তবে কি করিলা কৃষ্ণ কহ দেখি শুনি ॥
তোমার বদনে স্ফুরে সুধা রাশি রাশি ।
সাদরে করিএ পান হেন মনে বাসি ॥
মুনি বোলে শুন অভিমন্যুর তনয় ।
শুনিতে কৃষ্ণের কথা বড় সুখ হয় ॥
ব্রজবধূগণ তারা রসের তরঙ্গে ।
জল ভরিবারে জায় সখিগণ সঙ্গে ॥

সারি সারি হইঞা জায় যমুনার জলে।
তথাই আছেন কৃষ্ণ কদম্বের তলে॥
জগন্ত-মোহন রূপ নবজলধরে।
পড়িল গোপীর দৃষ্টি তাহার উপরে॥
ও চান্দ-বদন হেরি পুলকিত গায়।
লোমাঞ্চ হইল গোপী নাহি চলে পাএ॥
অবশ হইল অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ভরিল কলস গোপীর নঞানের জলে॥
ত্রিভঙ্গ হইঞা কৃষ্ণ বাজায় মুরলি।
চাহিয়া রহিল গোপী চিত্রের পুথলি॥
নিমিখ তেজিয়া রহে জত ব্রজবালা।
মেঘের উপরে চান্দ বিজ্জুরির মালা॥
রমণী-বাঞ্ছিত তনু মোহনিঞা রূপ।
মন্মথ-মন্মথ তাহে জেন রসকূপ॥
ললিত গলিত তনু অমিঞা-সিঞ্চিত।
বঙ্কিম অধরে গায় সুমধুর গীত॥
শ্রবণে শুনিল গোপী মুরলির গান।
সাপিনি দংশিল জেন হরিল পরাণ॥
অনেক যতনে গোপী পাইল সম্বিত।
জল লইঞা ঘরে সভে আইলা ত্বরিত॥
সেই রূপ গুণ গোপী করে অনুমান।
সুধা তনু ঘরে আইল নাহি আইল প্রাণ॥
গৃহ কর্ম্ম কাজে কারু মন নাহি লাগে।
সদাই থাকএ গোপী কৃষ্ণ অনুরাগে॥
দিবানিশি নাহি জানে জত গোপীগণ।
কৃষ্ণপদে তনু মন কৈল সমর্পণ॥

বুঝিলা গোপীর মন নন্দের নন্দনে।
করিব বিনোদ রাস এহি বৃন্দাবনে॥
অন্তরযামিনি কৃষ্ণ বুঝি অভিপ্রায়।
লইঞা করিব রাস গোপিনী সভায়॥
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ বদন নিহালে।
মিলিয়া করিব রাস শরতের কালে॥
হইল লক্ষ্মীর দৃষ্টি বৃন্দাবনময়।
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত কৃষ্ণের ইৎসাএ॥
পূর্ণমাসী ভগবতী প্রকাশ করিল আসি।
বীরা আর বৃন্দা নামে আছে তার দাসী॥
বীরা ব্রজে থাকে বৃন্দা থাকে বৃন্দাবনে।
পূরএ কৃষ্ণের ইৎসা এহি তিন জনে॥
কৃষ্ণ সঙ্গে জত লীলা করে ব্রজাঙ্গনা।
নিশ্চয় জানিয় এহি তিনের ঘটনা॥
নিত্য-লীলা প্রকাশিত জত ইতি হয়।
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন চিদানন্দময়॥
ষড়্ ঋতু মুর্ত্তিমন্ত শোভে বৃন্দাবনে।
বৃক্ষমূল বান্ধা তাহে রজত কাঞ্চনে॥
নানা বর্ণে পক্ষগণ নানা শব্দ করে।
মধ্যে মধ্যে নিকুঞ্জ-মন্দির শোভা করে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভে মনোহর।
কুণ্ডতীরে বৃক্ষগণ দেখিতে সুন্দর॥
বার মাস বৃন্দাবনে ধরে ফুল ফল।
শরতের নিশি তাহে করে ঝলমল॥
তরু লতা শোভা করে যমুনার কূলে।
লম্বিত তরুর ডাল ফল আর ফুলে॥

মল্লিকা মালতী যূথী টগর চম্পক।
স্থানে স্থানে শোভা করে অশোক কিংশুক ॥
প্রতি ফুলে গুঞ্জ গুঞ্জ ডাকএ ভ্রমর।
পিয় পিয় শব্দ করে আনন্দে চকোর ॥
বৃন্দাবনে সুখোদিত দেবতা-তুর্ল্লভ।
দশ দিক্ আমোদিত পুষ্পের সৌরভ ॥
কপোত ফুৎকার করে রসের তরঙ্গে।
মোউর করএ নৃত্য মোউরিণি সঙ্গে ॥
আপনার সুখে নাচে জত বনচারী।
বৃক্ষডালে বসি গান করে শুক শারি ॥
শারি শুক গান করে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
কুরঙ্গিণী সঙ্গে করি নাচএ কুরঙ্গ ॥
মদনে আবেশ তনু মাতিঞা কোকিলে।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায় বসি বৃক্ষডালে ॥
বিচিত্র বনের শোভা দেখি মন হরে।
মুগ্ধ কন্দর্প জেন কোকিলের স্বরে ॥
পাইঞা জলদ-শব্দ সুবর্ণ-মণ্ডূক।
কুবাক কুবাক শব্দ করিছে ডাহুক ॥
বরষা হইল অন্ত শরতের কাল।
জলপদ্ম স্থলপদ্ম ভাসিল মৃণাল ॥
ফলুকাক্ষ মলুকাক্ষ হংস করে কেলি।
মধুলোভে পুষ্পডালে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ॥
শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণ পীতবর্ণ ফুলে।
গন্ধে আমোদিত শোভা করে তুই কূলে ॥

১। হংসের নাম। ছান্দোগ্যের "ভল্লাক্ষ" নামক হংস তুলনীয়।

পুলিন-বনের শোভা কি কহিব আর।
দেখিঞা সভার মনে লাগে চমৎকার ॥
কেহো বোলে মনে মনে করি অনুমান।
বুঝি কোন দেব আসি কৈল অধিষ্ঠান ॥
দেখিঞা বনের শোভা অতি বড় রঙ্গ।
ভ্রমরা করএ নৃত্য ভ্রমরিণী সঙ্গ ॥
প্রফুল্লিত তরুগণ-পুষ্প আর লতা।
অবধান কৈল কোন দেবের দেবতা ॥
এত অনুমান করে জত গোপগণ।
দেবের দেবতা এহি নন্দের নন্দন ॥
কৃষ্ণের সন্তোষ লাগি শোভা বৃন্দাবনে।
বনজন্তু আনন্দিত ইহার কারণে ॥
অচিন্ত্য-শকতি কৃষ্ণ সভাকার প্রাণ।
জে হোউক সে হোউক মোর কৃষ্ণের কল্যাণ ॥
সদাই আনন্দময় জত ব্রজবাসী।
কৃষ্ণ-সুখে শ্রম নাহি জানে দিবা নিশি ॥
চঞ্চল সভার মতি ব্রজের রমণী।
আপনা পাসরে শুনি মুরলীর ধ্বনি ॥
গৃহ-কর্ম্ম নিজ ধর্ম্ম দূরে তেঞাগিঞা।
কৃষ্ণগুণ গান করে বিরলে বসিঞা ॥
কেমনে পাইব সভে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ইহা বিনে গোপিকার অন্য নাহি মন ॥
খাইতে শুইতে মাত্র কৃষ্ণ পড়ে মনে।
নিরবধি দেখে রূপ শঞন স্বপনে ॥
কৃষ্ণের বাঁশীর ধ্বনি শুনিঞা শ্রবণে।
মুরছিত পড়ে গোপী হরিঞা চেতনে ॥

বংশীবট তটে কেহো যমুনার জলে।
চান্দ-মুখ নিরখএ কেহো কোন ছলে॥
গোবিন্দ গোধন লঞা গোঠে জায় জবে।
আপ্ত পর ভেদ নাহি চিন্তা করে সভে॥
ধেনু লঞা ঘরে আইসে বিনোদ নাগর।
দেখিঞা আনন্দ বড় সভার অন্তর॥
মত্ত সিংহ জিনি গতি বালকের মাঝে।
কমল মল্লিকা ইন্দ্রনীলমণি সাজে॥
ভক্তগণ আনন্দিত শুন পূর্ণরাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥*॥

কার্ত্তিকে শারদ নিশি তাহে অতি পূর্ণমাসী
ষোল কলা উদিত গগনে।
পূর্ণমাসী ভগবতী প্রকাশ করিল তথি
বিহার করএ বৃন্দাবনে॥

দেখি বৃন্দাবন-শোভা জগজন-মনোলোভা
মনোহর মুরতি জাহার।
রাশি রাশি তরুবর নিকুঞ্জ-কুটীর ঘর
ফল ফুল শোভএ অপার॥

আছে বৃক্ষ নানা জাতি ফল ফুল নানা ভাতি
আম্র জাম পলাশ খর্জ্জুর।
শোভে গুয়া নারিকেল কদম্ব জাম্বীর বেল
শাল পিয়াল তমাল প্রচুর॥

ওড় জবা শোভে জুতি[১] মল্লিকা মালতী যূথী
করবরী টগর চম্পক।
গুলাব গুলাল লাল পলাশ কাঞ্চন ভাল
শোভা করে অশোক কিংশুক ॥
পারিজাত শেফালিকা গন্ধরাজ আমলিকা[২]
ধাতকি কেতকি প্রফুল্লিত।
তুলসী চন্দন সোনা দাড়িম্বাদি বাকসেনা[৩]
ফলে ফুলে হৈঞা বিকসিত ॥
তাহে যমুনার জল চন্দ্রকান্তি ঝলমল
পদ্মগন্ধ শোভে শতদলে।
রাজহংস করে কেলি মধুলোভে ফিরে অলি
মর্কট বানরী [বৈসে] ডালে ॥
কোকিলের কণ্ঠস্বরে শ্রবণে পরাণ হরে
গুঞ্জ গুঞ্জ ডাকএ ভ্রমর।
মত্ত শিখিগণ নাচে মউরী করিঞা মাঝে
পিব পিব ডাকএ চকোর ॥
বাও বহে মন্দ মন্দ আমোদিত পুষ্পগন্ধ
মুগ্ধ কন্দরে পড়ে খসি।
প্রফুল্লিত তরুলতা শারি শুক কহে কথা
গান করে বৃক্ষডালে বসি ॥
দশ দণ্ড রাত্রি শেষ ধরি নটবর-বেশ
রতন-বেদির সিংহাসনে।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে আসি বাজান মোহন বাঁশী
মোহ পাল্যা এ তিন ভুবনে ॥

১। জুতি—জ্যোতিঃ। প্রভা। ২। বোধ হয়, 'আমলকী' অর্থে 'আমলিকা' শব্দ 'শেফালিকা'র সহিত মিলের অনুরোধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৩। বাকসেনা—বাক্‌সনা। সং নাম বঙ্গসেন।

কেহ ধৈর্য্য নাহি ধরে পাষাণ গলিঞা পড়ে
মধুর মুরলির ধ্বনি শুনি।
পবন স্থকিত হয় যমুনা উজান ধায়
মূরছিত হইলা ঋষি মুনি॥
কুম্ভ (?) হইলা অগেয়ান ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান
বলি রাজা সম্মোহ পাইলা।
সম্ব (?) ধৈরজ মানে যোগ ত্যাগে যোগিগণে
ধরাধর ঘুরিতে লাগিলা॥
খসি পড়ে গিরিখণ্ড ভেদিল ব্রহ্মাণ্ড-মুণ্ড
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভেদিল তখনে।
দেবে আকর্ষণ করে নারী কি ধৈরজ ধরে
গোপিকার ডংসিল শ্রবণে॥
শুনিঞা বেণুর গান হরিল গোপীর প্রাণ
অবশ হইলা প্রেমভরে।
কি করিতে কিবা করে মন নাহি রয় ঘরে
বেণু শুনি আপনা পাসরে॥
কেহ ছিল রন্ধনে কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে
কেহো ছিলা স্বামীর সেবনে।
জেই জে বেশে ছিল সেই মত বারাইল
ধাইঞা আইল বৃন্দাবনে॥
চরণে পরএ তাড় ভুজে মণিময় হার
এক পদে পরিলা নূপুর।
শ্রবণে কুণ্ডল নিতে ভুলিল অঞ্জন দিতে
কেহো দিতে পাসরে সিন্দুর॥

সভে দিব্য বাস ছাড়ি কাচলি উড়নি পরি
অমনি সকলে বারাইল।
ঘরে তুরু গুরুজন নিষেধিল ঘনে ঘন
আগে পাছে কিছু না ভাবিল॥
হরি দরশন লোভে অমনি চলিলা সভে
পতি সুত ছাড়ি গৃহবাস।
বেণুরব শুনি রাই ভূমে পড়ে সেই ঠাঞি
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥*॥

ও বংশী গরজে বরজে॥
বাঁশী বাজে বৃন্দাবনে। রাধার প্রাণ কান্দে কেনে॥
চিত-চোরা ও মুরলি। না বাজিয় রাধা বলি॥
তোমার বেণুর স্বরে। রহিতে না দিল ঘরে॥
বেণু তোর পাএ ধরি। না বাজিয় নাম করি॥
তুমি মোরে কি ধন চাহ। প্রাণ আছে নঞা জাহ॥
তোরে আমি কি ধন দিব। বিনি মূলে বিকাইব॥

নিপমূলে কুতূহলে বেণু করে গান।
বেণু শুনি ঋষি মুনি ছাড়িল ধিয়ান॥
গোপীগণ অচেতন মুরলি শুনিঞা।
ফুলশরে ভূমে পড়ে অবশ হইঞা॥
বোলে গোপী পুনরপি শুন প্রিয়-সখি।
বেণু সম কোন জন কোথাও না দেখি॥
মুখে হাসি চোর বাঁশী কত ভঙ্গি জানে।
খাইলে সাপে দেহ কাঁপে দংশিল পরাণে॥

সদা চিত্তে বেণু গীতে স্থির নাহি বান্ধে।
অনেক ক্ষণ ঝুরে মন প্রাণ কেনে কান্দে॥
সর্ব্বিজনে নিজ পুণ্যে হইঞাছিল বাঁশী।
তরু হইঞা সুধা পিঞা মগ্ন হয় নিশি॥
শুনি গীত চমকিত জত গোপীগণ।
প্রেমভরে নাহি পরে অঙ্গের বসন॥
যেই বেশে ছিল তারা জতেক গোপিনি।
সেই মত ধায় জত বেণুরব শুনি॥
গুরুভয় নাহি হয় পাসরে আপনা।
ছাড়ি পতি বেগবতী ধায় কত জনা॥
গোপীগণে বৃন্দাবনে ধায় কত বেগে।
রাধা বলি ও মুরলি ঘন ঘন ডাকে॥
গৃহকাজ খাঞা লাজ ছাড়িঞা গোপিনি।
ধাইঞা জায় নাহি চায় নিষেধ না মানি॥
বারাইতে ধরে হাতে আসি তার পতি।
ঘরে লৈঞা দ্বার দিঞা রাখিল যুবতি॥
ধ্যান করি দেহ ছাড়ি করিলা গমন।
রাগমার্গে পাল্যা আগে শ্রীনন্দের নন্দন॥
ত্বরাতরি গোপনারী আসি বৃন্দাবনে।
হরি কাছে বসি আছে দেখিল নঞানে॥
সভে বোলে করি কোলে তুমি ভাগ্যবতী।
আগে তুমি পাল্যা স্বামী জগতের পতি॥
তবে হরি গোপনারী দেখিঞা তখন।
ঘোর বনে আইল্যা কেনে জত গোপীগণ॥
এত রাত্রে কার সাথে আইলা তোমরা।
গিঞাছিলা বুঝি আইল্যা পথ হইঞা হারা॥

বৃন্দাবন দরশন করিবার তরে।
শুনে জদি তোর পতি না লইবে ঘরে॥
পতি ছাড়ি ব্যভিচারী হইঞাছ তোমরা।
কহি তোরে নিজ ঘরে সভে জাও ফিরা॥
মনোদুঃখে অধোমুখে রহিল তখন।
পদনখে পৃথ্বী লেখে ঝুরএ নঞান॥
হরি-বাণী সভে শুনি রহে হেট মাথে।
লাজ ছাড়ি গোপনারী লাগিল কহিতে॥
ভজিব জে তারে তেজে সেবা কোন জনা।
বাঁশী গানে প্রাণে হানে করি শঠপনা॥
হাতে গলে বান্ধি জলে ফেলাইলা মোরে।
মন চুরি করি হরি জাইতে বল ঘরে॥
শুষ্ক কাষ্ঠ কেনে নষ্ট মজাইল কুল।
জত গোপী পুনরপি কান্দিয়া আকুল॥
পীতাম্বর সুনাগর এতেক শুনিঞা।
বস্ত্র গলে কিছু বোলে ঈষত হাসিঞা॥
শুন প্রিয়া মন দিঞা কৈল পরিহাস।
মাধব কহে মিছা নহে কহে কৃষ্ণদাস॥*॥

কৃষ্ণের বচন শুনি গোপীগণ
আনন্দে হইলা ভোর।
হরি-কর ধরি জতেক সুন্দরী
নাগর করিলা কোর॥
জত জত গোপী কৃষ্ণ তত রূপী
গোপিকা নাহিক জানে।
লইঞা কৌতুকে বিহারএ সুখে
আপন আপন স্থানে॥

বদনে বদন সঘনে চুম্বন
ভুজলতা দিঞা বান্ধে।
কনকের ফুলে মত্ত অলি বুলে
রাহু গরাসিল চান্দে॥
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল
পবন-গমনে দোলে।
আলাইঞা চুল খসি পড়ে ফুল
বিগলিত শ্রমজলে॥
কেহ পুলকিত কেহো গায় গীত
চমকি চমকি চলনা।
ঘাগর ঘুঙ্গুর বাজে সুমধুর
নাচত বাজত কঙ্কণা॥
নব জলধর তড়িত উপর
ঝলকে ললকে দামিনি।
রুনু রুনু ঝুনু ঝন ঝন ঝন
বাজত নূপুর কিংকিণি॥
তাতা থই থই মৃদং বাজই
ঝন ঝন পড়ে তাল।
ভুজে ভুজ দিঞা ত্রিভঙ্গ হইয়া
গোপীমাঝে নাচে লাল[১]॥
তাথিনা তাথিনা বাজে বেণু বীণা
ডম্ফ রবাব বাজই।
রাস-রস-রঙ্গে গোপিনীর সঙ্গে
মদনমোহন নাচই॥

১। লাল—নন্দলাল। শ্রীকৃষ্ণ।

ঝিনিনা ঝিনিনা কিনিনা কিনিনা
সারিন্দা সেতার তাম্বুরা।
পিনাক-বিলাস রুদ্র কবিলাস
সারঙ্গ বাজএ মন্দিরা॥
খমক খঞ্জরি ঝাজরি মোহরি
পাখয়াজ তবল বাজে রে।
বাজে সপ্তস্বরা ঢোলক মন্দিরা
মোচঙ্গ সারঙ্গ মাঝে রে॥
বাঁশী কাঁসি কত বাজে শত শত
মণ্ডলী কুণ্ডলী বেড়িয়া।
করে করারোপি[১] নাচে জত গোপী
হরি-সুধা পানে মাতিঞা॥
বাহু ধরাধরি নাচএ সুন্দরী
মধ্যে মরকত শ্যাম।
সুরঙ্গ অধরে দোঁহে বেণু পূরে
হেরি মূরছএ কাম॥
রসের সাগরে প্রেমের পাথারে
ডুবিল গোপের বালা।
রাস-রস-রঙ্গে গোপ-বধূ সঙ্গে
মদন-মোহন কালা॥
মউরা মউরি নাচে ঘুরি ঘুরি
কোকিল পঞ্চম গায়।
জত তরুকুল প্রকাশিত ফুল
খসি পড়ে শ্যাম-গায়॥

১। কর+আরোপি=করারোপি।

জত পক্ষী আসি বৃক্ষডালে বসি
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায়।
বনচারী তারা বহে প্রেম-ধারা
বুক মুখ বাঞা জায়॥
শ্রীরাস-মণ্ডল দেবতা সকল
আসিঞা করএ দৃষ্টি।
দেব-কন্যাগণ করে দরশন
সভে করে পুষ্পবৃষ্টি॥
কবে হবে হেন দরশন জেন
পূরিবে মনের আশ।
মুঞি অতি হীন না করিহ ভিন
বিরচিল কৃষ্ণদাস॥

শ্রীরাসমণ্ডল ভাল বনি।
মত্ত কোকিল করে পঞ্চম ধ্বনি॥
মউর নাচত কত করএ তরঙ্গ।
ভ্রমরা নাচত ভ্রমরী সঙ্গ॥
শারদ যামিনী কামিনী কোর।
তাহে সুধা পানে মাতি চান্দ চকোর॥
ঘন ঘন ঘন ডাকে অলি।
দেখি মুখ করবি পড়ে গলি॥
পৃষ্ঠে বিরাজিত শোভে বেণী।
জেন বেড়ি তরুবর উঠে ফণী॥
শ্যাম-সুধা-রস পিয়ে ধনী।
জেন বেড়ি জলধর চাতকিনী॥

গলিত চন্দন শ্রমভরে।
কত মল্লিকা মালতী ফুল ঝুরে॥
শারি শুক বসি তরুবরে।
তারা রাধা কৃষ্ণ বলি গান করে॥
নাচত গায়ত সবহু মিলি।
ফুল ফেলি ফেলি করত কেলি॥
পিক নাদ করে বৃক্ষডালে।
কত দেব স্তুতি করে সেহি কালে॥
কত ভাতি গতি অতি চলনা।
বাজে ঝনননন কঙ্কণা॥
কৃষ্ণদাস মনে করত আশ।
শ্রমজলে নীল তিতিল বাস॥ * ॥

শ্রীরাসমণ্ডল শোভা করে মনোহর।
শ্রমজলে তিতিল সভার কলেবর॥
নিতম্ব কদম্ব-তরু পদ হইল ভারি।
খসিল কঙ্কণ কারু আউলাইল কবরী॥
কেহো বোলে শুন শুন রসিক মুরারি।
কুণ্ডল পরাহ মোরে বান্দহ কবরী॥
অন্তরে জানিল হরি গোপী অভিমান।
এক গোপী লঞা কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্ধান
বিহার করএ কৃষ্ণ এক গোপী লঞা।
বন উপবন ফিরে মণ্ডলী ছাড়িঞা॥
কত দূরে লঞা তার আচড়িল কেশ।
কোলে করি ফুল তুলি বানাইল বেশ॥

কত দূরে জায় পুন বোলে গোপনারী।
তোমা সঙ্গে বনে বনে ভ্রমিতে না পারি ॥
... ...
কুলবধূ মোরা কভু বন নাহি দেখি ॥
কৃষ্ণ বোলে জদি তুমি চলিতে না পার।
আমি বসি তুমি আসি মোর কান্দে চড় ॥
এতেক শুনিল জদি কৃষ্ণের বচন।
পাটাবুকা গোপী পরে টানিঞা বসন ॥
ধাঞা হাত দিলা গোপী চূড়ার উপরে।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ [অন্তর্ধান করে] ॥
কৃষ্ণ না দেখিঞা পড়ে অচেতন হইঞা।
এথা গোপীগণ কান্দে ব্যাকুল হইঞা ॥
দেখ দেখ আরে সখি কৃষ্ণপদ-চিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশচিহ্ন * * * পদচিহ্ন ॥
কোন্ ভাগ্যবতী তার সাফল জীবন।
তারে লঞা বিহারিল নন্দের নন্দন ॥
এহিখানে কৃষ্ণ তার আচড়িল চুল।
এহি ডাল ধরি পাড়ি দিল তারে ফুল ॥
এহিখানে কৃষ্ণ তারে করিঞাছে কোলে।
তেঞি ভারি হইঞা পদ পড়ে ভূমিতলে ॥
এত বলি ব্রজাঙ্গনা কান্দে পুনরপি।
থাকি দূরে উচ্চস্বরে কান্দে সেই গোপী ॥
আরে সখি শুন দেখি পাতিঞা শ্রবণ।
ঘোর বনে কোন জনে করিছে রোদন ॥
চল জাই তার ঠাই কহি [তার] স্থানে।
হরিতত্ত্ব থাকে উক্ত পাব তার স্থানে ॥

এত বলি সভে মিলি করিলা গমন।
তথা পড়ি গোপনারী করিছে রোদন ॥
তাহে দেখি জত সখী হইলা চমকিত।
কৃষ্ণদাস মনে আশ মাধব-চরিত ॥ * ॥

জারে না দেখিলে রহিতে নারি।
ছাড়্যা গেল বংশীধারী ॥
শুন হে কদম্ব তরু। দেখিলে মদন-গুরু ॥
সারি সারি আছ পথে। দেখিঞাছ গোবিন্দ জাইতে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী। গোবিন্দ দেখ্যাছ কতি ॥
শুন তরু দয়া কর কহি তুয়া ঠাঞি।
এ পথে দেখ্যাছ জাইতে হলধরের ভাই ॥
পীতাম্বর মনোহর নারী-মনোচোরা।
এহি পথে তারে জাইতে দেখ্যাছ তোমরা ॥
শঠ বড় কথা দড় কত ভঙ্গি জানে।
নারীগণে ঘোর বনে চুলে ধরি আনে ॥
মুখে হাসি হাতে বাঁশী কঠিন অন্তরে।
নারী বধে কিছু তাথে ভয় নাহি করে ॥
আরে সখি পুছ দেখি বামা তরুগণে।
নারী বিনে নাহি জানে ইহা লয় মনে ॥
তবে গোপী পুনরপি পুছএ তাহারে।
কহ মোরে কত দূরে দেখিঞাছ তারে ॥
তরু লতা কহ কথা জুড়ায়[1] পরাণ।
গোপী ছাড়ি গেলা হরি করিঞা নিদান ॥

১। জুড়ায়—যুড়াও।

শিখী নাচে তারে পুছে জত গোপনারী।
অহে সখি তোরা নাকি দেখিঞাছ হরি॥
শুন বলি কর কেলি তাহে মধুভৃঙ্গ।
মধুপানে কোনখানে দেখিলে গোবিন্দ॥
উনমত হৈঞা জত গোপিনী বেড়ায়।
হরিশোকে কান্দে দুখে ধূলাএ লোটায়॥
হরিমনা ব্রজাঙ্গনা বুঝাইতে মন।
জেই লীলা কৈরাছিলা করে গোপীগণ॥
কুতূহলে হরি বোলে বসি কোন জনা।
স্তনপানে কোন জনে বধিলা পূতনা॥
পুণ্যবতী যশোমতী-রূপ কেহ ধরে।
ভাণ্ড ছেদি খায় দধি ননী চুরি করে॥
দাম দড়ি দিঞা হরি বান্ধে উদূখলে।
কেহো কান্দে মুখচান্দে দেখি আনছলে॥
তৃণাবর্ত্ত আদি দৈত্য যমল অর্জ্জুনে।
ঊর্দ্ধকরে কেহো ধরে গিরি গোবর্দ্ধনে॥
অজাগরে বৎসাসুরে মারিল কৌতুকে।
আসি গোষ্ঠে ধরি ওষ্ঠে বিদারিল বকে॥
স্থির নহে কালিদহে কেহো দিলা ঝাঁপ।
হরি ভাবি কান্দে সভে করিঞা বিলাপ॥
এহি মত গোপী জত কান্দে অহর্নিশি।
তবে হরি দয়া করি দেখা দিলা আসি॥
বস্ত্র গলে আসি মিলে করি জোড় হাতে।
কেহো কারে আসি ধরে পাঞা রাধানাথে॥
প্রিয় নারী মান করি করএ ভর্চ্ছনা।
তার তুল্য নহে মুল্য দেবের অর্চ্চনা॥

আসি গোপী পুনরপি শ্রীরাসমণ্ডলে।
হরি সঙ্গে রাস-রঙ্গ করে কুতূহলে॥
পূর্ব্বমত গোপী জত করে হাস্য-রস।
আনন্দিতে নৃত্য গীতে কৃষ্ণ কৈলা বশ॥
তবে হরি সঙ্গে করি লৈঞা ব্রজনারী।
সভে মিলি জলকেলি করএ বিহরি॥
নীলপদ্ম স্থলপদ্ম করে ঝলমল।
মাঝে মাঝে ভাল সাজে শ্রীমুখমণ্ডল॥
তীরে উঠি পরিপাটি পরিল বসন।
বনগর্ভ নানা দ্রব্য করিলা ভোজন॥
লুচি চিনি শিখরিণী রস পরিপাটি।
অবশেষে অভিলাষে কৈলা লুটালুটি॥
আচমন গোপীগণ করিলা যতনে।
মনোহিত পূর্ণিত সাফল নঞানে॥
হেন কালে বৃক্ষডালে মর্কট বানরী।
আর্ত্তনাদে বিসংবাদে মনে শঙ্কা করি॥
হরি ছাড়ি গোপনারী জান নিজ ঘরে।
ছাড়ি জাইতে নারে চিত্তে মন নাহি সরে॥
কৃষ্ণ আইল্যা গোপী গেলা আপনার স্থানে।
গৃহে জত নিয়োজিত কেহো নাহি জানে॥
ব্রহ্মরাত্রি[1] পর্য্যন্ত করে মহারাস।
যোগমায়া কর দয়া কহে কৃষ্ণদাস॥ * ॥

রাজা কয় মহাশয় শুন মহামুনি।
জেন সুধা গেল ক্ষুধা কৃষ্ণকথা শুনি॥

১। ব্রহ্মরাত্রি—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল।

তুমি ধন্য বিনে অন্য নাহি কোন জন।
কহিব কৃষ্ণের লীলা করহ শ্রবণ॥
একদিন গোপ সঙ্গে নন্দ ব্রজপতি।
জিজ্ঞাসিল কবে হবে একাদশী তিথি॥
রাণী বোলে তুমি ব্রত করিতে নারিবে।
অনাহারে দিবানিশি থাকিতে নারিবে॥
করহ দশমী জদি স্নান কর তুমি।
রাণীর বচনে নন্দ করিলা দশমী॥
একাদশী দিনমাত্র গেল আনমনে।
অবসরে ক্রমে নন্দ থাকিলা শয়নে॥
ঘোষ বোলে এতক্ষণ না পোহাইল রাতি
স্থির হয় ঘোষ তুমি বোলে যশোমতী॥
কিছু না বলিলা নন্দ রহিলা তখন।
ছটপট করে অঙ্গ স্থির নহে মন॥
দুই দণ্ড রাত্রি শেষ আছএ তখন।
যশোদাকে ডাকি কহে মধুর বচন॥
স্নান পূজা করহ উঠিঞা সকালে।
স্নান করি আসি আমি যমুনার জলে॥
এত বলি স্নানে গেল নন্দ মহাশএ।
বরুণের দূত ফিরে আসুরি সময়॥
নামিলেন নন্দ ঘোষ যমুনার জলে।
বরুণের দূতে ধরি লইল পাতালে॥
নন্দকে আনিয়া তাহা জানাইল দূতে।
শুনিঞা বরুণদেব লাগিলা কহিতে॥
লোমাঞ্চ হইলা রাজা দূতের বচনে।
এথা নন্দ ব্রজপতি আনিঞাছ কেনে॥

পুণ্যবান্ নাহি আর ইহার সমান।
জার ঘরে বিরাজএ পূর্ণ ভগবান্॥
অনেক কাল অবধি তার গোকুলে বসতি।
জার ঘরে পূর্ণভাবে অখিলের পতি॥
হেট মাথে দণ্ড দুই আছিল তখন।
প্রেমে আসি দূতে ধরি দিলা আলিঙ্গন॥
ধন্য ধন্য দূত তোর সাফল জীবন।
তোমা হইতে পাব আমি কৃষ্ণ দরশন॥
উঠিলা বরুণদেব সিংহাসন হইতে।
গলে বস্ত্র প্রণিপাত করে জোড় হাতে॥
শুন শুন ওহে নন্দ করি নিবেদন।
পিতা বলি সম্ভাষএ দেব সনাতন॥
ধন্য ধন্য ব্রজবাসী ধন্য জে যমুনা।
ধন্য ধন্য গোপগণ আর ব্রজাঙ্গনা॥
ধন্য ধন্য ধেনু বৎস তরু লতাগণ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ করে দরশন॥
এত বলি লইএগ নন্দকে করাইলা ভোজন।
ভূষিত করিলা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন॥
শএন করিলা নন্দ পালঙ্ক উপরে।
বরুণের অনুচর পদসেবা করে॥
এথাতে বরজপুরে উঠে হাহাকার।
ডুবিএগ মরিল ঘোষ না উঠিল আর॥
নন্দের মরণ শুনি কান্দে নন্দরাণী।
লোটাএগ লোটাএগ কান্দে পড়িএগ ধরণী॥
আমাকে ছাড়িএগ নন্দ গেলা কোনখানে।
রাম কৃষ্ণ দুটি পুত্র ছাড়িলা কেমনে॥

এত বলি কান্দে রাণী শিরে মারি ঘা।
রাম কৃষ্ণ বোলে তুমি কেনে কান্দ মা॥
রাণী বোলে একাদশী করি স্নানে গেল।
ডুব দিতে গেল ঘোষ পুনু না উঠিল॥
হরি বোলে নন্দ ডুবিঞাছে জেহি জলে
আসিঞা আমার সনে দেখাহ সকলে॥
এত বলি জলে নামিলা জতুবরে।
অবিলম্বে গেলা জথা বরুণের ঘরে॥
প্রভুকে দেখি বরুণের আনন্দ উল্লাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

দেখি নারায়ণ দেবতা বরুণ
আপনাকে ধন্য মানি।
করি জোড় হাত শত প্রণিপাত
কহে গদ গদ বাণী॥
তুমি গুণধাম অতি অনুপাম
প্রলয়-কারণ তুমি।
স্থিতি গতি জাতে তোমার ইঙ্গিতে
এ মহীমণ্ডল তুমি॥
জত দেব-কুল তার তুমি মূল
নিদানের তুমি সখা।
জেন তরু-মূলে মালী সেচে জলে
প্রফুল্লিত হয় শাখা॥

এতেক বলিঞা গলে বস্ত্র দিঞা
পূজা করে পদতলে।
মনে পাঞা সুখ করিলা যৌতুক
মণিহার দিল গলে॥
শুন মহাশএ দিঞাছ বিষয়
জাইতে অবসর নাই।
দেখিতে চরণ হৈঞাছিল মন
নন্দকে আনিল তেঁঞি॥
পরম আনন্দে লৈঞা জায় নন্দে
নিবেদিল তুয়া পায়।
নন্দকে লইঞা বিদায় হইঞা
চলিলা গোলোকচান্দে[১]॥
নন্দকে লইঞা উঠিলা ভাসিঞা
তীরে দেখে সব লোক।
প্রেম আলিঙ্গন করে গোপগণ
সভে পাসরিলা শোক॥
নন্দ বোলে শুন বালকের গুণ
মহিমা কহিতে নারি।
ধরি মোর হাতে লৈঞা গেল দূতে
রত্নময় এক পুরী॥
আমাকে দেখিঞা গলে বস্ত্র দিঞা
আপনে আইল রাজা।
সুগন্ধি চন্দন আনিঞা তখন
আমারে করিল পূজা॥

১। "গোলোকচান্দে" স্থলে "গোলোকরায়" পাঠ হইলে সঙ্গত হইত

কহে মহাজন এই নারায়ণ
শিশুরূপে তোর ঘরে।
শিশু-বুদ্ধি করি নাহি চিন হরি
হিত বুঝাইল মোরে॥
নন্দের বচন শুনি গোপগণ
সত্য সত্য করি মানি।
দেবগণে কয় কিছু মিছা নয়
এই বটে চক্রপাণি॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ কোলে লইঞা
গোয়ালা নাচএ সুখে।
ধন্য ধন্য করি গোপ গোপনারী
চুম্ব দেই চান্দ-মুখে॥
ব্রজবাসী জত সব হরষিত
সদা হেরি শ্রীনিবাস।
মাধব-চরিত গান করে গীত
বিরচিল কৃষ্ণদাস॥ * ॥

এথা কংস ভোজবংশ অনুমান করে।
বীর নাই তার ঠাই পঠাইব কারে॥
হেন কালে মহাবলে দেখিল অসুরে।
বিড়া হাতে আজ্ঞা জাইতে দিলা ব্রজপুরে॥
নিশাচর ভয়ঙ্কর কেশী নাম ধরে।
বৃষরূপে মহাকোপে চলিলা সত্বরে॥
দৈত্য কেশী ব্রজে আসি করে হুহুঙ্কার।
গোড়তালি উঠে ধূলি করে অন্ধকার॥

নাকসাটে ক্ষিতি ফাটে সঘনে গর্জ্জন।
মহাকায় দেখি ভয় পায় গোপগণ ॥
দেখি তাকে চারি দিগে গোয়ালা পলায়।
মহারোষে ধাঞা আইসে দেখি জদুরায় ॥
তবে হরি বস্ত্র সারি ডাড়াইলা আগে।
শৃঙ্গ পাতি বাউগতি ধায় মহাবেগে ॥
হরি পাছু ধায় শিশু করি কলরব।
হরি-গত গোপ জত ধাইঞা আইলা সব ॥
ক্রোধে হরি শৃঙ্গ ধরি করে ঠেলাঠেলি।
হরি জয় সভে কয় দিঞা করতালি ॥
ধরি তারে ভূমে পাড়ে দেব ভগবান্।
প্রভু ভয় মহাকায় তেজিল পরাণ ॥
স্বর্গে থাকি সভে দেখি জত দেবগণ।
ব্রজপুরে সভে করে পুষ্প বরিষণ ॥
মুক্ত কেশী ব্রজবাসী দেখিঞা তখন।
প্রেমসুখে বিধুমুখে করএ চুম্বন ॥
তবে কেশী স্বর্গবাসী প্রভু পরশনে।
রিপুভাবে আসি সভে রহিলা চরণে ॥
জেই ইহা মন দিঞা করএ শ্রবণ।
হরিভক্তি চায় মুক্তি পায় সেহি জন ॥
ভাগবত শাস্ত্র জত সভার প্রধান।
কৃষ্ণভক্ত সাধু মুক্ত সভার প্রধান ॥
দেহ ধরি শ্রদ্ধা করি জেবা নাহি শুনে।
ধিক্ জর্ম্ম ক্রিয়া কর্ম্ম জিএ কি কারণে ॥
নাহি শুনে জেই জনে সেই তুচ্ছ জাতি।
তার কাছে বৈস পাছে মুখে মার লাথি ॥

উচ্চ জাতি করি ভক্তি কৃষ্ণকথা শুনে
সভে পার হবে তার চরণের গুণে ॥
মনে করি পদ ধরি শিরে করি আশ ।
কহে মাধব মন সাধ গায় কৃষ্ণদাস ॥

উঠিতে বসিতে রাজার কৃষ্ণ পড়ে মনে ।
নিরবধি কৃষ্ণরূপ দেখএ নঞানে ॥
খাইতে শুইতে রাজার নাহিক বিশ্রাম ।
নঞান মুদিলে দেখে নবঘনশ্যাম ॥
বিষাদ ভাবএ রাজা চিন্তএ আপদ ।
হেনই সমএ তথা আইল নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন ।
ভাবিত দেখিঞা মুনি জিজ্ঞাসে বচন ॥
রাজা বোলে রামকৃষ্ণ মোরে হইল কি ।
এবার তাহার হাতে কদাচিত জি ॥
অঘাসুর বকাসুর জত জন গেল ।
বালকের হাতে তারা পরাণ ছাড়িল ॥
দৈববাণী মুনি তুমি জান ভাল মতে ।
মুনি বোলে চিন্তা কিছু না ভাবিহ চিতে ॥
অক্রূর পাঠাঞা দেহ গোকুল নগরে ।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞছলে আনহ উহারে ॥
নন্দ আদি গোপ আন কৃষ্ণ বলরাম ।
চাণূর মুষ্টিক সনে করাহ সংগ্রাম ॥
দুয়ারে রাখহ রাজা কুবলয় হাতি ।
আসিতে মারহ তারে গোয়ালা সঙ্গতি ॥

ইহা বলি উঠিঞা চলিলা তপোধন।
অক্রূর ডাকিঞা রাজা আনিল তখন॥
শুন শুন অক্রূর তুমি বুদ্ধিএ মাণিক।
না দেখি তোমার সম বুদ্ধের অধিক॥
গোকুল নগরে তুমি জাহ শীঘ্রগতি।
রাম কৃষ্ণ আন গিঞা গোআলা সংগতি॥
দধি দুগ্ধ আন আর জত গোপগণ।
সাবধানে আন রাম কৃষ্ণ দুই জন॥
ইহা বলি অক্রূরেক করিলা বিদায়।
চলিলা অক্রূর মুনি রাজার আজ্ঞায়॥

আর কবে রে জাব বৃন্দাবনে॥

রাজার আদেশে রথে করিলা গমন।
দেখিব নঞানে আজি কমললোচন॥
কংস মোর বন্ধু ছিল পূর্ব্বজর্ম্মান্তরে।
তেঞি ব্রজরাজপুরে আজ্ঞা দিল মোরে॥
পথে জাইতে অক্রূরের ঝুরে দুটি আঁখি।
জনম সাফল হবে রামকৃষ্ণ দেখি॥
ব্রজবাসিগণ আমি দেখিব নঞানে।
পবিত্র হইবে বপু প্রেম আলিঙ্গনে॥
প্রণাম করিব আমি কৃষ্ণপদতলে।
হাতে ধরি প্রভু মোরে তুলি নিবে কোলে॥
বন্ধু বলি কোলেতে করিবে শ্রীনিবাস।
কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হবে পাপ হবে নাশ॥
দিবেন কমল-হস্ত মস্তক উপরে।
কৃতার্থ হইব আমি জন্মজন্মান্তরে॥

বলরাম হাতে ধরি কোলেতে করিঞা।
আলিঙ্গন করি ঘরে জাইবে লইঞা॥
জিজ্ঞাসিবেন সভাকার কুশল মঙ্গল।
সাফল জনম মোর সাফল শ্রবণ॥
কংসদূত বলি কিবা দয়া হবে মোরে।
সর্ব্বআত্মা ভগবান্ জানেন অন্তরে॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ অন্তরযামিনি।
জার জেমন মন কৃষ্ণ জানেন আপুনি॥
ইহা বলি চলে ক্ষেণে পুলকিত হয়।
গোকুল নগরে গেলা গোধূলি সময়॥
ধেনু লঞা আগে গিঞাছেন জদুবর।
দেখিলেন পদচিহ্ন ধূলার উপর॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চরণ-পঙ্কজে।
মধুলোভে আসি কত ফিরে অলিরাজে॥
সেই ধূলা লঞা মুনি মাথে সব গায়।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ধূলাএ লোটায়॥
রথে হইতে অক্রূর লাম্বিলা ভূমিতলে।
প্রণাম হইঞা পড়ে কৃষ্ণপদতলে॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল ঠাকুর।
আনন্দে বিভোল পদে পড়িলা অক্রূর॥
বলরাম হাত ধরি কোলেত করিঞা।
দুই জনে হাত ধরি আইল লইঞা॥
আসিতে অক্রূর মনে জত কৈরাছিল।
ভকতবৎসল প্রভু সকলি পূরাইল॥
দেখি নন্দ আনন্দিত আর যশোমতী।
অক্রূরের সেবা কৈল পরম পিরিতি॥

কৃষ্ণদাসের মন সদাই চঞ্চল।
মাধব-চরিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

অক্রূর আইসাছে নিতে প্রভাতে হইবে জাইতে
কাল আমরা জাব মধুপুরী।
আর না ডাকিবে নন্দ বেণু না পূরিব মন্দ
না চরাব নবীন বাছুরি ॥
বসতি অবধি আমার।
বংশী-বটের তলে না খেলাব কুতূহলে
না করিব যমুনাবিহার ॥
আর না চরাব ধেনু না বাজাব সিংহা বেণু
না ডাকিব ধবলি সাঙলি।
আর না ডাকিবে রাণী না খায়াবে ক্ষীর ননী
না ভুঞ্জিব সখাগণ মিলি ॥
ইহা বলি দুই জনে আইলা অক্রূরের স্থানে
রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জন।
কেমনে আছএ পিতা বড় দুস্খ পাইলা মাতা
উগ্রসেন আছএ কেমনে ॥
শুনাছি লোকের মুখে পাষাণ চাপাঞা বুকে
রাখিয়াছে পাপ নিশাচরে।
আমারে ধরিঞা কোখে জন্ম মাএর গেল দুখে
বৃথা জন্ম হইল আমার ॥
বন্ধু জে বান্ধব তারে রাখিঞাছে কারাগারে
অতিশয় পাপ দুষ্টমতি।
মথুরার লোক জত জেবা আমার অনুগত
তারা পালাইঞা গেল কতি ॥

কহ দেখি বিবরণ কোন কাজে আগমন
রথে চড়ি যমুনার পার।
কি অর্থে আইলে ত্বরা কহ হে অক্রূর খুড়া
নন্দ আগে কহ সমাচার॥
দিতে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ নন্দ আদি গোপগণ
আজ্ঞা কৈলা রাজা কংসাসুরে।
নিবেদিল জোড় হাতে তোমারে আইলাম নিতে
প্রভাতে জাইবে মধুপুরে॥
রাজনিমন্ত্রণ শুনি নন্দ ঘোষ মনে গণি
ঘোষণা দিলেন ঘরে ঘরে।
দধি আর দুগ্ধ ঘৃত জার ঘরে হয় জত
ভেট দিব রাজার গোচরে॥
কালি শুভ প্রভাতকালে রাম কৃষ্ণ কুতূহলে
গোপ সঙ্গে মথুরা নিবাস।
কি শুনি দারুণ বাণী গোপিকা শ্রবণে শুনি
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥ * ॥

নন্দের আজ্ঞাএ ব্রজে বাজিল বাজনা।
মথুরা জাইবে কৃষ্ণ পড়িল ঘোষণা॥
প্রভাতে জাইবে কৃষ্ণ শুনে গোপমুখে।
শক্তিশেল বাজে জেন গোপিকার বুকে॥
ছটপট করে গোপী বিরহে আকুল।
নগরে বেড়ায় জেন হইএগ ব্যাকুল॥
কি শুনি দারুণ বাণী প্রতি ঘরে ঘরে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক উপরে॥

না বান্ধে কবরী কেহো না পরে বসন।
কেহো কারু মুখ হেরি কান্দে গোপীগণ॥
কিসের বাজন শুনি গোকুল নগরে।
কাইল নাকি প্রাণকৃষ্ণ জাবে মধুপুরে॥
মথুরা জাইবে কৃষ্ণ পুন না আসিবে।
গোপ গোপীগণ আর সকলে মরিবে॥
অবোধ গোয়ালা জাতি বুদ্ধি মাত্র নাই।
সঙ্গে করি লইঞা নাকি জাবে গোবিন্দাই॥
নন্দগৃহে কংসদূত আইল অক্রূর।
দয়া মাত্র নাহি তার হৃদয় নিষ্ঠুর॥
বিষেতে জিনিল তনু করে আনচান।
ছটপট করে জেন বারায় পরাণ॥
বসিঞা শুনেন কেহো জেন সম্বপারা।
অঞ্জন সহিতে কারু চক্ষে বহে ধারা॥
হরিশোকে গোপিকার বদনমণ্ডল।
মলিন হইল জেন শুষ্ক কমল॥
কেহো কারু মুখ হেরি করএ রোদন।
নঞানের জলে কার তিতিল বসন॥
আর না জাইবে কেহো যমুনার জলে।
না হেরিব চান্দ-মুখ কদম্বের তলে॥
সে হেন মোহন বেণু আর না শুনিব।
সুগন্ধি চন্দন মালা কার গলে দিব॥
অক্রূর গাঁথিয়া দিল বিরহের মালা।
কত না জপিবে গোপী বিরহের মালা॥
উপায় করহ জৈছে না হয় প্রভাত।
প্রভাতে অনাথ করিঞা জাবে প্রাণনাথ॥

এহি মতে অনুমানে রাত্রি পোহাইল ।
পূর্ব্বদিগে দিনমণি উদয় করিল ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি লৈঞা গোপগণ ।
শকট ভরিঞা সভে করিলা সাজন ॥
মুখ প্রক্ষালন করি অক্রূর আপনে ।
রাম কৃষ্ণ আইলা ত্বরায় করিঞা সাজনে ॥
যশোদা মাএর পদে রাম জদুরায় ।
দণ্ডবৎ করি দোহে হইলা বিদায় ॥
রাণী বোলে সকালে আসিয় নীলমণি ।
তাবত রাখিল বাছা ই ক্ষীর নবনী ॥
ফিরিঞা জাবত বাছা না আসিবা তুমি ।
মথুরার পথ পানে চাঞা রহিলাম আমি ॥
বিদায় হইঞা চড়ে রথের উপরে ।
ক্রন্দনের রোল উঠে গোকুল নগরে ॥
শুন রে ভকত লোক হইঞা একচিত ।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ ॥ ॥

———

ফির হে রাধার মাধব ফির হে ॥

তুমি মথুরাকে জাবে । ব্রজ-বধূর কি হইবে ॥
কাল তুমি কি বলিলে । অখন কেনে পাসরিলে ॥
শ্রাবণের মেঘ জেন ঘন বরিষণ ।
তেমতি গোপীর আঁখি ঝুরে অনুক্ষণ ॥
সুমেরু বাহিঞা জেন পড়ে মন্দাকিনী ।
মনেত বিৎসেদ করি কান্দে বিরহিণী ॥

জার লাগি এ ঘর দুয়ার তিয়াগিনু।
কুল শীল লাজ ভয় সকলি খোয়ানু ॥
জলদ পিয়াস করি রহে চাতকিনী।
তেমতি চাহিঞা রথে রহিল গোপিনী ॥
জাবত দেখএ রথে বাটে উঠে ধূলি।
চাহিয়া রহিল গোপী চিত্রের পুথলি ॥
রথের চাকা ধরি গোপী রহিল পড়িয়া।
কে চালাবে চালায়[১] রথ গোপীরে বধিঞা ॥
দেখিতে দেখিতে রথ হইল অদর্শন।
অচেতন হইঞা গোপী পড়িলা তখন ॥
অক্রূরের সনে এথা ভাই দুই জন।
যমুনার তীরে আসি দিল দরশন ॥
অক্রূর কহেন শুন কৃষ্ণ বলরাম।
করিব যমুনা-স্নান করহ বিশ্রাম ॥
এত বলি লামিলেন স্নান করিবারে।
দেখিলেন দুই ভাই জলের ভিতরে ॥
সম্ভ্রম পাইল তখন অক্রূরের মন।
উঠি সেই রূপ মুনি করে দরশন ॥
পুনরপি জলে নামে করিবারে স্নান।
জলের ভিতরে মুনি দেখে ভগবান্ ॥
অনন্তশঞন রূপ দেখে মনোহর।
দেখিল সহস্র ফণা শিরের উপর ॥
সেহিখানে দেখে মুনি কৃষ্ণের স্বরূপ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ ॥

১। চালাহ—চালাঅ—চালায়—চালাও।

দেখিঞা অক্রূর মুনি ভাসে অশ্রুজলে।
প্রণাম হইঞা পড়ে কৃষ্ণপদতলে॥
আনন্দে বিহ্বল মুনি করিলা স্তবন।
তবে রাম কৃষ্ণ তারে দিলা আলিঙ্গন॥
মথুরা নগরে তখন ভাই দুই জনে।
অক্রূরে বিদায় দিলা রাজা দরশনে॥
গড়ের বাহিরে রাত্রি করিলা বিশ্রাম।
নন্দ আদি গোপ সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম॥
সেই রাত্রিতে কংস দেখিল স্বপন।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র পাত্র মিত্রগণ॥
স্বপনে দেখিল আমি অতি ভয়ঙ্করে।
কালরূপে যম মোর বসিঞা শিয়রে॥
ভূমে ফেলি বুকে চড়ি উপাড়িল শির।
সেই হইতে ভয়ে মোর কাঁপিছে শরীর॥
পাত্রগণ বোলে রাজা না কর তরাস।
নিমিখে করিতে পারি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বাউ আদি জত অস্ত্রধারী।
তা সভার দোষ নাই তারা আজ্ঞাকারী॥
কিন্তু তিন দেব আছে দেবতার মূল।
ব্রহ্মা আর মহেশ্বর বিষ্ণু অনুকূল॥
ছিষ্টি করে প্রজাপতি যুদ্ধ নাহি জানে।
ধুতুরা খাইয়া শিব থাকয়ে অজ্ঞানে॥
সভার প্রধান দেব শঙ্খচক্রধারী।
তার সনে যুদ্ধ কেহ করিতে না পারি॥
গো ব্রাহ্মণ হিংস রাজা সাধুর হিংসন।
আপনি মরিবে দেব ইহার কারণ॥

এত শুনি উচ্চ করি বান্ধিল মাচান।
মঞ্চে বসি বোলে শীঘ্র গোয়ালাকে আন॥
তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম।
ভাল শুনিঞাছি তার দেখিব সংগ্রাম॥
ধাইল ত দুটি ভাই রাজার আজ্ঞায়।
মথুরার লোক সব দেখিবারে ধায়॥
অন্ধ আতুর কিবা গর্ভবতী নারী।
চলিতে না পারে সেহ জায় ঠেঞা ধরি॥
ধন্য ধন্য করিঞা বাখানে জত লোক।
দেখিঞা কৃষ্ণের রূপ পাসরিল শোক॥
রাজবস্ত্র কাচে দুঃখাক্ষ তার নাম।
দেখিঞা বসন মাগে কৃষ্ণ বলরাম॥
দুঃখাক্ষ রজক বোলে শুন রে গোয়াল।
রাজবস্ত্র ইৎসা কর হইঞা রাখাল॥
না হয় তোমার যোগ্য হেন কর সাধ।
আর বার বোল জদি পড়িবে প্রমাদ॥
বলাই রুষিল ক্রোধ করিলা নারায়ণ।
করেতে তাহার মুণ্ড করিলা ছেদন॥
সেইখানে তন্তুবায় ছিল একজন।
প্রণাম করিঞা দোহে পর‍্যালা বসন॥
তবে ধনুর্ম্ময় স্থানে আসিঞা শ্রীহরি।
শাল আদি ভগ্নগণে মারিল আছাড়ি॥
তবে রাম কৃষ্ণ গেলা সুদামের ঘরে।
সুদাম গাঁথিছে মালা অতি মনোহরে॥
রাম কৃষ্ণ দেখি তারা অতি কুতূহলে।
দিলেন বিনোদ মালা দোঁহাকার গলে॥

মালা পাঞা তুষ্ট হইলা ভগবান্ ।
কৃপা করি সুদামেরে দিলা বরদান ॥
তবে বর দান করি ভাই দুই জন ।
নাচিতে নাচিতে জায় গজেন্দ্রগমন ॥
কংসঅনুচরী সে কুবুজা তার নাম ।
দেখিঞা ডাকেন তারে কৃষ্ণ বলরাম ॥
কিবা লৈঞা জায় অহে শুনহ সুন্দরি ।
ফিরিঞা দেখিল তারে কংসঅনুচরী ॥
চান্দমুখ দেখি আঁখি ফিরাইতে নারে ।
হেন অপরূপ কভু না দেখি সংসারে ॥
জে করুক সে করুক রাজা তাথে ভয় নাই ।
সুগন্ধি চন্দন দিব পর দুটি ভাই ॥
আনন্দে বিভোল প্রেমে আসিঞা কুবুজা ।
সুগন্ধি চন্দন দিঞা কৃষ্ণ কৈল পূজা ॥
তাহার পূজাএ তুষ্ট হইলা ভগবান্ ।
পরশিঞা কৈল তারে লক্ষ্মীর সমান ॥
কামে অচেতন হইঞা চাহে কানু পানে ।
ঈষত হাসিঞা কৃষ্ণ দেখাইলা রামে ॥
শুনহ যুবতি জেবা করিলা বাসনা ।
আসিবার কালে পূর্ণ করিব কামনা ॥
এতেক বলিঞা তারে করিলা আশ্বাস ।
মাধব-চরিত-গীত কহে কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

সারঙ্গ রাগ ॥

চলিলেন দুই ভাই গড়ের দুয়ারে ।
গড়দ্বারে আছে গজ পর্ব্বত আকারে ॥

দশ হাজার মত্ত করীর বল ধরে।
দশন দিগল তার অতি ভয়ঙ্করে॥
মদ্য পানে কুঞ্জরের ঘূর্ণিত লোচন।
সমুখে দেখিল রাম কৃষ্ণ দুই জন॥
রাম কৃষ্ণ বোলে ওরে শুন রে মাহুত।
দ্বার ছাড়ি এক ভিতে কর করিযূথ॥
কুঞ্জর লইঞা তুমি কর এক ভিতে।
আমরা জাইব রাজা কংসকে দেখিতে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পাপ নিশাচরে।
গজমাথা টোয়াইল[1] কৃষ্ণ মারিবারে॥
দুই দন্ত সারি গজ আসি শীঘ্রগতি।
কৃষ্ণ না পাইঞা দন্ত হানে বসুমতী॥
তবে সেই রামকৃষ্ণ ক্রোধযুক্ত হইঞা।
মুষ্টিক প্রহার করি ফেলিল ঠেলিঞা॥
শুণ্ডে ধরি ঠেলাঠেলি করে গজস্কন্ধে।
মাহুত মারিঞা টান দিল দুই দন্তে॥
দন্ত উপাড়িয়া পুৎস ধরিঞা ঘুরায়।
উপরে তুলিঞা চারি যোজনে ফেলায়॥
পড়িল কুবলয় হাতী ভাঙ্গিল পাহাড়।
রক্তে বহিছে নদী চূর্ণ হইল হাড়॥
আকাশে থাকিঞা দেখে দেব পুরন্দর।
পুষ্পবৃষ্টি করে রাম কৃষ্ণের উপর॥
নীল শ্বেত বর্ণ দোহে রূপে নাহি অন্ত।
স্কন্ধের উপরে শোভা করে গজদন্ত॥

১। টোয়াইল—অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করিল।

শ্যাম অঙ্গে বিন্দু বিন্দু লাগ্যাছে রুধির।
কালিন্দী পূজিল কেবা দিঞা করবীর ॥
চাণূর মুষ্টিক যথা আছে দুরান্তর।
সেইখানে ডাড়াইল রাম দামোদর ॥
হাহাকার করে মাত্র দেখি জত লোক।
এহিত মল্লের যোগ্য না হএ বালক ॥
অযোগ্য করএ রাজা না বুঝএ কিছু।
এহিত মল্লের যোগ্য নাহি হয় শিশু ॥
শুন রে ভকত জন হইঞা একচিত।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত॥ * ॥

রণস্থলে রাম্ হরি দেখিঞা সকল অরি
যমদণ্ড করে দরশন।
কান্তাগণ দেখে বর সাক্ষাতে মদন-শর
মনোহর দেখিল মদন ॥
দেখে জত গোপগণ রাম কৃষ্ণ দুই জন
সজল বান্ধব মনোহর।
কংস দেখি রিপু সম মৃত্যু-ভয় পরাক্রম
দেখে কাল যমের সোসর ॥
গোপীগণ যোগ ছাড়ি দেখএ নঞান ভরি
তছু পর দেখএ বিদ্যমান।
তনু দেখি জ্যোতির্ম্ময় ভীষ্মের[১] স্বরূপ হয়
বৃষ্ণিগণ বিষ্ণুর সমান ॥

১। ২৩ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

জার জেই ভাব হয় সেই তার দরশন পায়
রণস্থানে প্রভু নারায়ণ।
চাণূর মুষ্টিক বীর দেখি আর নহে স্থির
দেখি তার নিকটে মরণ॥
দেখি কংস ভয়যুক্ত কম্পিত অসুর-বুক
শিশু নহে এই দুইটা কাল।
আমার বচন ধর গড়ের বাহির কর
লুট কর সকল গোয়াল॥
বসুদেব দৈবকী আন বধহ তাহার প্রাণ
উগ্রসেন মার মোর আগে।
নালা কাট্যা আনে পানি দুগ্ধ দিঞা পুষে ফণী
প্রাণ মার নন্দ আদি গোপে॥
আজ্ঞা দিলা কংসাসুরে রাম কৃষ্ণ মারিবারে
চাণূর মুষ্টিক বলবান্।
চাণূর সহিতে হরি মহাপরাক্রম করি
মুষ্টিক সহিতে বলরাম॥
শুনহ ভকত লোক দূর কর মিছা শোক
শ্রীকৃষ্ণচরণে কর রতি।
যাদব-নন্দন-মন চিন্তা কর অনুক্ষণ
ভাবনা করহ দিবারাতি॥ * ॥

তড়িত-জড়িত মেঘ নবঘনশ্যাম।
রজতের গিরি জেন শোভে বলরাম॥
লাঙ্গল মুষল আর শ্রবণে কুণ্ডল।
সহিতে না পারে তেজ এ মহীমণ্ডল॥

রণস্থানে ডাড়াইঞা রাম দামোদর।
ভূমিকম্প হয় মহী করে থর থর॥
হাতাহাতি মাথামাথি বাজিল সংগ্রাম।
চাণূর সহিতে জে মুষ্টিক বলরাম॥
কিলাকিলি মারামারি করে মহাবলে।
দোহে দোহা আছাড়িয়া ফেলে মহীতলে॥
মারিল চাপড় বড় কৃষ্ণের শরীরে।
ঠাকুর মারিল কিল চাণূরের শিরে॥
ধরিঞা মারিল এক আছাড়।
পড়িল চাণূর বীর চূর্ণ হইল হাড়॥
মুষ্টিকে মুষ্টিকঘাত মারে বলরাম।
পড়িল মুষ্টিক বীর ছাড়িল পরাণ॥
শল নামে মল্ল আইল অতি পরাক্রম।
মারিতে আইল তারা অতি পরাক্রম॥
কোপ করি আইসে তারা করি মার মার।
ক্রোধে কৃষ্ণ তা সভার করিলা সংঘার॥
সাত ভাই পড়ে রাজা কংসাসুর দেখে।
তরাসে কাঁপএ অঙ্গ ধূলা উড়ে মুখে॥
রাজা বোলে কোথা গেল বড় বড় বীর।
রাম কৃষ্ণ কর জাঞা গড়ের বাহির॥
মল্লযুদ্ধ দেখিবারে নাহি মোর সাধ।
কে জানে হইবে এত পড়িবে প্রমাদ॥
বসুদেব দৈবকীকে আনহ তুরিত।
দুই জনেক কাট দিঞা আমার সাক্ষাত॥
এতেক শুনিঞা ক্রোধে রাম যদুবর।
লম্ফ দিঞা উঠে গিঞা মঞ্চের উপর॥

খড়গ উঠাইতে জাইঞা ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি ছেঁচুড়িয়া পাড়ে মহীতলে ॥
ভকতবৎসল প্রভু রাম দামোদর।
বিশ্বরূপ হইঞা বৈসে বুকের উপর ॥
ছাড়িল পরাণ কংস বিশ্বরূপভরে।
ব্রহ্ম[১] ফাটি তেজ পড়ে প্রভুর শরীরে ॥
ধন্য ধন্য কংস রাজা ধন্য সে জীবন।
মৃত্যুকালে বুকে জার প্রভু নারায়ণ ॥
জয় জয় করে দেব পুষ্প বরিষণ।
ঘুচাইলা আসিঞা মাতা পিতার বন্ধন ॥
মথুরার পাটে রাজা কৈলা উগ্রসেনে।
তবে রাম কৃষ্ণ গেলা মা বাপের স্থানে ॥
শুন রে ভকত জন হৈঞা একচিত।
যাদব-নন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

কান্দিঞা দৈবকী বোলে। রাম কৃষ্ণ আয় কোলে ॥
মাও বোল চান্দ মুখে। শুনুক রে মথুরার লোকে ॥
তোমারে ধরিঞা কোখে[২]। জন্ম আমার গেল দুখে ॥
এত দিন কংসাসুরে। রাখিঞাছিল করাগারে ॥ * ॥

উগ্রসেন রাজা করি কৃষ্ণ বলরাম।
মায়ের নিকটে আসি করিলা প্রণাম ॥

১। ব্রহ্ম—ব্রহ্মরন্ধ্র। ২। কোখে—গর্ভে।

দেখিঞা দৈবকী [দেবী] ভাসে অশ্রুজলে।
বাহু পসারিঞা রাম কৃষ্ণ নিল কোলে ॥
অভিষেক কৈল দোহার নঞানের জলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
জনম অবধি বাছা আমি সে দুখিনী।
পাষণ্ড[১] হইল দেব দৈবে কহে বাণী ॥
অষ্টমে সন্তুতি জবে হইবে ইহার।
হইবে ইহাতে কংস নিধন তোমার ॥
দৈবের বচন শুনি কংস দুরাচারে।
তাবত রাখিল মোরে বান্ধি কারাগারে ॥
রজনী পোহাইল আজি শুন রাম হরি।
এক বারে দুই ভাই আস্য কোলে করি ॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ অর্ণ।
ভুঞ্জিলেন রাম কৃষ্ণ হইঞা প্রসন্ন ॥
মথুরা আসিঞা নন্দে করিলা বিদায়।
এ কথা আমার শক্তি কহা নাহি জায় ॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুরপনা কহিতে নৈরাশ।
বলরাম সঙ্গে যুক্তি ছাড়িঞা নিশ্বাস ॥
কেমনে কহিবে নন্দ মহাশএ আগে।
শুনিলে মরিবে সভে জত গোপভাগে ॥
বিদায় না দিব জদি নাহি জাব সঙ্গে।
পুরুব রহস্যকথা তিল মাত্র ভাঙ্গে ॥
অসুর দলন হেতু জনম আমার।
ছিষ্টির পালন হেতু দুষ্টের সংঘার ॥

১। এখানে প্রতিকূল অর্থে পাষণ্ড শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কৃঃ রামায়ণে—
"তথা ঘট নামে দৈত্য করিলে পাষণ্ড।
রাখিল লক্ষ্মণ ঘোড়া তারে করি দণ্ড ॥" সা-প, ১১৪ নং পুথি।

এক দিগে ব্রহ্মার ছিষ্টি আর দিগে প্রেম।
যুক্তি দেহ বলরাম দুই রহে জেন ॥
বলরাম কহে শুন কথার সন্ধান।
বসুদেব বিনা ইহা না কহিবে আন॥
বসুদেব কহে গিঞা পুরুব বৃত্তান্ত।
শুনিঞা বুঝিবে ইহা নন্দ সে মহান্ত ॥
এতেক বচন জদি কহে বলরাম।
বসুদেব গেলা তবে নন্দঘোষ স্থান ॥
বসুদেব কহে সখা কর অবধান।
মোর ঘরে অবতীর্ণ কৃষ্ণ বলরাম ॥
তব পুণ্যফলে হইল নন্দসুত নাম।

... ...

মোর ঘরে অবতীর্ণ ছিল তোর ঘরে।
আমিহ রাখিল পাপ কংসাসুর ডরে॥
তোমার ঘরেত কৃষ্ণ ছিলা এত দিন।
লালিলা পালিলা তুমি আমি ভাগ্যহীন॥
আমি জানি তোমাকে নাহিক ভিন্নাভিন।
তোমার ঘরে ছিল এথা সুখে [থাকু] কত দিন ॥
এতেক বচন শুনি বসুদেবতুণ্ডে।
বজ্রাঘাত পড়ে জেন গোয়ালার মুণ্ডে ॥
বসুর নিষ্ঠুর কথা শুনিঞা শ্রবণে।
অমনি পড়িলা নন্দ হৈঞা অচেতনে॥
কাটিল কদলি জেন ডালে মূলে পড়ে।
আছাড় খাইঞা জেন পড়এ পাথারে ॥
শক্তিশেল বাজে জেন গোয়ালা অন্তরে।
ঐছন দেখিঞা বসুদেব গেল ঘরে ॥

নিঃশব্দে রহিলা গোপ নাহিক চেতন।
মাধব-চরণে গায় যাদব-নন্দন ॥ * ॥

ধুয়া ॥ করুণা ॥

কানাই রে বলাই রে আইস বাছা ঘরে জাই।
মথুরাতে কি আছে। রবি বাছা কার কাছে ॥
তোর মা নন্দরাণী। করে লৈঞা ক্ষীর ননী ॥
যশোদা তোমার মা। তোরে না দেখিলে জীএ না ॥
শুন বাপু জদুরায়। মরিবে তোমার মাএ ॥
রামকৃষ্ণ কোলে আয়। প্রাণ মোর বিদরিঞা জায় ॥
আয় বাছা করি বুকে। চুম্ব দেই তোর চান্দমুখে ॥

কেহ কেহ নন্দ বৈল্যা ডাকে তার কানে।
অনেক যতনে নন্দ পাইলা চেতনে ॥
চেতন পাইঞা রাম কৃষ্ণ বৈলা ডাকে।
ঘর জাই আস্য বাপু চুম্ব দিএ মুখে ॥
বিলম্ব না কর অরে রাম দামোদর।
বদন চুম্বন করি লৈঞা জাব ঘর ॥
ইহা বলি কান্দে নন্দ পড়ে ভূমিতলে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আয় করি কোলে ॥
বন্ধু হইঞা হেন কর্ম্ম কোন জন করে।
উগ্রসেন রাজা হৈল হেন বল ধরে ॥
হরিঞা লইল পুত্র করি রাজবল।
ছাড়িব পরাণ এবে দেখুক সকল ॥
ইহা বলি পড়ে নন্দ অঙ্গ আছাড়িঞা।
চিন্তয়ে আকুল কৃষ্ণ নন্দকে দেখিঞা ॥

মথুরা নগরে আজি হৈল উপহাস্য।
আমা না দেখিলে নন্দ মরিবে অবশ্য॥
এতেক চিন্তিয়া তবে ভাই [দুই] জন।
নন্দের অন্তরে আসি দিলা দরশন॥
অন্তরে জানিল জেন রাম কৃষ্ণ বুকে।
কৃষ্ণ কোলে করি জেন চুম্ব দিছে মুখে॥
ঐছন বাসএ নন্দ শোক নাহি দেখি।
উঠহ গোয়াল নন্দ বোলে ডাকি ডাকি॥
রাম কৃষ্ণ দুটি ভাই আইল মোর কোলে।
শকট চালাঞা সভে চল এই বেলে॥
এতেক বলিঞা গোপ চালায় শকট।
জতেক গোয়ালা আল্যা গোকুল নিকট॥
নন্দ গোপ কোলে রাম কৃষ্ণ না দেখিঞা।
শকট হইতে পরে অঙ্গ আছাড়িঞা॥
না জাইব ঘর কেহো জ্বালহ আগুনি।
পুড়িঞা মরিব সভে এই যুক্তি মানি॥
এতেক ভাবিঞা সভে জান ধীরে ধীরে।
শকট লাগিল গিঞা নন্দের দুয়ারে॥
পাইঞা নন্দেড় সাড়া রাণী বারাইল ত্বরা
নন্দকে পুছএ নন্দরাণী।
হাতে করি ক্ষীর ননী ধাইঞা বারাইল রাণী
কোথা আমার বাছা নীলমণি॥
বিরস দেখিঞা মুখ বিদরে আমার বুক
কহ দেখি কুশল-বারতা।
জাবার বেলা হাস্যা গেলা কান্দ্যা কেনে ঘরে আল্যা
রাম কৃষ্ণ থুঞা আল্যা কোথা॥

রাম হরি আইল্যা থুঞা ঘরে আইলা কিবা লৈঞা
কঠিন হৃদয় দেখি তোর।
নীলমণি রত্ন ছাল্যা সাজাইঞা কারে দিলা
বুক বিদরিঞা জায় মোর॥
মথুরাতে রাম কানু পৈড়্যা রইল সিঙ্গা বেণু
গড়াগড়ি জাইছে পাচুনি।
মা মা বলিঞা গেল শেল হইঞা বুকে রৈল
না শুনিব শ্রীমুখের বাণী॥
না হেরিব না শুনিব রাম সঙ্গে না দেখিব
না দেখিব নবীন কিশোর।
আসিবার বেলে তোর কি বলিল জতুবর
দিবসে আন্ধার ভেল মোর॥
ই ক্ষীর নবনী সর কে আর খাইবে মোর
নাহি দিব ধরার আঁচলে।
প্রভাতে আঁচল ধরি আর না নাচিবে হরি
মা বলিঞা না আসিবে কোলে॥
আর না চরাবে ধেনু না বাজাবে সিঙ্গা বেণু
না শুনিব মুরলীর গীত।
প্রভাতে বালক সনে আর না জাইবে বনে
কৃষ্ণদাসের সুরচিত॥ * ॥

ঝর ঝর দু নঞানে চাহিঞা মথুরা পানে
রোদন করএ নন্দরাণী।
শূন্য করিঞা কোল কে হরিলে পুত্র মোর
আমারে করিঞা অনাথিনী॥

ই দুখ কহিব কারে স্তন ফাটে ক্ষীরভরে
সারাদিন দুগ্ধ নাহি খায়।
মা মা বচনখানি শ্রবণেত নাহি শুনি
প্রাণ মোর বিদরিঞা জায়॥
আমি বড় অভাগিনী পুত্র ভাবে নাহি চিনি
নাহি দিলাম ই ক্ষীর নবনী।
মথুরার ঘরে ঘরে নবনী খাইবার তরে
ভিখারি হইঞাছে নীলমণি॥
ব্যাকুল হইঞা এবে কান্দে নন্দরাণী।
কোথা থুঞা আইলা মোর বাছা নীলমণি॥
সকালে আনিব কৃষ্ণ বৈলাছিলা তুমি।
বাছার বিরহে প্রাণ না রাখিব আমি॥
নিদারুণ কঠিন বড় হিয়া।
কেমনে আইলা ঘরে কৃষ্ণধন থুঞা॥
পাষাণ সমান হিয়া কঠিন পরাণ।
কেমনে আইলা থুঞা কৃষ্ণ বলরাম॥
ব্রজের পরাণ কৃষ্ণ নঞানের তারা।
রাম কৃষ্ণ বিনে আমি জীয়ন্তেই মরা॥
আর নাহি চুম্ব দিব বদন-কমলে।
মা বলিঞা কে ডাকিবে বিহান বিকালে॥
মাএর আঁচল ধরি কে আর নাচিবে।
আখটি করিঞা ননী কে আর খাইবে॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে না দেখিব আর।
কি বুঝি কঠিন প্রাণ আছে যশোদার॥
গোপ গোপীগণ কান্দে করিঞা বিকলি।
তৃণ মুখে কান্দে বৎস ধবলী সাঞলি॥

গোপীগণ কান্দে শোকে সয়াস্ত নাহি পায়।
ছটপট করি সব নগরে বেড়ায়॥

এথা বসুদেব পিতা পুত্রের কল্যাণে।
অযুতেক [বৎস] গাভী দ্বিজে কৈল দানে॥
ডাকিঞা আনিল মুনি গর্গ পুরোহিত।
রাম কৃষ্ণ দুই জনের দেয় যজ্ঞোপবীত॥
শুভ লগ্ন শুভ যোগ করি ততক্ষণে।
করিল বিবিধ কর্ম্ম শাস্ত্রের বচনে॥
কুলাচার কর্ম্ম কৈলা বান্ধব সহিত।
রাম কৃষ্ণ দুই জনের দিলা উপবীত॥
বেদধ্বনি করে আর জতেক আচার্য্য।
রক্তবস্ত্র পরে দোহে করি ব্রহ্মচর্য্য॥
বসুর সুখের কথা কে কহিতে পারে।
ভাসিল দৈবকী দেবী আনন্দ-পাথারে॥
এহি মত মথুরাতে থাকে কত দিন।
সভাকে সমান দয়া কেহো নাহি ভিন॥
বিদায় হইঞা তবে ভাই দুই জন।
পড়িবারে গেলা যথা মুনি সান্দিপন॥
মুনির চরণে আসি করিলা প্রণাম।
দেখি গুরু আনন্দিত কৃষ্ণ বলরাম॥
কৃষ্ণের মোহন রূপ দেখিঞা ব্রাহ্মণী।
ধন্য ধন্য করিঞা বাখানে মহামুনি॥
এহি মত পড়ে কৃষ্ণ আনন্দ বিশেষে।
পড়িল চৌষষ্টি বিদ্যা চৌষষ্টি দিবসে॥

লোক ব্যবহার হেতু পড়ে যদুরায়।
গুরুর চরণে হরি মাগিলা বিদায়॥
গুরু আগে কর জুড়ি রহে দুই জনা।
আজ্ঞা কর কিবা দিব গুরুর দক্ষিণা॥
ব্রাহ্মণ কহিল জাঞা ব্রাহ্মণীর ঠাঞি।
গুরুর দক্ষিণা দিতে চান দুটি ভাই॥
প্রভুর নিকটে আসি দ্বিজপত্নী বোলে।
মরিল বালক এক সমুদ্রের জলে॥
গুরুমাতা বোলে বাছা রাম দামোদর।
গুরুর দক্ষিণা দেয় মৃত পুত্র মোর॥
গুরুর বচন কৃষ্ণ শুনিঞা তখন।
সমুদ্রের তীরে আসি দিল দরশন॥
সমুদ্র সমুদ্র বলি ডাকে তিন বার।
তথাই আইলা সমুদ্র করি পরিহার॥
ঠাকুর কহএ ওহে শুনহ সমুদ্র।
তুমি কি হরিঞা লইলে মোর গুরুপুত্র॥
আমি না জানি প্রভু বলি পদতলে।
শঙ্খাসুর নামে এক আছে মোর জলে॥
শুনিঞা সিন্ধুর কথা আপনে ঠাকুর।
গুরুপুত্র লাগি হরি বধিলা অসুর॥
না পাইল গুরুপুত্র অসুরের স্থানে।
যমের ভুবনে প্রভু গেলা ভগবানে॥
শমন-ভুবনে গেলা রাম যদুরায়।
গুরুপুত্র আনি দিল করিঞা বিনয়॥
আসিঞা প্রণাম কৈল গুরুর চরণে।
পুত্র দিঞা বিদায় হইলা দুই জনে॥

পড়িঞা শুনিঞা কৃষ্ণ আইলা মথুরারে।
দৈবকীর আনন্দ জত কে কহিতে পারে॥

দাদা রাম রে।
মা যশোদা পড়িল মনে রাম রে॥
আমার মা নন্দরাণী। খাইতে দিত ক্ষীর ননী॥
জতক্ষণ না দেখিত। পথপানে চাঞা রইত॥
কোথা মোর বৃন্দাবন। কোথা প্রিয় গোপীগণ॥
কোথা ব্রজবাসিগণ। কোথা গিরি গোবর্দ্ধন॥
ধবলি সাঞলি গাই। কোথা রসবতী রাই॥

কুবুজার মনস্কাম পূর্ণ করি হরি।
বিভোল হইলা ব্রজভোম মনে করি॥
কোথা মোর শ্রীদাম সুদাম সখাগণ।
কোথা মোর কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন॥
কাহা মোর ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ।
কাহা মোর বংশীবট গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাহা মোর ধবলি সাঞলি প্রিয় গাই।
কাহা মোর চন্দ্রাবলী রসবতী রাই॥
কাহা মোর নন্দ পিতা যশোমতী মাতা।
আমি কোথা তারা কোথা কি কৈল বিধাতা॥
শুন দাদা বলরাম করি নিবেদন।
কি জানি কেমন করে স্থির নহে মন॥
নিবারিতে নাহি পারি ঝুরে দু নঞান।
সদা মোর পড়ে মনে ব্রজবাসিগণ॥
এত বলি গেলা প্রভু উদ্ধবের ঘর।
হরি দেখি উদ্ধবের আনন্দ অন্তর॥

উদ্ধবের হাত ধরি বসিলা নিভৃতে।
গদ গদ স্বরে কিছু লাগিলা কহিতে॥
শুন শুন আরে সখা শুনহ বচন।
ব্রজপুরে জায় জথা গোপ গোপীগণ॥
প্রবোধ করিহ সখা মধুর বচনে।
না জানি হারাএ প্রাণ আমাক বিহনে॥
যশোমতী নন্দ ঘোষে কহিয় প্রণাম।
কহিয় কুশলে আছে কৃষ্ণ বলরাম॥
প্রবোধিয় ধেনু বৎস জত সখাগণে।
গোপীগণে প্রবোধিয় বসিঞা গোপনে॥
এত বলি উদ্ধবেরে করিলা বিদায়।
রথে আরোহণ করি ব্রজভূমে জায়॥
পথে জাইতে উদ্ধবের পুলকিত অঙ্গ।
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমের তরঙ্গ॥
রথ রাখি উদ্ধব চলিলা ধীরে ধীরে।
গোধূলি সময় গেলা নন্দের মন্দিরে॥
দেখিঞা উদ্ধব নন্দ আনন্দ অন্তর।
বসিতে আসন দিল করিঞা আদর॥
পঞ্চ উপচারে তারে করাল্যা ভোজন।
জিজ্ঞাসিল দোহাকার কুশল-বচন॥
শুন রে ভকত জন দড়াইঞা চিত।
যাদব-নন্দন গায় মাধব-চরিত॥ * ॥

কান্দিতে কান্দিতে কহে উদ্ধবের কাছে।
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই কোনরূপে আছে॥

আর নাকি নন্দ বৈলা তার পড়ে মনে।
শুনিঞাছি মোর নাম করে দুই জনে॥
কুশলে আছএ মোর বসুদেব মিত্র।
এত দিন থাকি মোর ভাল কৈল হিত॥
কংস বধি তার ঘর গেলাঙ সকল।
হরিঞা লইল পুত্র করি রাজবল॥
মোর পুত্র কংসভএ থুঞা তোমা ঘরে।
অখন রাখিব ঘরে না দিব তোমারে॥
আর নাখি দুটি ভাই দেখিব নঞানে।
... ... ॥
মন্থনের দণ্ড ধরি কে আর নাচিবে।
মা বলিঞা চান্দমুখে কে আর ডাকিবে॥
ই ক্ষীর নবনী চাছি দিব কার তরে।
শূন্য কোলে একা আছি বাছা নাই ঘরে॥
গড়াগড়ি জায় বাছার হাতের পাচুনি।
কে খাইবে কারে দিব ই ক্ষীর নবনী॥
ঐহি দেখো টাঙ্গা আছে বেত্র সিঙ্গা বেণু।
অনাথ করিঞা ছাড়্যা গেল রাম কানু॥
আখিহীন হইঞা মোরা আছি দুই জনে।
না জায় কঠিন প্রাণ আছে কি কারণে॥
আর নাকি চুম্ব দিব বদন-কমলে।
সে হেন সুন্দর বেশে না করিব কোলে॥
আর না জাইবে গোঠে রাম জাদুমণি।
ধড়ার আচলে নাহি দিব ক্ষীর ননী॥
কি দোষে আমারে ছাড়ি গেল রে জাদব।
ফাটিঞা জাইছে প্রাণ শুনহ উদ্ধব॥

সুহই।

হেনই সময় রাণী শুনিঞা ছিদাম-বাণী
রাণী বোলে আয় রে ছিদাম।
কাহারে লইতে আইলে গোপাল মোর নাই কোলে
কাহা মোর কৃষ্ণ বলরাম ॥
রাম কৃষ্ণ মোর ঘরে নাই।
ছিদামের প্রিয় বটে কারে লৈঞা জাবে গোঠে
কার সঙ্গে চরাইবে গাই ॥
কারে সাজাইঞা দিব ক্ষীর ননী খায়াইব
কারে সোপ্যা দিব হাতে হাতে।
ছাড়্যা গেল রাম কানু পড়্যা রইল সিঙ্গা বেণু
গড়াগড়ি জাইছে ভূমিতে ॥
আর না ডাকিবে নন্দ বেণু না পূরিবে মন্দ
চান্দমুখে না শুনিব বেণু।
আগে আগে জায় ধেনু গোরজে মণ্ডিত তনু
আর না দেখিব রাম কানু ॥
মা মা বলিঞা গেল শেল হৈঞা বুকে রইল
ভূমে পড়ে ছাড়িঞা নিশ্বাস।
শ্বাস মাত্র কিছু আছে যশোদা মরএ পাছে
উদ্ধবের বড়ই তরাস ॥ ❋ ॥

উদ্ধব বোলেন চিত্ত কর সম্বরণ।
তোমার কোলেত কৃষ্ণ আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
এহি মত সব রাত্রি করি জাগরণ।
প্রভাতে উদ্ধব স্নানে করিলা গমন ॥

নন্দের দুয়ারে এথা দেখিঞা বিমান[১]।
একত্র হইঞা গোপী করে অনুমান ॥
কেহো বোলে রথ কেনে নন্দের দুয়ারে।
বুঝি পঠাইল গোপিকারে লইবারে ॥
গোপিকার দেহে কংস করিবে দাহন।
পঠাইঞা দিল রথ সেহি সে কারণ ॥
কেহো বোলে রথে করি লইলা ঠাকুর।
সেহি রথে পুনরপি আইলা অক্রূর ॥
নিশ্চয় না হয় কয় জে যা জার চিত।
হেন কালে উদ্ধব দেখিল আচম্বিত ॥
পীতাম্বর পরিধান বনমালা গলে।
মকর কুণ্ডল ভালে[২] শ্রুতিমূলে দোলে ॥
সদয় হইঞা বুঝি আইলা নন্দসুত।
কেহো বোলে সেহ নয় পঠাইল দূত ॥
এহি মত গোপীগণ করে অনুভব।
দেখিঞা নিকটে আসি মিলিলা উদ্ধব ॥
সেহি ত পুরুষ জাতি বিনি পরিচয়।
তাহার সহিতে কথা কোন মতে হয় ॥
মধু পানে মধুকর আইলা সেই বেলে।
কৃষ্ণ [উদ্দেশিয়া] কথা কহে সেহি ছলে ॥

শুন শুন অলিরাজ না বুঝ পরের কাজ
পরদুখে নহ সাবধান।
জে তোমার অনুগত তারে তুমি প্রাণে বধ
ভাবিতে গণিতে ক্ষীণ প্রাণ ॥

১। বিমান—রথ।
২। ভালে—উত্তম।

তুমি ত পুরুষ জাতি এথা কেনে তোমার স্থিতি
চরণ ছাড়িয়া জায় দূরে।
তোমার বন্ধুয়া শ্যাম আমার বন্ধুয়া শ্যাম
ভাসাইলা এ দুখপাথারে ॥
শ্যামের নিকটে থাক সদাই শ্যামেরে দেখ
শ্যাম অঙ্গে তোমার মিলন।
অথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে গোপীগণে
এথা তোর কোন প্রয়োজন ॥
জথা তুমি মধু পায় যত্নে পশি তাহা খায়
পাছে তুমি জায় তারে ছাড়ি।
গোপীগণ অনাথিনী কুলবধূ বিরহিনী
তেন মত ছাড়িলা মুরারি ॥
তাহে তুমি * * দিলা কাল রূপ দেখাইলা
বিরহ অনল দিলা জালি।
কাল রূপ ভাবি মোর তনু হইল জর জর
সোনার বরণ হইল কালি ॥
শুন অলি মোর বোল ছাড় মোর পদতল
পরশিঞা কেনে দুস্ক দেয়।
অবলার প্রাণে এত ব্যথা তুমি দেয় কত
ইহা ছাড়ি শীঘ্রগতি জায় ॥
মধুপুরী জায় অলি তথা আছে বনমালী
এহি কথা কহিবে তাহারে।
শুধাইবে যত্ন করি কি দোষে ছাড়িল হরি
বিরহিণীগণ পাছে মরে ॥

অথন তথন মরি কিবা দিন দুই চারি
গোপীগণ মরিবে নিশ্চয় ।
তোমা বিনু নিদারুণ নাহি আর কোন জন
নারীবধে নাহি তোমার ভয় ॥
তবে সেহি মহাশএ এতেক শুনিঞা কয়
গোপীগণের ধরিঞা চরণ ।
তোমা সভার প্রাণ-হরি আমাখেত[১] যত্ন করি
পঠাইল সংবাদ কারণ ॥
মুখে নাহি সরে বোল আখি বরে ছলছল
গোপীগণ শুনিঞা হুতাশ ।
তবে গোপী কহে কথা জত মনে ছিল বেথা
যাদব-নন্দন কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

পদ ॥

কাল ভ্রমরা, তোমার কথাএ নাহি কাজ ।
অথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে গোপীগণে
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥
বৃন্দাবন পরবাস সদা থাক শ্যাম পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খায় ।
জায় তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
চরণ ছাড়িয়া দূরে জায় ॥
কালিয়া বরণ জার কঠিন পরাণ তার
তার সনে কিবা পরিচয় ।
জদি পরিচয় করি ভাবিতে গণিতে মরি
পরিণামে জীবন সংশয় ॥

১। আমাকে ত ।

ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আখি
তাহে তুমি দেখা দিলা অলি।
বিরহ আনল একে তনু ক্ষীণ শ্যামশোকে
নিভান আনল দিলা জালি॥
তখন আমার মুখ দেখিঞাছ মোর মুখ
অখন আমার মুখ দেখ।
কহিয় শ্যামের আগে রাধার শপতি লাগে
গোবিন্দদাসের মন রাখ॥ * ॥

বারমাসিঞা ॥

পাপী পাপী আগন[১] মাস। জনু বিরহ হুতাশ॥
তাহে নিদারুণ অক্রুর। হরি লেই চলু মধু[পু]র॥ ১॥
জব পৌষ ভেল পরবেশ। দিন রজনী গণি গণি শেষ॥
অব হরি রহু মধুপুর। দিন রাতি মঝু মন ঝুর॥ ২॥
আয়ত মাঘকি মাস। জনু দারুণ বিরহ হুতাশ॥
সেহি কামিনী ভাগি। রহু পিয়া কহিয়া কহিয়া লাগি॥ ৩॥
জব ফাল্গুন মাস দুরন্ত। জনু কুসুম বরখএ বসন্ত॥
জাহা দৈব দারুণ লাগি। তাহা চান্দ বরিখত আগি॥ ৪॥
মাধবি মাস বিভঙ্গ। দারুণ বিরহ-তরঙ্গ॥
সো মুঝে বিছুরল কান। হামক বিহি ভেল বাম॥ ৫॥
আয়ত মাস বৈশাখ। অব গুনত আপন বিপাক॥
পরশি মলয়জ-নীর। হিয়া ফাটি হয়ত চৌচির॥ ৬॥
আয়ত জেটকি মাস। দুখ কোন কহু পিয়া পাশ॥
কোন এহি মত দেল। হিয়া কৈছে ধরবিহ শেল॥ ৭॥

১। আগন—অগ্রহায়ণ।

আয়ত মাস আষাঢ়। তনু দগধে কাম নিগাঢ় ॥
ডাকে মত্ত দাদুরি মাতিয়া। শুনি ফাটি জায়ত ছাতিয়া ॥ ৮ ॥
শ্রাবণ ভেল পরবেশ। জর জর পাজর শেষ ॥
সঘনে বরিখত মেহ। কামে ঝাপি উঠে দেহ ॥ ৯ ॥
ভাদরে নাগর ভোর। অব শূন্য মন্দির মোর ॥
ঘন ঘন বিজ্জুক[১] মালা। কো সহে বিরহক জালা ॥ ১০ ॥
আশ্বিন ভেল পরবেশ। অবহু রহল দুর দেশ ॥
প্রিয়াকো দরশন লাগি। ই দিন যামিনী জাগি ॥ ১১ ॥
আয়ত কার্ত্তিক মাস। কেলি করব ইহ রাস ॥
কহতহু কিসোন দাস। অব সব দুরে গেয় আশ ॥ * ॥ ১২ ॥

হে রে উদ্ধব ক্যা করাতের পাতি।
নন্দ-নন্দন ছোড়ি গেয় মুঝে
দে গেঅ মদন ভরাতি ॥
বিরহক মালা দে গেয়ো মাধব
জাপ কর দিন রাতি।
কোকিল কলরব অন্তর জর জর
ফাটি চলত মুঝে ছাতি ॥

তবে ত গোপিনী সব উদ্ধব দেখিঞা।
বিরহিণীগণ পুছে গদ গদ হইঞা ॥
পুছিতে না পারে কারু মুখে নাহি বাণী।
কৃষ্ণ লাগি কান্দে তারা দিবস রজনী ॥
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল।
ঘন ঘন শ্বাস বহে আখি ছল ছল ॥

১। বিজ্জুক—বিদ্যুতের।

বসন ভিজিল কারু নঞানের জলে।
হা কৃষ্ণ বলিঞা সভে পড়ে ভূমিতলে॥
বিরহ আনলে প্রাণ দহে সভাকার।
একচিত্তে ভাবে সভে নন্দের কুমার॥
গোপীগণ বোলে ওরে শুনহ উদ্ধব।
কি দোষ পাইঞা ছাড়ি গেল রে মাধব॥
আমরা ছাড়িল ঘর জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
কুল শীল ত্যাগিনু জাহার কারণ॥
... ... ।
এবে কৃষ্ণ ছাড়ি গেল করিঞা নৈরাশ॥
ছাড়িঞা জাইবে কৃষ্ণ জদি ছিল মনে।
তবে কেনে প্রেম কৈল অবলার সনে॥
করিল বিনোদ রাস লৈঞা গোপীগণে।
দেখিঞা বিনোদ স্থান তাপ উঠে মনে॥
কি কহব আরে উদ্ধব সে সকল কথা।
সকলি আছএ দেখি কৃষ্ণ নাই এথা॥
এবে ছাড়ি গেল কৃষ্ণ সব বিস্মরিঞা।
অখনি মরিব সব গোপী বিষ পিঞা॥
আর না দেখিব আমি তার বিধুমুখ।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ শূন্য ফাটে মোর বুক॥
নীরব হইলা অলি না নাচএ শিখী।
মাথা হেট করি কান্দে জত পশু পাখী॥
কোকিল হইল মূক শব্দ নাহি শুনি।
কৃষ্ণ মধুপুরী গেল করি অনাথিনী॥
আর না জাইবে কেহো যমুনার জলে।
আর না দেখিব শ্যাম কদম্বের তলে॥

কদম্বের ডালে কেবা চরণ হিলাবে।
রাধা রাধা বল্যা বাঁশী আর না ডাকিবে ॥
আগর চন্দন মালা কার অঙ্গে দিব।
জলে স্থলে রাজপথে কভু না দেখিব ॥
অক্রূর ডাকিঞা নিল আঁচলের নিধি।
তারে কিবা দিব দোষ নিদারুণ বিধি ॥
বিধাতাকে গালি দেই করিঞা হুতাশ।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

শুন বিধি মোর মর্ম্ম নাহি বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম
বৃথা তুমি করহ সৃজন।
তোর সম নিদারুণ নাহি দেখি কোন জন
তোর চেষ্টা বালক জেমন ॥
বুঝি তোর সনে কি ছিল বাদ।
সাধিলি মনের কাজ পাড়িলি মাথাএ বাজ
নিবারিলি সভাকার কাজ ॥
হে রে বিধি কি করিলি দুখের উপরে দুখ দিলি
প্রাণ হৈরা লইলি সভার।
কোলে হইতে কাড়্যা নিলি কারে লৈঞা সাজাইলি
কৃষ্ণচন্দ্র জীবন আমার ॥
বসন্ত দুরন্ত একে তনু ক্ষীণ কানু-শোকে
আহিরিণী দুখিনী অবলা।
হানিলি মরম বাণে দেহ করে আনচানে
দগধএ মদনের জ্বালা ॥

অক্রূরের রূপ ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি
লৈঞা রাখিলি মধুপুরী।
কৃষ্ণ-প্রেম-সুধাসার কৈলি বিধি ছারখার
বধ দিব তোহার উপর ॥
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি বঞ্চিত করিলি বিধি
স্থানাস্থান করিলি লিখন।
না দেখিলে প্রাণে মরি হেন কৃষ্ণ গেল ছাড়ি
কেনে আছে এ ছার জীবন ॥
হেন মনে উঠে তাপ যমুনাএ দিব ঝাঁপ
হলাহল মরিব ভকিঞা।
তোরে কিবা করি রোষ আপনার কর্ম্মদোষ
নইলে কেনে জাইবে ছাড়িঞা ॥
গণিকার মত কাজ করিলা রসিকরাজ
অতিশয় কঠিন পরাণ।
কৃষ্ণদাসে কয় তিলে আধ ছাড়া নয়
দেখ দেখি মুদিয়া নঞান ॥ * ॥

মল্লার রাগ ॥

তাহার সহিত প্রেম কৈল না জানিঞা।
জানিল কঠিন প্রাণ নিদারুণ হিয়া ॥
কৈয় কৈয় ওহে উদ্ধব তার রাঙ্গা পায়।
এমন করিঞা জাইতে তারে না জুয়ায় ॥
দীপ জেন পতঙ্গেরে আনে আকর্ষিঞা।
পরশিতে মরে জেন আপনে পুড়িঞা ॥

তেন মত বিরহ আনলে গোপী মরে।
অন্তরে রহিল বেথা কহিব কাহারে॥
জত ক্ষণ থাকে [মধু] কমলের দলে।
মধুপান লাগি কত অলি আসি মিলে॥
জখন সে ফুলে আর মধু নাহি পায়।
তবে আর ফুল পানে ফিরিঞা না চায়॥
রজনীতে পক্ষী বৃক্ষে পিরিতি বাড়ায়।
রজনী প্রভাত কালে ফিরিঞা না চায়॥
সেই মত করি কৃষ্ণ গেলা গোপীগণে।
অনাথ হইঞা গোপী ফিরে বনে বনে॥
জাবত থাকএ ধন পুরুষের সনে।
তাবত করএ বেশ্যা প্রেম আলিঙ্গনে॥
জখন তাহার সনে মধু নাহি থাকে।
তবে আর তাহার পানে ফিরিঞা না দেখে॥
কেহো জদি কার সনে কহে হিতবুদ্ধি।
নিজ কার্য্য সাধিবারে করে তারে শুদ্ধি॥
তার সনে হেতু পূর্ণ না হয় জাবত।
সেই নারী ভজি তেহো থাকএ তাবত॥
জখন তাহার সঙ্গে হেতু পূর্ণ হয়।
হেতু পূর্ণ হইলে আর তারে না সোধায়॥
সেহি মত গোপীগণে করি বেবহার।
মথুরা রহিল গিঞা নন্দের কুমার॥
জাবত তরণী তরি পার নাহি হয়।
তাবত তাহার সনে পিরিতি করয়॥
জাবত না হয় পার থাকে তার কাছে।
পার হইলে তারে আর কোন জনা পুছে॥

কেহো কারো কাছে পড়ে যতন করিঞা।
পড়িলে শুনিলে পুন না চায় ফিরিঞা॥
ব্যাধি নিবারণ লাগি সাধে কবিরাজ।
রোগী সুস্থ হইলে আর বৈদ্যে কিবা কাজ॥
দৈবে ভাগ্যযোগে তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিঞা মিলয়ে গৃহী লোকের বাড়ীতে॥
বচন আলাপ করি পিরিতি বাড়ায়।
প্রভাতে করএ যাত্রা তারে না সোধায়॥
যজমানের কার্য্য লাগি সাধে পুরোহিত।
প্রবোধ বচনে তারে করএ পিরিত॥
যজমানের কার্য্য সাঙ্গ না হয় জাবত।
পুরোহিত সনে পিরিত করএ তাবত॥
আপনার কার্য্য সাঙ্গ হইল জখন।
তবে আর ব্রাহ্মণকে মানে কোন জন॥
এমতি করিঞা কৃষ্ণ গেলা গোপীগণে।
চান্দমুখ না দেখিঞা থাকিব কেমনে॥
শুনিল রাজার দ্বারে আছিল কুবুজা।
সুগন্ধি চন্দন লৈঞা কৃষ্ণ কৈল পূজা॥
তাহার পূজায় তুষ্ট [হইয়া] আপনে।
বিহরিলা ঘনশ্যাম কুবুজার সনে॥
আপনেহ বেকা তার বেকা তিন ঠাঞি।
দুই বেকা এক ঠাঞি মিলাল্যা গোসাঞি॥
ইহা বলি বিলাপ করএ জত গোপী।
প্রবোধিয়া নন্দগৃহে গেলা পুনরপি॥
বৎসরেক নন্দগৃহে উদ্ধব রহিলা।
প্রত্যহ কান্দএ গোপী তারে প্রবোধিয়া॥

বিদায় হইঞা চলে উদ্ধব ঠাকুর।
বিরহে কান্দএ গোপী নাহি বান্ধে চুল॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ রথে চড়ি মথুরা চলিল।
সেই দশা গোপিকার এবে উপজিল॥
বাউলি হইঞা কান্দে জত গোপীগণে।
আউলাইল অঙ্গ সভার উদ্ধব গমনে॥
দেখিঞা গোপীর প্রেম উদ্ধব আপনে।
গুল্ম লতা হইঞা জন্ম হয় বৃন্দাবনে॥
গোপিকার পদধূলি হয় মোর শিরে।
পবিত্র হইব আমি জন্ম জন্মান্তরে॥
যোগী ন্যাসী ঋষি দেখিল বিস্তর।
না দেখিল কৃষ্ণপ্রেম গোপীর উপর॥
হরি হর বিরিঞ্চি করএ প্রতিআশ।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥

গোকুল ছাড়িঞা জবে আইল মথুরাতে।
আসিঞা দেখিল কৃষ্ণ বসিঞা সভাতে॥
উদ্ধব দেখিঞা কৃষ্ণ তুস্ক হইল চিত্তে।
ধরিঞা সখার কর চলিলা নিভৃতে॥
আইস আইস সখা তুমি প্রিয়তম।
কেমনে আছএ সুখময় ব্রজভূম॥
কুশলে আছএ নাখি জত ব্রজবাসী।
কান্দএ পরাণ আখি ঝুরে অহর্নিশি॥
কেমনে আছএ মোর গোপ গোপীগণ।
কেশীঘাট বংশীবট গিরি গোবর্দ্ধন॥

ব্রজবাসিগণ সঙ্গে না হইবে দেখা।
কেমনে আছএ প্রিয় শ্রীদাম আদি সখা ॥
উপানন্দ আদি করি নন্দঘোষ পিতা।
কেমনে আছএ মোর যশোমতী মাতা ॥
ধবলি সাঞলি আদি কদম্ব-কানন।
যমুনা পুলিন আদি আর বৃন্দাবন ॥
মউর কোকিল আর ভ্রমর-ঝঙ্কার।
কুরঙ্গিণী সহিতে দেখিলে কৃষ্ণসার ॥
মল্লিকা মালতী যূথী মাধবী বকুল।
কেমনে আছএ মোর জত তরুকুল ॥
ইহা বলি কান্দে হরি উদ্ধবের সাতে।
রাধারে স্মরণ করি পড়িলা ভূমিতে ॥
উদ্ধব কহএ কিঞ্চিত দেখিল গোকুল।
সঘনে হুতাশ দেখি বিরহে আকুল ॥
বিরহ-বিয়াধি তনু গরাসিল আসি।
শুষ্ক কমল জেন দেখি মুখশশী ॥
নন্দ যশোদার দুঃক্ষ কি কহব আর।
দুখের পাথারে জেন ডুবিল আপার ॥
কোকিল হইল মূক না নাচএ শিখী।
মাথা হেট করি কান্দে জত পশু পাখী ॥
মৃগীগণ কান্দে নেত্রে জলধারা বহে।
তৃণমুখে ধেনু ফিরে তোমার বিরহে ॥
কপোত ফুৎকার নাহি ভ্রমর-ঝঙ্কার।
দেখিল গোপিনী জত অস্থিচর্ম্মসার ॥
কোলের বালক নারী পিতা আর পুত্রে।
ডুবিল গোকুলবাসী এ দুখ-সমুদ্রে ॥

খল জন্তু কান্দে তারা থলনির সঙ্গে।
দেখিল বহিছে মাত্র যমুনা তরঙ্গে॥
হরি হন মুরছিত ছাড়িঞা নিশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

মথুরা নগর ছাড়ি অস্তি প্রাপ্তি[1] দুই নারী
উপনীত পিতার সাক্ষাতে।
আসিঞা পিতার পাশে নিশ্বাস ছাড়িঞা বৈসে
নিবেদিল করি জোড় হাতে॥
দৈবে কহে দৈববাণী আকাশে হইল ধ্বনি
শুন পিতা ইহার কারণ।
অষ্টমে [জেই] হবে সেই তোমা নিপাতিবে
তার হাতে অবশ্য মরণ॥
গোকুলে নন্দের ঘরে লুকাইঞা রাখিল তারে
রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জন।
কুবলয় আদি করি চাণূর মুষ্টিক মারি
রাজা কংসে করিলা নিধন॥
কহিতে বিদরে বুক কত নিবারিব দুখ
আবাল[2] সময় হইলাম রাড়ি।
হেন মনে উঠে তাপ আনল সলিলে ঝাঁপ
গরল ভখিঞা প্রাণ ছাড়ি॥

১। কংসের দুই মহিষী এবং মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। ভাগবত, ১০।৫০।১।

২। আবাল—যুবা, সমর্থ। পূর্ব্ববঙ্গে এই অর্থ এখনও প্রচলিত আছে। যথা—আবাল গরু—ক্ষেত্র চাষ করিতে সমর্থ বলবান্ গরু।

শুনিঞা কন্যার বাণী জরাসন্ধ নৃপমণি
গর্জ্জএ জেন কাল সাপ।
রাম কৃষ্ণ দুই জনে অখনি কাটিব বাণে
ঘুচাইব কন্যার সন্তাপ ॥
ইহা বলি নরপতি আজ্ঞা দিল শীঘ্রগতি
সাজ সাজ বলি পড়ে সাড়া।
ঢাল খাড়া চিকিমিকি * * *
লক্ষে লক্ষে সাজে হাতী ঘোড়া ॥
ঘন ঘন বাদ্য বাজে অস্ত্রযুত বীর সাজে
আঠার[১] অক্ষৌহিণী সাজে সেনা।
কেহ সিংহনাদ ছাড়ে মার মার ডাক ছাড়ে
গদা হাতে ধায় কত জনা ॥
অন্তরীক্ষে জার গতি সাজাইল রথ রথী
নানা বর্ণে উড়িছে পতকা।
গগনে ঠেকিল চূড়া রণ মুখে ধায় ঘোড়া
ক্ষিতিতে ঠেকএ জার চাকা ॥
আসিঞা মথুরা পুরী চৌদিকে বেড়িল ঘিরি
বারাইতে নাহি পায় বাট।
জরাসন্ধ বীরভাগ মার মার ছাড়ে ডাক
বোলে তারা ধর মার কাট ॥
বাজে বাদ্য রণঝম্প শুনিতে হৃদএ কম্প
উগ্রসেন পাইল তরাস।
রাম কৃষ্ণ দুই জন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

১। ভাগবতের মতে ২৩ অক্ষৌহিণী—১০।৫০।৪।

জামাতার শোকে জরাসন্ধ নরপতি ।
ঘিরিলা মথুরা পুরী অতি ক্রুদ্ধ মতি ॥
মার মার ডাকে সেনা ছাড়ে সিংহনাদ ।
মথুরার লোক সব গণিল প্রমাদ ।।
উগ্রসেন মহারাজা বসুদেব পিতা ।
দুই ভাই লাগি তারা মনে পায় চিন্তা ।।
আপনা বলিঞা ভয় নাহি করে মনে ।
রাম কৃষ্ণ দুইটি ভাই বাচিবে কেমনে ॥
এথাতে মথুরাপুরে কৃষ্ণ বলরাম ।
সাজিঞা চলিলা দোহে করিতে সংগ্রাম ॥
গায় দিব্য সোনা দিল মাথায় টোপর ।
রণসজ্জা করিলেন অতি মনোহর ॥
হেন কালে ইন্দ্র আদি পঠাইল বিমান ।
শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণ রথ দুইখান ॥
সংগ্রামে আসিঞা তবে ভাই দুই জন ।
লাঙ্গল মুষল রাম করিলা স্মরণ ।।
চলিলা সারঙ্গধনু প্রভু চক্রপাণি ।
টঙ্কারের ধ্বনি শুনি কাপিল মেদনী ॥
কৃষ্ণ সনে যুদ্ধ করে জপে নারায়ণ ।
রুষিঞা করেন রাজা বাণ বরিষণ ॥
বাণ এড়ে সেনাগণ মার মার ডাকে ।
কৃষ্ণের উপরে বাণ পড়ে ঝাকে ঝাকে ॥
আষাঢ়ের মেঘ জেন ঘন বরিষণ ।
দোহে দোহা বাণে বাণে কৈল আৎসাদন ॥
আকর্ণ পূরিঞা কৃষ্ণ ছাড়ি দিল বাণ ।
রাজার শরীর বিন্ধি করিল খান খান ॥

এক বারে বাণ মারে হাজারে হাজার।
দেখিঞা রুষিলা তবে রোহিণীকুমার ॥
লাঙ্গলে জড়ায়্যা মারে দশ বিশ জন।
মুষলের ঘায় তারা হারায় পরাণ ॥
লাঙ্গলে জড়ায়্যা মারে মুষলের বাড়ি।
পড়িল রাজার সেনা জায় গড়াগড়ি ॥
বড় বড় হাতী পড়ে বড় বড় ঘোড়া।
মুষলের ঘায় জত রথ করে গুড়া ॥
রথ লৈঞা বলরাম জেই দিগে জায়।
পলাইতে নারে কেহো পরাণ হারায় ॥
রণস্থলে রক্তে বহিয়া জায় নদী।
পড়িল রাজার সেনা হইঞা গাদি গাদি ॥
লাঙ্গলে জড়াঞা রাম আনে জরাসিন্ধু।
মুখ দিঞা উঠে তার রক্ত বিন্দু বিন্দু ॥
মুষলের ঘাত জে মারিবে জেই বেলে।
না মারিহ জরাসন্ধ বোলেন গোপালে ॥
ইহা হইতে ঘুচিবেক পৃথিবীর ভার।
ইহা হইতে দুষ্ট লোক হইবে সংঘার[১] ॥
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা লাঙ্গল তুলিলা।
অবসরে জরাসন্ধ পলাইঞা গেলা ॥
ঘরে আসি জরাসন্ধ করিলা মন্ত্রণা।
আঠার অক্ষৌহিণী পুন সাজাইল সেনা ॥
আসিঞা মথুরা বৃহদ্রথের[২] কুমার।
রামের সহিতে রাজা হারে পুনর্ব্বার ॥

১। সংঘার—সংহার। ২। মূল পুথিতে "বৃহদ্ধজ" আছে।

এহি মত মথুরায় আসি বারে বার।
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধে হারে সপ্তদশ বার ॥
দেখিঞা দেবতা জত আনন্দিত মন।
মথুরা নগরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
আনন্দিত বসুদেব উগ্রসেন রাজা।
রাম কৃষ্ণ দেখি সুখে ভাসে জত প্রজা ॥
মথুরা নগর হইল বৈকুণ্ঠের মত।
আপ্ত পর ভেদ নাহি লোক বৈসে জত ॥
এহি মত বিলাসএ পিতার সহিত।
কৃষ্ণরসে সুখী হইঞা বোলে পরিক্ষিত ॥
কহ কহ কৃষ্ণকথা ব্যাসের নন্দন।
শুনাঞা কৃষ্ণের কথা শুদ্ধ কর মন ॥
মুনি বোলে শুন অভিমন্যুর তনয়।
জে করিলা মথুরাএ রাম যদুবায় ॥
মনে মনে চিন্তয়ে নারদ তপোধন।
এখন জিঅএ মাত্র সে কাল যবন ॥
তিন কোটি ম্লেৎসের তেহো হয় অধিপতি।
জরাসন্ধ সনে পূর্ব্বে আছয়ে পিরিতি ॥
ত্রিতন্ত্রী বীণায় সান দেয় মহামুনি।
ম্লেৎসরাজার দেশে চলিলা আপুনি ॥
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
আখি ঝুরে প্রেমরসে হৈঞা লোমাবলী ॥
শুন রে ভকত জন হৈঞা একচিত।
যাদব-নন্দন গায় মাধব-চরিত ॥

চলিলা নারদ মুনি উঠিল বীণার ধ্বনি
যবনরাজার পুরী আসি ।
জিনি প্রভাতের রবি অরুণ বসন-ছবি
জটাজূট শোভে দেবঋষি ॥
দেখিঞা যবনপতি গলে বস্ত্র শীঘ্রগতি
পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন ।
আমি বড় কর্ম্মহীন আজি মোর শুভ দিন
তোমার হইল আগমন ॥
মুনি কহে হাসি হাসি তোরে বড় ভালবাসি
শুন রাজা যবন ঈশ্বর ।
জরাসন্ধ তোর সখা আসিতে হইল দেখা
দুঃখ জত কহিল গোচর ॥
অবতীর্ণ যদুবংশে মারিল নৃপতি কংসে
উগ্রসেনে দিল রাজ্যভার ।
জরাসন্ধ নৃপবর যুদ্ধ করে ঘোরতর
যুদ্ধে হারে দশ সাত বার ॥
দুরন্ত রোহিণীসুত যুদ্ধ করে অদভুত
লাঙ্গলে জড়িয়া মারে সেনা ।
রাম কৃষ্ণ দুই বীরে পার বা না পার তারে
তেঞি যুদ্ধে যাইতে করি মানা ॥
এতেক বচন জদি শুনিঞা যবন-পতি
নিবেদিল মুনির চরণে ।
সেনা লঞা তিন কোটি তার না রাখিব মাটি
না রাখিব বীর একজনে ॥

সভামধ্যে করি দর্প গরুড়ে ধরএ সর্প
সিংহে জেন ধরে গজমাথা।
জাইব মথুরাপুরে বান্ধিয়া লইব তারে
বাণেতে কাটিব তার মাথা॥
সখার স্থানে জাও তুমি পশ্চাতে আসিছি আমি
মুনিবরে করিলা বিদায়।
আসিঞা রাজার স্থানে কহে জত বিবরণে
প্রণমিঞা আসি মথুরায়॥
রাম কৃষ্ণ রাম রাম বীণাতে করএ গান
গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
নাহি জানে তন্ত্র মন্ত্র সভে ধন বীণাযন্ত্র
কদম্ব-কুসুম লোমাবলী॥
সর্ব্বত্র গমন করে কন্দল লাগায়া ফিরে
নখে বাদ্য করএ দোকাঠি।
শুন প্রভু জগন্নাথ সাজিল ম্লেৎসনাথ
যবন সাজিল তিন কোটি॥
শুনিঞা নারদ-বাণী হাসে প্রভু চক্রপাণি
যুক্তি করে ভাই দুই জন।
তথা আসি ভগবান সমুদ্রে মাঙ্গিল স্থান
চর পড়ে পঞ্চাশ যোজন॥
বিশ্বকর্ম্মাএ আজ্ঞা দিল রত্নপুরী নির্ম্মাইল
পুষ্প দেউল দিঘি সরোবর।
রচিল উত্তম ঘাট সোনাএ বান্ধিল বাট
নাম হইল দ্বারকা নগর॥

জীব জন্তু আদি করি রাখিলা দ্বারকাপুরী
আপনে রহিলা শ্রীনিবাস।
দ্বারকায় জত লোক নাহি জানে দুঃখ শোক
যাদব-নন্দন কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

মথুরার জত লোক লইএগ গদাধর।
মায়াতে রাখিল লৈএগ দ্বারকা নগর ॥
এথা জরাসন্ধ রাজার সৈন্য গুটি গুটি।
মথুরা ঘিরিল আসি ম্লেৎস তিন কোটি ॥
মার মার করে সেনা করে কলরব।
দেখিএগ না দেখে হরি কপট-যাদব ॥
রাজা বোলে সেনাগণ না দেখিএ কেহু।
দূত বোলে ডাড়াইএগ আছে চৌতুর্ব্বাহু ॥
নাহি জান রাজা তুমি বিক্রম ইহার।
হারিল তোমার বন্ধু সপ্তদশ বার ॥
দেখিএগ শুনিএগ তার হইল অল্পজ্ঞান।
উহার উপরে নাহি ছাড়ি দিব বাণ ॥
রথ হইতে নামিএগ চলিলা ধরিবার।
দেখিএগ ঠাকুর কিছু জান অল্প দূর ॥
ধরিল ধরিল বলি জান ধীরে ধীরে।
ধাইএগ চড়িলা গিএগ পর্ব্বত ভিতরে ॥
দেবতার বরে নিদ্রা জাইছে মুচুকুন্দ।
তথা জাইএগ লুকাইল আপনে গোবিন্দ ॥
শয়ান দেখিল তারে যবনের নাথ।
তাহার উপরে কোপে করে পদাঘাত ॥

নিদ্রাভঙ্গ হইল তার পড়ে কোপদৃষ্টি।
ভস্ম হইঞা উড়্যা গেল ম্লেৎস তিন কোটি[১] ॥
নিদ্রা ভাঙ্গি আখি মেলি চাহিলা রাজন।
সমুখে দেখিল রাজা প্রভু নারায়ণ ॥
তোমাকে দেখিএ মাত্র পুরুষরতন।
পর্ব্বতগহ্বরে তুমি কিসের কারণ ॥
রাজা বোলে মোরে তুমি কহিবে অবশ্য।
মোর দৃষ্টিকোপে কোন্ জন হইল ভস্ম ॥
হরি বোলে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবন্ত।
মোর নাম-গুণ-গণের নাহি আদি অন্ত ॥
আমি জল আমি স্থল এ মহীমণ্ডল।
সকল ভুবন আমি আমাতে সকল ॥
দুষ্ট নিবারণ লাগি আমার জনম।
করিতে অসুর নাশ ছিষ্টির পালন ॥
বসুদেব-সুত আমি দৈবকীকুমার।
কংস হেতু মথুরায় জনম আমার ॥
ম্লেৎসের পতি কালযবন আইল।
তোমা দৃষ্টি তিন কোটি ভস্ম হইঞা গেল ॥
অতএব রাজা তুমি হিত কৈলা মোর।
জে ইৎসা সেই তুমি রাজা মাঙ্গ বর ॥
রাজা বোলে কি বর মাঙ্গিব তব ঠাঞি।
ধন পুত্র ঐশ্বর্য্যাদি কিছু কাম নাই ॥
কর্ম্ম আদি বিষয় জত অনিত্য সকল।
সকলের সার তব চরণকমল ॥

১। মুচুকুন্দের দৃষ্টিতে মাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ পাওয়া যায়।১০।৫১।১২।

জলের বিম্বু কি দেহ তিলে হয় ভঙ্গ।
বর দেহ হোউক জেন বৈষ্ণবের সঙ্গ ॥
অন্য বরে কাজ নাই শুন ভগবান।
নিরবধি শুনি জেন তব গুণগান ॥
তোমার চরিত্র গান শুনি জেন কানে।
তোমার দাসের গুণ মহিমা কে জানে ॥
সভার দুর্ল্লভ বর মাঙ্গিলা সে তুমি।
অতএব তোমার স্থানে ঋণী হইলাম আমি ॥
আর জন্মে পাবা তুমি ব্রাহ্মণ-শরীর।
এত বলি মথুরায় গেলা যদুবীর ॥
পর্ব্বত উপরে উঠে দৈবকীকুমার।
দেখি জরাসন্ধ রাজা করে মার মার ॥
দেখি সিংহনাদ ছাড়ে জত বীরভাগে।
আজ্ঞা দিল ঘির পর্ব্বতের চারি দিগে ॥
ঘিরিঞা পর্ব্বত গোটা ভেজায় আগুনি।
পুড়িঞা উঠিবে গিরি মরিবে আপনি ॥
এত বলি জরাসন্ধ আনন্দ অন্তরে।
অগ্নি দিঞা গেলা রাজা আপনার ঘরে ॥
পর্ব্বত পুড়িয়া উঠে দেখে যদুবর।
এক লম্ফে গেলা প্রভু দ্বারকা নগর ॥
ডুবিল পর্ব্বত তার চরণের ভরে।
ঘুচিল আনলজ্বালা উঠিল উপরে ॥
এহি মত করিল লীলা মথুরাবিজয়।
জেই ইহা শুনে তার দুঃখ নাহি হয় ॥
শুকদেব কহে শুন রাজা পরিক্ষিত।
নৈমিষারণ্যের কথা সূতের ভাষিত ॥

সনকাদি মুনিগণ তাহারে পুছিল।
মথুরা-লীলার কথা সকলি কহিল॥
শুন রে ভকত লোক হইঞা একচিত।
যাদব-নন্দন গায় মাধব-চরিত॥

রাজা বোলে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
শুনায় কৃষ্ণের কথা জুড়াক শ্রবণ॥
তোমার বদনে ঝুরে নিরবধি সুধা।
যতনে করিব পান নিবারিব ক্ষুধা॥
রাজা বোলে ব্রহ্মশাপে নাহিক নিস্তার।
আমি কি পাইব কৃষ্ণ দৈবকীকুমার॥
মুনি বোলে ধন্য ধন্য রাজা পরিক্ষিত।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা দ্বারকা-চরিত॥
আছিল রেবত রাজা কুলের প্রধান।
রেবতী তাহার কন্যা অতি গুণবান॥
পরম সুন্দরী কন্যা রূপে নাহি সীমা।
কে কহিতে পারে তার রূপের ভঙ্গিমা॥
রামরম্ভা জিনি উরু কটি সিংহরাজ।
খগপতি জিনি নাসা ভুরু অলিরাজ॥
লক্ষ্মীর সদৃশ রূপ কুরঙ্গনঞানি।
দেখিঞা রেবত রাজা মনে অনুমানি॥
রেবতীর যোগ্য বর না পাইঞা রাজন।
কন্যা লঞা বিধি স্থানে আইলা তখন॥
আসিঞা ব্রহ্মার পদে কৈল নমস্কার।
ব্রহ্মা বোলে কন্যা কেনে সঙ্গতি তোমার॥

রাজা বোলে কন্যার না দেখি যোগ্য বর।
তে কারণে আইলাম তোমার গোচর ॥
ব্রহ্মা বোলে আসি [আমি] সন্ধ্যা করিঞা।
তোমার কন্যার বর দিবত কহিঞা ॥
ক্ষেণে মাত্র সন্ধ্যা করি আইল চৌতুর্ম্মুখ।
দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা গেল সেহি যুগ ॥
ভার হরণ কারণ আপনে নারায়ণ।
বসুদেবের ঘরে আসি লইল জনম ॥
তাহার অগ্রজ বলরাম সঙ্কর্ষণ।
রেবতী লইঞা তারে কর সমর্পণ ॥
বিধির বচনে রাজা আনন্দিত মন।
বসুদেবে আসি রাজা করে নিবেদন ॥
শুনি বসুদেব মনে আনন্দ বাড়িল।
আলিঙ্গন করি তারে বাসা ঘর দিল ॥
গর্গ মুনি আপনে করিল শুভক্ষণ।
স্থানে স্থানে পঠাইল পাতি[1] নিমন্ত্রণ ॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে আনন্দ আপার।
ব্রাহ্মণেত বেদ পড়ে ভাটে রায়বার ॥
জয় জয় উলাউলি[2] করে নারীগণ।
শুভক্ষণে অধিবাস করিলা ব্রাহ্মণ ॥
দেয় নেয় খায় বিনে নাহি শুনি আর।
দৈবকী রোহিণীর সুখসীমা নাহি তার ॥
খেউর করিঞা আপনে সঙ্কর্ষণ।
তৈল কুড় দিঞা কৈল অঙ্গের মার্জ্জন ॥

১। পাতি—পত্রী, পত্র। ২। উলাউলি—উলু উলু ধ্বনি।

সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান।
নীলাম্বর পট্টবস্ত্র কৈল পরিধান ॥
সুবর্ণ দর্পণ দূর্ব্বা সুতমুট[1] করে।
কনক-মটুক শোভে শিরের উপরে ॥
মাএ নমস্কার করি চড়িলা চৌউদোলে।
আগে পাছে লোক সব জয় জয় বোলে।
রজতের গিরি শোভে মণি মুকুতায়।
কামে অচেতন সে কামিনী মুখ চায় ॥
আসিয়া রেবতপুরে রেবতীর পতি।
দেখিবারে হুড়াহুড়ি জতেক যুবতি ॥
রামের উপরে দৃষ্টি করে জেই রামা।
ঘুচিল গৌরব লাজ কুলের গরিমা ॥
দেখিঞা রেবত রাজা আনন্দিত মন।
বেদধ্বনি করে আর জতেক ব্রাহ্মণ ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণ-কমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল যাদব-নন্দন ॥

তবে হলধর, ছল্লনা উপর, পিড়ির উপর বসি।
জেন কোটি কাম, শোভা করে রাম, উদয় করিল শশী ॥
কুলবধূ মিলি, দেয় উলাউলি, করিলা কৌতুক-বিধি।
লইঞা রমণী, কন্যার জননী, চরণে ঢালিল দধি ॥
সাতাসি করিঞা, কন্যারে লইঞা, প্রদক্ষিণ সাতবার।
কর দুই জুড়ি, সাত বার ঘিরি, মনোহিত নমস্কার ॥

১। সুতমুট—সূত্রমুষ্টি। পুথিতে "সুতমুচ"।

রেবত রাজন, বস্ত্র অভরণ, জামাতারে দান দিল।
জত দ্বিজ মুনি, করে বেদধ্বনি, কন্যা সম্প্রদান কৈল ॥
কন্যা রূপবতী, অনন্ত সংগতি, দাড়াইলা আসি বামে।
দেখি সব জন, হাসে মনে মন, লজ্জিত হইলা রামে ॥
লাজে হলধর, কান্ধের উপর, লাঙ্গল মুষল ধরি।
দিঞা এক টান, করিল সমান, হাসে জত পুরনারী ॥
নাগরী আসিঞা, জলধারা দিঞা, বাসরে লইঞা বসি।
অন্তরে উল্লাস, করে পরিহাস, করাইল পঞ্চগ্রাসী ॥
তাম্বূল চন্দন, দেই নারীগণ, উনমত্ত কুতুহলে।
কৌতুকে যুবতী, লইঞা রেবতী, শোঞাইল রাম-কোলে ॥
কুশণ্ডিকা আদি, কৈল নানাবিধি, প্রভাতে উঠিঞা রঙ্গে।
মাঙ্গিল বিদায়, চড়িয়া দোলায়, জত পারিষদ সঙ্গে ॥
রেবত রাজন, করে নিবেদন, আসিঞা জামাতার আগে।
তনঞা আমার, সব তোর ভার, ভাল মন্দ জত লাগে ॥
শুনি বাদ্যধ্বনি, কম্পিত মেদনি, জয় জয় হইল রোল।
বাজিছে বাজনা, নাচে কত জনা, জগঝম্প বাজে ঢোল ॥
দৈবকী রোহিণী, বাদ্য-শব্দ শুনি, নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জ করি।
ঘট ভরি জল, নারিকেল ফল, রত্ন-প্রদীপ সারি ॥
গোধূলি সময়, আইলা আলয়, হরষিত মাতা দেখি।
দূর্ব্বা ধান্য করে, দিল দোহার শিরে, কহে হও চিরঞ্জীবী ॥
খই কড়ি লইঞা, নিছনি করিঞা, ফেলি দিল ছড়াইঞা।
বধূ করি কোলে, নাচে কুতুহলে, বধূ-মুখে চুম্ব দিঞা ॥
বন্ধুগণ জত, হৈঞা আনন্দিত, করে বন্ধন সব।
আনন্দ উৎসব, * * * কৃষ্ণদাস সুরচিত ॥ * ॥

রাজা কহে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
কেমনে করিল কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ॥
মুনি বোলে শুন রাজা কর অবগতি।
বিদর্ভ নগরে ছিল ভীষ্মক নরপতি॥
তার পুত্র রুক্মী রাজা কুলের প্রধান।
তাহার তনয়া লক্ষ্মী অতিগুণবান্॥
পরম সুন্দরী কন্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী।
মাতঙ্গ জিনিঞা গতি কুরঙ্গনঞানি॥
পীন স্তনযুগ জেন উঠে করি বল।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত জেন কর-পদতল॥
সিঙ্গগ্রীব[1] গজস্কন্ধ সুদীর্ঘ লোচন।
সুরঙ্গ অধর দেবী মদনমোহন॥
সরোরুহ বদন কমল শোভে আখি।
দশন মুকুতাপাতি ভুরু অলি পাখী॥
রামরম্ভা জিনি উরু গুরুয়া[2] নিতম্ব।
বিজুরি চমকে জেন হাসে মন্দ মন্দ॥
রাজা বোলে অপরূপ দেখি পুণ্যশীলে।
কৃষ্ণ হেন পতি তার বহু পুণ্যে মিলে॥
পূর্ব্বজন্মে রুক্মিণীর থাকে পুণ্যফল।
কৃষ্ণ হেন পতি দেবী পাইবে নিশ্চল॥
জে বোলে সে বোলে মোরে জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
করিব কৃষ্ণের পদে কন্যা সমর্পণ॥
শুনিঞা বোলেন বাণী রাজার কুমার।
বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধি বুঝি অন্য হয় তোর॥

১। সিংহগ্রীব। ২। গুরুয়া— প্রা° গরুঅ, স° গুরুক। গুরু।

চৌতুর করিলা বর উপযুক্ত ভাল।
জাতি কুল নাহি তার ধেনুর রাখাল ॥
কভু ক্ষত্র কভু গোপ নাহিক নির্ণয়।
আমার ভগিনী নাকি তারে দিতে হয় ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ সভে করহ বিচার।
ভীষ্মক বোলে কর পুত্র জে ইৎসা তোমার ॥
দমঘোষ-পুত্র শিশুপাল গুণবান।
কুলে শীলে গুণে নাহি তাহার সমান ॥
তারে ভগিনী দিতে পূর্ব্বে কহিঞাছি আমি।
রুক্মিণী ভগিনীর যোগ্য সেই মাত্র স্বামী ॥
শুনি জ্ঞাতি বন্ধুগণ বোলে হয় হয়।
বিবাহের কার্য্য কর জদি মনে লয় ॥
বিচার করিঞা পাতি আপনে লিখিল।
বিপ্র-হাতে দিঞা দমঘোষে পঠাইল ॥
শুনিঞা রাজার বড় আনন্দিত মন।
বন্ধুগণ আনাইল দিঞা নিমন্ত্রণ ॥
এথা রুক্মী রাজা লিখি পঠাইল পাতি।
নিমন্ত্রণ পাঞা আইলা জত বন্ধু জ্ঞাতি ॥
বড় বড় রাজা আইলা বড় বলবান।
জরাসন্ধ রাজা আইলা সভার প্রধান ॥
ব্রাহ্মণ ভট্টক আইলা নানা দেশ হইতে।
নাগরাখানাতে বাদ্য লাগিল বাজিতে ॥
ঢোলের দুমদুমি শুনি যোজনেক পথে।
জুড়ায় পরাণ জেন সাহিনি[১] শবদে ॥

১। রাগিণীর নাম।

বেদধ্বনি করে আর জতেক ব্রাহ্মণ।
বিলাইয়া দিলা রাজা বস্ত্র অভরণ॥
হইল আনন্দ বড় বিদর্ভ নগরে।
নৃত্য গীত মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে॥
এথা জত নারীগণ লইঞা রুক্মিণী।
স্ত্রীআচার কর্ম্ম করে লইয়া সে রমণী॥
তৈল কুড় দিয়া কৈল অঙ্গের মার্জ্জন।
সহচরীগণ দেখি পুছিলা তখন॥
সহচরী বোলে ওহে শুন ঠাকুরাণি।
বিবাহ তোমার হবে ভাগ্য করি মানি॥
শিশুপাল নাম তার পরম সুন্দর।
কালি বিভা হবে দেবি তুমি পাবে বর॥
সহচরীগণ বোলে এতেক সংবাদ।
শুনিঞা রুক্মিণী দেবী গণিল প্রমাদ॥
সখীমুখে শুনি দেবী বিবাহের কথা।
হৃদয় দুস্খিত দেবী মনে পাঞা বেথা॥
কহিতে না পারে দেবী অন্তরের দুঃখ।
মন পোড়ে দাবানলে শুখাইল মুখ॥
কি করিব কি হইল বোলে ঠাকুরাণী।
কেমনে পাইব হরির চরণ দুখানি॥
অন্তর দুস্খিত দেবী সয়স্ত না পায়।
মন-বন পোড়ে জেন উথলিল বায়॥
শিশুপাল সঙ্গে জদি মোর বিভা হয়।
শরীর ছাড়িব নহে মরিব নিশ্চয়॥
মাথা নাহি তোলে দেবী কথা নাহি কয়।
হাস্য পরিহাস কথা তার মনে নাহি লয়॥

ছল ছল করে তার[১] বিরস বদন।
দেখি সখীগণ তারা করে নিবেদন॥
এ হেন মঙ্গল কার্য্য করহ বিষাদ।
কালি পাবে অনায়াসে স্বামীর প্রসাদ॥
সখীর বচন দেবী শুনিঞা না শুনে।
মন পণ করি দিল কৃষ্ণের চরণে॥
বাদ্য-কলরব দেবী শুনিঞা শ্রবণে।
চমকি চমকি দেবী উঠে ঘনে ঘনে॥
সর্ব্বআত্মা পতিতপাবন গুণধাম।
সভারে তোমার দয়া মোরে কেনে বাম॥
জদি নাহি পাই প্রভু তোমার চরণ।
সঙরি তোমার পদ তেজিব জীবন॥
অন্তরে ভাবনা করে চিন্তে নারায়ণ।
হেন কালে দেখে এক দারিদ্র ব্রাহ্মণ॥
ভিক্ষা লাগি আইসে সেই রাজার মন্দিরে।
প্রণাম করিঞা দুঃখ নিবেদিল তারে॥
শুনহ ঠাকুর তুমি মোর নিবেদন।
দ্বারকা নগরে জাও যথা নারায়ণ॥
মোর পত্র দেয় গিঞা প্রভুর চরণে।
তবে সে জানিব জদি দয়া থাকে মনে॥
আছিল পিতার ইৎসা তোমা সমর্পিতে।
রুক্মীর বিবাদে আমা না পারিল দিতে॥
সম্বন্ধ করিল শিশুপালের সহিত।
আসিঞা করহ প্রভু জে হয় উচিত॥

১। তার—চক্ষুর তারা।

ইহা বলি এক পত্র আপনে লিখিঞা।
ব্রাহ্মণের হাতে দিল বিনয় করিঞা॥
জতক্ষণ ফিরিয়া এথা না আসিবা তুমি।
ততক্ষণ পথ পানে চায়া রহিলাম আমি॥
এতেক বলিয়া দেবী ছাড়এ নিঃশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

লক্ষ্মী আজ্ঞা শিরে ধরি চলিলা দ্বারকাপুরী
আনন্দিত হইঞা দ্বিজমণি।
সার্থক [আমার] জন্ম সিদ্ধ হইল ক্রিয়া কর্ম্ম
দেখিব গোলোকচূড়ামণি॥
সনকাদি মুনিগণ ভাবে জেই শ্রীচরণ
অনায়াসে পাব দরশন।
ইহা বলি বিপ্রবর প্রবেশিল এক ঘর
সেই ঘরে প্রভু নারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিঞা হরি পাদ প্রক্ষালন করি
বসিবারে দিলেন আসন।
নানা দ্রব্য উপহারে ভোজন করালা তারে
সুখে বিপ্র দিলা আলিঙ্গন॥
কহিল জতেক কথা রুক্মিণী ভীষ্মক-সুতা
পত্র দিল প্রভুর গোচর।
পত্র পাঠে চক্রপাণি শুনিঞা বিনয়-বাণী
হরিষ হইলা যদুবর॥

দ্বারকায় জত ছিল কারে কিছু না কহিল
না কহিল দাদা হলধরে।
ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করি রথের উপরে চড়ি
উত্তরিল বিদর্ভ নগরে॥
বাদ্যভাণ্ড ঘরে ঘরে দেখিঞা রাজার পুরে
কৈল পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি।
গিরিশৃঙ্গ খসি পড়ে অনন্তের ফণা নড়ে
সমুদ্রের উথলিল পানি॥
শুনিঞা শঙ্খের ধ্বনি মুরছিত রাজরাণী
ভূমে পড়ে হইঞা অচেতন।
বিনি নিমন্ত্রণে হরি আইলা রাজার পুরী
ভীষ্মক আদি দিলেন আসন॥
ভূমে পড়ে জেন মরা[১] চেতন না পায় তারা
বোলে জরাসন্ধ মহাশএ।
শিশুপাল সুকুমার বিভা নাহি দেয় তার
রুক্মিণীকে হরিবে নিশ্চয়॥
অবিলম্বে মহামতি বধিলেক কুবলয় হাতী
চাণূর মুষ্টিক নিশাচর।
কংস আদি নিজবলে মারিল বালককালে
বসি তার বুকের উপর॥
আমি আসি দিনু হানা আঠার অক্ষৌহিণী সেনা
রথ রথী করিল সংঘার।
এহি মত বারে বার হারিল সতর বার
কালযবন বধিল প্রকারে॥

১। মরা—মড়া, মৃত।

শুনি জরাসন্ধ-বাণী জেন গর্জ্জি উঠে ফণী
বীরদাপ মারে মালসাট।
ঘুচালা সভার ডর সেনাতে রচিল গড়[১]
পবন গমনে নাহি বাট॥
সৈন্য রাখে থরে থরে কৃষ্ণ কি করিতে পারে
ঘন ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার।
কেহো আসি মহাকোপে ফেলিঞা ধনুক লোফে
কেহো দেয় ধনুক টঙ্কার॥
জত বীর বলবান সভে হয় সাবধান
দুষ্টমতি বড়ই গোপাল।
ইহা বলি মহামতি ব্রাহ্মণ পঠাইল তথি
সাজিঞা আইলা শিশুপাল॥
শুনি শিশুপাল রাজা পিতৃকার্য্য দেব-পূজা
সমাধিল করি করপুটে।
সুবর্ণ-দর্পণ করে বস্ত্র অভরণ পরে
শিরে দিল সোনার মুকুট॥
নানা বাদ্যভাণ্ড করি আইলা রাজার পুরী
দুষ্টমতি বড়ই উল্লাস।
শুন ভাই অপরূপ শুনিলে পাইবে দুঃখ
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥*॥

তবে আর শুন কথা কান্দে ভীষ্মকের সুতা
পথ পানে করি নিরীক্ষণ।
পথ পানে চাঞা রয় কারে কিছু নাহি কয়
কতক্ষণে আসিবে ব্রাহ্মণ॥

১। গড়—দুর্গ।

তবে সেই দ্বিজবর আইলা দেবীর ঘর
হরষিত দেখিয়া বদন।
দেখি দেবী অনুমতা বুঝিল মনের কথা
সুমঙ্গল কার্য্যের লক্ষণ॥
বিপ্র বোলে ঠাকুরাণি আজ্ঞা দিব চক্রপাণি
পূরিবে তোমার মনস্কাম।
কিছু দিতে ইৎসা হয় মনে তার নাহি লয়
ব্রাহ্মণেরে করিলা প্রণাম॥
দেখি বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা দ্বিজ অসম্মত
রুক্মিণীর দেখি আচরণ।
নাহি দিল ধন কড়ি বড়ই নিষ্ঠুর ছুড়ি
শ্রম বুঝি নাহি দিল ধন॥
এত বলি দ্বিজবর চলিলা আপন ঘর
ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে।
লক্ষ্মী হইলা পরিতোষ ঘুচিল দারিদ্র্য দোষ
ধন পাইলা অমূল্য রতনে॥
বিপ্র গেলা নিজবাসে সখীগণ আসি কাছে
তৈল কুড় দিলা দেবীর অঙ্গে।
স্নান করাইলা তারে সিন্দুর পরালা ভালে
বিলাসিনী সখীগণ সঙ্গে॥
লইঞা নৈবেদ্য থালা ধূপ দীপ গন্ধ মালা
সমর্পিল পঞ্চ দেবতারে।
সব সুমঙ্গল দেখি তার মাঝে সুধামুখী
প্রবেশিলা দেবতা-মন্দিরে॥

রতন-প্রদীপ জালি গণেশায় পুটাঞ্জলি
অঞ্জলি অঞ্জলি দেই ফুল।
কৃপা করি ভগবতি কৃষ্ণচন্দ্র দেহ পতি
তুমি মোরে হও অনুকূল॥
তবে সে রুক্মিণী দেবী হরগৌরী-পদ সেবি
কটাক্ষে হেরিল বলরামে।
দেখি বীর রাজগণ হরিল সভার মন
অচেতন হইঞা পড়ে ভূমে॥
তবে প্রভু জগন্নাথে ধরিঞা রুক্মিণী-হাতে
তুলিলেন রথের উপরে।
হাসি প্রভু যদুরায় রুক্মিণী লইঞা জায়
হাহাকার উঠিল নগরে॥
হাটে বাটে কোলাহল হইল বড়ই রোল
কটকে পড়িল ডাকাডাকি।
আসি জত বীরভাগে মার মার বলি ডাকে
জরাসন্ধ হাসে দূরে থাকি॥
আসি বোলে নৃপবর কেমনে পলায় চোর
একা হরি লইল গোপালে।
মারিব রমণী-চৌর কলঙ্ক ঘুচাব মোর
বিভা দিব আনি শিশুপালে॥
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড কাটিব তাহার মুণ্ড
প্রতিজ্ঞা করএ সভামাঝে।
ইহা জদি নাহি পারি বৃথা আমি নাম ধরি
নগরে আসিব কোন লাজে॥

ইহা বলি বীর সাজে রণ-ঘণ্টা ঘন বাজে
দুই বীরে হইল দেখা শুনা ।
ক্রোধে রাজা ছাড়ে বাণ শ্যাম-তনু খান খান
দেখি দেবী করএ করুণা ॥
রুক্মিণী কহএ হরি দেখিতে নাহিক পারি
শ্যাম অঙ্গে পড়িছে রুধির ।
তোমা দেখি একেশ্বরে কেমনে জিনিবে তারে
একা তুমি তারা মহাবীর ॥
জত রাজা বলবান চোখা চোখা এড়ে বাণ
বাণে বাণে কৈল আৎসাদন ।
দারুণ ভগ্নীর শোকে মারে বাণ ঝাকে ঝাকে
মেঘে জেন ঘন বরিষণ ॥
দেখিয়া সারঙ্গপাণি টানিঞা ধনুকখানি
আকর্ণ পূরিঞা ছাড়ে বাণ ।
কাটিয়া রথের চূড়া ভাঙ্গিয়া করিল গুড়া
শরীর হইল খান খান ॥
ক্রোধে প্রভু ভগবান গুণে জোড়ে চোখা বাণ
দেখি দেবে মনে পাইলা ভয় ।
বাণে জেন চক্রমালা রণস্থল করে আলা
চক্রবাণ কভু বৃথা নয় ॥
দেখি দেবী জোড় কর না মারিহ সহোদর
ভাই ভিক্ষা দেহ জগন্নাথ ।
রুক্মিণীর স্তব শুনি হাসে প্রভু চক্রপাণি
চুলে ধরি আনি বান্ধে রথে ॥

চেলা চেলা করি শির মুড়াইল যদুবীর
রুক্মিণীর হইল কিছু হাস।
তাহা দেখি সভে হাসে সুখের সাগরে ভাসে
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

এথা রাম হরষিত দ্বারকা নগরে।
বিপ্র সঙ্গে কৃষ্ণ গেলা জানিলা অন্তরে ॥
শুনিল ভীষ্মকসুতা রুক্মিণী-হরণ।
বিদর্ভ নগরে গেলা সেই সে কারণ ॥
এথাতে থাকিঞা আজি নাহি প্রয়োজন।
জথা কৃষ্ণ তথা আমি করিব গমন ॥
দুষ্ট রাজগণ তার কি জানি কি করে।
অতএব জাব আমি বিদর্ভ নগরে ॥
ইহা বলি রথে চড়ি করিলা গমন।
কৃষ্ণ সঙ্গে পথে আসি হইল দরশন ॥
দেখিল রুক্মিণী দেবী বসি কৃষ্ণ-বামে।
বধূ দেখি হরষিত হইলা বলরামে ॥
যুদ্ধ করে রাজগণ বোলে মার মার।
দেখিঞা কুপিলা বড় রোহিণীকুমার ॥
বধূ লৈঞা জাও তুমি ঘর আপনার ॥
রাজগণ মারিবার মোর সব ভার ॥
লাঙ্গল মুষল দেব করিঞা স্মরণ।
আগু জায়া ডাড়াইলা রোহিণীনন্দন ॥
হাজারে হাজারে বাণ এড়ে জত বীর।
বাণে জর জর হৈল রামের শরীর ॥

রামের উপরে বাণ পড়ে ঝাকে ঝাকে।
সিংহনাদ করিঞা জতেক বীর ডাকে॥
মহাবেগে বাণ গোটা সামাইছে[১] ফলা।
শ্বেত অঙ্গে রক্ত বহে জেন পদ্মমালা॥
রামের শরীর জেন ভাসি জায় রক্তে।
অশোক কিংশুক জেন ফুটিল বসন্তে॥
বিক্রম করিঞা রাম জেই দিগে জায়।
কেশরীর ভয়ে যেন কুরঙ্গ পলায়॥
লাঙ্গলে বেড়িঞা মারে মুষলের বাড়ি।
চূর্ণ হয় রথ রথী জায় গড়াগড়ি॥
কেহো স্থির নাহি বান্ধে দেখিঞা সংগ্রাম।
পলায় রাজার সেনা দেখি বলরাম॥
অধৈর্য্য হইলা ক্রোধে প্রভু সঙ্কর্ষণ।
প্রাণ লৈঞা পলাইলা জত রাজগণ॥
রণ জয় করিঞা আপনে হলধর।
আইলেন পুনরপি জথা গদাধর॥
দেখিল রাজার সুত বান্ধা আছে রথে।
হাসিঞা বলাই কিছু লাগিলা কহিতে॥
রথের চাকায় বান্ধা আছে কোন জন।
কোন অপরাধ কৈল কিসের কারণ॥
আখি ঠারি বলরামে কহে চক্রপাণি।
নববধূ রুক্মিণী সে ইহার ভগিনী॥
নবীন কুটুম্ব সে বধূর হয় ভাই।
পরিহাস করিলে ইহাতে দোষ নাই॥

১। সামাইছে—প্রবেশ করিতেছে।

ইহা বলি বলরাম ঘুচালা বন্ধন।
বিদায় করিয়া দিলা রাজার নন্দন ॥
প্রতিজ্ঞা কারণে রাজা না গেলা নগরে।
পাত্র মিত্র লৈঞা রহে গ্রামের বাহিরে ॥
এথা কৃষ্ণ দ্বারকাএ লইঞা রুক্মিণী।
রাম সঙ্গে দ্বারকাএ আইলা আপুনি ॥
আনন্দিত হইলা দেবী দৈবকী রোহিণী।
মঙ্গল বিধানে কৈল বধূর নিছনি ॥
শুভ লগ্ন শুভ ক্ষণ করিল ব্রাহ্মণ।
রুক্মিণী বিভা দিলা লৈঞা বন্ধুগণ ॥
এহি মত রামকৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু আনন্দে বিহরে ॥
সংক্ষেপে কহিল দেবী রুক্মিণী-হরণ।
ইহা জেই শুনে পায় গোবিন্দ-চরণ ॥
হেলাএ শ্রদ্ধায় জেবা করএ শ্রবণ।
অচিরাতে পাবে সভে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শুন রে ভকত জন হৈঞা একচিত।
বিরচিল কৃষ্ণদাস মাধব-চরিত ॥ * ॥

তবে শুন ভক্তগণ অতি অপরূপ।
দ্বারকা-লীলার কথা বড়ুই কৌতুক ॥
জে লীলা প্রকাশ প্রভু করে দ্বারকায়।
সমুদায় কৃষ্ণের গুণ কহা নাহি জায় ॥
এহি মত দ্বারকায় লক্ষ্মী নারায়ণ।
রুক্মিণীর উৎসব দেখিঞা নারীগণ ॥

বেদবিধি মতে কার্য্য কৈল সমাধান।
সব নারীগণে দিল তৈল গুয়া পান॥
হরদৃষ্টে কাম ভস্ম হইঞাছিলা পূর্ব্বে।
আসিঞা জনম নিলা রুক্মিণীর গর্ভে॥
মুখে জল উঠে দেবী দুটি আখি ঢুলে।
স্থানাস্থান ভেদ নাহি লুটে ক্ষিতিতলে॥
ঘন ঘন হামি উঠে নিদ্রার আলসে।
গর্ভের লক্ষণ দেখি দিবসে দিবসে॥
পঞ্চামৃত পঞ্চ মাসে করিলা ভক্ষণ।
দেখিঞা দৈবকী মাতা হরষিত মন॥
আনন্দে সানন্দে গর্ভ জবে পূর্ণ হৈল।
শুভ ক্ষণে শুভ দিনে পুত্র প্রসবিল॥
পুত্র দেখি আনন্দিত রোহিণী দৈবকী।
উগ্রসেন বসুদেব আনন্দ কৌতুকী॥
এই মত বাড়ে শিশু রুক্মিণীর কোলে।
হরিল বালক দশ দিবসের কালে॥
চুরি করি লইলেন সম্বর অসুরে।
আছাড়ে বালক দৈত্য শিলার উপরে॥
না মরিল বালক দেখিল বিদ্যমান।
সমুদ্রে ফেলিল শিশু দিঞা একটান॥
পড়িল লক্ষ্মীর সুত সমুদ্রের মাঝে।
দেখিঞা গিলিল শিশু আসি মৎস্যরাজে॥
কথো দিন বহি মৎস্য বান্ধা গেল জালে।
ধরিঞা ধীবর তারে উঠাইল কূলে॥
দেখিল প্রকাণ্ড মৎস্য বড় দেখি পেট।
সম্বর রাজাক লৈঞা সভে দিল ভেট॥

তুষ্ট হইলা সম্বর দেখি মৎস্যরাজে।
শীঘ্র পাঠাঞা দিলা রন্ধনের কাজে॥
মনুষ্যের শিশু দেখি মৎস্যের উদরে।
দেখি মায়াবতী দেবী আনন্দ অন্তরে॥
শিশু দেখি স্নান করাইল গঙ্গাজলে।
দেখিঞা বালক মায়াবতী কৈল কোলে।
হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিতে।
কৃষ্ণদাস গায় গীত মাধব-চরিত॥ * ॥

হেন কালে মহামুনি করিঞা বীণার ধ্বনি
উপনীত দেবীর সাক্ষাত।
মুনি দেখি প্রণমিল শীঘ্রগতি * * *
নিবেদিল করি জোড়হাত॥
আইস আইস মহামুনি কোথা জাও কহ শুনি
আজি মোর সাফল জীবন।
শুভ দিন আজি মোর চরণ দেখিনু তোর
জাহা দেখি তোমার গমন॥
মুনি বোলে মায়াবতি নাহি চিন নিজ পতি
কোলে দেখি শিশু অনুপাম।
হর-দৃষ্টি-কোপানলে ভস্ম হৈল সেই কালে
শিশু নহে সেই পতি কাম॥
পিতা জার চক্রপাণি মাতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
হরিল সম্বর নিশাচরে।
দশ দিবসের কালে টানিঞা ফেলিল জলে
মৎস্য হেতু আসি তোর ঘরে॥

তপস্যার বলে হর মায়া-মন্ত্র দিল বর
দেবীমন্ত্র নিলে নাহি মরে।
এত বলি মুনিবরে মন্ত্র শিখাইলা তারে
দেবীমন্ত্র তাহার উপরে॥
এহি মত দিনে দিনে ভাল মন্দ নাহি জানে
মায়াবতী আনন্দে বিভোলা।
অস্ত্র শাস্ত্র অদভুত পড়িলা রুক্মিণীসুত
তনু-শশী বাড়ে ষোল কলা॥
তবে পুন মায়াবতী কামে হত চাহে রতি
কুমারের হইল সন্দেহ।
না বুঝি ইহার রীত স্বামিভাব করে নিত
নিবারিতে নাহি দেখি কেহো॥
কাটিব তোমার মাথা ঘুচাব মনের বেথা
তোর দুঃখে হব দেশান্তরি।
করহ স্বামীর ভাব ইথে তোর কোন লাভ
তোরে দেখি বড় অবিচারি॥
ইহা শুনি বোলে সতী তুমি মোর নিজ পতি
কহিল নারদ তপোধন।
হর কোপে ভস্ম হইলা পৃথিবীতে জনমিলা
সে কথা নাহিক স্মরণ॥
পিতা তোর চক্রপাণি মাতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
জনমিলা দ্বারকা নগরে।
দশ দিবসের কালে সম্বর ফেলিল জলে
তোমা পালু মৎস্যের উদরে॥

কান্দিছে তোমার মা বাঘিনী হারায়া ছা
ধেনু জেন বৎস হারাইঞা।
দ্বারকা পুরের লোক তোমার পাইল শোক
ঝাটে চল রিপুরে নাশিঞা॥
পূজ প্রভু হর গৌরী মারহ আপন ঐরি
দেবীবিদ্যা বিনে নাহি মরে।
মায়ার প্রতাপে তার দৈত্য করে অহঙ্কার
কহিল নারদ মুনিবরে॥
শিখাইল মায়াবতী আশ্বাস করিল পতি
কুমার ছাড়এ সিংহনাদ।
আসিঞা রাজার পুরে বীর-ঘণ্টা ঘন নাড়ে
শুনি রাজা গণিল প্রমাদ॥
শুনিঞা ঘণ্টার রব আপুনি আইল সব
ধাইঞা রাজা আইলা সম্বরে।
আসিঞা দেখিল তারা রাজার বাড়ীর ছোড়া
দেখিঞাছি মায়াবতী ঘরে॥
শুনি পরিচয় করি আনিলি করিঞা চুরি
ফেলাইলি সমুদ্র ভিতরে।
তভু নাহি লাগ ছাড়ি আইলাম তোমার পুরী
রহি আমি তোর অন্তঃপুরে॥
ইহা বলি দুই বীর সমরে না হয় স্থির
দোহে করে বাণ বরিষণ।
হরিসুত বলবান না সহে সম্বর টান
ভূমে পড়ে হইঞা অচেতন॥

মায়ার প্রভাব হইতে উঠিলা আকাশ-পথে
পবনে আশ্রয় করি তথা।
দেবের মন্ত্রের বলে লম্ফ দিঞা ধরে চুলে
খড়্গেতে কাটিল তার মাথা॥
পড়িল সম্বর রণে আনন্দিত দেবগণে
কুমারে করিল পুষ্পবৃষ্টি।
কৃষ্ণ-সুত হইলা জয় হইল অসুর-ক্ষয়
লক্ষ্মীর হইল শুভ দৃষ্টি॥
তবে কহে মায়াবতী চল প্রভু শীঘ্রগতি
অবিলম্বে দ্বারকা নগরে।
জগত-জননী-মুখ দেখিলে পাইবে সুখ
ধন লৈঞা রথের উপরে॥
মনোরথ ধন ভরি চলিলা দ্বারকা পুরী
দোহার হইল মনে হাস।
দেখিঞা পিতার ধাম হরষিত হইলা কাম
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥ *॥

বাছা আয় রে॥

চাহিঞা বালক পানে। ধারা বহে দো নঞানে॥
আপনার শিশু পাইঞা। রইল মুখপানে চাঞা॥
দশ দিবসের কালে। কেবা সে হরিঞা নিলে॥
জেমন প্রভুর আখি। ইহার তেমনি দেখি॥
আমার তনয়া[১] বটে। তেঞি প্রাণ কান্দ্যা উঠে॥
মুখ চাঞা আখি ঝুরে। স্তনে কেনে দুগ্ধ পড়ে॥

১। আদরার্থে পুংলিঙ্গে আ প্রত্যয়। যেমন—নন্দবালা—শ্রীকৃষ্ণ।

হারাইঞা পায় ধন। তেমতি করিছে মন ॥
কান্দিয়া রুক্মিণী বোলে। মা বলিঞা আয় কোলে ॥
পুরুব পুণ্যের ফলে। বাহুড়িঞা আইল কোলে ॥

তবেত রুক্মিণীসুত আনন্দ অন্তরে।
মায়াবতী সঙ্গে আইলা দ্বারকা নগরে ॥
আসিঞা বসিলা দোহে অশ্বত্থের তলে।
হেম[১] আরোহণে দেবী আছে সেই কালে ॥
হেরিতে পড়িল দৃষ্টি শিশুর উপরে।
আখি ঝুরে দুগ্ধ পড়ে দুটি পয়োধরে ॥
পুত্রস্নেহ করি দেবী বদন নিহালে।
হরিঞা লইল দশ দিবসের কালে ॥
কত পুণ্য কৈল আমি জন্ম জন্মান্তরে।
গিয়াছিল পুত্র মোর পুন আইল ঘরে ॥
জেমন কৃষ্ণের রূপ নবঘন-শ্যাম।
দলিত অঞ্জন জিনি অতি অনুপাম ॥
সেই রূপ সেই গুণ তেমতি বঞান।
সেই মত নাসা ভুরু কমল-নঞান ॥
সেহি মত হাস্য দেখি গমন সুধীর।
দশন মুকুতা দেখি নাভি সুগভীর ॥
স্তনে দুগ্ধ ঝুরে মোর হইঞা শতধার।
কোথা হরি চিনি নেহ পুত্র আপনার ॥
এত বলি চাহিঞা আইলা রুক্মিণী।
হেন কালে আইলা নারদ মহামুনি ॥
মুনি বোলে শুন প্রভু লক্ষ্মীনারায়ণ।
চিনিঞা না লয় কেনে আপন নন্দন ॥

১। হৈম অট্টালিকার উপরে তখন রুক্মিণী আরোহণ করিয়াছিলেন।

আপন তনয়া প্রভু না পার চিনিতে।
ঘরে লঞা জাও পুত্রবধূর সহিতে ॥
চুরি করি লৈঞাছিল পাপ নিশাচরে।
আইল তোমার পুত্র মারিঞা সম্বরে ॥
উহার সঙ্গেতে রামা নাম মায়াবতী।
জন্ম জন্মান্তরে দেবী পতিব্রতা সতী ॥
এতেক বচন জদি কহে মহামুনি।
হাসিঞা কহিল প্রভু দেব চক্রপাণি ॥
পূর্ব্ব স্মরিঞা দেবী ভাসে অশ্রুজলে।
বদন চুম্বন করি পুত্র নিল কোলে ॥
ঘরে ঘরে সুমঙ্গল দ্বারকা নগরে।
বধূমুখ দেখি দেবী আপনা পাসরে ॥
এহি মত বিহারএ লক্ষ্মী নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠের সম হইল দ্বারকা ভুবন ॥
বিস্তার করিঞা গ্রন্থ না জায় লিখন।
সংক্ষেপে কহিল কিছু শুন ভক্তগণ ॥
না জানিঞা সুধা পান করে জদি নর।
বর্ণিব সভার হেতু সে হয় অমর ॥
আমি মূর্খ কি জানি শাস্ত্রের বিচার।
কেমনে কহিব কথা দ্বারকা-বিহার ॥
সহস্র বদনে জদি লিখএ (কহএ) অনন্ত।
দ্বারকা-লীলার কিছু নাহি পায় অন্ত ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শ্রোতাগণ।
ভক্ত জনের হই জেন কৃপার ভাজন ॥
বিষয়-লালসা মোর কবে হইতে জাবে।
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় কবে মন হবে ॥

মুঞিঃ অতি ক্ষুদ্র জীব অল্পপরাণি।
তৃষ্ণাএ পিইতে চাহি সমুদ্রের পানি॥
মনে অনুমান করি অসম্ভব জত।
না বুঝে পাষণ্ড ইহা বুঝএ ভকত॥
আপনা পাসরি জীব স্ত্রী-পুত্র লালসে।
না বুঝিঞা নাম সেই বিধাতাকে দোষে॥
ভুলিয়া রহিলা মিথ্যা আনন্দ আবেশে।
সামর্থ্য চলিয়া গেইলে কি করিবে শেষে॥
শুন রে ভকত জন মজাইঞা চিত।
কৃষ্ণদাস গান সুখে মাধব-চরিত॥ * ॥

এহি মতে দ্বারকাএ প্রভু যদুরায়।
উগ্রসেন সঙ্গে করি বসিলা সভায়॥
উদ্ধব সাত্যকি আদি জত মন্ত্রিগণ।
সভামধ্যে আছে তারা প্রসন্নবদন॥
সত্রাজিত মহারাজা দেখে হেন কালে।
দিবাকর-দত্ত মণি স্যমন্তক গলে॥
রাজা দেখি হাসিঞা বোলেন চক্রপাণি।
মোর তরে দেহ রাজা স্যমন্তক মণি॥
পাইঞা অমূল্য ধন নাহি দেখ জেন।
দিবে কি না দিবে ইহা কহিবে প্রসেন॥
কিছু না বলিলা রাজা প্রভুর বচনে[১]।
সত্রাজিত ঘরে গেলা থাকি কতক্ষ[ে]ণ॥
রাত্রি দিবা ষোল ভার[২] প্রসবে কাঞ্চন।
হেন মণি দিতে নাখি পারে কোন জন॥

১। মূলে "বলিলা প্রভু রাজার বচনে।" ২। ভাগবতে অষ্ট ভার।—১০।৫৬।১১। ভার—পরিমাণবিশেষ।

ঘরে আসি সত্রাজিত মনে অনুমানি।
প্রসেনের গলে দিল স্যমন্তক মণি॥
গলে মণি দিঞা রাজা আনন্দিত মনে।
মৃগয়া করিতে গেলা গহন কাননে॥
রাজার গলাএ মণি দেখিঞা কেশরী।
কাড়িঞা লইল মণি প্রসেনেরে মারি॥
মণি লৈঞা জায় রাজার বধিঞা পরাণ।
কত দূরে থাকি তাহা দেখে জাম্ববান॥
মহাবেগে সিংহকে মারিয়া কুতূহলে।
মণি লৈঞা জাম্ববান প্রবেশে পাতালে॥
বালকের গলে মণি দিল জাম্ববান।
এথা সত্রাজিত রাজা করে অনুমান॥
কোথা গেল কিবা হৈল গেল কোন বনে।
মারিল প্রসেন কিবা মণির কারণে॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ চাঞাছিল স্যমন্তক মোরে।
না পাইঞা মারিঞা লইল যদুবরে॥
তোমরা সকলে দেখহ অনুমানি।
প্রসেনে মারিঞা মণি নিল চক্রপাণি॥
হাটে ঘাটে রাজপথে কহে সর্ব্বজনা।
দ্বারকা নগরে লোক করে ঘানাঘুনা॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব সাত্যকি।
শুনিল সকল কথা রোহিণী দৈবকী॥
প্রভুর নিকটে আসি কহিলা রুক্মিণী।
প্রসেনেরে মারি মণি রাখিঞাছ তুমি॥
প্রভু বোলে শুন প্রিয়ে আমার বচন।
আমি নাহি জানি দেবি নিল কোন জন॥

এত বলি উঠি গেলা রজনী প্রভাতে।
কহিতে লাগিলা কিছু রাজা সত্রাজিতে ॥

প্রভু বোলে শুন রাজা মোর নিবেদন।
লোক সঙ্গে দেহ জদি জানিবা কারণ ॥

মণির কারণে আমি বনে প্রবেশিব।
প্রসেন মণির তত্ত্ব তোমাকে কহিব ॥

এত বলি বনে প্রবেশিল লোক লৈঞা।
দেখিল প্রসেন তথা আছএ পড়িঞা ॥

শুন শুন আরে ভাই কহেন মুরারি।
রাজা মারি মণি লৈঞা গিয়াছে কেশরী ॥

তথা ছাড়ি আগুসারি গেলা ভগবান।
পড়িঞা আছএ সিংহ ছাড়িঞা পরাণ ॥

ভল্লূকের পদচিহ্ন বোলেন গোপালে।
সিংহ মারি মণি নিঞা গিয়াছে পাতালে ॥

কথ দূর জায়া দেখে সুলুঙ্গ-দুয়ার।
... ... সভার ॥

শুন রে ভকত জন হইঞা একচিত।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

দেখিঞা সুলঙ্গদ্বার ভয় হইল সভাকার
আসিঞা কহেন ভগবান।
এহি করি অনুমান মণি নিল জাম্ববান
কেশরীর বধিয়া পরাণ ॥

জাইব পাতালপুরী মণির উদ্ধার করি
দেখাইব তোমা সভাকারে ।

সপ্তাহ দিবস পরে জদি নাহি দেখ মোরে
ঘর জাইঞা কহিয় সভারে ॥

এতেক বলিঞা হরি প্রবেশে পাতাল-পুরী
উপনীত বীরের মন্দিরে ।

স্যমন্তক মণি গলে করিঞা বালক কোলে
শিশু প্রবোধিয়া দাসী ফিরে ॥

কোটি সূর্য্য জেন জলে দেখিঞা বালক-গলে
মণিরে হরিলা ভগবান্ ।

দাসী ডাকে উচ্চস্বরে মণি লৈঞা গেল চোরে
শুনিঞা ধাইল জাম্ববান্ ॥

বীর মহাদর্প করি ক্রোধে লক্ষ দন্ত সারি
ধরিল ঠাকুর শ্রীনিবাসে ।

প্রভু ভাবে মনে মনে রাম বিনে নাহি জানে
ভল্লূকের ক্রোধ দেখি হাসে ॥

মারিল গদার বাড়ি দোহে জায় গড়াগড়ি
দোহে হইলা ধূলায় ধূসর ।

এহি মনে রাত্রি দিনে যুদ্ধ করে দুই জনে
দিবানিশি নাহি অবসর ॥

যুদ্ধ করে জাম্ববান মনে মনে করে ধ্যান
এবার করহ পরিত্রাণ ।

তুমি প্রভু গুণধাম শ্রীরঘুনন্দন রাম
দয়া করি রাখহ পরাণ ॥

মনে মনে ধ্যান করি অন্তরে জানিল হরি
দয়া হইল কৃপার কারণ।
আপনে হইলা রাম নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম
জাম্ববান হইলা অচেতন॥
ইন্দ্রনীলমণি তনু বামেতে কোদণ্ড ধনু
দক্ষিণে শোভএ দিব্য শর।
বীরাসনে বসি রাম হেটে মায়ামৃগী ঠাম
তমাল জিনিঞা কলেবর॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণযুতা বামেতে জনকের সুতা
সরোরুহ বদন-কমল।
জটাজূট শিরপরে বাউসুত স্তব করে
পরিধান গাছের বাকল॥
অমৃত জিনিঞা ভাষা খগপতি জিনি নাসা
দেখিঞা ভাসেন অশ্রুজলে।
বীর জত ধ্যান করে প্রভু সেই রূপ ধরে
লোটাইঞা পড়ে ভূমিতলে॥
হাসিঞা বোলেন প্রভু তোমা ছাড়ি নাহি কভু
চিন্তা না করিহ কিছু মনে।
কিছু না করিহ ভয় তোমারে হইলু সদয়
আইলাম তোমার কারণে॥
লইঞা চরণের ধূলি গলে বস্ত্র পুটাঞ্জলি
কহে কিছু শুন ভগবান।
রূপে গুণে কুলে ধন্যা আছএ আমার কন্যা
জাম্ববতী তোরে দিব দান॥

তবে সেই জাম্ববান নিজ কন্যা দিল দান
হরষিত হইলা চক্রপাণি।
জত বেদবিধি ছিল কুলবধূ আচরিল
যৌতুক দিলেন সেই মণি॥
মণি পাইঞা লৈঞা নারী ছাড়িলা পাতাল-পুরী
সুড়ঙ্গে হইলা উপনীত।
জত বন্ধুগণ ছিল বিলম্বে পলাঞা গেল
কৃষ্ণদাস মাধব-চরিত॥ * ॥

সুড়ঙ্গের দ্বারে না দেখিঞা লোক জন।
ভাবিত হইলা প্রভু চিন্তিল তখন॥
মণি জাম্ববতী লৈঞা প্রভু চক্রপাণি।
সত্রাজিতপুরে প্রভু আইলা তখনি॥
পাত্র মিত্র লঞা রাজা করিছে দেয়ান।
হরি দেখি সত্রাজিত কৈল অভ্যুত্থান॥
মণি দিঞা ইষ্টগোষ্ঠী করে ভগবান্।
জেমতি পাইলা মণি দিলা জাম্ববান্॥
কিছু না কহিল রাজা রহে হেটমাথে।
দেখিঞা গোবিন্দ তারে লাগিলা কহিতে॥
কৃষ্ণ কহে সত্রাজিত না ভাবিয় ভয়।
দৈবে সে করায় জত জানিহ নিশ্চয়॥
চতুর্থীর চন্দ্র জে দেখিলু ভাদ্র মাসে।
মিথ্যা অপবাদ মোর হইল সেই দোষে॥
দেখিলাম নষ্টচন্দ্র গোখুরের জলে।
কলঙ্ক হইল মোর সেই পাপ ফলে॥

সত্রাজিত বোলে ওহে কর অবধান।
আজ্ঞা কর তব পদে কন্যা করি দান॥
রূপে গুণে শীলে মোর ত্রিজগতে ধন্যা।
সত্যভামা নামে মোর আছে এক কন্যা॥
তোমা হইতে হইল মোর মণির উদ্ধার।
জদি ইৎসা থাকে তবে কর অঙ্গীকার॥
কৃষ্ণ বোলে প্রীতি বড় হইল আমার।
এবে কর সত্রাজিত জে ইৎসা তোমার॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা সত্রাজিত।
কন্যা অধিবাস করে লঞা পুরোহিত॥
দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য করি সমাধান।
সত্যভামা কন্যা কৃষ্ণে করিল সম্প্রদান॥
নানাবিধ দান কৈল আনন্দ কৌতুক।
স্যমন্তক মণি দিল জামতা যৌতুক॥
সত্রাজিত স্থানে পুন গছাইল মণি।
দ্বারকা নগরে গেলা লইঞা রমণী॥
আসিঞা মাএর পদে করিলা প্রণাম।
ভাই বলি কোলে তুলি নিলা বলরাম॥
এহি মত বিহার করএ দ্বারকাএ।
কত দিন রহি হরি গেলা হস্তিনায়॥
এথা যুক্তি করে থাকি মণির কারণে।
শতধন্বা কৃতবর্ম্মা অক্রূর আপনে॥
কন্যা দিতে পূর্ব্বে মোরে কৈলা অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দিল করিঞাবিচার[১]॥

১। এখানে করিঞা + অবিচার = করিঞাবিচার, এইরূপ সন্ধি হইয়াছে।

এত বলি দুই জনে সত্রাজিতে মারি।
স্যমন্তক মণি তারা লইল চুরি করি॥
ক্রন্দনের ধ্বনি হইল সত্রাজিতের ঘরে।
রাজা মারি মণি লৈঞা গেল কোন চোরে॥
বাপের মরণ শুনি দেবী সত্যভামা।
চলিল হস্তিনাপুরে নাহি দিল ক্ষেমা॥
শুনিঞা আইলা প্রভু দ্বারকা নগরে।
শতধন্বা কৃতবর্ম্মা স্থির নহে ডরে॥
অক্রুরের স্থানে তারা মণি ফেলাইঞা।
প্রাণ লঞা দুই জনে গেল পলাইঞা॥
কত দূর গিঞা কৃষ্ণ তাহাকে মারিল।
উকটিঞা তার স্থানে মণি না পাইল॥
হরি পাছে বলরাম কহে প্রিয়বাণী।
কেমন দেখাও মোরে স্যমন্তক মণি॥
কৃষ্ণ কহে বৃথা আমি তাহাকে মারিনু।
তার স্থানে স্যমন্তক মণি না পাইনু॥
কিছু না বলিল শুনি কৃষ্ণের বচনে।
রোষ করি গেলা রাম তীর্থ পর্য্যটনে॥
সত্যভামা জাম্ববতী মণির কারণে।
রুক্মিণীক বিনে কেনে মণি দিবে মোরে॥
প্রভু বোলে মণি না পাইনু তার স্থানে।
প্রত্যয় না জায় কেহো প্রভুর বচনে॥
মণি লৈঞা বারাণসী অক্রূর আইল।
এথাতে দ্বারকাপুরে অনাবৃষ্টি হইল॥
বুঝিঞা এ সব কাজ আপনে ঠাকুর।
দূত পাঠাইঞা ত্বরা আনিল অক্রূর॥

সভা করি বসিঞাছে রাম দামোদর।
মণি আনি দিল আসি সভার ভিতর ॥
দেখিঞা সকল জন রহে হেটমাথে।
চিন্তিত দেখিঞা কৃষ্ণ লাগিলা কহিতে ॥
চিন্তা না করিয় কেহো কহে শ্রীনিবাস।
ভাদ্রের চতুর্থীর চন্দ্র দেখিল আকাশে ॥
নষ্টচন্দ্র দেখিঞাছি গোখুরের জলে।
কলঙ্ক লভিল মোর সেই পাপফলে ॥
আমার হইল জাতে এতেক আশঙ্ক।
কেমনে লোকের দেখি খণ্ডিবে কলঙ্ক ॥
দৈবে নষ্টচন্দ্র জদি করে দরশন।
শুনিবে আমার কথা মণির হরণ ॥
খণ্ডিবে কলঙ্ক তার পাপ হবে নাশ।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ৮

অর্জ্জুনে করিঞা সঙ্গে চলিলা কৌতুক রঙ্গে
বিহার কারণে যদুপতি।
রূপে গুণে শীলে ধন্যা তপস্যা করএ কন্যা
আচম্বিতে দোহে আইলা তথি ॥
কহে তারে ধনঞ্জয় মোর মনে হেন লয়
উর্ব্বসী মেনকা কিম্বা নহ।
রূপে গুণে অনুপাম কিবা সে তোমার নাম
নিশ্চএ করিঞা মোরে কহ ॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি সূর্য্যের তনয়া আমি
কালিন্দী আমার হয় নাম।
ধ্যান করি নিজপতি কৃষ্ণচন্দ্র হবে পতি
শুন মোর এহি হিয়া কাম ॥

এত শুনি যদুবর ধরিলা কন্যার কর
আপনে তুলিলা লৈঞা রথে ।
তবে সেই যদুপতি কন্যা লৈঞা রূপবতী
বিভা কৈলা আসি দ্বারকাতে ॥
তে কারণে শুন কথা স্বয়ম্বর রাজসুতা
লোকমুখে শুনি চক্রপাণি ।
আইলা রাজার পুরী গলে বস্ত্র কর জুড়ি
নিবেদন করে নৃপমণি ॥
শুনহ দ্বারকার পতি কন্যা মোর রূপবতী
দারুণ করিল এক পণ ।
সাত বৃষ একবারে জে জন বান্ধিতে পারে
কন্যা দিব করি সমর্পণ ॥
রাজভোগে বলবান শৃঙ্গ দেখি খরশাণ
যমদণ্ড যমের সমসর ।
গোড়তালে নাকসাটে গর্জ্জনে মেদনি ফাটে
দেখিঞা আইলা যদুবর ॥
তবে প্রভু জগদীশ একবারে সাত বৃষ
বান্ধিলেন আখির নিমিখে ।
জার মায়া-গুণ-ডোরে জগত বন্ধন করে
এ কোন বিচিত্র বটে তাকে ॥
বৃষ বান্ধি যদুনাথ ধরিঞা কন্যার হাত
রথে লৈঞা করিলা গমন ।
* * * *
নাম নিতে লাগে ডর গ্রন্থ বাড়ে বহুতর
তেঞি ইহা না কৈল বিস্তার ।

নরক রাজারে মারি ষোড়শ হাজার নারী
বিভা কৈল দৈবকীকুমার ॥
তবে পুন শুন কথা নারদ আইলা তথা
নিবেদিল প্রভুর গোচরে।
রূপে গুণে শীলে ধন্যা জতেক রাজার কন্যা
হরিঞা আনিল নৃপবরে ॥
নরক পৃথিবী-সুত যুদ্ধ করে অদভুত
কোন রাজা না পারে সমরে।
দেবী বসুমতী-বরে প্রকারে অমর করে
বসু আজ্ঞা বিনে নাহি মরে ॥
শুনি নারদের বাণী হাসি প্রভু চক্রপাণি
গরুড়ে করিলা আরোহণ।
রথ রথী সাজাইঞা সত্যভামা সঙ্গে লঞা
আগে আগে জান তপোধন ॥
বীরভাগ সঙ্গে করি আইলা রাজার পুরী
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলা।
মুর নামে উঠে বীর পঞ্চ গোটা জার শির
হরি সঙ্গে সমর বাজিলা ॥
যুদ্ধ করে ঘোরতর বাণে বিধি জর জর
ভএ জত সেনা পলাইল।
শিবের ত্রিশূল হাতে ধাইঞা আইল যদুনাথে
সুদর্শনে মস্তক কাটিল ॥
মুর মারি ভগবান মুরারি হইল নাম
প্রবেশিল গড়ের ভিতরে।
মুর-বধ-বাণী শুনি চিত্তে গণে নৃপমণি
কোপ করি আইলা সমরে ॥

ধনুক-টঙ্কার শুনি কাপে জত সুর মুনি
স্বর্গে থাকি গণিল প্রমাদ।
মহারাজা বলবান লুফিছে ধনুকখান
ঘন ঘন ছাড়ে সিংহনাদ॥
কোপে করে অহঙ্কার ভয় হইল সভাকার
সেনাগণ পলাএ তরাসে।
কটকের কলরবে সঙ্কট গণিল সভে
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥ * ॥

দোহে দোহা যুদ্ধ করে দোহ মহাবলী।
প্রথমে হইল যুদ্ধ পরে গালাগালি॥
দ্বিতীয় হইল যুদ্ধ দোহে বলবান।
দোহার উপরে দোহে মারে চৌখা বাণ॥
আকর্ণ পূরিঞা বাণ করে বরিষণ।
শ্রাবণের মেঘ জেন করে বরিষণ॥
দুই জনে যুদ্ধ করে বাণে হানাহানি।
ধনুকটঙ্কার শুনি কাপিছে মেদনি॥
দুই গজে যুদ্ধ জেন দন্তে হানাহানি।
সাগরে সাগরে যুদ্ধে উথলিছে পানি॥
অগ্নিবাণ এড়ি দিল পৃথিবীকুমার।
বরুণবাণেতে কৃষ্ণ করিলা সংহার॥
কোপে মেঘবাণ রাজা করে অবতার।
দিবসে হইল জেন ঘোর অন্ধকার॥
নিকটের লোক কেহো দেখিতে না পায়।
পবন-বাণেতে উড়াইলা যদুরায়॥

বাণ ব্যর্থ গেল রাজা পড়িলা ফাফরে।
নাগফাসবাণ রাজা জুড়িলা ধনুকে ॥
সাক্ষাতে আছএ এথা বিনতাকুমার।
নরকের নাগফাস করিলা সংহার ॥
বাণ ব্যর্থ গেল রাজা ভাবে মনে মনে।
হাজারেক বাণ জোড়ে ধনুকের গুণে ॥
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ কত আর।
বাণের প্রতাপে হইল ঘোর অন্ধকার ॥
মুষল মুদ্গর বাণ পড়ে ঝাকে ঝাকে।
বজ্রমুখে অগ্নি উঠে ঝলকে ঝলকে ॥
এড়িলেক বাণগুলা কৃষ্ণের উপরে।
চক্রবাণ দিএগা কাটে প্রভু যদুবরে ॥
এহি মত মস্তক কাটিল শতবার।
না মরিল নরক ডাকিছে মার মার ॥
কৃষ্ণের উপরে বাণ মারে ঝাকে ঝাকে।
তরাসে কাপিছে দেবী থাকি বাম দিগে ॥
কৃষ্ণ বোলে দেবি তুমি না ভাবিহ শোক।
তোমার আজ্ঞা বিনে রাজা না মরে নরক ॥
কৃষ্ণের বচনে দেবী মনে পাইএগা সুখ।
কহিলেন দুষ্ট বেটা এখনি মরুক ॥
এতেক বচন জদি সত্যভামা বোলে।
কাটেন রাজার মুণ্ড পড়ে ভূমিতলে ॥
পড়িল রাজার মুণ্ড ধূলার উপর।
নারদের হাতে ধরি নাচে যদুবর ॥
জয় জয় করিতে লাগিলা দেবগণ।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥

কৃপা করি তারে সমর্পিলা রাজ্য ধাম।
সেই দিনে সেই কালে করিলা বিশ্রাম ॥
খাইতে শুইতে বসিতে নাহি স্থল।
মাধব-চরিত-গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ * ॥

তবে চক্রপাণি সঙ্গে করি মুনি
আইলা পুরীর মাঝে।
জত কন্যাগণ করে আরাধন
হরির চরণ আশে ॥
থাকি কত দূরে দেখে যদুবরে
রূপের নাহিক সীমা।
দেখিঞা সুন্দরী রূপের মাধুরি
আপনে পাসরে রামা ॥
পূজে হরগৌরী জতেক সুন্দরী
আনন্দে হইলা ভোর।
মনের সহিতে লাগিলা কহিতে
জেন পাই এহি বর ॥
এতেক বলিঞা রহিলা চাহিয়া
আখি পালটিতে নারে।
আসি তপোধন কহিল বচন
সদয় হইঞা তারে ॥
পূরিবে বাসনা মনের কামনা
কহিলা নারদ ঋষি।
কৃষ্ণ পাবে পতি শুন ল যুবতি
বরমালা দেহ আসি ॥

শুনিঞা বচন উলসিত মন
দেখিঞা পড়িলা ভোলে।
সুমাল্য চন্দন জত কন্যাগণ
আনি দিল হরি-গলে॥
জতেক সুন্দরী তত রূপ ধরি
তনু বিরাজিত বহু।
অচিন্ত্য শকতি দেখিঞা যুবতি
বুঝিতে নারিল কে[হু]॥
জাহার মায়ায় জগত নাচায়
বিরিঞ্চি বুঝিতে নারে।
কিএ সে অবলা বএেসে দুর্ব্বলা
কে তারে জানিতে পারে॥
ষোড়শ হাজার করি অঙ্গীকার
পরম সুন্দরী নারী।
নরক বধিঞা হরষিত হইঞা
আইলা দ্বারকা পুরী॥
লক্ষ্মী জাম্ববতী দেবী সত্রাজিতী
মিত্রবৃন্দা প্রভাবতী।
কালিন্দী লক্ষণা এহি অষ্ট জনা
চিত্রা সরঙ্গণা (?) সতী[১]॥
ষোড়শ হাজার রমণী তাহার
বিহারএ চক্রপাণি।
রূপে গুণে ধন্যা দশ পুত্র কন্যা
একেক জনার জানি॥

১। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর নাম এই,—১। রুক্মিণী, ২। সত্যভামা, ৩। জাম্ববতী, ৪। কালিন্দী, ৫। মিত্রবৃন্দা, ৬। নাগ্নজিতী, ৭। ভদ্রা, ৮। লক্ষণা। কবি নামের এই ক্রম ঠিক রক্ষা করেন নাই।

হইঞা আনন্দিত করে নৃত্য গীত
রহি বসি কত ঠাঞি ।
দ্বারকা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
আনন্দের সীমা নাই ॥
কৃষ্ণের নন্দন অসংখ্য গণন
কেবা করে নিরূপণ ।
ছিয়াশী হাজার পণ্ডিত তাহার
পড়াইছে শিশুগণে ॥
কহে মহামুনি শুন যদুমণি
সন্দেহ হইল বড় ।
এতেক রমণী একালা আপুনি
কেমনে বিহার কর ॥
নারদের বাণী শুনি চক্রপাণি
হাসিঞা কহিলে[ন] তারে ।
তুমি জেই ঘরে না দেখিবা মোরে
সেই ঘর দিলাম তোরে ॥
এতেক শুনিঞা বীণা বাজাইঞা
নারদ চলিলা রঙ্গে ।
যথা তথা জায় দেখে যদুরায়
রমণী করিঞা সঙ্গে ॥
দেখিঞা নারদে পড়িল ও পদে
মনেতে পাইঞা ত্রাস ।
মাধব-রচিত কৃষ্ণের চরিত
কহত কিষণদাস ॥ * ॥

তবে শুন হরিগুণ দড় করি মন।
বাণ রাজা করে পূজা দেব ত্রিলোচন ॥
কুতূহলে নানা ফুলে পুটাঞ্জলি করি।
গঙ্গাজলে বিল্বদলে পূজে ত্রিপুরারি ॥
গালবাছ্য করে নাচে বাণ নৃপবর।
তুষ্ট হইঞা মহাদেব দিতে আইলা বর ॥
শিব বোলে বর মাঙ্গ বর দিব আমি।
রাজা বোলে মোর সনে যুদ্ধ কর তুমি ॥
কৃপা করি কেনে মোরে কৈলা বলবান।
জগতে না দেখি বীর আমার সমান ॥
শিষ্য সনে যুদ্ধ কর হইঞা প্রসর্ণ(ন্ন)।
শিব বোলে রাজা তোর হবে দর্প চূর্ণ ॥
দেউলের ধ্বজ খসি পড়িবে জখন।
আপনার যোগ্য অরি পাইবি তখন ॥
এত বলি গেলা শিব কৈলাসশিখরে।
দিবানিশি দৃষ্টি রাজার দেউল উপরে ॥
রাজা বোলে কতক্ষণে ভাঙ্গিবে দেউল।
তবে সে পাইব আমি বীর সমতুল ॥
রাজা বোলে মোরে জিনিবারে নারে কেহো।
তাহাতে অধিক ধরি সহস্রেক বাহু ॥
এতেক ভাবিঞা রাজা করে অহঙ্কার।
আছিলা রাজার কন্যা উষা নাম তার ॥
শুন রে ভকত জন হৈঞা একচিত।
যাদব-নন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

রাজার নন্দিনী পূজে কাত্যায়নী
উষাবতী তার নাম।
ওড় জবা ফুলে দিয়া শতদলে
ধূপ দীপ অনুপাম॥
পূজে করপুটে রচি হেম-ঘটে
শত শাখা আম্রের সারি।
মনের হরিষে পতি অভিলাষে
রচিঞা কনক বারি॥
হৈঞা কৃপাবান ঘটে অধিষ্ঠান
ছাড়িঞা কৈলাস-পুরী।
হৈঞা দশভুজা নিতে আল্যা পূজা
অসুর নিধন-কারী॥
বর দিতে আইল্যা অভয়া মঙ্গলা
উমা ক্ষমা ভগবতী।
জুড়ি দুটি কর উষা মাঙ্গে বর
আজি দেহ মোর পতি॥
শুনি উষা-বাণী কহেন ভবানী
শুন শুন উষাবতি।
স্বপনে জাহারে পাইবি তাহারে
সেই হবে তোর পতি॥
এতেক বলিঞা চলিলা অভয়া
হরষিত দেবী উষা।
সহচরী সঙ্গে হাসে রস রঙ্গে
দিবা অবসান নিশা॥

বিচিত্র মন্দিরে পালঙ্ক উপরে
শএ়ন করিলা আসি ।
রজনীর শেষে পাইল পুরুষে
জে[ন] প্রকাশিত শশী ॥
নব জলধর তিমির উজ্জ্বল
ভুবন-মোহন রূপে ।
জিনি কোটি কাম চম্পকের দাম
মজিল রসের কূপে ॥
বদনে বদন করএ চুম্বন
নাগর করিএ়া কোর ।
রতির আবেশে দেবী সুখে ভাসে
আনন্দে হইএ়া ভোর ॥
পুলকিত অঙ্গ নিদ্রা হইল ভঙ্গ
কোলে না দেখিএ়া পতি ।
পতির বিৎসেদে কান্দে আর্ত্তনাদে
লোটাএ়া লোটাএ়া ক্ষিতি ॥
শুনিএ়া রোদন বোলে কন্যাগণ
শুন দেবি বলি তোরে ।
কান্দিছ স্বপনে লোকে পাছে শুনে
ডাকিছ কাহার তরে ॥
চিত্রলেখা সখী কহে ডাকি ডাকি
আপনে দেখিলা কি ।
কান্দ উচ্চস্বরে ডাকিছ কাহারে
হইএ়া রাজার ঝি ॥

সখীর বচনে বিরস বদনে
কিছু না কহিল লাজে।
পুরুষের গুণ বিন্ধিয়াছে ঘুন
জাগিছে হিয়ার মাঝে॥
ক্ষেণেক থাকিঞা উঠিলা কান্দিঞা
না দেখি পতিব মুখ।
পাইঞাছি পতি কেবা নিল কতি
বিদরে আমার বুক॥
না দেখি তাহারে মরিব সাগরে
প্রাণনাথ পতি মোর।
শুন চিত্রলেখা পতি আনি দেখা
চরণে ধরিছি তোর॥
রাজার কুমারী সখী-করে ধরি
দিলা আপনার শিরে।
মোর সখী হয় পতি আনি দেয়
* * *॥
* * * * * *
দিল নাগফাস।[১]
বান্ধে হাতে গলে পড়ে ভূমিতলে
কান্দএ কিষণদাস॥ *॥

১। এইখানে লিপিকরের অনবধানতাবশতঃ চিত্রলেখাকর্ত্তৃক দ্বারকা হইতে অনিরুদ্ধকে বাণরাজ-পুরীতে হরণ করিয়া আনয়ন প্রভৃতি অনেকখানি অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এথাতে দ্বারকাপুরে প্রভু যদুরায় ।
মায়াবতী পুত্র লাগি কান্দিয়া বেড়ায় ॥
কেবা নিল কোথা গেল না জানি কারণ ।
হেন কালে আইলা নারদ তপোধন ॥
নারদ দেখিঞা তারে পুছে যদুবীরে ।
মুনি বোলে দেখিঞাছি বাণের মন্দিরে ॥
হরিল রাজার কন্যা নাম ঊষাবতী ।
নাগফাসে বান্ধিয়া রাখিল নরপতি ॥
এত বলি মহামুনি হইলা বিদায় ।
যুদ্ধে সাজ বীরভাগে কহে যদুরায় ॥
সাজ সাজ বলিঞা নগরে পৈল সাড়া ।
যূথে যূথে হাতী সাজে লক্ষে লক্ষে ঘোড়া ।
সাজিল অসংখ্য সেনাগণ গুটি গুটি ।
যদুবংশ সাজাইল ছাপ্পান্ন কোটি ॥
সাজিঞা আইলা কৃষ্ণ বাণ রাজার দেশে ।
এথাতে নারদ মুনি আইলা কৈলাসে ॥
মুনি বোলে মহাদেব কর অবধান ।
না দেখি তোমার ভক্ত বাণের কল্যাণ ॥
ঊষা হেতু অনিরুদ্ধ বান্ধিয়াছে ঘরে ।
তারে জিনিবারে আইসে রাম দামোদর ॥
সেবক রাখিতে তথা দেব শূলপাণি ।
সসৈন্যে রাজার পুরী আইলা আপুনি ॥
বাণ রক্ষা করিবারে দেব ত্রিপুরারি ।
চারি দ্বারে ঘেরিঞা রহিল রাজপুরী ॥
হেন কালে দুই সৈন্য হইল দরশন ।
প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বাজিল তখন ॥

বাণে হানাহানি করি করিছে সংগ্রাম।

* * * * ॥

ভল্ল বিভল্ল বাণ নামে ইন্দ্রজাল।
সাত্যকি সহিতে যুদ্ধ করে নন্দি মহাকাল ॥
কামে কার্ত্তিকে যুদ্ধ বাজিল তখন।
মনোরথ সনে যুঝে বিনতা-নন্দন ॥
সাম্ব সহিতে যুদ্ধ করিছে গণেশ।
হরি সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনে মহেশ ॥
হরি হরে দোহে করে বাণ অবতার।
দিবসে হইল রাত্রি ঘোর অন্ধকার ॥
যুদ্ধ করে হরি হর নাহি অবসর।
অঙ্গে হইতে ছিষ্টি কৈলা মায়া-শিবজ্বর ॥
ছয় মাথা অষ্ট বাহু ধরে ত্রিলোচন।
বাগছাল পরিধান বিভূতি ভূষণ ॥
ভস্ম উড়াইঞা জ্বর জার দিগে জায়।
মাটি কামড়িঞা সেনা ধূলায় লোটায় ॥
শীতে কম্পবান হইঞা পড়ে জত সেনা।
ধরিঞা কিলায় জত ভূত প্রেত [দানা] ॥
পড়িল জতেক [সৈন্য] দেখি যদুবীর।
অবশেষে প্রবেশিল রামের শরীর ॥
জ্বর দেখি কোপ কৈলা প্রভু চক্রপাণি।
পৃষ্ঠে হইতে বিষ্ণুজ্বর সৃজিলা আপুনি ॥
কোটি সূর্য্য জিনি তেজ বৈষ্ণবের বেশে।
খেদাড়িঞা শিবজ্বর ধরিলা মহেশে ॥
আউলাইঞা পড়িল জটা রণে দিল ভঙ্গ।
শীতে কম্পবান শিব হইল উলঙ্গ ॥

জ্বরে অভিভূত [হইল] জত সেনাগণ।
অবসরে বাণ সনে যুঝে নারায়ণ ॥
নও শ ছিআশি[১] হাত কাটে যদুরায়।
সভে মাত্র রহিল বাণের চারি হাত ॥
সেবক রাখিতে মাতা দেবী কাত্যায়নী।
নগ্ন হৈঞা বাণেরে পাছে করিলা আপুনি ॥
নগ্ন দেখি জগন্নাথ বিমুখ হইলা।
অবসরে বাণ ঘরে পলাইঞা গেলা ॥
দেবী বোলে মহাদেব কর অবধান।
কার সঙ্গে যুদ্ধ কর হইঞা অজ্ঞান ॥
সেবক লাগিঞা যুদ্ধ কর বিপরীত।
প্রভুর সহিতে যুদ্ধ নহেত উচিত ॥
প্রভুর চরণে তুমি কৈলা অপরাধ।
কেন হেন কৈলা দেব হরিতে বিবাদ ॥
এতেক বচন জদি কহিলা ভবানী।
বিনয় করিঞা স্তব করে শূলপাণি ॥
হর বোলে হরি তুমি ক্ষেম অপরাধ।
শরণ লইলু প্রভু করহ প্রসাদ ॥
শুনিঞা শিবের বাক্য কহে কিছু প্রভু।
হরি হর এক আত্মা ভিন্ন নহে কভু ॥
আগম নিগম আর দেখ চারি বেদ।
হরি হর এক আত্মা তিলে নাহি ভেদ ॥
অনিকে[২] বান্ধিল বাণ অবিচার করি।
হরিঞা আনিল তারে কুম্ভাণ্ড-কুমারী ॥

১। ভাগবতের মতে সহস্রবাহু বাণ রাজার চারি বাহু মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং ৯৯৬ বাহু কৃষ্ণ ছেদন করেন। ২। অনিকে—অনিরুদ্ধকে। ৩। বাণ রাজার

এত শুনি বাণে আজ্ঞা দিলা মহারুদ্র।
উষার সহিতে আনি দেহ অনিরুদ্র (দ্ধ)॥
মহেশে করিলা আজ্ঞা শুনি রাজা বাণ।
বস্ত্র অলঙ্কারে আসি কন্যা দিল দান॥
সাজাইলা বর কন্যা রতন ভূষণে।
সমর্পণ করি দিল প্রভুর চরণে॥
বধূ দেখি বড় তুষ্ট হইলা জগন্নাথ।
পঠাইলা দ্বারকাতে বধূর সহিত॥
মহেশেরে বিদায় করিলা যদুবর।
হেনকালে আসি স্তব করে শিবজ্বর॥
হরি কহে মোরে বড় তুষ্ট কৈলা তুমি।
জগত জুড়িয়া তোরে ভোগ দিনু আমি॥
বাত পিত্ত কফ নরের সন্ধি তিন হইতে।
আশ্রয় করি তারে তাথে থাক দিন কতে॥
হর হরি যুদ্ধ জেবা শুনিবে শ্রবণে।
তাহাকে ছাড়িহ তুমি আমার বচনে॥
হেনকালে বিষ্ণুজ্বর আসি কহে বাণী।
মোরে কিবা আজ্ঞা কর দেব চক্রপাণি॥
হরি কহে শুন জ্বর কহিএ তোমারে।
কে সহিবে তোমার তেজ এ তিন সংসারে॥
এক অংশে থাক তুমি জ্বর একাহিকে[1]।
তোমা পরশিতে লোক জাবে স্বর্গলোকে॥
আইজ হইতে নাম তোর হইল সন্নিপাত।
এত বলি বিদায় করিলা জগন্নাথ॥

মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা। ইনি উষার সখী এবং অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে হরণ করিয়া আনেন। ১। ঐকাহিক জ্বর।

শোণিতপুরেত থাকি হইলা বিদায়।
কহিল বাণের যুদ্ধ বাষষ্টি[১] অধ্যায় ॥
এহি মতে বাণ সঙ্গে করিলা সংগ্রাম।
দ্বারকা নগরে আইলা কৃষ্ণ বলরাম ॥
তর্ক না করিহ কেহ করিবে বিশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান কহে কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

তবে সে যাদব সঙ্গে জত শিশুগণ।
মৃগয়া করিতে তা[রা] প্রবেশিল বন ॥
দেখিল আশ্চর্য্য এক কৃকলাশরূপে।
পরিত্রাহি করি ডাকে থাকি অন্ধকূপে ॥
কূপে থাকি কৃকলাশ পরিত্রাহি ডাকে।
কেহো জদি বীর থাকে উঠাহ আমাকে ॥
তোমাকে দেখিএ মাত্র সভে বলবান।
উঠাইঞা নেহ মোরে দেহ প্রাণদান ॥
এতেক শুনিঞা শিশু ধরিল তাহারে।
তুলিবার কার্য্য থাকুক নাড়িতে না পারে।
একত্র হইঞা শিশু করে টানাটানি।
উঠাইতে না পারিঞা মনে অনুমানি ॥
নিবেদন করে আসি প্রভুর চরণে।
দেখিল আশ্চর্য্য এক কাকলাশ বনে ॥
শুনিঞা শিশুর বাক্য আইলা শ্রীহরি।
বাম করে কৃকলাশ উঠাইল ধরি ॥
হরির পরশে তার দিব্য মুক্তি হইল।
জোড় হাতে প্রভুর স্থানে বিদায় মাঙ্গিল ॥

১। ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৬২ অধ্যায় হইতে উষোপাথ্যান আরম্ভ হইয়াছে

রাজবেশ দেখি তারে কহে শ্রীনিবাস।
কূপে পড়ি আছ কেনে হইঞা কৃকলাশ॥
এত শুনি কহে রাজা করিঞা প্রণাম।
সূর্য্যবংশে রাজা আমি নৃগ মোর নাম॥
এক লক্ষ গাভী প্রতি দিনে করি দান।
তাহাতে লাগিল দৈব শুন ভগবান॥
এক বিপ্রে গাভী দান কৈল জেই কালে।
এক গাভী ফিরা আসি সামাইল পালে॥
সেই গাভী পুন দান করিল ব্রাহ্মণে।
গাভী লাগি বিরুদ করিল দুই জনে॥
আমার নিকটে আইলা করিঞা বিরুদ।
অনেক মিনতি কৈল না মানে প্রবোধ॥
না জানি হইল হেন মোর কর্ম্মফলে।
লক্ষ গাভী দিই এক গাভীর বদলে॥
কোপে বিপ্র শাপ দিল ছাড়িঞা নিশ্বাস।
পড়িঞা থাকহ কূপে হইঞা কৃকলাশ॥
তবেত কাতর হৈঞা কহিলাম তারে।
তুষ্ট হইঞা বিপ্রবর কহিল আমাকে॥
যদুবংশে কৃষ্ণ আসি হবে অবতার।
তাহার পরশে রাজা তোর হইবে উদ্ধার॥
দীনহীন কৃতপাপী করিতে নিস্তার।
দুষ্ট নিবারণ হেতু কৈলা অবতার॥
কৃতার্থ করিতে শাপ দিয়াছে ব্রাহ্মণ।
তেঞি সে দেখিলাম তব কমল-চরণ॥
জগতঈশ্বর তুমি অখিলের পতি।
তোমা বিনু আমার নাহিক কোন গতি॥

কৃষ্ণ কহে নৃগ রাজা মাগি লেহ বর।
নৃগ বোলে সাধুসঙ্গ জেন হয় মোর॥
তোমার চরিত্র গান শুনিএ শ্রবণে।
মন জেন রহে প্রভু তোমার চরণে॥
এত বলি নৃগ রাজা হইলা বিদায়।
দ্বারকা নগরে গেলা প্রভু যদুরায়॥
দ্বারকাতে কৈলা প্রভু জতেক বিহার।
অনন্ত বর্ণিতে নারে মুই কোন ছার॥
তর্ক না করিহ কেহ করহ বিশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥ * ॥

দ্বারকা নগরে বড় আনন্দ কৌতুক।
কহিতে কৃষ্ণের কথা লাগে বড় সুখ॥
আনন্দে বসতি করে দ্বারকার লোক।
কৃষ্ণের কৃপাএ নাহি জানে রোগ শোক॥
সেই দ্বারকাতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
হবামাত্র নষ্ট হয় তাহার নন্দন॥
নষ্ট হয় কন্যা পুত্র মৃতবৎসাদোষে।
না বুঝিঞা বিপ্রবর গোবিন্দকে দোষে॥
দৈবযোগে হবামাত্র সেই পুত্র মরে।
গোবিন্দের দ্বারে আসি গালাগালি করে॥
দ্বারকাতে পাপ কৈল কৃষ্ণ বলরাম।
সেই পাপে নষ্ট হইল আমার সন্তান॥
রামকৃষ্ণ দ্বারকাতে হএ অধিপতি।
তে কারণে নষ্ট হয় আমার সন্ততি॥

পুত্রশোকে দ্বিজবর করএ ভর্চ্চন।
কহিতে লাগিলা কিছু ডাকিঞা অর্জ্জুন॥
শুনহ দ্বিজবর মোর নিবেদন।
এবার না হবে নষ্ট তোমার নন্দন॥
শোক ত্যাগি ঘরে জাহ আমার বচনে।
এবার তোমার পুত্র রাখিব যতনে॥
বিপ্র বোলে কৃষ্ণ পুত্র নারিল রাখিতে।
কেমনে রাখিবা তুমি নাহি লয় চিত্তে॥
তবে ত অর্জ্জুন কহে শুন দ্বিজবর।
নিশ্চয় রাখিব পুত্র না করিহ ডর॥
রাখিতে নারিল কৃষ্ণ তোমার তনয়।
আমাকে না জান তুমি আমি ধনঞ্জয়॥
আমি কৃষ্ণ নাহি হই দ্বারকার পতি।
না জান আমার কৃষ্ণ রথের সারথি॥
তোমার তনয়া জদি রাখিতে না পারি।
বৃথা ধনঞ্জয় নাম ধনুর্ব্বাণ ধরি॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি হাসে দ্বিজমণি।
এমন আশ্চর্য্য কথা কভু নাহি শুনি॥
না বাচএ কন্যা পুত্র মোর কর্ম্মদোষে।
দুস্থ পাইঞা গালি দেই কৃষ্ণ করি রোষে॥
কৃষ্ণনিন্দা করে বীর করে অহঙ্কার।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিতে হিয়া বিদরে আমার॥
জর জর হইল তনু কন্যা-পুত্র-শোকে।
কৃষ্ণনিন্দা করি পুন দুস্থ দেই মোখে॥
এতেক ভাবিঞা মনে কহিলা ব্রাহ্মণ।
রাখিতে নারিবা বাছা আমার নন্দন॥

প্রতিজ্ঞা করিঞা বোল মোর বিদ্যমানে।
তবে সে প্রতীত জাই তোমার বচনে॥
বিপ্রের বচন শুনি বোলে পুনর্ব্বার।
রাখিব তোমার পুত্র প্রতিজ্ঞা আমার॥
রাখিতে নারিব জদি তনঞা তোমার।
পুড়িঞা মরিব সত্য এহি প্রতিকার॥
প্রসব সময় জবে ব্রাহ্মণী হইবে।
তখনি আমার ঠাঞি বার্ত্তা জানাইবে॥
এতেক প্রতিজ্ঞা জদি করিল অর্জ্জুন।
ফিরিঞা চলিলা ঘরে সেই ব্রাহ্মণ॥
আর কত দিনে হইল গর্ভের সঞ্চার।
গর্ভ দেখি সুখ মনে হইল দোহাকার॥
গর্ভ পূর্ণ হইল তার প্রসব সময়।
জানাইল বিপ্রবর যথা ধনঞ্জয়॥
বিপ্রমুখে শুনিঞা অর্জ্জুন মহাবীর।
বাণে বাণে আৎসাদিত কৈল বিপ্রের মন্দির॥
পবন গমন নাহি পিপীলিকা বাটে।
হেন কালে ব্রাহ্মণীর প্রসববেথা উঠে॥
দৈবের নিবন্ধ ভার না জায় খণ্ডনে।
প্রসব হইলে মাত্র না দেখে নঞানে॥
ব্রাহ্মণ কহএ পুত্র প্রসবিলা তুমি।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা কহ দেখি শুনি॥
ব্রাহ্মণী কহএ শুন করি নিবেদন।
প্রসব হইল মাত্র না দেখি নন্দন॥
ব্রাহ্মণ কহএ উকটহ ভাল মতে।
তেহো কহে কন্যা পুত্র না পাই দেখিতে॥

প্রতীত না জায় জদি আমার বচনে।
দ্বার খুলি আসি নহে দেখহ আপনে॥
ব্রাহ্মণীর বচনে বিপ্র উকটিল ঘর।
শিশু না দেখিঞা গালি পাড়ে বিপ্রবর॥
পাণ্ডুসুত অর্জ্জুনেরে বুদ্ধি হত হইল।
রাখিব তোমার পুত্র প্রতিজ্ঞা করিল॥
জগতকারণ কৃষ্ণ অখিলের পতি।
হেন জনেক জ্ঞান করে রথের সারথি॥
কৃষ্ণনিন্দা করে বীর সহিব কেমনে।
আগুনি জালাঞা আজ পোড়াব অর্জ্জুনে॥
এত বলি বিপ্রবর জালিলা আগুনি।
পুড়িয়া মরহ বেটা আসিঞা আপুনি॥
লজ্জাএ অর্জ্জুন বীর মাথা নাহি তোলে।
প্রবেশিতে জায় বীর দারুণ আনলে॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ধনঞ্জয় বীর।
কুন্তীর চরণ বন্দি রাজা যুধিষ্ঠির॥
কৃষ্ণকে বন্দিয়া জায় অগ্নি প্রবেশিতে।
হেন কালে কৃষ্ণ আসি ধরে তার হাতে॥
না মরিহ সখা তুমি কহে গদাধরে।
প্রতিজ্ঞা পালিব আমি কহিল তোমারে॥
তুমি কি করিবা তার আছে কর্ম্মসূত্র।
চল চল সখা তুমি যথা বিপ্রপুত্র॥
এত বলি গরুড়ে করি আরোহণ।
অর্জ্জুনে করিঞা সঙ্গে করিলা গমন॥
সপ্ত সিন্ধু পার হইঞা জায় যদুবীর।
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের হইলা বাহির॥

চন্দ্র সূর্য্য গতি নাহি ঘোর অন্ধকার।
দেখি অর্জ্জুনের মনে লাগে চমৎকার ॥
গরুড় কহএ প্রভু না পারি চলিতে।
ঘোর অন্ধকারময় না পাই দেখিতে ॥
সুদর্শনে আৎসাদিলা প্রভু যদুরায়।
তিমির কাটিয়া আগে চলিলা আলয় ॥
কত দূর জাঞা দেখে দিব্য পুরীখান।
মণি মুকুতা বস্তু সব কাঞ্চনে নির্ম্মাণ ॥
বিচিত্র চান্দোয়া তাহে বিচিত্র আসন।
বিচিত্র আসনে বসি আছে মহাজন ॥
পীতাম্বর পরিধান পুরুষ সুন্দর।
মণিতে খচিত তনু নব জলধর ॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ গলে বনমালা।
রূপের ছটাএ পুরী করিঞাছে আলা ॥
ঝলমল করে তাহে কিরীট ভূষণ।
আজ্ঞাএ করএ কার্য্য জত ভৃত্যগণ ॥
অমৃত জিনিঞা তার বচন রসাল।
হেন কালে দেখা দিলা অর্জ্জুন গোপাল ॥
আস্য আস্য বোলে দেখি পুরুষরতন।
তোমা দরশন লাগি করিল যতন ॥
তোমার গমনে পুরী হইল পবিত্র।
তে কারণে হরিঞা আনিল বিপ্রপুত্র ॥
লৈঞা জায় বিপ্রপুত্র এথা কাজ নাই।
কিন্তু এক নিবেদন শুনহ গোসাঞি ॥
তোমাতে আমাতে মাত্র কিছু নাহি ভেদ।
তাহাতে দৃষ্টান্ত মাত্র আছে চারি বেদ ॥

কার বন্ধু নহ তুমি কার নহ রিপু।
কেবল আনন্দময় চিদানন্দবপু॥
বিহার করিলা তুমি ব্রজে গোপরূপে।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড কত তব লোমকূপে॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আদি অনন্ত চপলা।
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি আমি অংশ কলা॥
অংশে অংশ ভেদ নাহি বৈকুণ্ঠাদি হয়।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ চিদানন্দময়॥
এতেক কহিলা জদি সেই মহাশএ।
বিপ্রপুত্র লঞা হরি হইলা বিদায়॥
অর্জ্জুন করিঞা সঙ্গে দ্বারকা নগর।
বিপ্রে পুত্র দান দিলা আনি যদুবর॥
অর্জ্জুনের মনে হৈল বড়ই বিস্ময়।
না জানি কি মায়া কৈলা প্রভু দয়াময়॥
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা কিছুই না জানি।
কিবা মায়া দেখাইলা দেব চক্রপাণি॥
অন্তর দগধে মোর উপজিল বেথা।
না জানি দেখিনু আমি সে কোন দেবতা॥
স্বতন্ত্র পুরুষ এক ব্রহ্মাণ্ডের পার।
কৃষ্ণের সদৃশ রূপ দেখিনু তাহার॥
দেখিনু অমর তার চরণ প্রত্যাশা।
অমৃত জিনিঞা তার জে শুনিলাঙ ভাষা॥
শ্রবণে শুনিল মাত্র না বুঝিল কথা।
না বুঝিঞা হৃদয়ে দারুণ হৈল বেথা॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ মহাশয়।
না শুনিলে না বুঝিলে মরিব নিশ্চয়॥

অর্জ্জুনের কথা শুনি হাসে শ্রীনিবাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

আপন অন্তর কথা না হয় কহিতে।
কহিব ভবিষ্য কথা শুন এক চিত্তে ॥
না কহিলে নাহি বুঝ যোগতত্ত্ব ভেদ।
মৎস্যরূপ ধরি আমি উদ্ধারিল বেদ ॥
বরাহ হইঞা পৃথ্বী উদ্ধারিল দন্তে।
ধরিল পৃথিবী শিরে হইঞা অনন্তে ॥
কূর্ম্ম হইঞা পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল ধারণ।
বলিকে ছলিল আমি হইঞা বামন ॥
হইঞা ঋষভদেব অধর্ম্ম স্থাপিল।
কপিল হইঞা আমি যোগ শিখাইল ॥
এক অংশে কৈল আমি ভৃগু অবতার।
নিক্ষত্র করিল আমি তিন সপ্ত বার ॥
হইঞা নৃসিংহরূপ প্রসাদে রাখিল।
হিরণ্যকশিপু দুস্ট নখে বিদারিল ॥
চারি অংশে রামরূপ রাবণ মারিতে।
আর দুই অবতার রহিল কহিতে ॥
হইব ত্রিসাবর্ণ[১] সেহি কলিযুগে।
যোগতত্ত্ব কথা আমি কহিল তোমাকে ॥

১। এখানে গৌরাঙ্গ অবতারে কথা বলাই বোধ হয়, কবির অভিপ্রেত। গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকটি গৌরাঙ্গদেবের প্রতিই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদের নিরক্ষর কবি "ত্বিষা" শব্দের "গৌর" অর্থ কল্পনা করিয়া 'ত্রিসাবর্ণ' শব্দ 'গৌরবর্ণ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন কি?

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে অনন্ত স্বরূপে।
এমন ব্রহ্মাণ্ড কত আছে লোমকূপে॥
সর্ব্বেশ্বর পূর্ণানন্দ গোলোক বিজয়।
চৌতুসাহি বৈকুণ্ঠাদি তাহার আশ্রয়॥
সেই পূর্ণানন্দ দেব পরম কারণ।
ইৎসাএ জাহার হয় সৃজন পালন॥
সৃজন করিতে তার জদি ইৎসা হয়।
নিদ্রারূপে যোগাশ্রয় তার সব হয়॥
স্বতন্ত্র পুরুষ মাত্র জদি মনে লয়।
তিন গুণ তিন শক্তি ইৎসা মাত্র হয়॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণ এ তিন প্রকার।
চিৎশক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি আর॥
মায়াশক্তি সদা বৈসে জীবের অন্তরে।
জীবশক্তি সর্ব্বআত্মা জীবেত সঞ্চারে॥
চিৎশক্তি জীব প্রতি সদানন্দময়।
ভক্তি বিন্দু এহি শক্তি কদাচিত হয়॥
রজোগুণে তমোগুণে জগৎ ব্যাপিত।
সত্ত্বগুণ জীব প্রতি হয় কদাচিত॥
সত্য অবলম্ব জার সেই ভাগ্যবান।
সেহি সে বুঝিতে পারে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান॥
সকল ছাড়িঞা ভজে দুঃখ অভিলাষি।
নিশ্চএ করিএ আমি আপন সাদৃশি॥
কহিল গোপত কথা রাখিহ হিয়াএ।
আপন অন্তর কথা কহিল তোমায়॥
তুমিত অর্জ্জুন মোর হয় অন্তরঙ্গ।
সদাই বিহরি আমি ভকতের সঙ্গে॥

স্বতন্ত্র না হই আমি ভকতপ্রবণ।
নিশ্চয় জানিহ আমি ভকত অধীন॥
নিরবধি থাকি আমি ভকত অন্তরে।
তিলার্দ্ধ নাহিক ভেদ কহিল তোমারে॥
অর্জ্জুনে বিদায় কৈলা মধুর বচনে।
যাদব-নন্দনে গায় মাধব-চরণে॥ * ॥

রাজা বোলে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
অমৃত জিনিঞা ভাষা জুড়ায় শ্রবণ॥
কহ কহ বলি রাজা পড়ে ভূমিতলে।
শুনিতে কৃষ্ণের কথা ভাসে অশ্রুজলে॥
কহ দেখি ভকত আছএ লাখে লাখ।
কেমনে খাইল কৃষ্ণ দ্রৌপদীর শাক॥
ধ্যান না করিল দেবী না করিল স্নেহ।
মাঙ্গিয়া খাইল শাক এ বড় সন্দেহ॥
মুনি বোলে ধন্য ধন্য রাজা পরিক্ষিত।
এক মুখে কি কহব কৃষ্ণের চরিত॥
সহস্র বদন মোর না দিল বিধাতা।
সাধ লাগে হিয়া ভরি শুনি কৃষ্ণকথা॥
মুনি বোলে শুন রাজা স্থির কর হিয়া।
ভারতের কথা কহি শুন মন দিঞা॥
শকুনি সহিতে যুক্তি রাজা দুর্য্যোধন।
মায়াবী পাশায় হারে ধর্ম্মের নন্দন॥
দ্রৌপদীকে সঙ্গে করি পঞ্চ সহোদর।
রাজ্য ছাড়ি বনে ফিরে ত্রিদশ বৎসর॥

আছএ অক্ষয় পাত্র দ্রৌপদীর স্থানে।
প্রত্যহ ভোজন করে হাজার ব্রাহ্মণে ॥
রিপু-জয় শুনি রাজা কোপে অঙ্গ হালে।
শিষ্য সনে দুর্ব্বাসা আইল হেন কালে ॥
মুনি দেখি তুষ্ট হৈলা দুর্য্যোধন রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা কৈল দুর্ব্বাসার পূজা ॥
মুনি বোলে কেনে তোর দেখি দুস্ক চিত্তে।
রাজা বোলে রিপু-জয় না পারি সহিতে ॥
নিবেদন করি মুনি মোর কর হিত।
যুধিষ্ঠির স্থানে গিঞা হয়গা অতিথ ॥
তাম্রপাত্র আছে এক দ্রৌপদীর পাশে।
জত আইসে তত খায় ভোজন বিশেষে ॥
দ্রৌপদী ভোজন কৈলে কিছু নাই রহে।
অতিথ হইবে তুমি হেনই সময় ॥
ষাইট হাজার শিষ্য লৈঞা অতিথ হইবে।
কিছু না থাকিলে বিপ্র কেমনে পূজিবে ॥
অতিথ বিমুখ হবে মুনির লঙ্ঘন।
বিপ্র-শাপে ভস্ম হবে ভাই পঞ্চ জন ॥
রাজার বচন শুনি কহেন দুর্ব্বাসা।
নিশ্চয় ছাড়হ রাজা আমার ভরসা ॥
যুধিষ্ঠির স্থানে কভু আমি না জাইব।
কৃষ্ণের ভকত জনে হিংসা না করিব ॥
অম্বরীষ রাজা ছিল কৃষ্ণপরায়ণ।
গিয়াছিলাম তার স্থানে করিতে পারণ ॥
সে সব দুস্কের কথা শুনহ রাজন।
তরাসে কাপএ অঙ্গ স্থির নহে মন ॥

একাদশী করি রাজা পারণের কালে।
অতিথ হইল আমি আসি সেই বেলে॥
আমারে কহিল রাজা পারণ উদ্দেশে।
কুশাগ্রে পারণ কৈলা রাজা অম্বরীষে॥
অন্তরে জানিল সেই পারণের কালে।
রাজ্য দগ্ধ হয় সেই ব্রহ্মকোপানলে॥
রাজার মন্দির পোড়ে জত প্রজাগণ।
কোপে খেদাড়িঞা [মোরে] আইসে সুদর্শন॥
দেখিঞা আতত অস্ত্র ভয় হৈল মনে।
লইল শরণ জাইঞা অনন্তের স্থানে॥
সপ্ত পাতালে আমি করিল ভ্রমণ।
আইল কৈলাস আমি যথা ত্রিলোচন।
কৃষ্ণের ভকত জনে করিঞাছি দ্বেষ।
শূল হাতে খেদাড়িঞা আইলা মহেশ॥
তরাসে কাপএ অঙ্গ ধুলা উড়ে মুখে।
মূরছি পড়িল আমি আসি ব্রহ্মলোকে॥
ব্রহ্মা বোলে দুর্ব্বাসার হৈল মতিচ্ছন্ন।
ভকত দুল্লর্ভ দ্বেষ করিঞাছ পূর্ণ॥
ব্রহ্মার নিষ্ঠুর বাক্য শুনিঞা শ্রবণে।
শরণ লইলু আমি হরির চরণে॥
চরণে ধরিঞা তার কৈল নিবেদন।
তব অস্ত্র সুদর্শন কর নিবারণ॥
এতেক শুনিঞা প্রভু কহিলা আমারে।
নিশ্চয় রাখিতে বাছা না পারি তোমারে॥
ঠাকুর কহএ বাছা শুনহ দুর্ব্বাসা।
বৃথাই করহ তুমি আমার ভরসা॥

ডাকিঞা কহিল প্রভু শুন তপোধনে।
অম্বরীষ স্থানে জাও আমার বচনে॥
এতেক কহিল জদি প্রভু ভগবানে।
আসিয়া শরণ লইল অম্বরীষ স্থানে॥
আমারে দেখিঞা দয়া করিলা রাজন।
স্তব করি নিবারিলা অস্ত্র সুদর্শন॥
ভকত করুণাময় সদয় হৃদয়।
তে কারণে মোর মনে লাগে বড় ভয়॥
রাজা বোলে চরণ ধরিএ মুনি তোর।
যুধিষ্ঠির স্থানে গিঞা হিত কর মোর॥
আছএ অক্ষয় পাত্র দ্রৌপদীর স্থানে।
জত খায় তত হয় দেবতার বরে॥
দ্রৌপদী ভোজন কৈলে কিছু নাহি রয়।
অতিথ হইবে তুমি হেনই সময়॥
এত বলি বিদায় করিলা মুনিবর।
চলিতে মুনির পদ কাপে থর থর॥
ভোজন করিলা জদি দ্রুপদ-নন্দিনী।
হেন কালে অতিথ হইলা আসি মুনি॥
গলে বস্ত্র প্রণিপাত করিলা রাজন।
বিনয় করিঞা দিল বসিতে আসন॥
মুনি বোলে পূর্ব্বদিন কৈল একাদশী।
পারণ করিব পরে হেন প্রায় বাসি॥
রাজা বোলে জদি দয়া করিঞাছ মোরে।
শিষ্যগণ সঙ্গে জাহ স্নান করিবারে॥
রাজার বচন শুনি মুনি গেল স্নানে।
আইলেন পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীর স্থানে॥

দেখিল দ্রৌপদী দেবী ভোজন করিঞা।
মার্জ্জন করএ পাত্র নিভৃতে বসিঞা॥
দেখি ধর্ম্মসুত কান্দে হইঞা মুরছিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥ * ॥

ও বিধি বড় নিদারুণ॥

ধর্ম্মসুত মুরছিত করএ রোদন।
পৃথ্বী ফাটে পশি তাতে না হয় মরণ॥
রাজ্য ছাড়ি সভে ফিরি বনে হৈল বাস।
বিধি তাথে ফিরে সাথে কৈল সর্ব্বনাশ॥
ব্রহ্মঋষি কোপে আসি শাপ দিবে মোরে।
অসম্মতি কৈল খ্যাতি জগত ভিতরে॥
ব্যাকুল হইঞা [বলে] তারা পঞ্চ ভাই।
দাসেরে করহ রক্ষা আসিঞা গোসাঞি॥
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে ধূলার উপরে
দ্রৌপদী করুণা শুনি পাষাণ বিদরে॥
ধূলাএ লোটাঞা কান্দে দ্রুপদনন্দিনী।
সংকটে করহ রক্ষা দেব চক্রপাণি॥
রাখিলা আমারে বস্ত্র হরণের কালে।
এবার করহ রক্ষা ব্রহ্মকোপানলে॥
স্নানে গিঞাছেন লৈঞা ষাটি হাজার শিষ্য
ব্রহ্মশাপে ভস্মরাশি করিবে অবশ্য॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহ ভকতবৎসল।
কেবল ভরসামাত্র চরণ-কমল॥

সকল ছাড়িঞা প্রভু তোমাকে ধিয়াই।
তোমা বিনে দ্রৌপদীর আর কেহো নাই ॥
কান্দিয়া ব্যাকুল রাজা ভাই পঞ্চ জন।
দাসেরে করহ রক্ষা পতিতপাবন ॥
এমন সংকটে হরি জদি না রাখিবে।
সংকটতারণ নাম কেমনে ধরিবে ॥
এ সমএ কোথা আছ অর্জ্জুনের সখা।
দাসীরে করহ রক্ষা আসি দেহ দেখা ॥
কঙ্কণের ঘাত মারে মাথার উপরে।
ভকতবৎসল কৃষ্ণ জানিল অন্তরে ॥
আসিঞা বসিবে কৃষ্ণ ভোজনের কালে।
দ্রৌপদী স্মরণ করি ডাকে সেই বেলে ॥
ভকত ব্যাকুল হিয়া না পারে রহিতে।
অমনি চলিলা কৃষ্ণ ভকত রাখিতে ॥
জেখানে দ্রৌপদী দেবী করএ রোদন।
সেইখানে আইল প্রভু দৈবকীনন্দন ॥
উঠ উঠ বলি কৃষ্ণ লাগিলা ডাকিতে।
আমি আসিয়াছি দেবি তোমাকে রাখিতে ॥
কি কারণে ব্যাকুল হইঞা কান্দ তুমি।
তোমার লাগিঞা এথা আসিঞাছি আমি ॥
আখি মেলি চাও দেবি আর চিন্তা নাই।
কিছু মাত্র থাকে জদি আসি দেহ খাই ॥
এত শুনি কহে দেবী দ্রুপদ-নন্দিনী।
কিছু মাত্র নাহি পাত্রে শুন চক্রপাণি ॥
দুর্ব্বাসার ভএ মোর স্থির নহে মন।
দুঃখের উপরে দুঃখ তুমি দেও কেনে ॥

কৃষ্ণ কহে ভোজন করিব জেই কালে।
আমাকে স্মরণ দেবি কৈলা সেই বেলে॥
তে কারণে অর্ণ আমি মাগি তোর ঠাঞি।
অনাহারে আছি আমি কিছু খাই নাই॥
আমাকে করহ দয়া হইঞা প্রসর্ণ।
পাত্র উকটিঞা মোরে দেয় শাক অর্ণ॥
মাজিঞা ঘষিঞা পাত্র রাখিল অখনে।
আমি কি দেখিব হরি দেখহ আপনে॥
এত বলি দৃষ্টি করি চাহে দুই জনা।
পাত্রমধ্যে দেখে অর্ণ শাক এক কণা॥
কৃষ্ণ কহে দেবি তুমি বড়ই নিষ্ঠুর।
মহিমা না জান অর্ণ আছএ প্রচুর॥
ভক্তি করি দেয় জদি মোরে লাগে সুধা।
শাক আনি দেহ লাগিঞাছে ক্ষুধা॥
তিতিলেন অশ্রুজলে কান্দিতে কান্দিতে।
সেই শাককণা দেবী দিল প্রভুর হাতে॥
দ্রৌপদীর শাককণা খাইলা জগন্নাথে।
উগার তুলিলা হরি পেটে দিঞা হাত॥
আত্মারূপে বৈসেন কৃষ্ণ সভার অন্তরে।
স্নান করে মুনি এথা ক্ষুধা গেল দূরে॥
সর্ব্বআত্মা ভগবান্ হইলা সন্তুষ্ট।
ভোজন করিল মুনি জেন অর্ণ মিষ্ট॥
পারণ করিব সভে করি একাদশী।
উদরের ভরে তারা করে আসিকুসি॥
কৃষ্ণ কহে দেবি মোরে কহ সমাচার।
ভীমকে পাঠাঞা মুনি আন ষাট হাজার॥

কৃষ্ণের বচনে ভীম করিলা গমন।
ভীমকে দেখিঞা পলাইলা মুনিগণ ॥
কেহো বোলে বুকে মুখে একত্র হইল।
কেহো বোলে পালা পালা ভীম বুঝি আইল ॥
পলাইঞা জায় মুনি ভোজন তরাসে।
কোসাকুসি ছাড়ি জয় ভীম দেখি হাসে ॥
ভীম আসি কহে শুন দেব চক্রপাণি।
আমাকে দেখিঞা পালাইলা জত মুনি ॥
কৃষ্ণ কহে জানি আমি পালাইবে মুনি।
হাসিতে লাগিলা রাজা ভীম-মুখে শুনি ॥
শুনিঞা হাসেন দেবী দ্রুপদ-নন্দিনী।
সকল কৃষ্ণের মায়া মনে অনুমানি ॥
দ্রৌপদীর ভয় কৃষ্ণ করিলা ভঞ্জন।
শুনিঞা বসিলা দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন ॥
রাজা বোলে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
ভাগবত কার মুখে করিবে শ্রবণ ॥
কেহো বোলে শূদ্রমুখে না শুনিব আর।
বিপ্র বিনে ভাগবতে নাহি অধিকার ॥
ভাগবত বিপ্রমুখে শুনিবে নিশ্চয়।
ভাগবত শূদ্র-মুখে শুনিতে না হয় ॥
মুনি বোলে শুন শুন রাজা পরিক্ষিত।
হেনই সন্দেহ না করিও কদাচিত ॥
বিপ্র বিনে শূদ্র নহে কহে কোন মূঢ়।
না বুঝে পরম লোক ভক্তিতত্ত্ব গূঢ় ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
বহু পুণ্যফলে কারু উপজএ ভক্তি ॥

কৃষ্ণশক্তি বিনে কেহো কহিতে না পারে।
সেই সে বুঝএ কৃষ্ণ শক্তি দেন জারে॥
কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র নাহিক বিচার।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু জানিবে সভার॥
কৃষ্ণকথা কহে জদি কৃষ্ণকথা শুনে।
জগত পবিত্র মাত্র হয় তার গুণে॥
তুচ্ছ জাতি হইঞা জদি কৃষ্ণগুণ গায়।
কৃষ্ণরসগুণগানে জগত ডুবায়॥
অতএব শুন অভিমন্যুর তনয়।
নিশ্চয় জানিয় ভক্ত শূদ্র কভু নয়॥
শূদ্র জাতি বলি বুদ্ধি জদি কারু থাকে।
এহি কৃষ্ণভক্তি কভু নাহি হয় তাকে॥
মুনিমুখে শুনি রাজা হইলা আনন্দিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥ * ॥

কহ কহ শুকদেব ব্যাসের তনয়।
কি কর্ম্ম করিলেন গোবিন্দ দ্বারকায়॥
তব মুখে শুনি জেন অমৃতের ধার।
ব্রহ্মশাপ হইতে মোরে তুমি কর পার॥
কহ কহ কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ।
মোরে জেন লাগে শুক অমৃত সমান॥
কৃষ্ণকথা কহ গোসাঞি কৃষ্ণকথা শুনি।
ধন্য ধন্য করিঞা বাখানে মহামুনি॥
তিন দণ্ডে কৃষ্ণ পাইলা খট্টাঙ্গ রাজন।
সপ্ত দিন কৃষ্ণকথা করিছ শ্রবণ॥

অতএব রাজা তুমি করহ পারণ।
তবে বসি কৃষ্ণকথা করহ শ্রবণ॥
রাজা বোলে তোমার বদনে স্ফুরে সুধা।
কর্ণদ্বারে পান করি নিবারিব ক্ষুধা॥
মুনি বলে শুন রাজা ইথে দেহ মন।
খুদ অঙ্গিকার কৈলা দারিদ্র্য ভঞ্জন॥
আছিল কুবুজা গ্রামে বিপ্র একজন।
সুদাম তাহার নাম কৃষ্ণপরায়ণ॥
লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান।
সংসারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান॥
অর্ণ বিনু গাএর মাংস জেন শুষ্ক দড়ি।
তৈল বিনে দোহাকার অঙ্গে উঠে খড়ি॥
ভিক্ষা করিবারে বিপ্র জান প্রতিদিন।
কভু সের মিলে কভু পোহা দিন॥
তার পত্নী পতিব্রতা পাক করে আসি।
স্বামীকে খায়ায়্যা তিনি থাকে উপবাসী॥
কভু খায় কভু পায় কভু উপবাস।
আনলের শিখা জেন ছাড়এ নিশ্বাস॥
একদিন বিপ্রপত্নী স্বামীর সাক্ষাতে।
কহিতে লাগিলা কিছু করি জোড় হাতে॥
অর্ণ বিনু দেহ মোর রক্ষা নাহি পায়।
উদর ভরিঞা অর্ণ খাইতে ইৎসা জায়॥
উদরের অর্ণ হইল রজত কাঞ্চন।
জদি কথা রাখ প্রভু করি নিবেদন॥
কৃষ্ণ হেন সখা আছে দ্বারকা নগরে।
অবিরত লক্ষ্মী জার পদ সেবা করে॥

কৃষ্ণ থাকিতে [মোরা] এতেক দুস্ক পাই।
সব দুস্ক দূরে জাবে জাও তার ঠাঞিও ॥
বিপ্র বোলে গুরুকুলে পড়িতাম জখন।
মনে কি পড়এ প্রিয়া সে সব কথন ॥
দ্বারকার অধিপতি লক্ষ্মীকান্ত সে।
সে কেন দিবেন ধন আমি তার কে ॥
কান্তা কহে ভজ জদি চরণ তাহার।
আপনাকে দেন প্রভু ধন কোন ছার ॥
দরিদ্র করিল মোরে কৃষ্ণ হেন সখা।
রুক্ষু হস্তে কেমনে করিব জাইয়া দেখা ॥
ঘরে কিছু আছে প্রিয়া দ্রব্য উপায়ন।
দেখিব কমল-পদ সাফল জীবন ॥
এতেক শুনিল জদি স্বামীর উত্তর।
ভিক্ষা করিবারে গেলা নগর ভিতর ॥
চারি মুষ্টি খুদ ভিক্ষা পাল্যা চারি ঘরে।
প্রথক তণ্ডুল দেখি হরিষ অন্তরে ॥
ভগ্ন বস্ত্রে বান্ধি নিল খুদের পুটলি।
স্বামীকে আনিয়া দিল অতি কুতূহলি ॥
মনে মনে বিপ্রবর করে অনুমান।
মোরে কি করিবেন দয়া প্রভু ভগবান ॥
সখা বলি আদর করিবেন শ্রীনিবাস।
কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হবে পাপ হবে নাশ ॥
খুদের পুটলি বিপ্র কাখেত করিঞা।
কৃষ্ণ দরশনে জায় হরষিত হইঞা ॥
যাদব-নন্দন হিয়া করে টলমল।
মাধব-চরিত-গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ ✱ ॥

খুদের পুটলি কাখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার।
পূর্ব্বে মোর ছিলা সখা এবে জদি দেহ দেখা
তবে জানি মহিমা তোমার॥
পুরুবে শুন্যাছি আমি ভকতবৎসল তুমি
দীনহীন না জানি ভজন।
আগে পাছে না গণিঞা দেখিতে আইনু ধাঞা
তুমি নাকি দিবে দরশন॥
ইহা বলি বিপ্রবর প্রবেশিলা এক ঘর
সে ঘরে প্রভু নারায়ণ।
লক্ষ্মীর সহিতে হরি আছিলা শঞন করি
সখা দেখি উঠিলা তখন॥
আইস আইস প্রিয়সখা চিরদিনে হইল দেখা
আজি মোর সাফল জীবন।
ইহা বলি গদ গদ ধরিঞা বিপ্রের পদ
ধোঞাইলা প্রভু নারায়ণ॥
জার পাদোদক হইতে গঙ্গা আইল পৃথিবীতে
শুক আদি পূজে তিন লোকে।
বিপ্রপাদোদক লইঞা আপন মস্তকে দিঞা
শেষে দিলা লক্ষ্মীর মস্তকে॥
নানা দ্রব্য উপহারে ভোজন করাল্যা তারে
মুখশুদ্ধি তাম্বূল কর্পূরে।
আসি প্রভু দামোদরে ধরিয়া সুদাম-করে
শোঞাইলা পালঙ্ক উপরে॥

তবে সেই চক্রপাণি আগর চন্দন আনি
ভূষিত করিলা কলেবরে।
পুরুবে সখার ভাবে আপনে চরণ সেবে
লক্ষ্মী দেবী ঢুলাএ চামর ॥
সুখে বিপ্র নিদ্রা জায় লক্ষ্মী দেবী করে বাএ
চরণ সেবএ শ্রীনিবাস।
তাহা দেখি সর্ব্বজনে ভাবএ আপন মনে
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

গুরুকুলে মোরা সভে পড়িতাম জখন
মনে পড়ে কিছু সখা সে সব কথন ॥
একদিন গুরুমাতা কহিল সভারে।
তৃণ কাষ্ঠ বাছা সব কিছু নাঞি ঘরে ॥
বনে প্রবেশিল গুরুমাতার বচনে।
কাষ্ঠ ভাঙ্গি ফিরে সভে কাননে কাননে ॥
বনে বনে ফিরিতে লাগিল ভ্রম দিশা।
দিবস হইল অস্ত উপস্থিত নিশা ॥
রাত্রি উপস্থিত বনে অন্ধকার হইল।
অকস্মাৎ কোথা হইতে ঝড় বৃষ্টি আইল।
প্রচণ্ড পবন বহে হএ শিলাপাত।
ঘন ঝনঝনা পড়ে হএ বজ্রাঘাত ॥
পরস্পর সভাকার হাতেতে ধরিঞা।
বৃক্ষের তলায় সভে রহিল বসিঞা ॥
ক্ষুধাএ আকুল সভে জঠর আনলে।
ভাবিতে গণিতে তবে হইল প্রাতঃকালে ॥

প্রভাত হইল রাত্রি রবির কিরণ।
কাষ্ঠ লইঞা জায় সভে গুরুনিকেতন॥
এথা গুরু কান্দে আর কান্দে গুরুমাতা।
ঝড় বিষ্টে শিশুগুলি মারা গেল কোথা॥
তবে গুরুমাতা আমা সভাকে দেখিঞা।
তুলিঞা লইল কোলে লজ্জিত হইঞা॥
আশীর্ব্বাদ করি গুরু চুম্বিল বদনে।
সে সকল কথা নাকি তোমার পড়ে মনে॥
কুটিলা আমার সয়া বড় পতিব্রতা।
মোর তরে কিছু দ্রব্য দিঞাছে সর্ব্বথা॥
শুন রে ভকত জন হইঞা একচিত।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত॥ * ॥

তবে সুদামেরে পুছে কুটিলা কেমন আছে
কহ সখা কুশল-বচন।
কুটিলা আমার সয়া কেমন তাহার দয়া
মোরে নাকি করএ স্মরণ॥
অনেক দিবস পরে আইলা আমার ঘরে
কিবা আনিঞাছ মোর তরে।
জেবা আনিঞাছ তুমি সকল জানিএ আমি
লজ্জা হেতু নাহি দেয় মোরে॥
পতিব্রতা মোর সয়া পঠাইল দ্রব্য দিঞা
তুমি মোরে নাহি দেয় কেনে।
মিষ্ট দ্রব্য উপায়ন কর বুঝি অল্প জ্ঞান
নাহি দেয় লজ্জার কারণে॥

তবে প্রভু যদুবর ধরিঞা বিপ্রের কর
খুদের পুটলি বলে নিলা।
খুদ দেখি প্রশংসিলা নিজ করে খসাইলা
এক মুষ্টি মুখে তুলি দিলা ॥
তুমি খায়াইলে খুদ চৌকা দিল দাসী-স্থত
দ্রৌপদী খাআইল শাক বনে।
লক্ষ্মীর রন্ধন জত না হএ ইহার মত
হেন কভু না কৈলাম ভোজন ॥
স্থদামের খুদ হরি খাইলা যতন করি
সন্তুষ্ট হইলা যদুনাথে।
আর এক মুষ্টি নিতে রুক্মিণী ধরিল হাতে
নিবেদিল প্রভুর সাক্ষাতে ॥
এড় প্রভু খুদ ফেল জে খাইলা সেই ভাল
তুচ্ছ দ্রব্য না খাইও আর।
কতেক দিনের তরে বেচিলা স্থদাম-ঘরে
কত দিনে স্থজা জাবে ধার ॥
ইহা বলি রুকিমিনি কান্দে কি কারণে জানি
বিনয় করএ পদতলে।
প্রভু কহে রুকিমিনি সকল জানিছ তুমি
মোর নাম ভকতবৎসল ॥
শুন শুন ভক্ত লোক অদভুত অপরূপ
স্থদামের খুদ খাইলা হরি।
স্থদামের ঘরে তথি হইল লক্ষ্মীর গতি
নির্ম্মাণ হইল রত্নপুরী ॥*॥

এথাতে কুবজা গ্রামে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।
সুবর্ণের পুরীখান হইল নির্ম্মাণ ॥
রথ রথী দাস দাসী হইল বিস্তর।
ঘাট বাট বান্ধা হৈল দীঘি সরোবর ॥
জবা পুষ্প ভাসে কত সুশীতল জলে।
ভ্রমর ঝঙ্কার করে সোনার কমলে ॥
পুষ্পোদ্যানে শোভা করে ফলে আর ফুলে।
রাজহংস কেলি করে সরোবরকূলে ॥
এথাতে দ্বারকাপুরে প্রভু নারায়ণে।
রাত্রি গোঞাইলা সুখে সুদামের সনে ॥
প্রভাত হইল রাত্রি অরুণ উদয়।
প্রভুর সাক্ষাতে বিপ্র মাঙ্গিলা বিদায় ॥
বিদায় সমএ সুদামেরে কৈল কোলে।
দোহে দোহা অভিষেক নঞানের জলে ॥
বিদায় হইঞা বিপ্র জান ধীরে ধীরে।
আগুসারি পদব্রজে জান কত দূরে ॥
শুন রে ভকত জন মজাইঞা চিত।
যাদব-নন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

তবে সেই বিপ্রবর চলিলা আপন ঘর
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে মনে।
ধনে উনমত্ত হবে আমা পাশরিবে তবে
সেই হেতু নাহি দিল ধন ॥
ব্রাহ্মণী পঠাইল মোরে ধন ভিক্ষা [করি]বারে
সখা স্থানে দ্বারকা নগর।
লজ্জা হেতু না মাঙ্গিল তেই বিধি বিড়ম্বিল
নাহি দিল প্রভু গদাধরে ॥

পথ পানে চাঞা আছে কি বলিব তার কাছে
প্রভু কিছু নাহি দিল মোরে।
শুনিলে বিষাদ করি শিরে করাঘাত মারি
দুঃখ ভাবি মরিবে অন্তরে॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে আইলা আপন স্থানে
নিরখিতে না পারি নিশ্চয়।
কিবা মোরে ভ্রম হইল কিবা অন্য স্থানে আল্য
কিবা মোর এথা ঘর নয়॥
এথা আসি বিপ্রবর না দেখিয়া কুড়্যা ঘর
মনে মনে করে অনুমান।
তালপত্রের কুড়্যা ছিল কেবা ভাঙ্গি ফেল্লাইল
স্বর্ণময় দেখি পুরীখান॥
দাস দাসী লাখে লাখে বিপ্র ডাড়াইঞা দেখে
এইখানে ছিল কুড়্যাখানি।
ভয় পাঞা পলাইল কিবা অর্ণ বিনে মৈল
কোথা গেল দুঃখিতা ব্রাহ্মণী॥
বিপ্র ভাবে মনে মনে তাহা দেখি দাসীগণে
কুটিলারে কহিল ধরিঞা।
দেখি দুঃখ চিন্তাতুর অতি শুষ্ক কলেবর
দেখি তেঁহো আছেন দাড়াইঞা॥
শুনিঞা ধাইঞা জায় ধরিলা স্বামীর পায়
দাড়াঞা জুড়ি দুই কর।
বিপ্র বোলে কেবা তুমি চলিতে না পারি আমি
কোন রাজা নিল বাড়ি ঘর॥

দুখিতা ব্রাহ্মণী সেহ তোমরা দেখ্যাছ কেহ
কৃষ্ণ দরশনে পঠাইল ।
এহিখানে ছিল মোর তালপত্রের কুড়্যা ঘর
দুখিতা ব্রাহ্মণী কোথা গেল ॥
শুনিঞা কুটিলা কয় সকল তোমার হয়
সেই আমি দুখিতা ব্রাহ্মণী ।
কিছু না করিহ ভয় দিলা কৃষ্ণ মহাশএ
চিন্তা নাহি ঘর আইস তুমি ॥
শুন প্রভু মোর বোল কৃষ্ণ দরশন ফল
কৃষ্ণলীলা শুনিতে আশ্চর্য্য ।
জে জন ভজএ তারে দুস্থ তাপ জায় দুরে
প্রভু দিলা এতেক ঐশ্বর্য্য ॥
এত বলি সুদামেরে আনিঞা আপন ঘরে
বসাইল রত্নসিংহাসনে ।
শ্বেত চামরের বায় পড়িছে সুদাম গাএ
আনন্দে রহিলা দুই জনে ॥
শুন শুন ভক্তগণ সভে দড় কর মন
ভাব সভে গোবিন্দ-চরণ ।
যাদব-নন্দন-চিত মাধব-চরিত-গীত
সুদামের দারিদ্র্য-ভঞ্জন ॥

এহি মত সুদামের দারিদ্র্যভঞ্জন ।
জেই ইহা শুনে পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
একান্তিক হইঞা শুনে সুদামের কথা ।
দুস্থ দারিদ্র্য তার খণ্ডএ সর্ব্বথা ॥

কৃষ্ণরসে মত্ত হইঞা ভাসে অশ্রুজলে ।
ধন্য ধন্য জীব সেহি এই মহীতলে ॥
সুদামের দারিদ্র্যভঞ্জন জেই শুনে ।
নির্ধনিঞার ধন হয় বন্ধন বিমোচনে ॥
অপুত্রের পুত্র হয় পাপ হয় ক্ষয় ।
মূর্খ হইঞা শুনিলে সকল বিদ্যা হয় ॥
এতেক কহিল জদি সুদাম-চরিত ।
শুনিঞা রাজার মনে বাড়ল পিরিত ॥
রাজা বোলে বড় কথা শুনালা গোসাঞি ।
কিসের লাগিঞা বিপ্র এত দুস্খ পাই ॥
সভার পূজিত হয় জাহার কৃপায় ।
তার সখা হইঞা বিপ্র এত দুস্খ পায় ॥
কোটি কোটি কর্ম্ম নাশ জাহার দরশনে ।
সুদামের নাহি গেল দারিদ্র্য খণ্ডনে ॥
আশ্চর্য্য শুনিল গোসাঞি মনে লাগে ধন্দ ।
সুদামের কেন নাহি গেল কর্ম্মবন্ধ ॥
এতেক শুনিঞা কহে ব্যাসের নন্দন ।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিঞা মন ॥
গুরুকুলে কৃষ্ণ সঙ্গে পড়িতা জখন ।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে গেলা গহন কানন ॥
যাত্রাকালে দ্রব্য দিল গুরুর রমণী ।
সুদামের স্থানে বান্ধি দিলেন আপুনি ॥
অগ্রভাগ দিয় রাম কৃষ্ণ দুই জনে ।
পশ্চাতে খাইহ তোমরা জত শিশুগণে ॥
মেঘের গর্জ্জন রাত্রি অন্ধকারময় ।
ব্যাকুল হইলা [সভে] জঠর জ্বালায় ॥

উদ্দিশে জাহাক ভজে করে নিবেদন।
সাক্ষাতে আছএ কৃষ্ণ ভাই দুই জন ॥
কৃষ্ণকে না দিএগ্রা দ্রব্য করিলা ভক্ষণ।
তেঞিঃ সে দরিদ্র হৈল সুদাম ব্রাহ্মণ ॥
এবে ত খণ্ডালা কৃষ্ণ দারিদ্র্য তাহার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা জার ॥
শুনিএগ্রা রাজার মনে সন্দেহ ঘুচিল।
জোড় হাত করি কিছু কহিতে লাগিল ॥
কোপে শৃঙ্গী মুনি মোরে ব্রহ্মশাপ দিল।
শাপ নহে মহামুনি অনুগ্রহ কৈল ॥
তোমার মুখেতে শুনি কৃষ্ণের চরিত।
শুনিএগ্রা আমার মন হইল পবিত্র ॥
শুনিএগ্রা কৃষ্ণের কথা পাপ হইল দূর।
তবে কহ কোন কর্ম্ম করিলা ঠাকুর ॥
রাজা জিজ্ঞাসএ কথা কহে মহামুনি।
পারিজাত হরণ কথা কহ দেখি শুনি ॥
এ সকল কথা ভাই নাহি ভাগবতে।
বিস্তার কহিব কিছু হরিবংশমতে ॥
এক দিন আপনে নারদ মুনিবর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা অমরানগর ॥
সভা করি বসি আছে দেব পুরন্দর।
মুনি দেখি সুরপতি করিলা আদর ॥
ত্রিতন্ত্রী বীণায় গান করে নামাবলী।
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী ॥
শুনিএগ্রা বীণার গান হইলা বিভোলা।
তুষ্ট হইএগ্রা দিলে ইন্দ্র পারিজাতমালা ॥

মালা পাঞা মহামুনি হইলা বিদায়।
রৈবত পর্ব্বতে আসি দেখে যদুরায়॥
বিহার করএ হরি রৈবত পর্ব্বতে।
নৃত্য গীত হাস্য রস রমণী সহিতে॥
আচম্বিত আইলা নারদ মুনিবর।
উঠিঞা ঠাকুর কৈলা মুনির আদর॥
পারিজাতমালা মুনি দিঞা কুতূহলে।
হাসিঞা দিলেন মালা রুক্মিণীর গলে॥
দেবীগলে মালা দোলে না হইল সুখ।
বিদায় হইল মুনি মনে পাঞা দুখ॥
মালা নাহি পরি হরি মনে উতরোল।
মুনি বোলে আজি আমি ভেজাব কন্দল॥
এত বলি গেলা মুনি যথা সত্রাজিতি।
মুনি দেখি সত্যভামা করিলা পিরিতি॥
বসিতে আসন দিলা কুশাসন আনি।
বিরস বদনে কিছু কহে মহামুনি॥
রূপে গুণে শীলে দেবি তুমি সত্যভামা।
তোমার তুলনা দিতে নাহিক উপমা॥
আছএ কৃষ্ণের কান্তা ষোল শ মহিষী।
বালক হইতে আমি তোরে ভালবাসি॥
এখন তোমাকে দেখি পাই বড় দুখ।
তুমি কি হইঞাছ দেবি হরিতে বিমুখ॥
আনিল উত্তম মালা তোমার লাগিঞা।
দিলাঙ কৃষ্ণের স্থানে তোমা না দিঞা॥
মনে অনুমানি মালা কৈলা সমর্পণ।
আমি বলি তোরে দিবে প্রভু নারায়ণ॥

সত্যভামায় মালা দিয় সর্ব্বজনে বোলে।
না শুনিঞা মালা দিল রুক্মিণীর গলে॥
দেখিঞা আমার মনে উপজল বেথা।
কোন বস্তু মালা হয কহে সত্রাজিতা॥
কত কত রত্নমালা আছে মোর ঘরে।
মালার লাগিঞা মুনি এত কহ মোরে॥
মুনি বোলে দেবি তুমি না জান মহিমা।
মালার গুণের কিছু দিতে নারি সীমা॥
জে বএসে পরে মালা থাকে সেই মত।
কে কহিতে পারে স্বামী প্রীত করে জত।
স্বামীতে সৌভাগ্য হয় তার কথা শুনে।
শচী ইন্দ্রে বশ কৈল পারিজাত-গুণে॥
নারদের কথা শুনি উপজল ক্রোধ।
থরহরি কাপে দেবী না মানে প্রবোধ॥
হেন মালা পাঞা কৃষ্ণ না দিল আমারে।
পারিজাত বৃক্ষ আমি রুপিব দুয়ারে॥
এত বলি সত্যভামা হইলা ক্রোধবেশ।
মলিন বসন পরে আউলাইঞা কেশ॥
আভরণ ভেজি দেবী ক্রোধের মন্দিরে।
কঙ্কণের ঘাত মারে আপনার শিরে॥
ঘন ঘন মুরছিত দেখি আপ্তঘাত।
তরাসে গেলেন মুনি যথা জগন্নাথ॥
নারদ দেখিঞা প্রভু জিজ্ঞাসে গোপাল।
না জানি কি ভণ্ড মুনি পাড়িল জঞ্জাল॥
মুনি কহে শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
সত্যভামা দেবী সনে পথে দরশন॥

বালক সময় তার সঙ্গে ছিল দেখা।
বিশেষে তাহার পিতা মোর হয় সখা॥
কথার প্রসঙ্গে কথা কহে পারিজাত।
রুক্মিণীরে দিলা [তারে] বৈলা আপ্তঘাত॥
জে দেখিনু প্রভু তার অঙ্গ আস্ফালন।
জিতে তার সঙ্গে নাহি হবে দরশন॥
প্রভু কহে মহামুনি বুঝিলাম মর্ম্ম।
দোকাঠি বাজাঞা তুমি [কৈরাছ] এহি কর্ম্ম॥
এত বলি গেলা সত্যভামার নিকটে।
কঙ্কণের ঘাত মারে আপনার শিরে॥
বুকে কর হানি দীর্ঘ ছাড়এ নিঃশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান কহে কৃষ্ণদাস॥ * ॥

দেবী সত্যভামা কাঞ্চন-প্রতিমা
পড়িঞা ধরণীতলে।
আসি যদুবর ধরি দেবী-কর
তুলিঞা লইল কোলে॥
অঙ্গের বসন দেব নারায়ণ
পরাইলা নানা ছলে।
পীতাম্বর দিঞা বদন মোছাঞা
মধুর বচন বোলে॥
মন্দ মন্দ বায় করে যদু রায়
ব্যজন লইঞা করে।
শুন সত্যভামা মোরে কর ক্ষেমা
সব ক্রোধ কর দূরে॥

সুবাসিত জলে মুখানি পাখালে
বদনে তাম্বূল পুরি।
অভিমান কেনে কান্দ কি কারণে
কিবা দিতে আমি নারি ॥
এক মালার তরে দিল রুক্মিণীরে
শুন শুন সত্যভামা।
বৃক্ষের সহিতে দিব পারিজাতে
অপরাধ কর ক্ষমা ॥
বদন ফিরাও আমা পানে চায়
হেরিঞা দেখহ মোরে।
সেই তরুবরে রোপিব দুআরে
নিশ্চয় কহিল তোরে ॥
এতেক মিনতি করে যদুপতি
তভু দেবী নাহি মানে।
পরিহাস রস হৈলা তাথে বশ
উঠিঞা করিলা স্নানে ॥
মিষ্ট উপায়ন করিলা ভোজন
শঞনে রহিলা দোহে।
প্রভাতে উঠিঞা নারদ ডাকিঞা
জত বিবরণ কহে ॥
অমরা নগরে জায় মুনিবরে
যথা আছে পুরন্দর।
করি পরিহারে মাঙ্গিহ তাহারে
পারিজাত তরুবরে ॥

অদিতির গর্ভে জনমিল পূর্ব্বে
বামন মূরতি হইঞা।
সেই পারিজাতে অংশ আছে তাথে
কৈয় তারে বুঝাইঞা॥
এতেক শুনিঞা বীণা বাজাইঞা
চলিলা নারদ মুনি।
ইন্দ্রের সাক্ষাতে মাগে পারিজাতে
দিবা কি না দিবা শুনি॥
বামন মূরতি হইলা যদুপতি
বলিকে ছলিলা ছলে।
শুন শচীপতি নাহি দেয় জদি
পারিজাত নিবে বলে॥
এতেক উত্তর শুনি পুরন্দর
ক্রোধ করি বোলে তারে।
রহু পারিজাত নাহি দিব পাত
করে জেন জত পারে॥
ইন্দ্রের বচন শুনি তপোধন
আইলা দ্বারকা পুরী।
বীণা আছাড়িঞা ফেলিলা আসিঞা
যথা বসি আছে হরি॥
কহে চক্রপাণি শুন মহামুনি
কি বলিল সুররাজে।
বারে বারে তোরে গোয়ালার ঘরে
রাখিল গোকুল মাঝে॥

নিতে পারিজাত মনে কর সাধ
নাহি কর ভয় লাজ।
আর ভত কহে কহিবার নহে
বুঝিঞা করহ কাজ॥
শুনি মুনি-বাণী ক্রোধে চক্রপাণি
গরুড়ে করিলা মনে।
সহস্র লোচন ধূলার অঞ্জন
তাহার করিব রণে॥
এতেক বলিঞা গরুড়ে চড়িঞা
সাত্যকিকে করিঞা পাশে।
সত্যভামা বোলে লইঞা কুণ্ডলে
কহত কিসনদাস ॥ * ॥

গরুড়ে চড়িঞা প্রভু দেব চক্রপাণি।
অমরানগরে আসি করে শঙ্খের ধ্বনি॥
সাত্যকিকে আজ্ঞা দিলা আন পারিজাত।
অদিতি মাএরে আমি করিব সাক্ষাত॥
এত বলি দোহে গেলা অদিতির ধাম।
কুণ্ডল চরণে ধরি করিলা প্রণাম॥
সন্তুষ্ট হইলা দেবী দেখিয়া গোপাল।
মোর বরে এহিরূপে থাক চিরকাল॥
বর পাইঞা বিদায় হইলা যদুবর।
সাত্যকি নিকটে আইলা যথা পুরন্দর॥
উপাড়িল পারিজাত বৃক্ষের সহিত।
শুনি সুরপতি ক্রোধে হইলা কম্পিত॥

চড়িলেন ঐরাবতে বজ্র করি হাতে।
আইলেন রণস্থলে শচীর সহিতে॥
তবে হরি পুরন্দরে হৈল বোলাবুলি।
শচী সত্যভামা সনে বাজিল কোন্দলি॥
শচী বোলে সত্যভামা শুন ল সুন্দরি।
পারিজাত নিতে আলি পতি সঙ্গে করি॥
ষোল শ সতী আছে দ্বারকা ভুবনে।
কার পানে নাহি চায় তোমার কারণে॥
সকল থাকিতে দেবী তোর কথা শুনে।
বান্ধিলা পতির মন ঐস্বর্যের গুণে॥
দেবি তোর দুর্ল্লভ এহি হএ পারিজাত।
বামন হইএ্যা চান্দে বাড়াইছ হাত॥
আপনার ভালাই কল্যাণ জদি চাহ।
সঙ্গে করি ফিরাইএ্যা পতি লএ্যা ঘরে জায়॥
নহে বা করিব চূর্ণ তোর অহঙ্কার।
পারিজাত নিতে সাধ ঘুচাব তোমার॥
শচীর বচনে ক্রোধ করি সত্যভামা।
কাকালে কাপড় বান্ধি বারাইল রামা॥
সত্যভামা বোলে ওহে শুন দেবি শচি।
ঘুচাইতে তোমার দর্প আমরা আসাছি॥
মাস্তানির দাগ দেখি তোমার বদনে।
বুড়া নাহি হয় দেবি পারিজাতগুণে॥
অখনে লইএ্যা জাব বৃক্ষ পারিজাত।
ঘুচাব গৌরব তোর ইন্দ্রের প্রসাদ॥
জত ইন্দ্র হয় দেবি হয় তোর পতি।
তবে কেনে দেবগণে তোরে বোলে সতী॥

অনেক পুরুষ তুমি জানিঞাছ মর্ম্ম।
কেমনে রহিল তোর পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥
জেমন তোমার রূপ ইন্দ্র সে তেমনি।
বুড়া চুলে খোবা বান্দ মরাল ঢেমনি ॥
নঞানে কাজলরেখা তোরে নাহি সাজে।
অলকা তিলকা দেবি পর কোন লাজে ॥
এত বলি দুই জনে করি গালাগালি।
নিকটে হইলে দোহে হৈত চুলাচুলি ॥
দূরে থাকি হাসে দোহে কন্দল শুনিঞা।
নাচিঞা বেড়ায় মুনি বীণা বাজাইঞা ॥
ঐরাবতে চড়ি যুদ্ধ করে পুরন্দর।
গরুড়ে চাপিঞা যুদ্ধ করে গদাধর ॥
ঐরাবত সনে জুঝে পক্ষী মহাবল।
পক্ষাঘাতে জর জর গজকুম্ভস্থল ॥
শরীর বাহিঞা পড়ে রুধিরের ধারা।
অশোক কিংশুক জেন ফুটিঞাছে পারা ॥
ক্রোধে ইন্দ্র রাজা বাণ করে অবতার।
অবিলম্বে কাটে প্রভু দৈবকীকুমার ॥
হাজারে হাজারে বাণ এড়ে পুরন্দর।
চক্রবাণ দিঞা তারে কাটে যদুবর ॥
বাণ ব্যর্থ হইল ইন্দ্র করে বজ্রাঘাত।
বজ্র দেখি হাসিতে লাগিলা জগন্নাথ ॥
অব্যর্থ ইন্দ্রের বজ্র প্রভু মনে জানি।
ব্যর্থ না করিব বজ্র মনে অনুমানি ॥
গরুড়ে করিলা আজ্ঞা এক পাখা দিতে।
আসিঞা ইন্দ্রের বজ্র পড়িল তাহাতে ॥

পাখা চূর্ণ করি বজ্র ফিরিঞা চলিল।
ক্রোধে সুদর্শন হাতে প্রভু ডাড়াইল॥
চক্র দেখি ভয় হইল নারদের মনে।
তরাসে নারদ গেলা কশ্যপের স্থানে॥
তরাসে কশ্যপ মুনি মহেশে কহিলা।
রণস্থলে আসি শিব মধ্যস্থ হইলা॥
শিব বোলে শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
কিসের কারণে হাতে দেখি সুদর্শন॥
প্রভু বোলে ইন্দ্ররাজ বড়ই অবোধ।
অনাহাত মোর সনে করএ বিরোধ॥
বামন মুরুতি তাতে আমি আছি ভাগী।
মিছাই বিরোধ করে পারিজাত লাগি॥
ইন্দ্র বোলে পারিজাত অমরার সার।
পারিজাত গেল জদি কি থাকিবে আর॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ রীত জেই মত হয়।
সেই মত পারিজাত কেনে নাহি লয়॥
এত শুনি মহাদেব হাসিঞা কহিল।
কনিষ্ঠের মত করি আচরিতে হৈল॥
সম্বন্ধে তোমার ইন্দ্র হয় বড় ভাই।
ইহাকে আদর কৈলে তাথে দোষ নাই॥
শিবের বচনে হরি কৈলা প্রণিপাত।
ইন্দ্র বোলে লও গিঞা বৃক্ষ পারিজাত॥
ইন্দ্রের নিকটে প্রভু করি পরিহারে।
দেবীকে দেখায় শচী দিঞা আখি ঠারে॥
দেখিঞা দেবীর মুণ্ডে পড়ে বজ্রাঘাত।
হায় হায় কি কাজ করিলা জগন্নাথ॥

সেহ ভাল না পাইতাঙ বৃক্ষ পারিজাত।
শচীপতি ইন্দ্রে কেন কৈলা প্রণিপাত॥
শচীর নিকটে মোর দর্প কৈলা চুর।
ইন্দ্রকে প্রণতি কেনে করিলা ঠাকুর॥
কৃষ্ণ কহে মোর কথা শুন সত্রাজিতি।
আমি তারে স্তব কৈল তোর কিবা ক্ষতি॥
দেবী কহে জবে তুমি কৈলা পরিহার।
হাসিঞা দেখায় শচী দিঞা আখি ঠার॥
আসিতে কহিলা প্রভু শুন নারায়ণ।
করিব সহস্র আখি ধূলাতে অঞ্জন॥
শচীর আখির ঠার সহা নাহি জায়।
পরাণ ছাড়িব আমি শুন যদুরায়॥
অভিমানে সত্যভামা করএ রোদন।
শিবেরে ডাকিঞা কিছু কহে নারায়ণ॥
দেবীপদে আসি ইন্দ্র করে নমস্কার।
তবেত ফিরিঞা জাই ঘর আপনার॥
ইন্দ্র বোলে মোর ছোট ভ্রাতৃবধূ হয়।
প্রণাম করিতে [মোর] তারে না জুয়ায়॥
মহাদেব বোলে ওরে শুন সুররাজ।
লক্ষ্মীকে বন্দিতে তোর এত হৈল লাজ॥
তবে বিনতার সুত ইন্দ্র করি কোলে।
গড়াগড়ি দিঞা ফেলে দেবীপদতলে॥
ধূলার অঞ্জন হৈল দূরে গেল লাজ।
উঠিঞা করএ স্তব দেব সুররাজ॥
দেখিঞা দেবীর মনে বান্ধিল প্রবোধ।
হরি পুরন্দরে তবে ঘুচিল বিরোধ॥

বিদায় হইল হরি পুরন্দর স্থানে।
দ্বারকা নগরে আইলা প্রভু ভগবান ॥
অমরার কথা আসি কহিল সভারে।
পারিজাত বৃক্ষ রোপে দেবীর দুয়ারে ॥
এহি ত কহিল পারিজাতের হরণ।
ইহা জেই শুনে পায় লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
শুন রে ভকত জন হৈঞা একচিত।
যাদবনন্দন গায় মাধব-চরিত ॥ * ॥

পূর্ণক ব্রতের কথা কর অবধান।
জেমতে করিলা দেবী কৃষ্ণ পতি দান ॥
নারী হৈঞা হেন কর্ম্ম করে কোন জন।
জার প্রেমে বশ প্রভু থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
এক দিন আছে দেবী নিভৃতে বসিঞা।
হেন কালে আল্যা মুনি বীণা বাজাইঞা ॥
নারদ দেখিঞা দেবী কৈল অভ্যুত্থান।
মুনি বোলে দেবি তুমি বড় ভাগ্যবান ॥
তোমার অধিক আর নাহি কোন জন।
তুমি সে করিছ বশ প্রভু নারায়ণ ॥
এমন যোগ্যতা নাহি দেখি তোমা বিনে।
করহ পূর্ণকব্রত প্রভুর কল্যাণে ॥
দেবী বোলে সেই ব্রতে কিবা দ্রব্য লাগে।
একে একে মহামুনি কহ মোর আগে ॥
করিলে পূর্ণকব্রত কিবা হয় গুণ।
মুনি বোলে পূর্ণকব্রতের কথা শুন ॥

স্বামীতে সৌভাগ্য হয় ধন্য সেহি নারী।
পূর্ণকব্রতের ফলে পতি আজ্ঞাকারী॥
করিল ইন্দ্রের শচী রোহিণী পার্ব্বতী।
জন্ম জন্মান্তরে তারা পায় সেহি পতি॥
তুমি সত্যভামা জদি পতি কর দান।
জন্ম জন্মান্তরে পতি পাবে ভগবান॥
শুনিঞা গেলেন দেবী যথা নারায়ণ।
কহিল ব্রতের কথা জত বিবরণ॥
হাসিতে লাগিলা প্রভু দেব চক্রপাণি।
সকল ভণ্ডনা দেখি নারদের বাণী॥
প্রভুর বচন শুনি দেবী সত্যভামা।
আরম্ভিল ব্রত দেবী না শুনিল মানা॥
ধূপ দীপ আনি দেবী বস্ত্র অলঙ্কারে।
দ্বিজগণে পরিজনে দিলেন সভারে॥
বস্ত্র অভরণ মাল্য সুগন্ধি চন্দন।
বিচিত্র করিঞা অঙ্গে রচিল তখন॥
তিল তুলসী আর গঙ্গাজল তাথে।
করিলেন পতিদান নারদের হাতে॥
স্বস্তি স্মরি কৃষ্ণদান নিলা মহামুনি।
কৃষ্ণ-কান্ধে বীণা দিঞা চলিলা আপুনি॥
দ্বারকাএ সোধায় জত ঠাকুরাণী।
বীণা কান্ধে দেখি কান্দে জতেক রমণী॥
সভে বোলে পদতলে না জায় ছাড়িয়া।
এত শুনি বোলে মুনি জায় লো ফিরিঞা॥
সাত্রাজিতী পড়ে ক্ষিতি লোটাঞা ধরণী।
কোথাকারে ছাড়ি মোরে জায় চক্রপাণি॥

কৃষ্ণ কহে শুন ওহে প্রিয় সত্যভামা।
সাধে ছাড়ি এহি পুরী মনে দিঞা ক্ষেমা ॥
মোর সাধ কলি বাদ কি বলিব তোরে।
আমা পানে চাও কেনে জাও নিজ ঘরে ॥
এত শুনি ঠাকুরাণী ধরে মুনির পাএ।
কৃপা করি রাখ হরি হইঞা সদয় ॥
মহেশ্বরীব্রত করি পাইঞাছিলাম পতি।
তবে কেনে তপোধনে কৈলা হেন গতি ॥
মুনি বোলে জুখি তৌলে দিঞাছিল ধন।
মূল্য দিঞা ফিরাইঞা লহ কোন জন ॥
এতেক শুনিঞা দেবী হরষিত মন।
মুনি ফিরাইঞা দেবী দিতে আইলা ধন ॥
তৌল করি চড়াইলা দেবী সত্যভামা।
ই তিন ভুবনে জার দিতে নারি সীমা ॥
বিশ্বম্ভররূপে প্রভু বসিলা তাহাতে।
ধন আনি দিল জত ছিল দ্বারকাতে ॥
না হইল ধন তভু হরি সমতুল।
দেখি সত্যভামা কান্দে হইঞা ব্যাকুল ॥
আনিঞা শিবের ধন আজ্ঞা দিল সুতে।
কুবেরে জিনিঞা ধন আনি দিল তাথে ॥
তভু নাহি হৈল ধন কৃষ্ণের সমান।
আউলাঞা পড়িল দেবী হইঞা ব্যাকুল ॥
হায় হায় কি করিনু কি করিল বিধি।
আপনার দোষে সে খোয়াইনু গুণনিধি ॥
ইহা বলি কান্দে দেবী ছাড়এ নিঃশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

কান্দে দেবী সত্যভামা অপরাধ কর ক্ষমা
দয়া করি রাখ শ্রীচরণে।
হায় আমি কি করিনু কেনে পতি দান দিনু
ভুলিলাম মুনির বচনে॥
পূর্ণকের ব্রতের ফলে স্বামী হারাইনু হেলে
কি করিতে কি করিল বিধি।
প্রভু-মুখ না দেখিঞা কেমনে ধরিব হিয়া
হেলাএ হারানু গুণনিধি॥
ইহা নাহি জানি আমি ছাড়িঞা জাইবে তুমি
তবে কেনে তোরে দিব দান।
পুরে জত ধন ছিল আনি তাহা চড়াইল
না হুইল তোমার সমান॥
ইহা বলি দেবী কান্দে হিয়া স্থির নাহি বান্ধে
কান্দে জত কৃষ্ণের রমণী।
কে জানে মহিমা তার হইলা বিশ্বের ভার
কেবল হাসএ রুকিমিণী॥
দেখি সত্যভামা তায় ধরিলা দেবীর পায়
শুন দেবি করি পরিহার।
ধন দিব রাশি রাশি হইব তোমার দাসী
দয়া করি রাখ এহি বার॥
প্রভু-পদ-যুগ সেবি সকল বুঝহ দেবি
প্রভুর মহিমা জান জত।
ইহাতে নাহিক আন রাখহ সভার প্রাণ
বিকাইনু জনমের মত॥

এত শুনি দেবী হাসে আইল প্রভুর পাশে
জত ধন টানিঞা ফেলিল।
আনিঞা তুলসীদাম তাথে লেখে কৃষ্ণনাম
নামে শ্যামে সমান হইল॥
তুলসী চন্দন ভারি সমান হইল ডাড়ি
আনন্দিত সকলে দেখিঞা।
নিশ্চয় জানিল দড় নামের মহিমা বড়
প্রেমে মুনি বেড়ায় নাচিঞা॥
শুন ভক্তগণ ভাই নাম বিনে ধন নাই
জত দেখ নামের অধীন।
হাতে কর নিজ কাম মুখে জপ কৃষ্ণ নাম
ভারতে বাচহ জত দিন॥
দান ব্রত যজ্ঞ হোম না হয় নামের সম
ভাবিঞা দেখিনু মনে মনে।
নামের মহিমা গুণ কিছু জানে পঞ্চানন
জার যশ ঘুষে ত্রিভুবনে॥
জরা হবে কাস শেষে তখন পস্তাবে শেষে
না থাকিবে আপন শকতি।
পুত্র কন্যা করি ভিন ভাবিবে রজনী দিন
তখন তোর কি হইবে গতি॥
জখন মরিঞা জাবে ধন কড়ি কোথা রবে
কোথা রবে গৃহ পরিজন।
যমদূতে প্রহারিবে কাহার দোহাই দিবে
কেবা আর করিবে নিস্তার॥

মুই অতি দুরাচার উদর করিনু সার
না হইল আপন কল্যাণ ।
ঘোর অন্ধকারময় দেখিঞা লাগএ ভয়
কে আর করিবে পরিত্রাণ ॥
ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ ইহা বলি তপোধন
ঘন ঘন পড়ে ভূমিতলে ।
দেখিঞা সকল লোক পাসরিল দুস্ক শোক
তুলিঞা লইল মুনি কোলে ॥
চলিলা নারদ মুনি উঠালা বীণার ধ্বনি
নামগুণ করিতে প্রকাশ ।
রচিঞা ত্রিপদী ছন্দ পাচালি করিঞা বন্দ
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

এবে শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন ।
জেন মতে দ্রৌপদীর হরিল বসন ॥
এ সব রসের কথা নাহি ভাগবতে ।
বিস্তারি কহিব কিছু ভারতের মতে ॥
এক দিন ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মের তনয় ।
বসিঞা আছেন রাজা দানবী[১] সভায় ॥
দানবী সভার কথা শুন সর্ব্বজন ।
বিপক্ষে আইলে তার ছন্ন হয় মন ॥
হেন কালে দুর্য্যোধন আইলা সভামাঝে ।
জল স্থলজ্ঞান হৈল পাল্যা বড় লাজে ॥

১। ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সভা ।

ঘরে আসি দুর্য্যোধন রহিলা শঞনে।
শকুনি রাজার মামা আইলা সেই স্থানে॥
শকুনি বোলেন বাছা শুন দুর্য্যোধন।
কিসের লাগিঞা বাছা বিরস বদন॥
দুর্য্যোধন বোলে মামা কহিএ তোমাএ।
বিপক্ষ ঐশ্বর্য্য এত সহা নাহি জায়॥
শকুনি বোলেন বাছা মন কর স্থির।
পাশাএ জিনিব আজি রাজা যুধিষ্ঠির॥
কহিল সকল কথা রাজা দুর্য্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র ডাকিঞা আনিল পঞ্চ জন॥
ধৃত[রাষ্ট্র] আজ্ঞা দিল পাশা খেলিবারে।
খেলিতে বসিল পাশা ধর্ম্মের কুমারে॥
রাজ্যপদ অধিকার দোহে রাখে পণ।
হারিল ধর্ম্মের সুত জিনে দুর্য্যোধন॥
রাখিল দ্রৌপদী পণ ধর্ম্মের নন্দন।
করিব দাস্যতা কর্ম্ম বোলে পঞ্চ জন॥
সভামধ্যে বসি দেখে সূত মহাবীর।
অধর্ম্ম পাশাএ জিনে হারে যুধিষ্ঠির॥
পাশাএ হারিল জবে ভাই পঞ্চ জন।
সভামধ্যে দর্প করি উঠে দুর্য্যোধন॥
উঠিঞা সভার বস্ত্র লইল কাড়িঞা।
সভাসদে বিবসনে রহিল বসিঞা॥
হাসিতে লাগিল দুষ্ট জে ছিল সভাতে।
দ্রোণ ভীষ্ম পিতামহ রহে হেটমাথে॥
দুর্য্যোধন বোলে কাশী কোটআলের তরে।
দেখিব দ্রৌপদী আন সভার ভিতরে॥

এত শুনি কোটালিঞা ভএ কম্পমান।
জোড় হাতে বোলে রাজা কর অবধান॥
সূর্য্যের কিরণ জেই কভু নাহি দেখে।
কেমনে সভাতে আমি আনিব তাহাকে॥
কোটালের কথা শুনি দুর্য্যোধন বোলে।
আনহ সভার মধ্যে ধরি তার চুলে॥
ভীম অর্জ্জুন বলি তোর কিছু ভয় নাই।
কি করিতে পারে তারা থাকি পঞ্চ ভাই॥
চলিলা কাশিঞা দূত এতেক শুনিঞা।
ভিতর মহলে দূত কহিল আসিঞা॥
এত বলি শুন দেবি আমার বচন।
সভামধ্যে তোমা লইতে কহিল রাজন॥
আপন কল্যাণ জদি চাহ ঠাকুরাণি।
বুঝি কাজ তেজি লাজ চলহ আপুনি॥
এতেক শুনিঞা বোলে দ্রুপদের বালা।
কেমনে জাইব একবস্ত্র রজস্বলা॥
দূত বোলে জদি নাহি জাবে মোর বোলে।
অমনি লইব দেবি ধরি তোর চুলে॥
কান্দিতে কান্দিতে দেবী বাড়াইল পা।
কপালে মারিল দেবী কঙ্কণের ঘা॥
বাহির হইঞা দেবী চলে ধীরে ধীরে।
দেখিতে না পায় পথ নঞানের নীরে॥
সভাতে আসিঞা দেবী রহে ডাড়াইঞা।
কহিতে লাগিলা রাজা দেবীকে দেখিঞা॥
দুর্য্যোধন বোলে ওরে ভাই দুঃশাসন।
চুলে ধরি ভূমে ফেলি কর বিবসন॥

ঘুচাহ মনের বেথা দূর কর দুঃখ।
চুলে ধরি বস্ত্র নে রে দেখ কার মুখ॥
জেই চুলে অলি ভুলে শোভে নানা ফুলে।
অতি কোপে মহাবেগে ধরে জাইঞা চুলে॥
হাহাকার করিতে লাগিলা সভাজন।
দেবী বোলে ছুয় না রে পাপ দুঃশাসন॥
সভামধ্যে বোলে দেবী হইঞা ম্রিয়মাণ।
ছাড় কেশ প্রাণ শেষ বুকে বাজে টান॥
ফাফর হইলা দেবী কেশ আকর্ষণে।
পড়িলা সভার মাঝে ধরিঞা বসনে॥
সভে বোলে আইজ জদি কৃষ্ণ করে রক্ষা।
কহিতে না পারে দুর্য্যোধনের অপেক্ষা॥
বিদ্যমানে আছে মোর স্বামী পঞ্চ জনা।
সহিতে না পারি দুস্খ দেয় দুঃশাসনা॥
দ্রৌপদীর দুঃখ ভীম সহিতে না পারে।
যুধিষ্ঠির পানে বীর চাহে বারে বারে॥
জদি আজ্ঞা করে মোরে রাজা যুধিষ্ঠির।
চিরিঞা দুষ্টের বুক পিয়াব রুধির॥
ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মসুত কিছু নাহি বোলে।
পৃথিবী ভাসিঞা জায় নঞানের জলে॥
দুর্য্যোধন বোলে শুন ভাই দুঃশাসন।
না পারিলা কেনে বস্ত্র নিতে এতক্ষণ॥
চুলে ধরি আন তাক স্বামীর সাক্ষাতে।
নগ্ন করি করে ধরি বসাহ উরুতে॥
ভীম বোলে কভু দিন ফিরাএ ঠাকুর।
গদার প্রহারে উরু ভাঙ্গিব প্রচুর॥

প্রতিজ্ঞা করিঞা কহে সভার ভিতরে।
ভাঙ্গিব তোমার উরু গদার প্রহারে॥

ব্যাধ-ভয়ে কাঁপে জেন কম্পিত হরিণী।
একে একে সভা পানে চায় ঠাকুরাণী॥

ধর্ম্মসুত বোলে দেবি কার পানে দেখ।
বিপদ সময় দেবি কৃষ্ণ বৈলা ডাক॥

কি করিতে পারে তোর স্বামী পঞ্চ জন।
কৃষ্ণ বিনে কে করিবে লজ্জা নিবারণ॥

কি করিবে তোর পতি থাকিঞা সাক্ষাতে।
করিবে তোমারে রক্ষা প্রভু জগন্নাথে॥

এতেক শুনিঞা কহে রাজা দুর্য্যোধন।
কি করিতে পারে কৃষ্ণ আসিঞা অখন॥

মহিমা না জানিঞা রাজা কহে অহঙ্কারে।
অখন তোমার কৃষ্ণ কি করিতে পারে॥

উরাতে বসাইব তোরে করি বিবসন।
দেখিব তোমার কৃষ্ণ রাখিব অখন॥

কার কথা নাহি মানে বসন ধরিঞা টানে
পাপমতি দুষ্ট দুঃশাসন।
সভামধ্যে অপমান দেখিঞা কাপএ প্রাণ
বিদ্যমানে স্বামী পঞ্চ জন॥
ধর্ম্ম ছাড়া সভাময় দেখিঞা লাগএ ভয়
কেহো মাথা নাহি তোলে লাজে।
হাম দ্রুপদের বালা এক বস্ত্র রজস্বলা
উলঙ্গ করএ সভামাঝে॥

করী দশ সহস্রের বল ধরে বৃকোদর
প্রতাপে ডরএ জারে যম।
কৃষ্ণ-বন্ধু ধনঞ্জয় বাণে কেহো স্থির নয়
বৃথা হৈল বিশাল বিক্রম॥
সভার সাক্ষাত তাথে নগ্ন করে সভাসদে
এ শোক-সমুদ্রে ডুবাইল।
দেখি দ্রৌপদীর দুঃখ সভার বিদরে বুক
ক্রোধে ভীম কাপিঞা উঠিল॥

তবে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমেরে করিঞা স্থির
দ্রৌপদীরে কহেন বচন।
শুন শুন দ্রৌপদি তুমি কি করিবে পঞ্চ স্বামী
কৃষ্ণচন্দ্র করহ স্মরণ॥

তুমি কার মুখ দেখ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৈলা ডাক
কৃষ্ণ বিনে আর গতি নাই।
এ সমএ শুন সতি কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি
একচিত্তে ভাব গোবিন্দাই॥
শুনিঞা রাজার বাণী চিত্তে গণে ঠাকুরাণী
কৃষ্ণ মন্ত্র জপএ দ্রৌপদী।
পাপ দুঃশাসন হাতে ত্রাণ কর জগন্নাথে
তুমি প্রভু অখিলের পতি॥
পড়িয়া বিষম পাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দেয় দরশন।
শুন অর্জ্জুনের সখা কৃপা করি দেয় দেখা
তবে রহে আমার জীবন॥

তুমি জগতের বন্ধু অপার গুণের সিন্ধু
তোমা বিনে গতি নাহি আর।
অপার নদীতে পড়ি স্মরণ করিএ হরি
নৌকা হইঞা মোরে কর পার॥
পুরুবে কহিলা মোরে সঙ্কটে তরাব তোরে
চিন্তা না করিহ কিছু মনে।
জখন দেখিতে চাবে তখনি দেখিতে পাবে
এবে তুমি নাহি শুন কেনে॥
দুটি হাত দিঞা বুকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৈলা ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন।
এথা প্রভু দ্বারকাতে পাশা খেলে লক্ষ্মী সাতে
অন্তরে জানিল নারায়ণ॥
দ্রোপদী সভাতে আনে দুষ্ট বস্ত্র ধরি টানে
পাশা চাপি ধরে চক্রপাণি।
হাসিঞা রুক্মিণী বোলে ধরি প্রভু পদতলে
পাশাতে হারিলা গুণমণি॥
প্রভু কহে ভীষ্মসুতা আপন মনের কথা
শোন প্রিয়া কিছু কহি তোরে।
পড়িঞা বিষম পাকে দ্রোপদী আমাকে ডাকে
সঙ্কটে শরণ [লইল] মোরে॥
পূর্ব্বে জনকের ঘরে স্নানকালে ন্যাসিবরে
দান দিল বস্ত্র এক হাত।
দ্রোপদীর বস্ত্র দানে হইল প্রভুর মনে
বস্ত্ররূপী হৈলা জগন্নাথ॥

জত টানে তত হয় দুর্য্যোধন পাইলা ভয়
বস্ত্র হইলা পর্ব্বত সমান।
সভে অনুমান করে দ্রৌপদীকে রাখিবারে
ততক্ষণে আইলা ভগবান্ ॥
মনে দেবী পায় সাক্ষী নাচে বাম অঙ্গ আখি
আনন্দিত ভাই পঞ্চ জন।
সভে করে ঠারাঠারি রাখিতে আইলা হরি
কি করিতে পারে দুর্য্যোধন ॥
বাড়িল দেবীর আশ কহি শুন ইতিহাস
বুঝাইতে কেহো নাহি তোকে।
শশক সিংহের ভয়ে ঘাটে আসি পানি পিয়ে
কোপে সিংহ ধরিল শশকে ॥
ভয়ে চিন্তে নাথ কেশি মুখে হইতে পড়ে খসি
প্রবেশিল শৃগালের গাড়ে।
শৃগালী আছিল তথা তার সঙ্গে করি মিত্যা
প্রকারে ধরিল সিংহ তারে ॥
শুন মূঢ় মতি মন্দ জেই মুখে হরি নিন্দ
সেই মুখের হবে প্রতিকার।
এতেক ভর্চ্চন শুনি উঠিল বিদুর মুনি
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সমাচার ॥
বৈসা আছ হৈঞা কানা পুত্রে আসি কর মানা
দ্রৌপদীর করে অপমান।
দিয়ানে আনিঞা তারে নানা অপমান করে
সতী নাহি দ্রৌপদী সমান ॥

দ্রৌপদী বড়ই সতী কোপে শাপ দেয় জদি
তবে তোর বংশ হবে নাশ।
মুই অতি ক্রিয়াহীন চিত্তে গণি রাত্রি দিন
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

হিত উপদেশ আসি বিদুর কহিল।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা সভাতে আইল ॥
রাজা বোলে কোথা দেবী দ্রুপদনন্দিনী।
প্রণমিল গলে বস্ত্র দিঞা ঠাকুরাণী ॥
ধন্য ধন্য সতী তুমি বোলে নৃপবর।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি বাছা মাগ বর ॥
দেবী বোলে জদি বর দিবে মহাশএ।
অদাসী করি দেহ ঘুচাইঞা ভয় ॥
দেখিঞা তোমার রীত প্রীতি হইল মোর।
ইহার উপরে তুমি পুন মাগ বর ॥
রাজার বচন শুনি কহেন দ্রৌপদী।
রাজ্যপদ বিমোচন কর পঞ্চ পতি ॥
মোর বরে দ্রৌপদীর হৌউক কল্যাণ।
দুর্য্যোধন শকুনির উড়িল পরাণ ॥
কোপ করি বোলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
স্ত্রীর লাগি বাচিলা তোমরা পঞ্চ জন ॥
বর পাইঞা ঘর গেলা দ্রুপদনন্দিনী।
দুর্য্যোধনের ঘরে উঠিল আগুনি ॥
খাট পাট পোড়ে আর রত্নসিংহাসন।
অবশেষে পোড়ে রাজরাণীর বসন ॥

ছাড়িল বসন সভে অগ্নির জ্বালায়।
নগ্ন হইঞা সভা দিঞা রমণী পলায়॥
কর্ণ ভীষ্ম আদি বীর আছিল সভাতে।
বিবস্ত্র রমণী দেখি রহে হেট মাথে॥
দ্রৌপদীর অপমান করে দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণের চরিত্র হয় জানিহ কারণ॥
শুন শুন ভাই আরে করি নিবেদন।
মানী জনার মান ভঙ্গ না কৈর কখন॥
মানী জনার মান ভঙ্গ করে জেই জন।
অবশ্য তাহার হয় নরকে গমন॥
কথার প্রসঙ্গে কথা হয় সেই কালে।
কহিল ভারত-কথা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে॥

তবে আর দিনে হরি আইলা হস্তিনা পুরী
পথে দেখা দুর্য্যোধন সনে।
মুখ অপেক্ষায় তারে আনিঞা আপন ঘরে
বসিতে দিলেন সিংহাসন॥
প্রভু কহে দুর্য্যোধন ঘর দ্বার সিংহাসন
কহ দেখি এই সব কার।
দুর্য্যোধন বোলে শুন শ্রীমন্দির সিংহাসন
জত দেখ সকলি আমার॥
এত শুনি প্রভু হাসে চলিলা বিদুর-বাসে
দেখি মুনি হৈলা আনন্দিত।
আসন করিঞা মাথে ডাড়াইলা জোড় হাতে
গদ গদ প্রেমে পুলকিত॥

হাসিঞা কহেন বাণী শুনহ বিদুর মুনি
ঘর দ্বার সিংহাসন কার।
মুনি বোলে শুন হরি রাখ্যাছ রক্ষক করি
জত দেখ সকলি তোমার ॥
বসাইল সিংহাসনে প্রেম-ধারা দু নএানে
ধোয়াইল ও রাঙ্গা চরণ।
লক্ষ্মীর সেবিত পদ ধ্যান করে মুনি জত
সভার দুর্ল্লভ এহি ধন ॥
পূর্ব্বে করি একান্তিক রুপিঞা কদলী বৃক্ষ
বৃথা না হইয় কভু তুমি।
কর জোড় করি বোলে তুমি পাইক সেই কালে
জবে এথা আসিবেন প্রভু ॥
পুরুবে প্রতিজ্ঞা আছে কলা পাইক্যা আছে গাছে
প্রভু আগে করে নিবেদন।
প্রেমে মুনি হইঞা ভোলা চোকা দিঞা ফেলে কলা
সুখে প্রভু করএ ভোজন ॥
হাসি কহে মুনি আগে চোকা বড় মিঠা লাগে
কত সুধা দিঞাছ ইহাতে।
ক্ষীরিসা ক্ষীরিণী পিষ্ট তাহা হৈতে লাগে মিস্ট
কিবা খাই না পারি লিখিতে ॥
কি দ্রব্য খায়াইলে তুমি কভু নাহি খাই আমি
বিচারিঞা করি অনুমান।
নানা দ্রব্য উপায়ন দেবে করে নিবেদন
নাহি হয় ইহার সমান ॥

ভকতের অভিমত করিলা দৈবকীসুত
বিদুরের পূরাইল আশ।
যুধিষ্ঠিরে দেখা করি আইলা দ্বারকা পুরী
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

রেবত পর্ব্বতে রমণী সহিতে
বিহার করএ হরি।
তীর্থ পর্য্যটন করিঞা অর্জ্জুন
ব্রহ্মচারিরূপ ধরি ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রেবত পর্ব্বতে
আসিঞা দেখিল হরি।
তবে যদুরায় দেখি ধনঞ্জয়
প্রেমে আলিঙ্গন করি ॥
অর্জ্জুনের করে ধরি যদুবরে
দ্বারকা নগরে আসি।
সুভদ্রা সুন্দরী দেখি ব্রহ্মচারী
মূর্চ্ছিত পড়িল শশী ॥
দেখিঞা অর্জ্জুন কামে অচেতন
থরথরি কাপে রামা।
কৃষ্ণের সুন্দরী গেলা ঘরাঘরি
হাসি কহে সত্যভামা ॥
দেখি বিপরীত হৈঞাছ মূর্চ্ছিত
কেন লো ঠাকুর-ঝি।
চলিবারে নার অঙ্গ নাহি ধর
চরণে লাগল কি ॥

শুনিঞা বচন সুভদ্রা তখন
বোলে কিছু ধীরে ধীরে।
কাম-শরে মোর তনু জর জর
দেখিঞা অর্জ্জুন বীরে॥
শুনি এত বাণী কহে ঠাকুরাণী
বিপরীত দেখি তোরে।
কহিব ঠাকুরে বিভা দিব তোরে
দেখিঞা উত্তম বরে॥
সেহি ধনঞ্জয় তোর পতি নয়
বিশেষে তোমার ভাই।
তুমি অকুমারী সেহ ব্রহ্মচারী
তোর বিভা হয় নাই॥
কামে ব্যাকুলি কুলে দিলি কালি
হইঞা রাজার ঝি।
বিপরীত কাজে শুনি মরি লাজে
তোর মনে আছে কি॥
শুনি এত কথা বসুদেব-সুতা
কহএ কাতর বাণী।
অর্জ্জুনের বাণী পশিল মরমে
না মানে নিষেধ প্রাণী॥
করে আনছান না রহে পরাণ
মদন-কুসুম-শরে।
ঘর না জাইব এখানে মরিব
সভে জায় নিজ ঘরে॥

শুন মোর বোল বিভা দিব তোর
স্থির কর দেবি মনে।
চিত্তে দেহ ক্ষেমা ঘর চল রামা
লোকে পাছে ইহা শুনে॥
এতেক শুনিঞা দেবী সম্বোধিয়া
লইঞা আইলা ঘরে।
মনে উঠে হাস মুখে নাহি বাস
কহে কিছু যদুবরে॥
শুন শুন হের ভগিনী তোমার
ধরিতে না পারে হিয়া।
কহে আজি মোর আনি দেহ বর
রজনীতে দেহ বিহা॥
এতেক উত্তর শুনি যদুবর
কটু বচন কহে।
শুনি বিপরীত উহার চরিত
আপনে করহ নহে॥
দেবী কহে শুন সুভদ্রার গুণ
মোরে দেয় গালি মন্দ।
মিছা কর রোষ মোরে দেয় দোষ
শুনিলে হইবে ধন্দ॥
আসি মোর ঘরে হানে কর শিরে
না মানে বুঝান কথা।
নহে বা এখন ছাড়িবে জীবন
ভাঙ্গিবে আপন মাথা॥

না মানে প্রবোধ মোরে দেয় বধ
প্রত্যয় না জায় তুমি।
না পাইলে পতি হবে আপ্তঘাতি
তাহে কি করিব আমি॥
এতেক শুনিঞা কহিল রুষিঞা
তোরে ইথে নাহি লাজ।
মোর কথা নহে তোর কথা হএ
বুঝিঞা করহ কাজ॥
এতেক শুনিঞা হরষিত হইঞা
আইল দেবীর পাশ।
অঙ্গ পুলকিত মাধব-চরিত
বিরচিল কৃষ্ণদাস॥ * ॥

তবে হরষিতে আসি সঙ্গে করি রামা।
... ... ॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি ডাকে সত্রাজিতা।
দ্বার খোল মহামতি শুন মোর কথা॥
অশঙ্কে অর্জ্জুন বোলে কেবা হয় তুমি।
দেবী বোলে ভয় নাই সত্যভামা আমি॥
অর্জ্জুন বোলেন দেবি নিবেদিএ চরণে।
একেশ্বরী পদব্রজে এত রাত্রে কেনে॥
ভৃত্য দিঞা আজ্ঞা করি পাঠাইতা তুমি।
শুনিলে জাইতাঙ দেবি আজ্ঞামাত্রে আমি॥
সত্যভামা বোলে ওহে শুন ধনঞ্জয়।
গোপতে কহিব সে দূতের কার্য্য নয়॥

বীর কহে আপনাকে ভৃত্য করি মানি।
এত রাত্রে কি কারণে আইলা ঠাকুরাণি॥
আমার বচনে আজি ঘর জাও তুমি।
প্রভাতে পালিব আজ্ঞা জেই কহ তুমি॥
দেবী বোলে দ্বার খোল আমার বচনে।
পালহ আমার আজ্ঞা দেখহ নঞানে॥
অর্জ্জুন কহএ অঙ্গ অবশ নিদ্রায়।
দূর জায় সত্যভামা ধরি তোর পায়॥
দেবী বোলে তোর দুস্খ দেখিঞাছি আমি।
একলা দ্রৌপদী নারী তার পঞ্চ স্বামী॥
তাহার সহিত তোর না হএ পিরিতি।
বুঝিঞা তোমার মন আনিল যুবতি॥
রূপে গুণে শীলে কন্যা পরম কামিনী।
প্রথম যৌবন ধনী কুরঙ্গনঞানী॥
অর্জ্জুন কহেন সেই কেমন যুবতি।
কোনখানে ঘর তার হয় কোন জাতি॥
দেবী বোলে যদুকুলে হইঞাছে জনম।
পিতা মাতা বর্ত্তমান ভাই দুই জন॥
তীর্থ করি বোল তুমি নাহি জান ইহা।
তেঞিঃ কন্যা আনিঞাছি তোর দিতে বিহা॥
অর্জ্জুন বোলেন দেবি নিবেদি চরণে।
পালিব তোমার আজ্ঞা প্রভুর বিধানে॥
মোরে দিতে আনিঞাছ পরম সুন্দরী।
তীর্থ করি বুলি আমি হইঞা ব্রহ্মচারী॥
অতএব আমার বিভাতে নাহি কাজ।
বৃথা কেন এত রাত্রে দিতে আইলা লাজ॥

দেবী বোলে ধনঞ্জয় বুঝহ সহজ।
একা নারী পঞ্চ পতি বড়ই নির্ল্লজ ॥
বিবাদ করহ তোরা দ্রৌপদী কারণ।
দ্বাদশ বৎসর তোর তীর্থ পর্য্যটন ॥
কেন বা করিবা বিভ্রা আমার বচনে।
শুনিলে দ্রৌপদী দেবী পাছে টুটে মনে ॥
কাহারে কহিছ এত ইহা কেবা শুনে।
দ্রৌপদী বান্ধিল মন ঔষধের গুণে ॥
অর্জ্জুন কহেন দেবি সব জানি আমি।
প্রভুর সহিত জত আচ[রি]হ তুমি ॥
হইল অনেক রাত্রি না পারি জাগিতে।
নিবেদিব কালি পদে রজনী প্রভাতে ॥
নিদ্রা জাইতে দেহ দেবি কর মোরে ক্ষমা।
পাএ পড়ি ঘর জাও দেবি সত্যভামা ॥
তোমার কন্দলে দেবি পারে কোন জন।
ঔষধে করিলা বশ দেব নারায়ণ ॥
লক্ষ্মী জাম্ববতী আদি জত আছে নারী।
সবা হইতে কৃষ্ণ তুমি কৈলা আজ্ঞাকারী ॥
তোমার সাক্ষাতে কার কথা নাহি শুনে।
পারিজাত আনি দিল ঔষধের গুণে ॥
সত্যভামা বোলে তুমি হইএগ ব্রহ্মচারী।
ঔষধ করিএগ তুমি বধ কর নারী ॥
তীর্থ পর্য্যটন কর করিএগ চাতুরী।
যুবতি জনার তুমি মন কর চুরি ॥
তন্ত্র মন্ত্র করি তুমি ফির দেশে দেশে।
নারী ভুলাইতে আইলা দ্বারকা অবশেষে ॥

অর্জ্জুন কহএ বৃথা হয় নারী জাতি।
জগতে বিদিত হয় নারীর খিয়াতি ॥
দেবী বোলে ধনঞ্জয় নারী নিন্দ কেনে।
পুরুষের গতি নাহি দেখি নারী বিনে ॥
পুরুষ হইতে নারী নারীতে পুরুষ।
আপনার গুণে সে পুরুষ করে বশ ॥
এহি মত অর্জ্জুনের করিএগ ভর্চ্চন।
সুভদ্রা লইএগ পুন করিলা গমন ॥
কামের মন্দিরে আইলা দেবী সত্রাজিতী।
নমস্কার করে পদে দেবী মায়াবতী ॥
দেবী বোলে মায়াবতি শুনহ বচন।
ভুলিল সুভদ্রা দেবী দেখিএগ অর্জ্জুন ॥
বিভা দিতে গিএগছিলাঙ অর্জ্জুনের ঘরে।
না করিল বিভা সেই অর্জ্জুন নৃপবরে ॥
এত শুনি মায়াবতী জপে ব্রহ্মজ্ঞান।
সিন্দূর কজ্জল দিল করিএগ নির্ম্মাণ ॥
ভয় না করিহ দেবি দেখিএগ অর্জ্জুন।
পরশ করিলে দ্বার খসিবে অখন ॥
মায়ার বচনে দেবী সুভদ্রা আসিএগ।
মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার ঘুচাইএগ ॥
তরস্ত হইলা বীর হাতে খড়গ করি।
উঠিতে দেখিল দেবী সুভদ্রা সুন্দরী ॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দেখিএগ বদন।
কন্দর্প জিনিল তনু বাড়িল মদন ॥
দেখিএগ অর্জ্জুন বীর পড়ি গেল ভোলে।
ছটপট করে দেবী অর্জ্জুনের কোলে ॥

দেবী বোলে আইজ মোর কৈল সর্ব্বনাশ ।
করিলা আমার এবে জাইত কুল নাশ ॥
দেবী আস্ফালন করে অর্জ্জুনের পাশে ।
মুখে বস্ত্র দিঞা দেবী সত্যভামা হাসে ॥
সত্যভামা কহে ওরে শুন ধনঞ্জয় ।
অকুমারী হরি নিলা না করিলা ধর্ম্মভয় ॥
লোকেরে দেখায় তুমি ব্রহ্মচারী ।
সম্বন্ধে তোমার ভগ্নী তাতে অকুমারী ॥
অর্জ্জুন কহএ দেবি নিবেদি চরণে ।
তোমার মায়াতে স্থির হএ কোন জনে ॥
অপরাধ কৈল দেবি কর মোরে ক্ষমা ।
স্তব শুনি বিভা দিঞা গেলা সত্যভামা ॥
প্রভুর স্থানে দেবী গেলা হাসিতে হাসিতে ।
প্রভু কহে পুন কেনে আইলা এত রাত্রে ॥
দেবী কহে শুন প্রভু নিবেদি চরণে ।
সুভদ্রার বিভা দিলু অর্জ্জুনের সনে ॥
এত শুনি ক্রোধ করি বোলে কিছু প্রভু ।
এমন চঞ্চলা নারী না দেখিল কভু ॥
জদি বা করিলা কর্ম্ম কারে না কহিও ।
দিন দশ এহি কথা যতনে রাখিহ ॥
এত বলি শঞনে রহিলা শ্রীনিবাস ।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥*॥

তবে হরি সভা করি বসিলা প্রভাতে
যুক্তি করে বসুদেব বলাই সহিতে ॥

হইলা বিভার যোগ্য সুভদ্রা ভগিনী।
অর্জ্জুনেরে বিভা দিতে মনে অনুমানি॥
রাম কহে বিভা দিব রাজা দুর্য্যোধনে।
সুভদ্রার বিভার যোগ্য না হয় অর্জ্জুনে॥
কৃষ্ণ কহে কর তুমি জেই অবিলম্ব।
ব্যাজ না করিহ দাদা না সহে বিলম্ব॥
এত শুনি বলরাম পত্র লিখিল।
ব্রাহ্মণেরে দিঞা দুর্য্যোধনে পঠাইল॥
সভা ভাঙ্গি উঠিঞা আইলা যদুবর।
আসি দেবী সত্যভামা কহিল উত্তর॥
কি কহিলা সুভদ্রার বিভার কারণে।
প্রভু কহে বিভা দিবে দুর্য্যোধন সনে॥
এত শুনি দেবী হইল চমৎকার।
কেমনে দিবেন পুন বিভা সুভদ্রার॥
এত শুনি গেলা যথা দৈবকী রোহিণী।
রেবতী লইঞা সঙ্গে চলিলা আপুনি॥
দেবীর বচনে সভে ভয় পাইলা মনে।
সভে আসি দেখি রাম আছিলা শঞনে॥
রোহিণী কহএ বাপু শুন সঙ্কর্ষণে।
সুভদ্রাকে কেনে তুমি না দেয় অর্জ্জুনে॥
এত শুনি ক্রোধ করি কহে কটুভাষা।
আর কেহো হইলে কাটিত তার নাসা॥
পাণ্ডুসুত অর্জ্জুন তার বাপের নাম নাই।
যতন করিঞা বুঝি পঠাইল ভাই॥
এত শুনি সভে গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
শুনি সত্যভামা দেবী পড়িলা ফাফরে॥

প্রভু কহে সত্যভামা না করিহ ভয়।
শীঘ্রগতি ডাকিঞা আন ধনঞ্জয়॥
এত শুনি ডাকিঞা দেবী আনিল অর্জ্জুনে।
চিন্তা না করিহ কিছু বোলে নারায়ণে॥
গৌরীপূজা করিবারে সুভদ্রা জাইবে।
চড়িঞা আমার রথে হরিঞা লইবে॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাইঞা আইলা অর্জ্জুন।
এথাতে হস্তিনাপুরে রাজা দুর্য্যোধন॥
ব্রাহ্মণ আনিঞা রাজা করে শুভক্ষণ।
বন্ধুগণ আনাইল দিঞা নিমন্ত্রণ॥
ভাটে রায়বার পড়ে নানা বাদ্য বাজে।
বরসজ্জ করি রাজা দুর্য্যোধন সাজে॥
দুঃশাসন আদি করি সাজে জত পাত্র।
নিমন্ত্রণ পাইঞা ভীম সাজে বরযাত্র॥
এথাতে দ্বারকাপুরে আনন্দিত সব।
ঘরে ঘরে নৃত্য গীত করে মহোৎসব॥
ব্রাহ্মণেত বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
বাদ্য কলরব শুনি লাগে চমৎকার॥
দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য করি সমাধান।
করিলেন স্ত্রী আচার নারীর বিধান॥
সজ্জ করি দুর্য্যোধন প্রবেশিল গ্রাম।
আগাইতে বরযাত্র আজ্ঞা দিল রাম॥
এথা গৌরী পূজিবারে সুভদ্রা আপনে।
দেবতা-মন্দিরে গেলা নারীগণ সনে॥
হেন কালে আইল অর্জ্জুন রথে চড়ি।
করে ধরি নিল হরি সুভদ্রা সুন্দরী॥

হাহাকার করি কান্দে জত নারীগণ।
চুরি করি সুভদ্রাকে লইল অর্জ্জুন॥
মার মার করি সেনা ধাইল সকল।
রথ ফিরাইঞা যুদ্ধ করে মহাবল॥
রথের সারথি রথে করিঞা বন্ধন।
সুভদ্রা চালান ঘোড়া জুঝেন অর্জ্জুন॥
অর্জ্জুনের বাণে সেনা পড়িল সকল।
সঙরিলা রাম [তবে] লাঙ্গল মুষল॥
ক্ষিতি টলমল করে বলরাম-ক্রোধে।
দেখিঞা সকল জন বলাইকে প্রবোধে॥
রাম কহে পাণ্ডুবংশ করিব সংঘার।
আমার ভগ্নী হরে করি অহঙ্কার॥
আনহ যাদব এথা কি বলে তা শুনি।
অখন সখার কার্য্য দেখুক আপুনি॥
হেন কালে কৃষ্ণ আসি বন্দিল চরণ।
কেনে ক্রোধ কর দাদা কিসের কারণ॥
মস্তক কাটিব তার দিঞা সুদর্শন।
সুভদ্রা আনিব দাদা মারিঞা অর্জ্জুন॥
মরিবে সুভদ্রা ভগ্নী অর্জ্জুন মরণে।
সুভদ্রাকে বিবাহ করিবে কোন জনে॥
সুভদ্রা মরণে এথা মরিবে জননী।
এতেক বুঝিঞা আজ্ঞা করহ আপনি॥
আপন ভগিনীর গুণ না জান আপনে।
সারথি হইঞাছে দেবী অর্জ্জুনের সনে॥
এতেক শুনিঞা রাম হইলা সদয়।
কৃষ্ণকে দিলেন আজ্ঞা আন ধনঞ্জয়॥

দূত পঠাইঞা ডাকি আনিলা অর্জ্জুনে।
আসিঞা প্রণাম কৈলা রামের চরণে ॥
সুভদ্রা অর্জ্জুনে দিল করি শুভক্ষণ।
ফিরিঞা চলিল ঘরে রাজা দুর্য্যোধন ॥
অন্য অন্য গ্রন্থে ইহা বিস্তারি কহিল।
কহিতে পুস্তক বাড়ে সংক্ষেপে রচিল ॥
শুন রে ভকত জন করিঞা বিশ্বাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

শুন ভক্তগণ আছিল ব্রাহ্মণ
উঞ্ছবৃত্তি তার নাম।
সঙ্গেতে ব্রাহ্মণী পতি-পরায়ণী
শিশু শোভে অনুপাম ॥
উঠিঞা প্রভাতে গৃহস্থের ক্ষেতে
তণ্ডুল কুড়াএ তিনি।
ভগ্ন বস্ত্র তার অস্থি চর্ম্ম সার
ভ্রমি বোলে প্রতি দিনে ॥
অর্ণ [ন্ন] নাহি পেটে অঙ্গে খড়ি উঠে
সদা জপে হরিনাম।
নাহি অভিমান অযাচিত দান
লোহ মোহ নাহি কাম ॥
কভু উপবাসী রহে দিবানিশি
কভু ফল মূল খায়।
অতিথি সেবন করে প্রতিদিন
জে দিন কিছু না পায় ॥

হেনঞিও সময় দেখি ধনঞ্জয়
কহিতে লাগিলা তারে।
কেনে দুঃখ পায় রাজস্থানে জায়
যথা আছে যুধিষ্ঠিরে ॥
শুনহ ঠাকুর পাইবে প্রচুর
শুন মোর নিবেদন।
স্ত্রী পুত্র লইঞা ভুঞ্জিবে বসিঞা
যথোচিত পাবে ধন ॥
এতেক উত্তর শুনি দ্বিজবর
পড়ে অচেতন হইঞা।
দেখি বিপরীত বিপ্র মুরছিত
ভএ গেলা পলাইঞা ॥
আসি ধর্ম্মসুতে কহে জোড় হাতে
পুরুব বৃত্তান্ত জত।
শুনিঞা রাজন হইঞা অচেতন
পড়ে হইঞা ভূমিগত ॥
দেখি ধনঞ্জয় মনে পাল্যা ভয়
আইলা দ্বারকা পুরী।
প্রভুর চরণে আসিঞা অর্জ্জুনে
কহে নিবেদন করি ॥
দেখিল ব্রাহ্মণ তারা তিন জন
শস্য কুড়াইছে ক্ষেতে।
দুস্থিতা ব্রাহ্মণী দেখিঞা তখনি
ধন চাহিলাম দিতে ॥

ধন নাম শুনি সেহি দ্বিজমণি
অচেতন হইঞা পড়ে।
শুনি ধর্ম্মসুত হৈঞা ভূমিগত
পড়ি কান্দে নৃপবরে ॥
এত শুনি হরি হাহাকার করি
পড়িলা ধরণীতলে।
পুরুব স্মরণ করি নারায়ণ
ভাসিল নঞানজলে ॥
কহে ধনঞ্জয় শুন মহাশয়
কি লাগি কান্দিছ তুমি।
অগ্নিকুণ্ড করি প্রবেশিব হরি
নিশ্চয় মরিব আমি ॥
কি লাগি ব্রাহ্মণ পড়িল রাজন
কি লাগি পড়িলা হরি।
ইহা না বুঝিঞা পোড়ে মোর হিয়া
বৃথা কেন প্রাণ ধরি ॥
এতেক বচন কহিঞা অর্জ্জুন
পড়িল প্রভুর পাশ।
তবে চক্রপাণি কহে প্রিয়-বাণী
বিরচিল কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

প্রভু কহে জে লাগি কান্দিছে মোর হিয়া।
কলি যুগের কথা কহি শুন মন দিঞা ॥
জে ব্রাহ্মণে ধন দিলে নাহি লএ ধন।
বিনে যত্নে ধন নিবে এমন ব্রাহ্মণ ॥

অযাচিত বিপ্র সেই কারে নাহি মাগে।
ঘরে ঘরে মাগিয়া বেড়াবে কলি যুগে ॥
তপস্যা ছাড়িবে সত্য দেব আচরণ।
সদা কহিবেক মিথ্যা কলির ব্রাহ্মণ ॥
অভক্ষ্য ভক্ষিবে দ্বিজ আপনার সুখে।
বিষয়-বিষ্ঠার কৃমি ভুঞ্জিবে কৌতুকে ॥
উদরের জ্বালাএ ফিরিবে নিরন্তর।
হরিবে শূদ্রের নারী দেখিঞা সুন্দর ॥
কলি যুগে ব্রাহ্মণে করিবে চুরিদারি।
শূদ্র হইঞা হরিবেক ব্রাহ্মণের নারী ॥
একরূপে থাকি আমি ব্রাহ্মণ-শরীরে।
হেন বিপ্র দান নিবে আসি গঙ্গাতীরে ॥
ধনলোভে কুচ্ছিতের ব্যাপার করিবে।
আপনার দোষে বিপ্র সকলি মজাবে ॥
অর্জ্জুন কহেন প্রভু করি নিবেদন।
কি লাগি পড়িল ভূমে ধর্ম্মের নন্দন ॥
প্রভু কহে রাজা পড়ে এহি অভিমানে।
নাহি দিল দান হেন ব্রাহ্মণের স্থানে ॥
হইবে কলির রাজা বড় দুরাচার।
অবিচার করি ধন লইবে প্রজার ॥
তুচ্ছ লোক দেখি রাজা সম্মান করিবে।
উত্তম জনার কথা কানে না শুনিবে ॥
অবিচারে প্রজারে করিবে সদা দণ্ড।
আপনার গুণে সে মজাবে রাজ্যখণ্ড ॥
পূর্ব্বের সঞ্চিত পুণ্য খোয়াবে সকল।
হরিবে প্রজার নারী করি রাজবল ॥

ধর্ম্মছাড়া হইবে কলির জত লোক ।
রোগের হইবে বৃদ্ধি পাবে বড় শোক ॥
অল্প জ্ঞান অল্প বুদ্ধি লোকের হইবে ।
আমি জানি বলি তত্ত্ব কারে না সোধাবে ॥
কলি যুগে পূর্ণ শস্য পৃথিবী হরিবে ।
গাভীতে হরিবে দুগ্ধ অল্প আই হবে ॥
নিদানের কথা কার মনে না পড়িবে ।
স্ত্রী-পুত্র-বিলাসে পরলোক বিস্মরিবে ॥
কলি যুগে ভিক্ষুক হইবে বহুতর ।
অতিথেরে কেহো না করিবে আদর ॥
মিথ্যা কুটিনাটি করি ফিরিবে সদায় ।
সর্ব্বদা ফিরিবে লোক উদর-জ্বালায় ॥
অতিথি ফিরাবে লোক ভিক্ষা নাহি দিঞা ।
করিবে কুচ্ছিত কর্ম্ম আনন্দ পাইঞা ॥
অল্প ভিক্ষা পাইঞা করিবে দুষ্ট উক্তি ।
দিবেন আপন পুণ্য গৃহস্থের প্রতি ॥
আপন তীর্থের পুণ্য গৃহস্থেরে দিঞা ।
গৃহস্থের গৃহপাপ জাইবে লইঞা ॥
কলিতে অনেক লোক অতিথি ফিরাবে ।
পূর্ব্বপুণ্য-ফল জত হেলাতে হারাবে ॥
অতিথের পাপ জত গৃহস্থেরে দিঞা ।
গৃহস্থের পুণ্য জাবে অতিথে লইঞা ॥
এত বলি ধরে প্রভু অর্জ্জুনের হাতে ।
কেমন অতিথিভক্ত দেখাব সাক্ষাতে ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণমূর্ত্তি হইলা আপনে ।
চলিলেন বিপ্র স্থানে লইঞা অর্জ্জুনে ॥

লুকাইঞা রাখিলেন অর্জ্জুনে শ্রীনিবাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥* ॥

পঞ্চদশ দিনান্তরে উঞ্ছবৃত্তি দ্বিজবরে
সোয়া সের যবের তণ্ডুল।
আনিঞা আপন ঘরে দ্বিজপত্নী পাক করে
সুধাময় রাধিল তণ্ডুল ॥
আনিঞা বনের শাক বিনে তৈলে করে পাক
ঝাল আদি নাহিক লবণ।
চারি অংশ করি তাথে উভারিল সিঞাপাতে
গোবিন্দেরে করে নিবেদন ॥
হেন কালে পুত্র আসি বাপের নিকটে বসি
প্রাণ নাহি রহে অন্ন বিনে।
দেহ করে আনছান কিছু দিঞা রাখ প্রাণ
মোর অংশ নাহি দেয় কেনে ॥
বিপ্র বোলে শুন শিশু আমার বচন কিছু
অতিথি আনহ একজন।
আগে অতিথেরে দিব সভাই প্রসাদ পাব
শুন বাপু সুবুদ্ধি নন্দন ॥
আমার বচন রাখ পথে ডাড়াইঞা থাক
অতিথ আস্যাছে এতক্ষণে।
অতিথেরে না খায়াইলে কেমনে খাইবা দিলে
আগে বাছা খাইবা কেমনে ॥

কান্দে শিশু উচ্চরাও ক্ষুধা নাহি সহা জায়
এতক্ষণে আসিবে অতিথ।
আর দিন এতক্ষণ আসিত বা একজন
আইসে কি না আইসে কদাচিত॥
পড়িঞা মায়ের কোলে কান্দিয়া বালক বোলে
শুন মাতা কর অবধান।
পিতার কঠিন হিয়া প্রাণ রাখ অন্ন দিঞা
নহে আমি তেজিব পরাণ॥
শুনিঞা পুত্রের বাণী কহে দ্বিজ ঠাকুরাণী
শুন বাপু আমার বচন।
অতিথেরে নাহি দিলে তার জন্ম জায় হেলে
তবে সেই অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
জদি তোরে দিব আমি কেমনে খাইবে তুমি
আগে অতিথেরে নাহি দিলে।
পৃথিবীতে কত বার জনমিল বারে বার
কি হইবে তোমা পুত্র মৈলে॥
মাএর নিষ্ঠুর বাণী শুনি পুত্র অভিমানী
ভূমে পড়ে ছাড়িঞা নিঃশ্বাস।
দেখি বালকের মুখ জননীর ফাটে বুক
মাধব-চরিত কৃষ্ণদাস॥

ব্রাহ্মণী কহএ বাছা মিছা কান্দ কেনে।
অতিথে না দিঞা তুমি খাইবে কেমনে॥
অতিথে না দিঞা অন্ন খায় জেই জন।
শূকরে জেমন করে পুরীষ ভোজন॥

ভিক্ষুক দেখিঞা জেবা করএ উপেক্ষা।
সম্বল থাকিতে জেবা নাহি দেয় ভিক্ষা॥
তা সম পাপিষ্ঠ নাই শুন রে নন্দন।
অতিথের রূপে ফিরে প্রভু নারায়ণ॥
তিলেক বিলম্ব করি মোর কথা রাখ।
অতিথ আস্যাছে বুঝি পথে জাইঞা দেখ॥
বালক করুণা শুনি দয়া উপজিল।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে আসি দেখা দিল॥
শিশু বোলে বুড়া এক অতিথ আইল।
এতক্ষণে বুঝিলাম পরাণ রহিল॥
দেখি আনন্দিত বড় হইল ব্রাহ্মণ।
তৃণাসনে বৈস্যাইল ধোয়াইঞা চরণ॥
প্রভু কহে উপবাসী আছি কালি হইতে।
কিছু নাথি অর্ণ(ন্ন) বাছা পারিবা খায়াইতে॥
বিপ্র বোলে মোরে জদি হয় অনুকূল।
খায়াইতে পারি কিছু যবের তণ্ডুল॥
এত বলি অতিথের অংশ আনি দিল।
গণ্ডূষ করিঞা প্রভু সকল খাইল॥
প্রভু কহে তোর অর্ণ(ন্ন) খাইতে লাগে সুধা।
আর আন মোরে বড় লাগিঞাছে ক্ষুধা॥
এত শুনি বিপ্র * * * লাগিলা ভাবিতে।
আপনার অংশ আনি দিলেন অতিথে॥
খাইঞা বিপ্রের অর্ণ(ন্ন) বোলে ভগবান।
আর আন খাইতে লাগে অমৃত সমান॥
চিন্তিতে লাগিলা শুনি অতিথের বাণী।
হেন কালে আসি কহে দ্বিজের রমণী

কি কারণে প্রভু তুমি লাগিলা ভাবিতে।
মোর অংশ লইয়া তুমি দেয়গা অতিথে॥
এত শুনি ব্রাহ্মণীর অংশ আনি দিল।
ভাল ভাল বলি প্রভু সকলি খাইল॥
সকল খাইঞা প্রভু পুনরপি ডাকে।
আর অর্ণ(ন্ন) আন বিপ্র জদি কিছু থাকে॥
অতিথের ডাক শুনি চিন্তিত ব্রাহ্মণ।
এই অংশ দিলে শিশু মরিবে অখন॥
কেমনে শিশুর অংশ দিব গিঞা তারে।
পঞ্চদশ দিন পুত্র আছে অনাহারে॥
পুনু পুনু ডাকে প্রভু আনি দেহ অর্ণ(ন্ন)।
এবার খাইলে মোর হইবে সম্পূর্ণ॥
এত শুনি দ্বিজবর রহে হেট মাথে।
হেন কালে দ্বিজসুত কহে জোড় হাতে॥
চিন্তিত হইঞা তুমি বস্যা আছ কেনে।
মোর অংশ দেও গিঞা অতিথের স্থানে॥
বিপ্র বোলে কান্দিয়াছ এই অর্ণ(ন্ন) লাগি।
তোর অংশ দিলে তোর হব বধের ভাগী॥
পুত্র কহে বুঝিলাঙ জে ভাবিলা তুমি।
তোমরা তরিঞা গেলে পড়্যা রব আমি॥
অতএব মোর অংশ দেওগা অতিথে।
কৃতার্থ করাহ মোরে ভুঞ্জাঞা অতিথে॥
পুত্রের বচনে বিপ্র হরিষ বিষাদ।
বিপ্রহস্তে দিঞা কহে রাখিহ প্রসাদ॥
ঘরেতে আছএ শিশু বড়ই অবোধ।
প্রসাদ খায়াইঞা তারে করিব প্রবোধ॥

সকল যবের চূর্ণ খাইলা শ্রীহরি।
খাইলেন গঙ্গাজল কাঠরিঞা ভরি ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তারা বোলে ঠারেঠুরে।
বুড়া পেটে এত আঁটে কত খাইতে পারে ॥
আচমন করি আইলা কুড়্যার ভিতরে।
পদসেবা করিতে লাগিলা দ্বিজবরে ॥
পাত্র অবশেষ খাইঞা পত্র ফেলাইলা।
আসিঞা নকুল পত্র চাটিতে লাগিলা ॥
চাটিতে চাটিতে তার বাড়িল আনন্দ।
অবশ হইল অঙ্গ পুলক-কদম্ব ॥
প্রেমাএ বিভোল হইঞা পাসরে আপনা।
দেখিতে দেখিতে তার অঙ্গ হৈল সোনা ॥
আসিঞা নকুল প্রেমে ডাকিছে তাহাকে।
বিপ্র বোলে মোরে আর বার কেনে ডাকে ॥
নকুল বোলেন বিপ্র বারাইঞা দেখ।
বিপ্র বোলে লজ্জা দিতে মোরে কেনে ডাক ॥
অতিথ সেবিতে মোর নাহিক সম্বল।
বৃদ্ধ অতিথ আসি খাইল সকল ॥
তেহো কহে জারে কর অতিথের জ্ঞান।
অতিথ না হয় সেই প্রভু ভগবান ॥
মোর পানে দৃষ্টি করি চাহ দুই জনা।
পত্রশেষ চাটি মোর অঙ্গ হইল সোনা ॥
এত শুনি শিশু কহে পিতার চরণে।
সত্য কহে ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দরশনে ॥
প্রভুর চরণে আসি পড়িলা ব্রাহ্মণ।
না ভাণ্ডায় প্রভু মোরে দেয় দরশন ॥

সদয় হইঞা প্রভু দেখায় স্বরূপ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ ॥
মূর্চ্ছিত হইঞা পড়ে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
দেখিঞা স্বরূপ পুন করে সম্বরণ ॥
প্রভু কহে সিদ্ধি হৈল শ্রম কৈলা ভ্রত।
বৈকুণ্ঠে চলহ তুমি জনমের মত ॥
জনম না হবে পুন আসি পৃথিবীতে।
বৈকুণ্ঠে চলিলা তিনে চড়ি দিব্য রথে ॥
আইলা [অর্জ্জুন] সঙ্গে দ্বারকানিবাস।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥*॥

এক দিন রাম কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে আসি স্তুতি করে ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
সত্ত্ব রজ গুণ তুমি তুমি মহীধর ॥
ইন্দ্র বাউ তুমি হুতাশ পবন।
তোমা বিনে শূন্য দেখি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
সাধুর করিতে রক্ষা ছিষ্টির পালন।
জনমিল ঘোর দুষ্ট দণ্ডের কারণ॥
ঘুচাইলা প্রভু তুমি পৃথিবীর ভার।
যদুবংশ-পূর্ণ ভেল ই তিন সংসার ॥
এত বুঝি কর প্রভু জেই লয় মনে।
এত বলি বিদায় হইলা দেবগণে ॥
শুনিঞা দেবের বাক্য চিন্তে যদুরায়।
হৃদয়ে দারুণ বেথা কহা নাহি জায় ॥

লীলা সম্বরিতে হরি চিন্তে মনে মনে।
মুখে না বারায় রা কহিব কেমনে॥
এক দিন শাম্ব আদি কৃষ্ণের নন্দন।
পরিহাস করে দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
প্রকৃতির বেশ ধরি উদর করিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু ব্রাহ্মণ দেখিঞা॥
কহ মুনি গর্ভে কিবা হইবে তনয়।
মুনি বোলে যদুবংশ ইথে হবে ক্ষয়॥
মোরে পরিহাস তোরা করিলি সকল।
গর্ভে হইতে কুলক্ষয় হইবে মুষল॥
এতেক কহিতে মাত্র পড়িল মুষল।
কৃষ্ণের চরণে আসি কহিল সকল॥
হরি কহে বিপ্রে কেনে কৈলা পরিহাস।
বুঝি এই হৈতে যদুকুল হবে নাশ॥
করহ মুষল ক্ষয় মিলিঞা সকলে।
ঘষিঞা ফেলাওগা জাঞা সমুদ্রের জলে॥
এত শুনি শিশুগণ মুষল লইঞা।
সমুদ্রের জলে আসি ফেলায় ঘষিঞা॥
ঘষিতে বালকগণের উপজিল ঘর্ম্ম।
মুষলের ফেনে হইল এড়কার জন্ম॥
মুষলের ফেন কূলে লাগে ভাসি ভাসি।
তাহে জনমিল তাল মধু রাশি রাশি॥
কিছু মাত্র রহিল মুষল অবশেষ।
ধরিতে না পারে হাতে বড় পায় ক্লেশ॥
তবে সমুদ্রের জলে টানিঞা ফেলিল।
মৎস্যরাজ আসি তাহা তখনি গিলিল॥

মধুপান কৈরা শিশুগণ হৈলা ভোর।
মাতিল বালক নাহি চিনে আপ্ত পর॥
যুদ্ধ করে শিশুগণ কারে নাহি চিনে।
ব্রহ্মশাপে নষ্ট হয় সমুদ্রের ফেনে॥
নল খাগড় ভাঙ্গি মারে জার উপরে।
ফেনা পরশিতে মাত্র শিশুগণ মরে॥
এহি মত যদুবংশ করিলা সংঘার।
বজ্র নামে এক মাত্র রহিল কুমার॥
মুষলের অবশেষ রাঘবের পেটে।
দৈবে মৎস্যরাজ বন্দী বিকাইল হাটে॥
জরা নামে ব্যাধ তাহা পাইঞা যতনে।
করিল তীরের ফলা বিচিত্র গঠনে॥
আচম্বিতে দ্বারকাতে হৈল কলরব।
মধুপানে শিশুগণে সংঘারিল সব॥
যদুবংশ হরি অংশ ছাপ্পান্ন কোটি সেহ।
দ্বারকাতে বার্ত্তা দিতে না থাকিল কেহ॥
হরি-মন সঙ্কর্ষণ জানিঞা তখন।
বুঝিলেন করিবেন লীলা সম্বরণ॥
উপহাস বংশনাশ কৈলা ব্রহ্মশাপে।
জানি রাম নিজ ধাম গেলা শ্বেতদ্বীপে॥
রেবতীর হিয়া স্থির শোকের তরঙ্গে।
পতিব্রতা অনুমতা গেলা রাম সঙ্গে॥
বোল হরি মুখ ভরি করিঞা বিশ্বাস।
মাধব কহে সঙ্গে নহে জাবে কৃষ্ণদাস॥*॥

তবে পুন কহি শুন হরির কৃপায় ।
লাগে বেথা এহি কথা মুখে না বারায় ॥
দ্বারাবতী লক্ষ্মীপতি রমণীর ঘটা ।
ফাটে বুক উঠে দুঃখ জেন মারে ঝাটা ॥
না কহিলে সভে বোলে গ্রন্থ পূর্ণ নয় ।
তেঞিও কহি শুন ভাই মনে পাইঞা ভয় ॥
শ্রীনিবাস শুনি নাশ যদুবংশ জত ।
বলরাম গেল ধাম জনমের মত ॥
তোর সঙ্গে রসরঙ্গে বিহারিল বনে ।
তোমা ছাড়ি দেহ ধরি রহিব কেমনে ॥
আগে গেল না কহিল কিসের কারণ ।
সে সময় দুই ভাই নইল দরশন ॥
পুত্রগণে করি মনে কান্দে যদুবর ।
শোক করি গেলা ছাড়ি দ্বারকানগর ॥
শেষে আসি তথা বসি বৃক্ষের তলাএ ।
তরুমূলে কুতূহলে চরণ দোলায় ॥
আসি ত্বরা ব্যাধ জরা হরিণের জ্ঞানে ।
দিঞা টান এড়ে বাণ প্রভুর চরণে ॥
বাজিঞাছে ধাইঞা কাছে আইলা তখনে ।
রক্ত পড়ে উভ ধারে ও রাঙ্গা চরণে ॥
ভূমে পড়ি কর জুড়ি করএ স্তবন ।
মোর সম দুষ্টাধম নাহি কোন জন ॥
মৃগী জ্ঞানে শ্রীচরণে হানিঞাছি বাণ ।
শুন প্রভু মোর কভু নাহি পরিত্রাণ ॥
মুনিগণ জে চরণ না পাএ ধিয়ানে ।
সিন্ধুকূলে তরুমূলে জানিব কেমনে ॥

কান্দে ব্যাধ নিরবধি প্রভুর সমুখে।
মুই হীন কত দিন থাকিব নরকে॥
স্তব শুনি যদুমণি কহিলা উত্তর।
হরি কয় নাহি ভয় না করিহ ডর॥
কে বা কারে মারিবারে কে করে আপদ।
পূর্ব্বজন্মে নিজ পুণ্যে আছিলা অঙ্গদ॥
পরবশে বিনা দোষে অপরাধ কৈল।
ঋষ্যমুকে রামরূপে বালিকে মারিল॥
বালিবধ কৈলা শোদ করিলা সন্তোষ।
দিঞা টান কাড় বাণ নাহি তোর দোষ॥
শুন জরা জাও ত্বরা দ্বারকা নগরে।
মাতলিরে ডাক্যা দিবে আমার গোচরে॥
আজ্ঞা পাইঞা জায় ধাইঞা ধনুর্ব্বাণ ফেলি।
কান্দে জরা বহে ধারা দেখিঞা মাতলি॥
আসি কাছে তারে পুছে বচন মধুর।
জরা বোলে তরুমূলে পড়িঞা ঠাকুর॥
সারথির নহে স্থির শুনিঞা উত্তর।
দেখে আসি রক্তে ভাসি শ্যাম কলেবর॥
ধরি পদ কান্দে জত সারথি মাতলি।
স্বরভঙ্গে শ্যাম অঙ্গে লাগিঞাছে ধূলি॥
লক্ষ্মী পদে হাত দিতে শঙ্কা পায় মনে।
হেন পদে রক্তে ক্ষিতে পড়িঞাছে কেনে॥
এত শুনি চক্রপাণি কহিলা তখনে।
নারীগণ সমর্পণ করহ অর্জ্জুনে॥
নিজ ধাম গেলা শ্যাম হইঞা জ্যোতির্ম্ময়।
অন্তর্ধ্যান ভগবান গোলোক বিজয়॥

দ্বারকাতে শীঘ্র জাইতে সারথির মন।
হরিশোকে দেহ কাঁপে বিরস বদন॥
কহে আসি যথা বসি দেবী রুকিমিণী।
শুনি কত কান্দে জত কৃষ্ণের রমণী॥
সিত পক্ষে অন্তরীক্ষে গেলা রুকিমিণী।
হরিশোকে স্বর্গলোকে জতেক রমণী॥
আজ্ঞামাত্রে দ্বারকাতে আইলা অর্জ্জুন।
চারি দিগে শূন্য লাগে দ্বারকা ভুবন॥
হরি বিনু শূন্য জেন পোড়ে হুতাশনে।
হস্তিনাএ লইঞা জায় জত নারীগণে॥
হেন কালে আসি মিলে গোয়ালা সকল।
নারীগণে সব জনে দেখি করে বল॥
পরশিতে চায় জাইতে দেখিঞা তখন।
ধনুকেত গুণ দিতে না পারে অর্জ্জুন॥
বল করি ছুত্যে নারী আইসে গোপগণ।
ছুতে মাত্রে ব্রহ্মক্ষেত্রে হইলা পাষাণ॥
পুরন্দর করে ডর অর্জ্জুনের বাণে।
গোয়ালায় পরাজয় কৈলা হরি বিনে॥
আসি কয় ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরে।
বংশ নাশি স্বর্গবাসী হৈলা যদুবরে॥
পুরী জত প্রবেশিত সমুদ্র ভিতর।
বজ্র পুত্র সভে মাত্র রুক্মিণীর ঘর॥
এত শুনি নৃপমণি উঠিঞা চলিলা।
হরি বিনে এক দিন রাজ্যে না থাকিলা॥
শ্রোতাগণ দিঞা মন করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণদাস করে আশ মাধব-চরণ॥ * ॥

ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ অসংখ্য রমণী।
রত্নময় দ্বারকায় শোভে চিন্তামণি॥
এতেক ঐশ্বর্য্য হরি করি দ্বারকায়।
নিমিষে করিলা নাশ আপন ইৎসায়॥
স্ত্রী পুত্র ঘর দ্বার জত ইতি হয়।
জলের বিম্বুকি জেন জলেতে মিলায়॥
এতেক কহিঞা কেনে কর অহঙ্কার।
আখি মুদি দেখ সকলি অন্ধকার॥
মুনি বোলে রাজা তুমি কর অবধান।
ব্রহ্মশাপ হইতে তুমি হইলা পরিত্রাণ॥
রাজা বোলে তুমি মোরে করহ প্রসাদ।
শুকদেব পরীক্ষিতে কৈলা আশীর্ব্বাদ॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি হইলা বিদায়।
যাত্রা করিলা মহারাজা পড়িলা ধূলায়॥
মূর্চ্ছাগত হইঞা রাজা পড়ে মঞ্চে হইতে।
হাহাকার মুনি জত লাগিলা করিতে॥
চেতন পাইঞা রাজা তক্ষকেকে ডাকে।
বিপ্রবাক্য সত্য কর দংশিঞা আমাকে॥
এত বলি কান্দে রাজা চিন্তে পরলোক।
সপ্তাহ হইল পূর্ণ না দেখি তক্ষক॥
এথা ব্রাহ্মণের বরে তক্ষক আসিতে।
পথে দেখা হইল ধন্বন্তরির সহিতে॥
প্রাচীন বৃক্ষের তলে রহি এক ভিতে।
লাগিলেন দোহে দোহাকারে জিজ্ঞাসিতে॥
তক্ষক কহে বিপ্র কোথা আগমনে।
ধন্বন্তরি কহে জাব রাজা দরশনে॥

ব্রহ্মশাপে সপ্ত দিনে দংশিবে তক্ষকে।
ব্রহ্মমন্ত্র দিঞা আমি জিয়াইব তাখে॥
হাসিতে লাগিলা ধন্বন্তরির বচনে।
তক্ষকে দংশিলে তুমি জিয়াবা কেমনে॥
তক্ষক কহেন এহি বৃক্ষে দংশি আমি।
দেখিব কেমনে বৃক্ষ জিয়াইবে তুমি॥
এত বলি মহাকোপে বৃক্ষকে দংশিল।
গরল-জ্বালাএ বৃক্ষ ভস্ম হইঞা গেল॥
কাষ্ঠবৈদ্য কাষ্ঠ কাটে বৃক্ষডালে বসি।
অশ্বত্থের তরু সনে হইলা ভস্মরাশি॥
তক্ষকের কোপ দেখি হাসে ধন্বন্তরি।
উড়্যা জাইতে এক মুষ্ট ভস্ম নিল ধরি॥
মন্ত্র পড়ি ভস্ম পুন কৈল অরোপণ।
হইল তেমন তরু আছিল জেমন॥
কাষ্ঠবৈদ্য পুনরপি হইল সেহি কালে।
সেই মত কাষ্ঠ কাটে বসি বৃক্ষডালে॥
দেখিঞা তক্ষক নাগ মনে অনুমানি।
ধন্বন্তরির স্থানে দিলা আপনার মণি॥
সর্প কহে ঘর জাহ আমার বচনে।
লজ্জিবে বিপ্রের বাক্য ধনের কারণে॥
ধন লইঞা ধন্বন্তরি ফিরাইল দেশে।
পরিক্ষিত স্থানে গেলা ব্রাহ্মণের বেশে॥
উঠিলেন মহারাজা ব্রাহ্মণ দেখিঞা।
প্রণমিলা বিপ্রপদে গলে বস্ত্র দিঞা॥
বদরির ফল দিল পড়ি বেদমন্ত্রে।
সূত্ররূপে প্রবেশিল নাসিকার রন্ধ্রে॥

সূত্ররূপে মর্ম্মস্থানে ভেদিলা তক্ষকে।
শরীর ভস্ম [হইল] গেলা স্বর্গলোকে ॥
হরি হরি বেদধ্বনি করে মুনিগণ।
রাজা পরিক্ষিত পাল্যা হরির চরণ ॥*॥

পুছিলেন শৌনকাদি জত মুনিগণ।
কহিলেন সূত লোমহর্ষের নন্দন ॥
একে একে জিজ্ঞাসা করিলা মুনিগণ।
কহিল সকল তত্ত্ব জত বিবরণ ॥
সূত কহে শুন মুনি অপরূপ কথা।
ইহা জেহি নাহি শুনে তার জন্ম বৃথা ॥
আপনি ঠাকুর সেই হয় পূর্ণ ব্রহ্ম।
অংশরূপে আপনে আইলা দয়া ধর্ম্ম ॥
সত্য উপকার আর হৈল তাহা হৈতে।
দান ব্রত তপস্যাদি উপজিল তাথে ॥
ঈশ্বরের সেই মাত্র প্রধান শকতি।
সভার প্রধান আর দয়া আর ভক্তি ॥
আচরণ স্বধর্ম্ম করএ জেহি জন।
গৃহস্থ সন্ন্যাসী কিবা তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
এহি ত কহিল কথা ধর্ম্মের উদয়।
ইহা জেই শুনে তার নাহি ভব-ভয় ॥
ব্রহ্মা দেব উপাদন করাইলা ছিষ্টি।
মিথ্যা পাপ জনমিল বিধাতার পিষ্টে ॥
তাহাতে জন্মিল তাপ হিংসা দুই জনা।
উপজিল ক্লেশ আর সঙ্কট যন্ত্রণা ॥

নরক আদি দুঃখ শোক জতেক আছিল।
কলি মহারাজ আর দুউক্তি জন্মিল॥
দুর্ব্বাসনা দুরাশয় নিদ্রা চিন্তা প্রতি।
কাম ক্রোধ ছয় জন তাহার সঙ্গতি॥
এহি ত কহিল পাপ পুণ্যের বিচার।
সেহি ত বুঝিতে পারে জ্ঞান থাকে জার॥
শ্রোতাগণ মধ্যে শ্রোতা আছে তিন মত।
স্বরভেদী রসভেদী গুণভেদী কত॥
স্বর বিনু স্বরভেদী কিছু নাহি বুঝে।
রসভেদী বুঝে রসতরঙ্গের মাঝে॥
অক্ষরভেদীর মনে না হয় প্রতীত।
রসভেদী ভক্তগণ মোর পূজিত॥
এহিত কহিল ভক্ত তিনের আখ্যান।
ইহা জেহি শুনে তার হয় দিব্য জ্ঞান॥
সগাধা কৃষ্ণের কথা কহা নাহি জায়।
সমাধান দিতে বেথা লাগিছে হিয়ায়॥
আমার শকতি নাহি দিতে সমাধান।
সমাধান দিতে হিয়া বিদরে পরাণ॥
এত দিন ছিল ভাল ভকতের সঙ্গে।
সদা আনন্দিত মন কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
ভকত জনার পাএ করি নমস্কার।
কৃপা করি ভবভয় মোরে কর পার॥
আমার প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।
দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণ ধরি॥
ভাল মন্দ জ্ঞান মাত্র নাহিক আমার।
ভকতের পদরেণু মনে করি সার॥

মোর কণ্ঠে ভর করি কহাও আপুনি ।
কিবা লেখি কিবা পড়ি কিছুই না জানি ॥
এক দিন স্বপনে আসি দিলা দরশন ।
সেহি ত ভরসা মনে করিএ লিখন ॥
আদ্যন্ত সংক্ষেপে করি যতনে লিখিল ।
আর এক গোপ্ত কথা কহিতে রহিল ॥
সে সকল গোপ্ত কথা লিখিতে না হয় ।
শুনিলে হাসিবে মূঢ় লাগে বড় ভয় ॥
অখন গোপত কথা থাকুক অন্তরে ।
তোমরা বৈষ্ণবগণ দয়া কর মোরে ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শ্রোতাগণ ।
জেন মোর ভক্তি থাকে ও রাঙ্গা চরণে ॥
আপনার কথা কিছু করি নিবেদন ।
নির্ল্লজ্জ হইঞা কহি শুন শ্রোতাগণ ॥
মাতা অতি পতিব্রতা পদ্মাবতী নাম ।
পিতা সে যাদবানন্দ অতি গুণবান ॥
তর্ক বর্ক পিতা মোর কিছুই না জানে ।
সভাকে উত্তম জ্ঞানে দাস অভিমানে ॥
জাহ্নবী-পশ্চিম-কূলে বসাত আমার ।
বর্ণিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব নহে অধিকার ॥
আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্যকার্য্য ।
দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য ॥
না পড়িল না শুনিল হিয়া পরকাশ ।
বুঝিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণদাস ॥
মুই অতি হীনমতি না জান ভকতি ।
কৃষ্ণলীলা বিস্তারিতে কি মোর শকতি ॥

আপনে অনন্ত জদি লয়াএ বদনে।
তভু ত না পায় অন্ত কহিব কেমনে॥
সহস্র বদন মোর না দিল বিধাতা।
এক মুখে কি কহিব কৃষ্ণ-গুণ-গাথা॥
জদি বিধি দিত মোর সহস্র বদন।
তবে ত কহিল কিছু গুণের বর্ণন॥
হাএ রে দারুণ বিধি কি করিলি মোর।
সৃজন করিলি বৃথা দয়া নাহি তোর॥
তো সম মূর্খ নাহি শুন রে বিধাতা।
কাহারে কহিব দুঃখ অন্তরের বেথা॥
স্থানাস্থান ভেদ কিছু নাহিক আমার।
শরণ লইলু আমি চরণে সভার॥
প্রণত জনেরে দয়া না করিলে নয়।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে হইঞা সদয়॥
কৃষ্ণভক্তগণ আছে আসরে বসিঞা।
পবিত্র করহ মোরে পদরেণু দিঞা॥
আরম্ভ করিঞা গ্রন্থ করিঞা শ্রবণ।
খণ্ডএ আপদ তার কলুষ-বন্ধন॥
খোল করতাল আর কীর্ত্তনের ধ্বনি।
আপনে শুনিঞা ধন্য মানেন মেদনি॥
কৃষ্ণের মহিমা শব্দ জত দূরে জায়।
পাপ তাপ রোগ শোক শুনিঞা পলায়॥
জেই শুনে সেই ভুলে কৃষ্ণের চরিত্র।
তিন লোক স্বর্গে জায় হইঞা পবিত্র॥
কহ কহ বলিঞা জে জন করে উক্তি।
এড়ায় শমন-দায় সেহি পায় মুক্তি॥

দান ব্রত যজ্ঞ হোম জত ইতি হয় ।
নিশ্চয় জানিহ সে নামের তুল্য নয় ॥
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আছে পৃথিবীতে ।
নামের অধিক নহে কহে ভাগবতে ॥
কৃষ্ণরস-সুধাসিন্ধু জেই করে পান ।
ত্রিজগতে ভাগ্য [নাই] তাহার সমান ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে জত মাতা পিতা ।
সভাকে বন্দনা করি সমাধিলা গীতা ॥
আদি অন্ত কথা সভে করহ শ্রবণ ।
একে একে কহিব সকল বিবরণ ॥
দশম স্কন্ধের কথা কহিল সকল ।
এহি হইতে সমাধান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদযুগ করি আশ ।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥*॥

প্রথমে শুনিল কথা শুন শ্রোতাগণ ।
ক্ষীরোদে আসিঞা ব্রহ্মা করিলা স্তবন ॥
তবে ত কহিল কংস শুনে দৈববাণী ।
চাতুরি করিঞা কংসে বুঝাইল মুনি ॥
ছয় পুত্র দৈবকীর জন্মিল উদরে ।
স্বহস্তে বধিলা কংস শিলার উপরে ॥
বলরাম বলভদ্র জনমিল পূর্ব্বে ।
মায়াতে রাখিল গিঞা রোহিণীর গর্ব্ভে ॥
রোহিণীর গর্ব্ভে আসি জনমিল রাম ।
দৈবকীর গর্ব্ভে কৃষ্ণ হৈলা অধিষ্ঠান ॥

কারাগারে প্রকাশিত দেব চক্রপাণি।
ভাড়াইলা কংসরাজে দিঞা কন্যাখানি॥
দেখিঞা পুত্রের মুখ হরষিত নন্দ।
পুত্রমহোৎসব কৈল পাইঞা আনন্দ॥
কহিল পূতনাবধ শকট ভঞ্জন।
তবে ত কহিল তৃণাবর্ত্তের মরণ॥
গর্গ মুনি আসিঞা দোহার করে নাম।
নন্দের মন্দিরে নাচে কৃষ্ণ বলরাম॥
হাইম উঠাইলা কৃষ্ণ যশোদার কোলে।
ব্রহ্মাণ্ড দেখিল রাণী বদন-কমলে॥
উদূখলে বান্ধা ভগ্ন যমল অর্জ্জুনে।
গোকুল ছাড়িঞা গোপ গেল বৃন্দাবনে॥
বালক সহিতে খেলে মৃত্তিকা ভক্ষণে।
উদরে দেখিল রাণী ই তিন ভুবনে॥
তবে ত কহিল কথা শুন সাবধানে।
ধান্য দিঞা ফল কৃষ্ণ খাইল আপনে॥
প্রথমে বধিল কৃষ্ণ বৎসাসুর গোষ্ঠে।
বকাসুর নষ্ট কৈলা ধরি দুই ওষ্ঠে॥
অগাসুর বৃকাসুর করিলা মোক্ষণ।
তবে ত কহিল নাগ ব্রহ্মার মোহন॥
তবে ত কহিল কালি নাগের দমন।
কান্দিয়া ব্যাকুল তবে গোপ গোপীগণ॥
ধেনুক বধিলা রাম ভাঙ্গি তালবন।
প্রলম্ব অসুর রাম বধিলা জেমন॥
খেলাএ বালক সনে হইঞা বিভোর।
হরিল গোপীর বস্ত্র রসিক নাগর॥

তবে ত কহিল আর দান নৌকাখণ্ড।
শুনিতে শ্রবণসুখ অমৃতের খণ্ড॥
রাম কৃষ্ণ অর্ণ(ন্ন) মাগে বিপ্রপত্নী স্থানে।
জেমতে ভোজন [তাহা] করিলা আপনে॥
জেমতে ধরিলা কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন।
কামধেনু অভিষেক ইন্দ্রের স্তবন॥
বৃন্দাবনে পূর্ণ রাস করিলা ঠাকুর।
ব্যোমকে বধিলা কৃষ্ণ আর শঙ্খাসুর॥
জেমনে বধিলা কৃষ্ণ কংসদূত কেশী।
তবে ত কহিল কথা নন্দ একাদশী॥
যুক্তি কৈলা কংসরাজ নারদের সনে।
অক্রূরের আগমন হইল জেমনে॥
কহিল অপূর্ব্ব কথা মথুরাবিজয়।
দেখিল মথুরা পুরী যজ্ঞ ধনুর্ম্ময়॥
মারিল কুবলয় হাতী চাণূর মুষ্টিক।
হেন ভাগ্যবন্ত নাহি কংসের অধিক॥
ধন্য ধন্য কংস রাজা জগত ভিতরে।
মৃত্যুকালে কৃষ্ণ জার বুকের উপরে॥
উগ্রসেন রাজা করি নন্দকে বিদায়।
জাহার শ্রবণে কাষ্ঠ পাষাণ মিলায়॥
যজ্ঞোপবীত পিতা করিলা যতনে।
পড়িলা চৌষষ্ঠি বিদ্যা সান্দীপনি স্থানে॥
শঙ্খাসুরে বধ কৈল প্রবেশি সমুদ্রে।
বিদায় হইলা দোহে দিঞা গুরুপুত্রে॥
উদ্ধবের আগমন হরির আজ্ঞায়।
গোপীর রোদন শুনি পাষাণ মিলায়॥

তবে ত কহিল জরাসন্ধ উপাখ্যান।
প্রকারে যবন-বধ কৈলা ভগবান॥
করিঞা মুচুকুন্দে দয়া দ্বারকা নগরে।
বলরাম বিভা কৈলা রেবতের ঘরে॥
তবে ত কহিল কথা রুক্মিণী-হরণ।
জা শুনিলে দয়া করে লক্ষ্মী নারায়ণ॥
রুক্মিণীর গর্ভে আসি জনমিল কাম।
সম্বরে বধিল শিশু করিঞা সংগ্রাম॥
তবে ত কহিল কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিল প্রসেন বধ মণির হরণ॥
কহিল জেমনে কৃষ্ণ মণি উদ্ধারিল।
জাম্ববতী সত্যভামা বিবাহ করিল॥
তবে ত করিলা বিভা কালিন্দী লক্ষ্মণা।
বৃন্দাবলী আদি করি এই অষ্ট জনা॥
কহিল অদ্ভুত কথা নরক-সংঘার।
একত্র করিল বিভা ষোড়শ হাজার॥
তবে ত কহিল দেবী উষার হরণ।
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে দেব ত্রিলোচন॥
উষা সঙ্গে দ্বারকায় আল্যা অনিরুদ্ধ।
অর্জ্জুনে করিলা রক্ষা দিঞা বিপ্রপুত্র॥
কহিল দুর্ব্বাসা মুনি গণিল বিপাক।
জেমনে খাইল কৃষ্ণ দ্রৌপদীর শাক॥
তবে ত কহিল পারিজাতের হরণ।
জা শুনিলে আনন্দিত জত শ্রোতাগণ॥
পূর্ণক ব্রতের কথা নাহিক উপমা।
করিলেন পতিদান দেবী সত্যভামা॥

রাখিল দ্রৌপদী বস্ত্র হরণের কালে।
সুভদ্রা হরিতে আজ্ঞা করিলে গোপালে॥
উঞ্ছবৃত্তি সম কেহো নাহি ভাগ্যবান।
শুনিলে পবিত্র হয় উপজয় জ্ঞান॥
ত্রিজগতে নাহি তার দেখি সমতুল।
খাইলেন মাগিঞা তার যবের তণ্ডুল॥
তবে ত কহিল কথা দেবতার গতি।
লীলা সম্বরিতে কৃষ্ণ কৈলা অনুমতি॥
কহিতে দারুণ কথা মনে উঠে তাপ।
জেমতে হইল যদুবংশে ব্রহ্মশাপ॥
পৃথক্ পৃথক্ কথা কহিল সকল।
জৈছে গর্ভে হইতে খসি পড়িল মুষল॥
মুষলের ক্ষয়কথা কহিল তাহাতে।
যদুবংশ ক্ষয় কৈলা আপন মায়াতে॥
তবে ত কহিল আগে গেলা বলরাম।
জ্যোতির্ম্ময় হইঞা কৃষ্ণ গেলা নিজ ধাম
তবে ত কহিল কথা শুন সর্ব্বজন।
ব্যাসসুত শুকদেব করিলা গমন॥
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি তক্ষক আসিতে।
ধন্বন্তরি সাথে দেখা হইল জেমতে॥
বিপ্ররূপে দোহার সনে হইল দেখা।
জেমনে কহিল ধন্বন্তরির অপক্ষ্যা॥
বদরীর ফল দিঞা দংশিল তক্ষকে।
কহিল জেমতে রাজা গেল স্বর্গলোকে॥
ইহারে বলিএ ভাই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
সেই সে বুঝএ জার অন্তর নির্ম্মল॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া করে জারে।
কৃষ্ণলীলা গুণ সেই বুঝিবারে পারে ॥
সভে মোরে কর দয়া হইঞা প্রসর্ণ [ন্ন]।
এত দূরে গান পুথি হইল সম্পূর্ণ ॥
বদন ভরিঞা হরি বোল সর্ব্বজন।
মাধবচরণে গায় যাদবনন্দন ॥
একত্র বসিলা কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে।
চারি দিগে ভক্তগণ সেবে বহু রঙ্গে ॥
লাএকেরে বর দেয় প্রভু গুণমণি।
অন্তকালে পায় জেন চরণ দুখানি ॥
জার রাজ্যে গান হয় তারে দেয় বর।
শ্রীবৃদ্ধি করহ তার উত্তরে উত্তর ॥
সভাখণ্ডে বর দেহ ভকতবৎসল।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর কল্যাণ কুশল ॥
দোহার বাল্য বর দেয় প্রভু যদুরায়।
জনমে জনমে জেন তব গুণ গাই ॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি কি বর মাগিব।
জন্ম জন্মান্তরে গুণ গাইঞা বেড়াব ॥
গণিল তোমার পদরেণু করি আশ।
মাধব-চরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্ত।
সন ১২০৬ সাল।